মনোহর চিত্র-চর্চ্চিত

কলুষ-কালিমা ও পুণ্যকান্তিময় বহুল কাণ্ড-মণ্ডিত

দ্বিখণ্ড জীবনী।

শ্রীজানাবু প্রণীত।

প্রকাশিকা।

শ্রীমতী নলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণী

মনোমোহন লাইব্রেরী।

২০৩/২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

উদ্বোধন।

কোন ভদ্রলোক বৈঠকখানা সাজাইয়া তাহা দর্শনার্থ বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিলে, তথায় গ্রন্থ দেখিতে না পাইয়া সমাগত কোন বন্ধু কৌতুক করিয়া বলিলেন, "কি ভায়া! তোমার এ বৈঠকখানায় বৈ টৈ ত বড় দেখতে পাচ্ছি না?" পাঠক বুঝিলেন, বৈঠকখানার "বৈ" শূন্য হইলে রহিল কি? উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গে নভেলের ছড়াছড়ি, গড়াগড়ি; এ ক্ষেত্রে প্রকৃত উপন্যাস অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। নভেল শব্দের "ন"টি মুছিয়া গেলে যাহা থাকে, বঙ্গের অন্ন-চিন্তা-চমৎকৃত উপন্যাস-রচয়িতাবর্গের ইংরাজী কুহকী কল্পনাময়ী উদ্ভাবনার কায়া-ছায়া প্রায় অধিকাংশ নভেলই তাহাই, উচ্ছিষ্ট, চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র। মিথ্যা কথা বলিলেই পাপ; লিখিলে পাপ নাই, ইহাই আধুনিক মন্তব্য। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ কাল্পনিক গল্পের অবতারণা কালীন উহা রূপক বা রূপকথা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আজ কাল মিথ্যাকে সত্য-ঘটনা মূলক বলিয়া ডঙ্কা মারাই হালী নকল নবীসদলের বাহাদুরী।

কুন্দন লালের জীবনীরূপ-হিন্দুস্থানী টাট্‌কা চব্য এব্যটী আমরা হোটেল কিপারের জিম্বায় দিলাম। এখানে "ফেল কড়ি, মাখ তেল" সম্বন্ধ। পাঠক মহাশয়, এ কাশীর "সাড়ে বত্রিশ ভাজা" কেমন তাজা মজাদার, একবার চর্ব্বণ করে দেখুন, এতে ঝাল, নুণ, টক, কষায়, মিষ্টি সব রসই পাবেন। তবে এখানে ভেলমালের ফড়ের ফক্কি-

কারিতা ফাও নাই। পছন্দ না হয়, "স্থানান্তরে গম্যতাং, চেখে বেড়ান, আমরা হতাশ হব না। আমাদের মাল পচা সড়া নয়, হালে আমদানী ফ্রেশ, একথার আমরা গ্যারাণ্টি। অলমিতি বিস্তরেণ। কলিকাতা ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১১।

রচয়িতা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম কাণ্ড।

পরিচয়।

কাশীর প্রসিদ্ধ গুণ্ডা কুন্দনলাল জাতিতে ক্ষেত্রি। সুদূর পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, কাশী প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী ক্ষেত্রিরা ভদ্র শ্রেণীর লোক। ইঁহারা হিন্দী, উর্দ্দু, পারসী এবং ইদানীং অনেকেই ইংরেজী লেখাপড়া অল্পাধিক শিখিয়া থাকেন ও প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী। কলিকাতাতেও ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে অনেক ক্ষেত্রি অবস্থান করিতেছেন। কাশ্মীর ও পঞ্জাবের ঊর্ণা বস্ত্র, কাশীর পট্টবস্ত্র, আগ্রার সতরঞ্চী, গালিচা, দুলিচা; জয়পুর ও দিল্লীর কারু-কার্য্যময় মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বিবিধ ব্যবহার্য্য ও বিলাস দ্রব্যের

বাণিজ্য দ্বারা প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন। হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতি-দিগের অপেক্ষা ক্ষেত্রিদিগের বিশেষত্ব এই, ইঁহারা প্রায় সকলেই সুগৌরবর্ণ, সুচেহারার, সম্পন্ন, সৌখিন লোক। পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কচিৎ ঈষৎ মলিন বর্ণ হইলেও রমণী ক্ষেত্রিয়াণীদিগের কি বর্ণে কি চেহারায়, কিংবা অঙ্গের গঠন সৌষ্ঠবে এই বিশেষত্ব সমধিক লক্ষিত হইয়া থাকে।

হিন্দুস্থানিদিগের মধ্যে কুর্ম্মী, কাহার, আহীর, গালোয়ার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রত্যেকেই ডন কুস্তী অভ্যাস না করিলেও উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ, ছত্রি (ক্ষত্রিয়), ক্ষেত্রি, লালা (কায়স্থ) প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা প্রায় সকলেই বাল্যাবধি মল্লক্রীড়া দ্বারা শরীর গঠিত ও সবল করিতে আলস্য করেন না। আমাদিগের এই আখ্যায়িকার অধিনায়ক কুন্দনলালও মল্লক্রীড়ায়, অস্ত্র শস্ত্র চালনায়, ও অশ্বারোহণে সুদক্ষ। বাল্যকালে কুন্দনলাল কাশীর স্কুলে ইংরেজী তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে কুসংসর্গে পড়িয়া লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত যদৃচ্ছা বিচরণ করিতেন; তিলার্দ্ধও বাটীতে থাকিতেন না। হয় কুস্তীর আখড়ায়, নয় গান বাজনার মজলিসে, না হয় গাঁজা, চরশ, সিদ্ধির আড্ডায় স্ফুর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেন; এজন্য তাঁহার মাতা কলিকাতাস্থ কোন আত্মীয়ের কাপড়ের দোকানে তাঁহাকে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা করিতে পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে কুন্দনলালের বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর।

দুগ্ধ যেমন গোমূত্র যোগে একবার নষ্ট হইলে শত যত্নেও তাহা আর কোন ক্রমেই পুনরায় দুগ্ধে পরিণত করা যায় না, তেমনই মানব-চরিত্র একবার বিগড়াইলে তাহা আর কখনও সুধরায় না। কুন্দন কলিকাতায় আসিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বিস্তর ইয়ার যোটাইয়া লইলেন। সমবয়স্ক ক্ষেত্রি বিশেষতঃ বাঙ্গালী বালকদিগের সহিত

মিশিয়া পঞ্চদশায় সমপাঠী বাঙ্গালী ছাত্রবর্গের সংসর্গে পূর্ব্ব অভ্যস্ত বাঙলা কথাবার্ত্তা মাতৃভাষার ন্যায় অনর্গল বলিতে অভ্যাস করিলেন। তিনি ফাঁক পাইলেই দোকানের মালপত্র কিছু কিছু সরাইয়া সস্তায় বেচিয়া দিয়া নানারূপ অপব্যয় করিতেন। বাদাম, পেস্তা, মসলা সংযোগে ভাঙ্গ খাওয়া কাশীর আশৈশবের অভ্যাস, না হইলেই নয়। সিদ্ধির উপর রস্ত চরশ, গাঁজা অল্প মাত্রায় চলিত। নেশার মুখে মেওয়া, মেঠাই, রাবড়ী ভরপেট চাই। রাত্রিতে ইয়ারদিগের সহিত থিয়েটারে রঙ্গ দেখিতে প্রায়ই যাইতেন। তখন পান, চুরট, সোডা লেমনেড যুক্ত দুই এক পেগ হুইস্কী, ব্রাণ্ডীও আবশ্যক হইত, কাজেই দৈনিক পাঁচ প্রকারে দুটী টাকার কমে কুলাইত না, এমতাবস্থায় চুরি না করিলে চলে কি প্রকারে! থিয়েটারে অভিনীত নাটক উপন্যাসের সম্যক মর্ম্মোপলব্ধি পুস্তক পাঠ ভিন্ন হয় না, এজন্য বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতে শিখিলেন। সেতার উত্তম বাজাইতে পারিতেন, এজন্য বড় লোকেরা আদর করিয়া অনেক সময় সুশ্রী ক্ষেত্রি বালক কুন্দনলালকে বাগানে লইয়া যাইতেন। তাঁহার আত্মীয় কুন্দনের চরিত্র ও দোকানের মালপত্রের অন্তর্দ্ধান দর্শনে বিরক্ত হইয়া প্রায় এক বৎসর পরে রাহাখরচের টাকা দিয়া তাঁহাকে কাশীতে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপ চরিত্র দোষে কুন্দনের বড় পয়সার দরকার হইয়া উঠিল। বাল্যকালে কুন্দনের পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার মাতার হস্তে যাহা কিছু সম্বল ছিল, তদ্দ্বারা কোন ক্রমে দিনাতিপাত হইত। ঘরে তাঁহার মাতা ও বাল-বিধবা এক কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন অপর কেহই ছিল না বটে, কিন্তু অবস্থার অস্বচ্ছলতা হেতু বাটী হইতে নগদ কিছুই পাইতেন না, অথচ পয়সা না হইলেই নয়, সুতরাং কুন্দনলাল ক্রমে বদমায়েশদিগের দলে মিশিয়া গুণ্ডামী করিতে আরম্ভ করিলেন।

কাশীর কেদারের ঘাটের নিকটে গুণ্ডাদিগের একটী আড্ডা আছে। গুণ্ডামী করিতে হইলে শরীরে শক্তি থাকার প্রয়োজন। গুণ্ডারা প্রাতে আড্ডায় সমবেত হইয়া কিছুক্ষণ ডন কুস্তী করিয়া গায়ে ধূলা মাটি মাখিয়া গঙ্গায় পড়িয়া স্নানাবগাহন করিত। তাহার পর ভাঙ, গাঁজা, চরশ খাইয়া বম্ মহাদেব বলিয়া দেব দর্শনে বাহির হইত। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার মন্দিরে সমবেত যাত্রিদিগের কাহারও দর্শনের সাহায্য করিয়া, কাহারও সহিত বা বিবাদ বাধাইয়া ছলে বলে প্রসাদী নৈবেদ্য দ্বারা জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া লইত। মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কেহ সাধুসন্তমের আখ্ড়ায়, কেহ গান বাজনার আখ্ড়ায়, কেহ বা কোন পরিচিত দোকানে ক্রেতা ডাকিয়া সময় ক্ষেপণ করিত। তদনন্তর স্ব স্ব গৃহে যাইয়া যাহার যেমন অবস্থানুরূপ দালরুটী দ্বারা উদরপূর্ত্তি করতঃ মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রজনিত গরমের সময় ঘুমাইয়া লইত, কারণ রাত্রিই গুণ্ডামীর পক্ষে প্রশস্ত সময়। প্রায় অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া পথে পথে ঘুরিয়া যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহা আড্ডায় আনিয়া দলপতির নির্দ্দেশিত অংশানুসারে প্রত্যেকেই কিছু কিছু পাইত।

কুন্দন একটু ইংরেজী জানেন, হিন্দী, উর্দ্দু লিখিতে পড়িতে পারেন, বাঙ্গলা কথাবার্ত্তা ঠিক বাঙ্গালীর মত অনর্গল বলিতে কহিতে পারেন, জাতিতে ক্ষেত্রি, চেহারা সুশ্রী, শরীরে বিলক্ষণ শক্তি, তাহার পর গুণ্ডামীর প্রধান সাধন সাহস থাকাতে গুণ্ডাদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্ব দলপতি বয়োবৃদ্ধি সহকারে অকর্ম্মণ্য হওয়াতে স্বয়ং কোন দুঃসাহসিক কঠিন কার্য্যে যোগদান করিতে পারিত না, অথচ অংশ গ্রহণের সময় দ্বিগুণ ব্যবস্থা, এই কারণে গুণ্ডারা ক্রমে কুন্দনের প্রাধান্য স্বীকার করিতে লাগিল এবং অচিরেই তিনি গুণ্ডাদিগের সর্দ্দার হইয়া উঠিলেন। গুণ্ডারা প্রথমে তাঁহাকে

বয়সের তারুণ্য হেতু কুন্দনলালের স্থানে সংক্ষেপে কুন্দনা বলিয়া ডাকিত। গুণ্ডাদিগের অনেকেরই একটা না একটা স্বতন্ত্র ডাকনাম থাকে। রঘুবরের স্থানে রঘুয়া, ভীখমলালের ভিখা, হনুমানের উচ্চারণ হলুমান স্থানে হলুয়া প্রচলিত। কিন্তু কুন্দনের কুন্দনা ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিগ্‌ড়ান নামকরণ হয় নাই, বরং দলপতি হইবার পর হইতে নামের পরে সম্মানসূচক জী যুক্তরূপে অভিহিত হইতে লাগিলেন, অন্য কোন ছদ্ম নামের যোজনা করা না হওয়াতে আমরাও তাঁহাকে পিতৃ মাতৃ দত্ত আদিম নামেই পাঠকবর্গের নিকট হাজির করিলাম, তবে এক স্থলে সাহেব বেশে তিনি মিষ্টার Barmann (বারমান্) নামে পরিচয় দিয়াছিলেন, পাঠক সময় ক্রমে তাহা জানিতে পারিবেন।

যে সময়ে গুণ্ডাদিগের দলপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তখন কুন্দনলালের বয়ঃক্রম মাত্র বিংশতি বৎসর। তদবধি প্রায় চারি বৎসর কাল কাশীতে বিস্তর অসমসাহসিকতার কার্য্য দ্বারা গুণ্ডা নাম অনেকের আতঙ্কের, পুলিস কর্ম্মচারিদিগের কলঙ্কের, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিরক্তির এবং গভর্ণমেণ্টের সুগোচর ও দমনের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ সতর্কতার সহিত পুলিস গুণ্ডাদলের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেও চতুর কুন্দনলাল প্রতিপদেই অনুসরণকারিদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেন, অথচ এমন দিন ছিল না, যে দিন গুণ্ডারা একটা না একটা কাণ্ড করিয়া মাজিষ্ট্রেটের কোপ বৃদ্ধি করিত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কুন্দনলালের বয়ঃক্রম অনুমান চব্বিশ বৎসর। তিনি উচ্চতায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট, গড়ন দোহারা, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, কটি ক্ষীণ, বাহুযুগল মাংসল, বর্ণ সুগৌর, নাসিকাটী উন্নত, ভ্রূযুগ অস্থূল ও সূক্ষ্মাগ্র, অক্ষিযুগল উজ্জ্বল ও ঈষদায়ত

এবং তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় রক্তিমাভ ও কিঞ্চিৎ স্থূল বলিয়া বোধ হইত। ফলতঃ কপাল, কপোল, গ্রীবা সর্ব্বাঙ্গই সুশ্রী, ভদ্রলোকের ন্যায়, খুব বলিষ্ঠ চেহারা অথচ দৃষ্টিমাত্র সহসা কেহই তাঁহাকে গুণ্ডা বলিয়া মনেই করিতে পারিত না। কুন্দনের কেশপাশ ঈষৎ কুঞ্চিত, বাঙ্গালী বাবুদিগের মত মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগ অপেক্ষা সম্মুখে অল্প দীর্ঘল হইলেও মুষ্টিতে ধৃত যোগ্য নহে। মস্তকের মধ্যস্থলে সীমন্ত এবং উহার উভয় পার্শ্বে তরঙ্গায়িত, তদুপরি মসলিনের মস্তকানত গোল শুভ্র টুপী বামভাগে ঈষৎ বঙ্কিমভাবে বসান। গায়ে বুটাদার সাটিনের ফতুই, তাহার উপর সূক্ষ্ম আদ্ধির সাদা বেলদার মলাইকফ পঞ্জাবী, পরিধানে উৎকৃষ্ট ফিতাপেড়ে ধুতির এক প্রান্ত কোমরে দৃঢ়াবদ্ধ, পায়ে বার্ণিস জুতা, হাতে কোঁত্‌কা গোচের তেলে পাকান স্থূল বাঁশের লাঠি। বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে সেতার-বাদকদিগের চিহ্ন স্বরূপ একটী মেজ্‌রাপ। এই বেশে কুন্দনলাল প্রায়ই সমবয়স্ক ভদ্র সন্তানদিগের সমাজে, গানের মজলিসে, সাধুসন্তের সভায় যাতায়াত করিতেন, এবং অনেকেই তাঁহাকে গুণ্ডার সর্দ্দার বলিয়া মনে মনে জানিতেন।

একদিন কাশীতে গমনোদ্যত একজন নবাগত বাঙ্গালী বাবু মোগল সরাই ষ্টেশন হইতে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় একাকী সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথে কুন্দনলাল ও তাঁহার এক সহযোগী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অত্যল্প প্রহারের পরেই ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তস্থিত একটী ছোট রকমের গ্ল্যাডষ্টোন্ ব্যাগ, ঘড়ী, চেন, হাতের স্বর্ণাঙ্গুরী, পকেটের মনিব্যাগ, এক কথায় একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র ও গায় একটী জামা ব্যতীত সমস্তই দিতে বাধ্য হইয়া বিষণ্ণ মনে সহরে প্রবেশ করেন। কুন্দন গঙ্গার তটস্থিত ক্ষুদ্র নৌকাযোগে কেদারের ঘাটে পৌঁছিয়া মনিব্যাগ হইতে দুইটী টাকা সহযোগী মনুষ্যার হস্তে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যাদি সহ গুপ্তপথে বাটীর পশ্চাদ্দ্বার যোগে গৃহে উপস্থিত

হইলেন। লুণ্ঠিত মালপত্র সহসা আড্ডায় লইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে, পুলিসে এজাহার দিলে তাল্লাসী ও সনাক্তের ভয়ে কিছুদিন নিজের ঘরে গুপ্ত প্রকোষ্ঠে রাখিয়া সময় ও সুবিধা মত বিক্রয় বা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিতেন।

কুন্দনলাল গৃহে উপস্থিত হইয়া গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগটী খুলিয়া তন্মধ্যে ক্ষুদ্র আয়না, চিরুণী, ব্রূশ, এক শিশি সুরভি তৈল, এক শিশি এসেন্স, একখানি রুমালে বাঁধা ২৮০ টাকার খুচরা নোট, একখানি তোয়ালে, দুইখানি ভাল ধুতি, দুইটী কামিজ, একখানি নোটবুক, একতাড়া চিঠি পত্র ও মনিঅর্ডারের রসিদ, আর একখানি সচিত্র ইংরেজী পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন। পুস্তক খানির নাম পড়িয়া জানিলেন, "রবার্ট ম্যাকেয়ার বা ইংলণ্ডে ফরাসী দস্যু।" নাম পড়িয়া ও পুস্তকের বিচিত্র ছবি দেখিয়া ম্যাকেয়ারের দস্যুতার কাহিনী পড়িতে কুন্দনলালের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাত্রি প্রায় বারটা, সুতরাং অগ্রে আহার করিতে মনস্থ করিলেন।

আজ কাল কুন্দনলাল ঘরের খরচ পত্রের জন্য স্বীয় মাতার হস্তে মধ্যে মধ্যে দশ পাঁচ টাকা দিয়া থাকেন। তাঁহার মাতা ও ভগিনী সারদা রুটী, মাংস, মেঠাই, রাবড়ী প্রভৃতি পরিবেশন করিলে কুন্দন আহার করিতে বসিলেন। পুস্তক পাঠের উৎকণ্ঠায় ক্ষিপ্র হস্তে আহার শেষ করিয়া নিজের শয়ন গৃহে একটী ওয়াল ল্যাম্প জ্বালিয়া তামাক খাইতে খাইতে ম্যাকেয়ারের গল্প পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তকের মলাটের পর পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে "কে, এল, সান্যাল,—রাজনগর, ঢাকা, ৫।১।৬২" লেখা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, এ লোকটা দেখিতেছি আমারই নামের সংক্ষিপ্ত অক্ষর (ইনিশিয়াল) ধারণ করে, তবে পদবীটা বর্ম্মণের স্থলে সান্যাল।

কুন্দনলাল গুণ্ডামী করিলেও কালোচিত লেখাপড়া না শিখিলে

ভদ্র সমাজে যে লজ্জিত হইতে হয় ইহা বুঝিতে পারিয়া অবসর সময়ে বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তিনি মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, যেমন হাতিয়ার আর ইচ্ছা থাকিলে অকর্ম্মণ্য কারিগরও সুপটু হইয়া উঠে,সেইরূপ সদ্‌গ্রন্থাবলী ও পাঠের ইচ্ছা,থাকিলে "অভ্যাসে নর পণ্ডিতঃ" এই প্রবাদ অনুসারে অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিও ক্রমে সুশিক্ষিত হইতে পারে। এজন্য গুণ্ডামী লব্ধ অর্থ দ্বারা তিনি বিস্তর হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরেজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িলেও গৃহানুশীলন গুণে কুন্দনলাল ইংরেজীতে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। ম্যাকেয়ারের অত্যদ্ভুত লোমহর্ষণ কাণ্ড পড়িয়া ও চিত্র দেখিয়া তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। ম্যাকেয়ার জাতিতে ফরাসী, তিনি স্বদেশে নানারূপ গুণ্ডামী ও দস্যুতা করিয়া পারিস্ হইতে লণ্ডনে যাইয়া যে অসীম সাহসিকতার ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, কুন্দন তাহা স্থূল রূপে বিদিত হইয়া নিজের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ম্যাকেয়ার ফরাসী ভদ্রলোক ডাকাত, আমিও হিন্দুস্থানী ক্ষেত্রি ভদ্র লোক গুণ্ডা। ম্যাকেয়ার সাহসী, বলবান, অদ্ভুতকর্ম্মা দস্যু, আমিও সাহসী, বলবান গুণ্ডার সর্দ্দার। ম্যাকেয়ার পারিস্ হইতে লণ্ডনে যাইয়া ভীষণ কাণ্ড করিয়াছিল, আমিও কাশী হইতে কলিকাতায় যাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিলে ক্ষতি কি? কাশীতে আর গুণ্ডামী করাও চলে না। পুলিসের কুকুরগুলো বড় পিছনে লেগেছে, কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় যাওয়াই সঙ্গত। কলিকাতা ভারতের রাজধানী, মহানগরী, ভেতো বাঙ্গালীর দেশ। পয়সা কলিকাতায় ছড়ান আছে। কত রাঁড়ী বিধবার হাতে দু চার লাখ মজুদ আছে, একটু সাহস আর চেষ্টা করিলে কপাল ফিরিতে পারে। ম্যাকেয়ার ইংলণ্ডের ভাষা ইংরাজী জানিত,

আমিও বাঙ্গালা দেশের ভাষা বাঙ্গালা বেশ বলিতে কহিতে পারি, লিখিতে ভাল না পারিলেও পড়িতে খুব পারি, আমার একবার কলিকাতায় চেষ্টা দেখিতেই হইবে। তবে ম্যাকেয়ার একাকী লণ্ডনে গিয়াছিল, সেটা ভাল করে নাই, যুক্তি সঙ্গতও নহে, কথায় বলে,—

"একা বোকা দোসর ভাই,
তিন জন হ'লে ত কথাই নাই।"

শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন, "একাকিস্মাৎ ন গন্তব্যং যদি কার্য্য শতৈরপি" যাহা হউক আমি মনুয়া কাহারটাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় নিশ্চয়ই যাইব। এইরূপে স্বগত চিন্তা করিতে করিতে আর এক কল্‌কে তামাক সাজিয়া টানিতে টানিতে পুনরায় মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ছোকরা মনুয়া খুব ফুর্ত্তিবাজ, গায় বলও আছে, চেহারাও মন্দ নয়। বড় লোক সেজে বড় লোকের সহিত মিশিতে গেলে একটা খোশ চেহারার বাহন স্বরূপ বেহারা থাকা চাই। তা মনুয়াকে মাসে পাঁচ টাকা বেতন আর খোরাক পোশাক দিলেই যথেষ্ট হবে। প্রবাসীর আসবাব ঘড়ী, চেন, ব্যাগ, আংটী সবই প্রায় জোগাড় হয়েছে, সনাক্তের ভয় না থাকে এরূপ ভাবে মাল গুলোর চেহারা বদলে নিতে হবে। কাল-বিলম্ব না করিয়া ব্যাগটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বিলাতি নহে, বোধ হয় কানপুরের তৈয়ারি, প্রায় নূতন, কোন নামের বা অন্যরূপ চিহ্ন নাই, ব্রাউন রং ঘোর করিবার জন্য এক পোঁচড়া খয়ের গোলা, তাহার উপর খানিকটা রেড়ীর তৈল বা মোমরোগন্ মাখাইয়া লইলেই চেহারা বদলে যাবে। ঘড়ীটী খুলিয়া দেখিলেন সিল্‌ভার হণ্টীং, কুরুভাইজার, মেকার, নম্বর ২৩৫৩১। ইহা মোচনের উপায় কি? স্মরণ হইল, কাশীতেই তাঁহার এক আত্মীয়ের ঘড়ী মেরামতের দোকান আছে। তাঁহার দ্বারা

শেষের ১ এই অঙ্কটী ৪ করা যায় কিনা, অথবা প্রথমাঙ্ক ২ এর পূর্ব্বে আর একটী ১ বসাইতে পারিলেও হয়। ইংরাজী ১ কে ৪ করা কঠিন নয়, ১ যোজনা করা তো নিতান্তই সহজ। চেন ছড়াটা রূপার, ইহার উপর স্মীথ কোম্পানীর দ্বারা সোণার ডবল গিল্টী করাইলেই চমৎকার সোণার চেন হবে। অঙ্গুরীটী দেখিলেন "কে, এল, এস" তিন অক্ষরে মনোগ্রাম করা, একটু অধিক দিনের ব্যবহৃত, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ঠিক হয়। তা একটু পালিস্ করাইয়া তেঁতুল সোহাগার রং করাইলে নূতনের মত ঝক্ ঝক্ করিবে, সোণা মন্দ নয়। তবে মনোগ্রাম—তা আমারও তো কে, এল, তবে বি এর স্থলে এস, না হয় বর্ম্মণের স্থলে কোন খানে শর্ম্মণ, কোন খানে বা সিংহরূপ ধারণ করিলে আর ধরে কে? তার উপর একটু উখোর ঘষা মেরে ওজন কমাইতে হইবে, আর অনেকদিনের ব্যবহারেও ওজন কিছু কম হয়েছে। আমার ঘড়ীওয়ালা আত্মীয়ের দ্বারা মনোগ্রামের উপর একটু কারচুপী করাইলে এক দম ভোল ফিরে যাবে। এক সুট কোট, প্যাণ্টলন, ওয়েষ্ট কোট, ইভ্নিংক্যাপ, আর একটী অলষ্টার ক্যাণ্টনমেণ্টের সাহেব সওদাগরের দোকান হইতে ক্রয় করিয়া সাহেব সাজিয়া বাহির হইতে হইবে, নচেৎ চুঙ্গীওয়ালা শকুনীদিগের হস্তে নিস্তার নাই। অতএব যাওয়াই স্থির সংকল্প, এখন একটা শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করিতে হবে। এইরূপে মনে মনে কলিকাতা গমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ভিত্তির অভ্যন্তরস্থিত গুপ্ত প্রকোষ্ঠে (চোর-কুঠরীতে) লুকাইয়া রাখিয়া রাত্রি দুইটার সময় কুন্দনলাল শয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

কলিকাতা গমনের উদ্যোগ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ প্রাচীন গৃহের মধ্যেই দস্যু তস্করের ভয়ে গুপ্ত প্রকোষ্ঠ বা চোর-কুঠরী দৃষ্ট হয়। ভিত্তির অভ্যন্তরে শূন্যগর্ভ প্রকোষ্ঠের মুখ এরূপ সুকৌশলে আবদ্ধ যে স্বয়ং গৃহস্বামী ভিন্ন অন্য কেহই শত চেষ্টাতেও তাহার সন্ধান পাইতে পারে না। কুন্দনলালের দ্বিতল বাটীর ভিত্তির মধ্যেও তদ্রূপ একটী চোর-কুঠরী ছিল, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি তন্মধ্যে লুক্কায়িত হইলে খানা তল্লাসীতে কিছুতেই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ছিলনা। অন্ধকার মালপত্র সেই চোর-কুঠরীতে রাখিয়া কুন্দনলাল স্বীয় দ্বিতলস্থ শয়ন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন। উৎকণ্ঠাবশতঃ ভাল নিদ্রা হইল না, মনে মনে ভাবী ভাগ্য-পরীক্ষা সম্বন্ধে কতই কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাভাবিক ভদ্র বেশে গঙ্গার ধারে, বাজারে, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে বেড়াইয়া দেখিলেন, কুত্রাপি গত রাত্রির বাঙ্গালী বাবুর লুণ্ঠনের কোন কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন না। তাহার পর মিছিরপোখরাস্থিত গণৎকার রামেশ্বর উপাধ্যায়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। উপাধ্যায় প্রৌঢ় বয়স্ক, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, একরূপ অবস্থাপন্ন লোক। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার আছে। প্রসিদ্ধ গুণ্ডার সর্দ্দার কুন্দনলালকে গৃহে সমাগত দর্শনে তিনি খুব খাতির যত্ন সহকারে বসাইয়া কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। কুন্দনলাল পায়লগী করিয়া একটী আধুলী প্রণামী সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "পুরব

বাঙ্গালা কলকত্তা কালী মাইএর দর্শনের ইচ্ছা করেছি, দেখুন দেখি শুভ তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগিনী কোন তারিখে ভাল হবে ?” রামেশ্বর উপাধ্যায় প্রণামী না পাইলেও কুন্দনের দিন দেখিয়া দিতেন, তাহার উপর একটী অর্দ্ধ মুদ্রা প্রণামী প্রাপ্তে আগ্রহ সহকারে পঞ্চাঙ্গ (পঞ্জিকা) খুলিয়া দিন দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিচারের পর মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ মাস) দশমী বদী বুধবার, রোহিণী নক্ষত্র, উত্তম দিন স্থির হইল। অদ্য সপ্তমী সোমবার, বুধবার সন্ধ্যার পর খুব সায়েত ভাল। কুন্দন বলিলেন, যোগিনী কোন্ দিকে থাকিবে ? উপাধ্যায় বলিলেন, দশমীতে উত্তরে, তাহা হইলেই পূর্ব্ব দিশা গমনে “বামে শুভকরী দেবী” বামে যোগিনী শুভ হইবে।

তদনন্তর উপাধ্যায়কে পায়লগী করিয়া কুন্দনলাল তথা হইতে কেদারের ঘাটস্থ গুপ্ত আড্ডায় উপস্থিত হইলেন। তথায় জ্ঞাত হইলেন, কাশীতে জীবনান্ত পর্য্যন্ত অবস্থান কামনায় এক নবাগত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হাতে কিছু নগদ মাল মজুদ আছে, পাণ্ডা চুণ্ডালাল সন্ধান দিয়াছেন, অদ্যই সন্ধ্যার পর তাহা হস্তগত করিতে হইবে। মন্ত্রণা স্থির হইল, কুন্দনজী স্বয়ং, মনুয়া এবং অপর তিনজন গুণ্ডা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইবে, অপর গুণ্ডারা চতুর্দ্দিকে দূরে থাকিয়া পুলিসের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবে, এবং বিঘ্ন সম্ভাবনাস্থলে সঙ্কেতধ্বনি অঙ্গুলীর সিটী দ্বারা সতর্ক করিবে। তবে একটী স্ত্রীলোকের আবশ্যক হইবে, তাহার ব্যবস্থা কুন্দনলালই করিবেন, এইরূপ কথাবার্ত্তার পর মনুয়াকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বাসস্থান দেখিয়া বাজারে কিছু কিছু খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। পথে কুত্রাপি গত রজনীর ঘটনার কোন উল্লেখ শুনিতে না পাইয়া তাঁহারা উভয়েই বুঝিলেন, বাঙ্গালী প্রমাণ অভাবে লুণ্ঠনের ব্যাপারটী

হজম করিয়া বসিয়াছে। পুলিসে জানাইলে কোনও ফল হইবে না, ভাবিয়া কথাটা চাপিয়া গিয়াছে।

বাটীতে পৌঁছিয়া কুন্দনলাল মন্নুয়াকে বলিলেন, "আমি শীঘ্রই কলিকাতায় কিছুদিনের জন্য বেড়াইতে যাইব স্থির করিয়াছি। আজব সহর কলকাঁত্তা, তুই আমার সঙ্গে যাবি ?"

মন্নুয়া। আপনি মালিক, যেখানে বলিবেন সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।

কুন্দন। তোকে খোরাক পোষাক আর পাঁচ টাকা মাসে দিব, আর তেমন তেমন দাঁও মারিতে পারিলে বখশীশ ত আছেই।

মন্নুয়া। বহুত আচ্ছা, তবে কিছু কাপড় চোপড় ভাল চাই, তা না হ'ল পর দেশে লোকে আদর কদর করে না—কথায় বলে "ভেখে ভিখ"।

কুন্দন। হাঁ "আগে দর্শনধারী, পাছে গুণ বিচারি," তোর বয়স অল্প হ'লেও বুদ্ধি আছে। দলের আর কাহাকেও একথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার পর কুন্দনলাল পাঁচটী টাকা মন্নুয়ার হাতে দিয়া বলিলেন, ইহা দ্বারা চাপকান, পায়জামা, জুতা হবে। পাগড়ী তোর আছে, কাচাইয়া বেশ ফর্সা করাইয়া একটু নীলের রং এ ছোবাইয়া লইতে হবে। বুধবার রাত্রির ডাক-গাড়ীতে যাওয়া হবে। এখন যা, সন্ধ্যার সময় আড্ডায় দেখা হবে।

সেই দিবস সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই পূর্ব্ব কথিত কাশী-বাস-কামী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ দর্শনাদি করিয়া রাত্রিতে জলযোগের উপযোগী কিছু মিষ্টান্ন ক্রয় করতঃ বাসায় ফিরিয়া হস্তপদ ধৌতান্তে একাকী বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। তিনি পুত্র কলত্র বিয়োগে সংসারে উদাসীন হইয়া দেশের ভদ্রাসন বাটী ও গৃহ সামগ্রী সমস্ত বিক্রয় করিয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত কাশীতেই অবস্থান করিবেন, এই মানসে নগদ ৮০০৲

টাকার খুচরা নোট ও টাকা সহ দুই দিবস পূর্ব্বে কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তীর্থ স্থান মাত্রেই পাণ্ডারা যাত্রিদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাহাদিগের নানাপ্রকারে সাহায্য করে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কাশীতে পৌছিবামাত্র চুণ্ডালাল নামক এক পাণ্ডার যজমান হইয়া আনু-পূর্ব্বিক স্বীয় অবস্থা ও সংকল্পের কথা বলিয়াছিলেন, এবং পাণ্ডা ঠাকুরের যোগে একটী নির্জন ঘর ভাড়া করিয়া তথায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত মনে মালা জপ করিতেছিলেন, এমন সময় একটী সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক "বাপরে, মারে, গেলুমরে, আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলেরে," এইরূপ চিৎকার করতঃ হাঁপাইতে হাঁপাইতে সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী অবস্থায় দৌড়িয়া "বাবাগো আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ সেই উলঙ্গিনী পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে ও কাকুর্ব্বাদে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক প্রথমতঃ একখানি ধৌত বস্ত্র তাহার হস্তে দিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে বলিলেন। স্ত্রীলোকটী বস্ত্র পরিধান করিতে করিতে তাঁহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "হায়! হায়! গুণ্ডারা আমার কাপড় গহনা সমস্তই কেড়ে নিয়েছে, আমার কি হবে গো, আমি কোথা যাব গো" এইরূপ কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে ছিল, এমন সময় একজন স্ত্রীলোকের স্বামী, ৩ জন পুলিসের কনেষ্টবল ও একজন জমাদার দ্রুত পদে তথায় উপস্থিত হইল। স্বামীরূপী লোকটী তর্জ্জন করিয়া স্ত্রীলোকটীকে বলিতে লাগিল, "তুই এত রেতে এখানে কেন"?

স্ত্রীলোকটী ক্রন্দন স্বরে বলিল, "আমি দর্শন করে এই পথে ঘরে যাচ্ছিলুম, এই বিট্‌লে বামুন আমার সতীত্ব নষ্ট করিবার মতলবে জবরদস্তী টেনে এনে ওর ঘরে ঢুকিয়েছে।"

এই কথা শ্রবণ মাত্র ব্রাহ্মণ তো বিস্ময়ে অবাক হইলেন, কিন্তু স্বামীরূপী লোকটী ক্রোধান্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল এবং পুলিসের লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাইবার জন্য টানিয়া হিঁচড়াইয়া ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া চলিল। এদিকে স্ত্রীলোক ও স্বামী-বেশধারী পূর্ব্ব কথিত মনুষ্য ব্রাহ্মণের ব্যাগ, বাসন, কাপড় গাঁটরী বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

পুলিসের কনেষ্টবল ও জমাদার-বেশধারী গুণ্ডারা ব্রাহ্মণের কোমরে যে নগদ টাকার গেঁজে ছিল তাহা কাড়িয়া লইয়া অদৃশ্য হইল। ব্রাহ্মণ হতভম্ব হইয়া বাসায় ফিরিয়া যাইয়া দেখিলেন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া অদূরবর্ত্তী রাণামহলস্থ স্বামীজীর নিকট নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় জানাইয়া তাঁহার মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে গুণ্ডারা নানা পথে এক এক জন করিয়া দলপতি কুন্দন জীর গৃহে ক্রমে উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল অন্তে ঢুণ্ডালাল পাণ্ডাজীও তথায় পদার্পণ করিলেন, কারণ গুণ্ডাদিগের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র ও ভাগ বরাদ্দ আছে। ক্ষণকাল বিলম্বে বাটীর পশ্চাদ্দ্বার যোগে গাঁটরী সহ মনুষ্য উপস্থিত হইলে গাঁটরী খুলিয়া ব্যাগ বাহির করা হইল। অন্য চাবি যোগে ব্যাগের তালা খুলিয়া তন্মধ্যে নূতন ধুতি চারি খানা, চাদর দুইখানা, কুর্ত্তা ২টী, একখানি সাদা গরদের ধুতি ও কতিপয় ক্ষুদ্র পুস্তকের একটী ক্ষুদ্র দপ্তরের মধ্যে ৭৫০৲ টাকার নোট পাওয়া গেল। কোমর হইতে ছিনাইয়া লওয়া গেঁজের মধ্যে নগদ ৩০৲ টাকা প্রাপ্তে দলপতি কুন্দনলাল উহা সমান চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ পাণ্ডাজীকে দেওয়া হইল, এক ভাগ স্ত্রীলোকের এবং এক ভাগ নিজের জন্য পৃথক করিয়া অবশিষ্ট এক ভাগের ১৯৫ টাকা মনুষ্য সহ দশ জন গুণ্ডার

প্রত্যেকের ১৭৷৷০ টাকা স্থলে ২০৲ হিসাবে উপস্থিত মন্নুয়া সহ চারি জনকে এক একখানি নূতন ধুতির সহিত দেওয়া হইল, অবশিষ্ট ছয় জন গুণ্ডাকে ক্রমে পাঠাইতে বলিয়া টাকা রাখা হইল। গাঁটরীর মধ্যে একটী ঘটী, একটা গেলাস, দুইটী বাটী, একখানি ছোট থাল। স্ত্রীলোকটীকে দিবার ব্যবস্থা হইল, কুর্ত্তা দুইটী মন্নুয়াকে এবং গরদের ধুতিখানি কুন্দনের মাতাকে দেওয়া হইল। স্ত্রীলোকটীকে আর দেখা গেল না। তাহার অংশের টাকা বাসন ইত্যাদি কুন্দনের ভগ্নী সারদার হস্তে দেওয়া হইল। ব্যাগটী অতি বৃহৎ, নূতন কানভাসের, সেইটী কুন্দনলাল কলিকাতা গমন কালীন বস্ত্রাদি ভরিয়া লইবার উদ্দেশ্যে নিজে রাখিলেন। তাহার পর সকলেই ক্রমে ক্রমে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য, পরদিন মঙ্গলবার কুন্দনলাল মন্নুয়ার সাহায্যে গ্ল্যাডষ্টোন্ ব্যাগটীর উপর খয়ের ও মোমরোগন মাখাইয়া তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত করাইলেন। স্বয়ং ঘড়ী চেনের যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন করাইয়া, অপরাহ্নে ক্যাণ্টনমেণ্টের সাহেব সওদাগরের দোকান হইতে কোট, প্যাণ্টুলন, অলষ্টার, টুপী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পরদিন বুধবার রাত্রির মেল ট্রেনে কুন্দনলাল ও মন্নুয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে বিশেষতঃ কাশীতে চুঙ্গী নামক গভর্ণমেণ্টের একটী বিভাগ আছে। উহার কর্ম্মচারীরা কাশীতে নবাগত এবং তথা হইতে বহির্গত ব্যক্তিদিগের আসবাবপত্র তালাসী করিয়া যদি কিছু আপত্তিজনক দেখিতে পায়, তাহা আটক করে, এবং পণ্য দ্রব্য দৃষ্ট হইলে তাহার নির্দ্দিষ্ট মাশুল আদায় করিয়া ছাড়িয়া দেয়, সুতরাং বিনা তালাসীতে কাহারও কাশীতে প্রবেশের অথবা তথা হইতে বহির্গমনের উপায় নাই। এ নিয়ম অবশ্যই

কালা আদমীদিগের জন্য, গৌরাঙ্গের পক্ষে কোন আপদ বালাই নাই। চুঙ্গীর লোকেরা যাত্রিমাত্রকেই জোর জুলুম করিতে ক্রটী করে না, সুতরাং কিছু কিছু নগদ প্রণামী না দিলে অব্যাহতি নাই। তাহার পর মহাজনদিগের আমদানী ও রপ্তানী মালের উপর যে মাশুল বরাদ্দ আছে, তাহাতেও নিরিখের হ্রাস বৃদ্ধি এবং ওজনের ন্যূনাধিক্য ওজুহতে প্রণামীর ব্যবস্থা না করিলে উপায় নাই। কুন্দনলাল এ সমস্তই সম্যক বিদিত ছিলেন। তিনি তজ্জন্য সাহেব সওদাগরের দোকান হইতে একপ্রস্থ উত্তম পোযাক ক্রয় করিয়া ছিলেন। স্বয়ং সাহেব সাজিয়া এবং মনুয়াকে বেহারা সাজাইয়া কাশী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলে চুঙ্গীওয়ালাদিগকে বৃদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে, কারণ তাঁহার সহিত আপত্তিজনক বিনা পাশের একটী পিস্তল ও একখানি ভোজালী থাকিবে।

পরদিন বুধবার সন্ধ্যার পর আহার করিয়া স্বীয় মাতা ও ভগিনীর নিকট বিদায় গ্রহণে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রবাসীর সরঞ্জাম ব্যাগ, বিছানা প্রভৃতি সহকারে প্রথমে বাটী হইতে সাহেব দিগের আবাস স্থান ক্যাণ্টনমেণ্টে পৌঁছিলেন। তথায় গাড়ী বিদায় দিয়া উভয়ে সাহেব ও বেহারা বেশে সাজিলেন। হোটেল হইতে এক পাইণ্ট ব্রাণ্ডি ও কিছু উৎকৃষ্ট চুরুট সংগ্রহ করিয়া আর একখানি গাড়ী ডাকিয়া মালপত্র সহ কুন্দনলাল ভিতরে গ্ল্যাডষ্টোন্ ব্যাগ হস্তে বসিলেন, এবং মনুয়া বড় ব্যাগ ও বিছানা সহ ছাতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী দ্রুত বেগে মোগলসরাই রেল-ষ্টেসন অভিমুখে ছুটিল। চুঙ্গীর কর্ম্মচারীরা সাহেবের গাড়ী দেখিয়া কিছু বলিল না, এই রূপে কাশীর দুই গুণ্ডা কলিকাতা গমন জন্য যাত্রা করিল।

তৃতীয় কাণ্ড।

রেলে অপহরণ।

রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া কুন্দনলাল মনুয়ার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট পাটনা পর্য্যন্ত এবং নিজের জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকেট তৃতীয় ষ্টেসন পর্য্যন্ত ক্রয় করিলেন। ক্ষণকাল অন্তে কলিকাতা-গামী মেল ট্রেন মোগলসরাই ষ্টেসনে পৌঁছিলে মনুয়াকে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ব্যাগ বিছানা সহ তুলিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন, গাড়ীতে ঘুমাইতে নাই "যো সোয়া, সো খোয়া" জাগিয়া রসিয়া থাকিতে হইবে। হঠাৎ দরকার হইলে ইশারা করা মাত্র জিনিস পত্র সহ যেন তড়াক্ করিয়া নামিতে পারে। মনুয়া হুশিয়ার হইয়া গাড়ীতে বসিলে কুন্দনলাল নিজের জন্য প্রথম শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে কোন গাড়ীতে কিরূপ যাত্রী আছে দ্রুত পদে দেখিতে লাগিলেন। প্রায় প্রত্যেক গাড়ীতেই দুই তিন জন' করিয়া সাহেব মেম কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া গল্প সল্প করিতেছিল, একখানিতে একটী মাত্র তরুণী মেম একটী পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা সহ শয়ন করিয়া পুস্তক পড়িতেছেন। সুবিধা বুঝিয়া কুন্দন সেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

কুন্দনলাল বহুরূপী সাজিতে জানিতেন এবং তদুপযোগী নানা সাজ সরঞ্জাম সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এ যাত্রায় তাঁহার সাহেবরূপ অবিকল হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাস, রাত্রিতে ঈষৎ শীতানুভব হয়। সময়ের উপযোগী নূতন লেডীস কাশ্মীরার কোট, প্যাণ্টুলন, ওয়েষ্টকোট পরিয়াছিলেন। গলায় হাইকলার ও নেকটাই, মাথায় ইভ্নিং

ক্যাপ, পায় উত্তম বুট, বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলে স্বর্ণাঙ্গুরী, ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে ঘড়ী চেন, কোটের পকেটে মনিব্যাগ, নোটবুক, রুমাল, বামহস্তে গ্ল্যাডষ্টোন্ ব্যাগ, তন্মধ্যে একখানি শাণিত ক্ষুদ্র ভোজালী, একটী রিভল্‌বার পিস্তল, আয়না, চিরুণী, ব্রস্, এসেন্স ইত্যাদি, দক্ষিণ হস্তে সভ্য গোছের খুব মজবুত বাঁশের লাঠী, বাম স্কন্ধে অল্‌ষ্টার রুপান, মুখের ও হাতের যতদূর দৃষ্টিপথে পতিত হইতে পারে, একপ্রকার গোলাপী পাউডার উত্তমরূপে ঘষিয়া রং সাহেব-দিগের মত অনেকটা করিয়া আসিয়াছিলেন। গোঁপ যোড়াটী বাগাইয়া সাহেবী কেতায় পরিণত করিয়াছিলেন। গাড়ীতে উঠিলে, মেম তাঁহাকে একজন সুশ্রী যুবক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ সাহেব মনে করিয়া আপন মনে বই পড়িতে লাগিলেন।

কুন্দন কুশন আঁটা বেঞ্চের একপ্রান্তে বসিয়া গাড়ীর জানালা খুলিয়া যাহাতে তামাকের তীব্র গন্ধযুক্ত ধূম মেম সাহেবের নাকে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ ভাবে একটী ম্যানিলা চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে করিতে মেমকে দেখিতে লাগিলেন। কুন্দন দেখিলেন বালিকাটী নিদ্রিতা। মেমের বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। হাতে সোণার ব্রেস্‌লেট, গলায় সোণার লম্বা গার্ড চেন, কাণে খুব বড় ইয়ারিং, অঙ্গুলীতে তিনটী রত্নময় উৎকৃষ্ট অঙ্গুরী, পরিচ্ছদ মূল্যবান্; সঙ্গে একটী বৃহৎ বিলাতি পোর্টম্যাণ্টো, একটী লেডীস্ ব্যাগ, একটী টিফিন বাস্‌-কেট। মেমের চেহারা খুব সুশ্রী ভদ্র মহিলার ন্যায়। মেম নবাগত সহযাত্রী কুন্দন সাহেবকে সতর্ক হইয়া ধূমপান করিতে দেখিয়া শিষ্টাচার অভ্যস্ত ভদ্রলোক বলিয়া মনে করিলেন। এই সময়ে উভয়ের চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। মেম দেখিলেন, সাহেবটীর চেহারা সুশ্রী, শরীর বলিষ্ঠ, বয়স প্রায় তেইশ চব্বিশ বৎসর। তিনি সহযাত্রীর আকৃতি

প্রকৃতি দর্শনে অসন্তুষ্ট হইলেন না। কথা বলিবার ইচ্ছাও হইল, কিন্তু কোন উপলক্ষ ঘটিল না। একবার নিদ্রিতা বালিকাটীর গায় হাত বুলাইয়া "ঘুমুচ্ছ ডিয়ার ?" বলিয়া দেখিলেন তাহার মস্তকের দিকের যে জানালাটী খোলা রহিয়াছে তাহার যোগে গাড়ীর দ্রুতগতি হেতু বেগে বাতাস ঢুকিতেছে। মেম বলিলেন "আঃ কি বিশ্রী ঠাণ্ডা বাতাস ঢুক্‌চে।" এই কথা বলিয়াই কুন্দনের মুখ পানে চাহিলেন। তিনি বসিয়াই ছিলেন, মেমের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "জানালাটা বন্ধ করে দি ম্যাডাম্ ?" মেম মৃদু হাস্য সহ বলিলেন, "আপনি যদি অনুগ্রহ করেন।"

কুন্দন উঠিয়া জানালা বন্ধ করিলে, মেম ধন্যবাদ সহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা যাবেন ?"

কুন্দন সাহেবী উচ্চারণে "ক্যাল্‌কাটা—"

মেম। আমিও তাই ; কিন্তু দেখ্‌বেন যেন আর কোন যাত্রী এ গাড়ীতে উঠিতে না পারে।

কুন্দন। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আর কেউ ঢুক্‌তে পার্‌বে না।

মেম। আর কেহ ঢুক্‌লে ঘুমান যাবে না—কারণ শুতে যায়গা হবে না।

কুন্দন। তা আপনি শুয়ে আরাম করুন ; আমি না হয় পাহারা দিয়ে বসে থাক্‌ছি।

মেম। (হাস্যমুখে) তা আর কবতে হবে না : আপনিও শয়ন করুন।

কুন্দন। এ বালিকাটি কি আপনার ?

মেম। (মৃদু হাসিয়া) কুন্দনের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,

"আমি যে আজও কুমারী। আপনি আমার বয়স কত মনে করেন ?

কুন্দন। এই উনিশ কুড়ি।

মিস্। ঠিক্ তাই, ওটী আমার মাস্তুত ভগ্নী। আমার পিতা একজন বড় রকমের সওদাগর। কলিকাতায় আর সিমলায় তাঁর খুব বড় রকমেরই কারবার। আমরা গ্রীষ্মের ক মাস সিমলায় ছিলাম, শীতের সময় কলিকাতায় থাক্‌ব। আপনি কল্‌কাতায় কোথায় থাক্‌বেন ?

কুন্দন। অনূঢ় (Bachelor) লোকের যেখানে সেখানে থাক্‌লেই হ'ল, প্যারিস্ হোটেলে থাক্‌ব মনে করেছি, সেখানে খাদ্যাদি খুবই ভাল, সব রকমের আরাম, অথচ ব্যয় কম।

মিস্। আমাদের বাড়ী লালবাজারে গির্জ্জার খুব কাছে। তেতলা বাড়ী। নীচে দোকান, দোতালায় হোটেল, তেতলায় আমরা থাকি। আমাদের হোটেলে খাদ্য, আরাম, সুবিধা যত অধিক, তাহার তুলনায় ব্যয় খুবই কম।

কুন্দন। বাঃ! তা হলে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের হোটেলে থাক্‌ব। তবে আমার সঙ্গে হিন্দু বেহারা আছে, তার যায়গা হবে কি ?

মিস্। চাকরদের মস্ত ঘর আছে। আমাদের দরওয়ান ছত্রী সেই ঘরে রাঁধে, খায়, থাকে, তার একটা কামরা হ'লেই আপনার বেহারার হবে।

কুন্দন। তা হ'লেই হ'ল, আমি আপনাদের বাড়ীতেই অতিথি হ'ব, কেমন ?

মিস্। স্বচ্ছন্দে!

এইবার মিসের সহিত কুন্দনের পুনরায় দৃষ্টি বিনিময় হইল। সে

দৃষ্টির মধ্যে প্রীতির, হর্ষের, আশার আভাস-উভয়ের মনকে যেন এক ভাবী কল্পনার রাজ্যে লইয়া গেল, উভয়েই ক্ষণকাল নিরব হইলেন। তাহার পর কুন্দনলাল ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন রাত্রি পৌনে বারটা। মিস্‌ও তাঁহার অনুকরণে স্বীয় সোণার ঘড়ী খুলিয়া দেখিয়া "রাত ঢের হয়েছে, এখন ঘুমান যাক।" এই বলিয়া পুস্তক রাখিয়া দিয়া গাত্রোত্থান করতঃ পার্শ্ববর্ত্তী বাথ্‌রুমে প্রবেশ করিলেন; তাহার পর র‍্যাপার গায় দিয়া শয়ন করিয়া নিমিলিত নেত্রে মনে মনে যেন কোন কল্পিত সুখের স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন। কুন্দনও মেমের অনুকরণে বাথ্‌রুম হইতে আসিয়া সবুট অলষ্টার উপরে দিয়া আপনার বেঞ্চে শয়ন করিয়া মিসের মুখপদ্ম দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, মিসের বর্ণ দুগ্ধে ঈষদলক্তক মিশ্রিত উজ্জ্বল গোলাপী। পূর্ণযৌবন বিকাশের লাবণ্য প্রভায় তাঁহার গণ্ডস্থল আরক্তিম। আহেলে-বিলাতি মেমদিগের মত অনুজ্জ্বল শ্বেতমর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় ফ্যাঁকাসে সাদা নহে। সুপক্ক মাকালফলের মত ওষ্ঠাধর শোণিতাক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। কেশ ও ভ্রূ আসল মেমদিগের মত পিঙ্গলবর্ণ নহে, কৃষ্ণাভ। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বৃহৎ কবরী। ভ্রূযুগ অঙ্কিতবৎ ও সুবঙ্কিম। নাসিকাটী অতি মনোহর। তাঁহার চক্ষুর মণি বিড়ালাক্ষী মেমদিগের মত নীলাভ নহে। বৃহদায়ত অক্ষি-যুগলের মধ্যে উজ্জ্বল কৃষ্ণমণিদ্বয় দৃষ্টিকালীন ভ্রূধনুবিক্ষিপ্ত অনঙ্গা-য়ুধের ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী। মিস্ উচ্চতায় পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি প্রায়, খর্ব্বকলেবরা। দেহযষ্টির মধ্যে মুষ্টিমেয় কটিতটের নিম্নভাগে নিতম্ব এবং উর্দ্ধদেশে পীনবক্ষঃ পরিধৃত অঙ্গরক্ষা (বডিস্) উত্তো-লিত করিয়া নগশৃঙ্গের তুঙ্গতার পরিচয় দিতেছে। মিস্‌ও আড়্‌নয়নে সুশ্রী যুবক সহযাত্রীর বদনকমলে স্বীয় অলিগঞ্জিত নয়নমণি নিয়োজিত

করিয়াছিলেন কিনা আমরা জানি না। যাহা হউক, তিনি চিৎ হইয়া মুখ খুলিয়া র‍্যাপার বক্ষের নিম্ন পর্য্যন্ত আবৃত ভাবে এমন ফুল্লারবিন্দ বদনে মুদিত নয়নে, অধরে মৃদু হাস্য প্রকটিত ভাবে শয়ন করিয়াছিলেন যে, কুন্দনের নয়ন-চকোর সেই বদনেন্দুর কমনীয় কান্তি বিভাতিত সৌন্দর্য্য-চন্দ্রিকা পানে বিভোর হইয়া উঠিল। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মিস্ যেন তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া চকিতের ন্যায় মুচকিয়া হাসিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল উন্নত হইয়া, ঘন নিতম্ব কম্পিত হইয়া জাগ্রত অবস্থার পরিচয় দিল।

যুবক যুবতীর প্রথম সন্দর্শন সময়ে কাহারও কাহারও পক্ষে উহা এমন শুভমুহূর্ত্তে সংঘটিত হয় যে, পরস্পরের মনে যুগপৎ ভালবাসার ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আবার কাহারও ভাগ্যে উহা উভয়ের না হইলেও একজনের ঘৃণায়, ও বিরক্তিতে পরিণত হয়। মিসের সহিত কুন্দনের সন্দর্শন বুঝি কোন শুভক্ষণে ঘটিয়াছিল। কুন্দন অর্থের জন্য গুণ্ডামী করিলেও অদ্যাবধি কখনও স্ত্রীসংসর্গে শরীর নষ্ট করেন নাই। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাতার অনুরোধে আট দশ বর্ষ বয়সের আগ্রার এক স্বজাতীয় ক্ষেত্রীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের ছয় মাস পরে সে বালিকার মৃত্যু হয়, সুতরাং তদবধি বিপত্নীক অবস্থায় বর্ত্তমান চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সংযত ভাবেই কাল ক্ষেপণ করিতেছিলেন। মিসের অপ্সরাবিনিন্দিত মনোহর রূপের সাগরে তাঁহার মনোমীন সন্তরণ করিতে করিতে তৃষিত হইয়া উঠিল। কুন্দন স্বীয় কোটের পকেট হইতে একটী শিশি বাহির করিয়া এক ঢোক সুধাদ্বারা কণ্ঠ আর্দ্র করিলেন; কারণ তৃষ্ণায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। মিস্ বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া এইবার সতৃষ্ণ নয়নে কুন্দনের লোলুপ নেত্রের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

এই সময়ে গাড়ী থামিল। রেলের লোকেরা "দিলদার নগর!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। মিস্ বলিলেন, "এই সব রেলের কুকুর গুলোর চিৎকারে ঘুমোবার যো নাই।"

কুন্দন কম্পিত স্বরে "ঠিক্ বলেছেন!" বলিলেন। মিস্ উঠিয়া টিফিন্ বাস্কেট হইতে একটী অর্দ্ধপূর্ণ শেরীর বোতল বাহির করিয়া এক গ্ল্যাস্ পান করিলেন। বোধ হয় তাঁহারও পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। তাহার পর বোতল ও গ্ল্যাস কুন্দনের হস্তে দিয়া বলিলেন, "যদি ইচ্ছা করেন ত পান করুন।"

কুন্দন ধন্যবাদসহ শেরী পানান্তে কম্পিত হস্তে বোতল গ্ল্যাস্ প্রত্যর্পণ করিলে, মিস্ বলিলেন, "রেলের ভ্রমণ বড় সুখের হয়; যদি সঙ্গী ভাল মিলে। বেশ কথাবার্ত্তায় আমোদ করে যাওয়া যায়।" এইবার মিস্ আর এক গ্ল্যাস্ শেরী পানে মেরী হইয়া প্রায় ঢুলু ঢুলু নয়নে কুন্দনের হস্তে বোতল গ্ল্যাস দিলেন।

কুন্দন আর এক গ্ল্যাস্ পান করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে সুন্দরী অনূঢ়া নবযৌবনা মিসের মুখপানে কৃপাভিক্ষার কাতুর দৃষ্টিপাত করিলেন। মিস্ বোতল ও গ্ল্যাস্ রাখিবার জন্য উঠিয়া উহা বাস্কেটে রাখিয়া যেমন দণ্ডায়মান হইলেন সেই সময়ে গাড়ী ছাড়িল। সামান্য ধাক্কা লাগিয়া তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই কুন্দনের গায় পড়িলেন। কুন্দন প্রসারিত বাহুযুগলে তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্রোড়ে বসাইয়া অধরে গাঢ় চুম্বন করিলেন। এই সময়ে গাড়ী প্রথমে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া, পরে গড়্ গড়্ শব্দে দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল।

কতিপয় ষ্টেসনের পর কুন্দন দেখিলেন মিস্ নিদ্রাভিভূতা হইয়াছেন। তখন তাঁহাকে নিজের শয্যায় শয়ন করাইয়া, র‍্যাপার বক্ষঃ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিয়া, নিজের ব্যাগ হইতে একটী ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া,

তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আরক এক খানি রুমালে ঢালিয়া মিসের নাসিকার নিকট ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন। ক্লোরো-ফরমের গন্ধে, মিস্ অতি সত্বরেই সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনা হইলে কুন্দন তাঁহার ঘড়ী চেন, ইয়ারিং,ব্রেস্লেট,আংটী খুলিয়া লইলেন এবং তাহার পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া তদ্যোগে মিসের ব্যাগ ও পোর্ট-ম্যাণ্টো খুলিয়া নোট ও নগদ টাকা যাহা পাইলেন ক্ষিপ্রহস্তে পকেটে পুরিয়া তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ লইয়া ব্যাগ পোর্টম্যাণ্টো বন্ধ করিয়া চাবি যথাস্থানে রাখিয়াদিলেন। গাড়ী পরবর্ত্তী আরা ষ্টেসনে থামিলে প্রস্থানকালে প্রীতির বিনিময়ে আর একটীবার মিসের অধরে চুম্বন করিয়া অবতরণ করিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলেন মন্নুয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার নিকট যে বৃহৎ কান্‌ভাসের ব্যাগ ছিল,তাহা হইতে ধুতি,র‍্যাপার বাহির করিতে ও শীঘ্র তামাক সাজিতে বলিয়া দ্রুত পদে বুকিং আফিসে ঢুকিয়া একখানি ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের টিকেট পাটনা পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়া মন্নুয়ার হস্ত হইতে ধুতি র‍্যাপার ও ক্ষুদ্র গড়গড়া হুঁকা লইয়া ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর মেল গাড়ী পুনরায় দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলে কোট, প্যাণ্টুলন, নেকটাই ক্যাপ খুলিয়া অলষ্টার সহ পাট করিয়া রুমাল দ্বারা একটি পুঁটলী বাঁধিয়া রাখিলেন এবং ধুতি র‍্যাপার পরিয়া বাথ্-রুমে ঢুকিয়া হাত ও মুখে মাখান পাউডার ধুইয়া বাঙ্গালী বাবু সাজিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে মিস্! তোমার বাপ খুব বড় সওদাগর, তোমার প্রীতির চিহ্নস্বরূপ যাহা কিছু গ্রহণ করেছি, তার জন্য মনে কিছু কর না।"

আরার পরবর্ত্তী ষ্টেসনে একটি ষণ্ডা গুণ্ডা চেহারার হিন্দুস্থানী

মুসলমান একটা ভারী গাঁটরী সহ একটু ত্রস্তভাবে ইণ্টার ক্লাসের যে গাড়ীতে কুন্দনলাল একাকী বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তন্মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করিল। কুন্দনের গায় ওয়েষ্টকোট ছিল,তাঁহার চেহারাও খুব বলিষ্ঠ, তাহার পর তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী পুঁটলীর মধ্যে অলষ্টারের কিয়দংশ দৃষ্ট হইতেছিল। নবাগত লোকটা কুন্দনকে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার মনে করিয়া অলষ্টারকে ব্রাণ্ডী কোট ভাবিয়া ভীত মনে ও চকিত নয়নে তাঁহাকে দেখিয়া অপর বেঞ্চের দ্বার-সমীপবর্ত্তী কোণে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। কুন্দন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিযোগে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বুঝিলেন যে লোকটা ভদ্রবংশের নহে, দুষ্ট প্রকৃতির ছোটলোক মুসলমান। পায়ে স্থূল পুরাতন নাগরা জুতা, আধ ময়লা চুড়িদার পায়জামা, গায় কুর্ত্তা, ন্যাড়া মাথায় টুপী ও নীল পাগড়ী, একখানি ছিন্ন লুই মুড়ি দিয়া বসিয়াছে। লোকটা সম্ভবতঃ রেলদস্যু। কিছুদিন যাবৎ রেলে বিস্তর চুরি হইতেছিল। চোর ধরিবার জন্য পুলিস ছদ্মবেশে রেলে ভ্রমণ করে, কুন্দনকে সেই পুলিসের কর্ম্মচারী ভাবিয়া লোকটা বিপদ্ আশঙ্কায় চুপ করিয়া দ্বারের দিকে মুখ লুকাইয়া বসিয়াছিল। কুন্দন যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক, লোকটা রেল-দস্যু। সে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চুরি করিয়া গাঁটরী বাঁধিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া ইণ্টার ক্লাসে ঢুকিয়াছে। গাঁটরীর মধ্যে একটা টীনের বাক্সের কোণ যেন নাক উঁচু করিয়া রাহয়াছে। এই সময়ে গাড়ীর গতি শ্লথ হইতেছিল, সম্মুখেই ষ্টেসন ভাবিয়া কুন্দন একটু দৃঢ়স্বরে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম কাহাঁ যাও গে ?"

সে যেন থতমত খাইয়া—"আ—রা—নহি আরাসে হম্ আতে হ্যঁয়।"

কুন্দন। ঝুঁটবাত, তোম আরাসে নেহি আতে হো, যাওগে কাঁহা? টিকিট দেখলাও — ?

লোকটা কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "বিটা যাওয়েঙ্গে।"

কুন্দন। তোমারা গাঁঠরীমে ক্যা হ্যায়?

এইবার দস্যু নিশ্চয় বুঝিল, তাহাকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ প্রশ্ন করা হইতেছে। সে গাড়ীতে উঠিবার সময় দ্বার মাত্র ভেজাইয়া বসিয়াছিল, বেগতিক বুঝিয়া হঠাৎ দ্বার খুলিয়া পায়দানি যোগে এক লম্ফে নীচে পড়িয়া অদৃশ্য হইল, তাহার গাঁটরী গাড়ীতে রহিয়া গেল। গাড়ী পরবর্ত্তী ষ্টেসনে থামিল; কুত্রাপি কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে না পাইয়া কুন্দন দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। রেলযাত্রীরা প্রায় সকলেই নিদ্রাভিভূত। গাড়ী ছাড়িলে কুন্দন রেলদস্যুর গাঁটরী খুলিয়া দেখিলেন, একটী টীনের বাক্স, একটী কানভাসের ব্যাগে কতকগুলি স্যাকড়া। টীনের বাক্সটী খুলিয়া তন্মধ্যে মাড়োয়ারী স্ত্রীলোকের সোণা ও রূপার গহনা, কিছু নগদ টাকা প্রাপ্তে অলষ্টারের পকেটে পুরিলেন এবং দ্বার যোগে বাক্সটী নীচে ফেলিয়া দিলেন। ব্যাগটী খুলিয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোহার ছেনী, নেহাই, হাতুড়ী প্রভৃতি কোন স্যাকরার যন্ত্রাদি। কুন্দন ব্যাগ ও ন্যাকড়াগুলি দ্বার যোগে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। ইহাকেই বলে চোরের উপর বাটপাড়ি।

রাত্রি ২ টার সময় ট্রেন পাটনাতে পৌঁছিলে কুন্দন, হুঁকা, পুঁটলী ব্যাগ, লাঠী সহ অবতরণ করতঃ মনুয়াকে ডাকিয়া নামাইয়া ষ্টেসনের বাহিরে চলিয়া গেলেন। দেখিলেন, মেঠাইএর দোকান একখানি তখনও খোলা আছে। দোকানে ঢুকিয়া আট আনার মেঠাই লইয়া দুইজনে খাইতে খাইতে কুন্দন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতা

যাওয়ার গাড়ী কখন ছাড়িবে?”সে বলিল “৩টার সময় পাসেঞ্জার ট্রেন পাটনা ছাড়ে।” কুন্দম ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন,৪০ মিনিট বিলম্ব আছে। ব্যাগ হইতে ডিবা বাহির করিয়া পান মুখে দিয়া ষ্টেসনে যাইয়া যাত্রিদিগের বিশ্রামের বেঞ্চে বসিয়া ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মনুয়া তামাক সাজিয়া দিল। কুন্দন তামাক খাইতে খাইতে প্রথম সায়েত ভাল বলিয়া মনে মনে কলিকাতার অধীশ্বরী কালী মাতার নামে পাঁচ টাকা পূজা দিবার মানস করিলেন। যথা সময়ে টিকেটের ঘণ্টা হইলে এবার উভয়ের জন্যই ইণ্টার ক্লাসের টিকেট বৰ্দ্ধমান পৰ্য্যন্তই ক্রয় করিলেন। পুঁটলী খুলিয়া কোট্‌টী গায় দিলেন। প্যাণ্ট লন অলষ্টার কানভাসের ব্যাগে ভরিয়া দিয়া বুট খুলিয়া শু পরিলেন। মাথায় সাচ্চা কামদার জরির টোপর পরিলেন। মনুয়া বুটজোড়াটী ঝাড়িয়া ময়লা তোয়ালে জড়াইয়া ব্যাগে ভরিয়া লইল। এমন সময় প্যাসেঞ্জার ট্রেন ষ্টেসনে পৌঁছিলে উভয়ে ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। এই গাড়ীতে একজন অৰ্দ্ধবয়সী স্থূলকায় বাঙ্গালী বাবু কাশী হইতে কলিকাতায় যাইতেছিলেন।

পরদিন প্রাতে ৮টার সময় মেল ট্রেন হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিলে মিস একজন ফিরিঙ্গী জুয়াচোরের কর্ত্তৃক সোণার ঘড়ী চেন, ইয়ারিং, ব্রেস্‌লেট, আংটী, নোট ও নগদ ২৫০৲ টাকা লুণ্ঠনের সংবাদ রেলওয়ে পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে লিখিয়া দিয়া বাটী হইতে যে ফিটেনগাড়ী আসিয়াছিল, তাহাতে স্বীয় ভগ্নী ও আয়ার সহিত গৃহে গমনকালীন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, লোকটা কি অকৃতজ্ঞ, প্রীতির কি এই বিনিময়! সেদিনকার মেল ট্রেনের সমস্ত যাত্রিদিগের তালাসী লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কাহারও নিকট কোন মাল ধরা পড়ে নাই। সংবাদপত্রে রেলে লুণ্ঠন শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির

হইয়াছিল। এবার মন্তব্যের প্রকোপটা নেটিভ জুয়াচোরের ঘাড়ে না পড়িয়া ভবঘুরে ফিরিঙ্গী জুয়াচোরের উপরই বর্ষিত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানে কুন্দনের এক আত্মীয় ভ্রাতা কোন রাজ-আত্মীয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করতঃ শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরীতেই ঘরজামাই অবতারে বাস করিতেছিলেন। পুলিসের তদন্তের ভয়ে কুন্দন বর্দ্ধমানে নামিয়া আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করণানন্তর রাত্রির গাড়ীতে তথা হইতে ফাষ্টক্লাসে কলিকাতা গেলে রাজগণরূপে তদন্তের অথবা কোনরূপ সন্দেহের হস্ত হইতে পার হইয়া যাইতে পারিবেন ; এই অভিপ্রায়ে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত টিকেট করিয়াছিলেন। বেলা সাড়ে নয়টার সময় ট্রেন বর্দ্ধমানে পৌঁছিল। কুন্দন ও মনুয়া পাটনা হইতে যে গাড়ীতে আসিতেছিলেন, সেই গাড়ীতে যে স্থূলকায় বাঙ্গালীবাবু পশ্চিম হইতে আসিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটী বড় রকমের বিলাতী পোর্টম্যাণ্টো, এক ঝুড়ীতে খাদ্য সামগ্রী ফলমূল মেওয়া ইত্যাদি, একটী কুঁজা জল, হুঁকা কলকে ছাতা লাঠী বিছানা প্রবাসী যাত্রীর আসবাব ছিল। পোর্টম্যাণ্টোটী সম্মুখের বেঞ্চের উপরে রাখা হইয়াছিল। কুন্দন ও মনুয়া অপর বেঞ্চে বসিয়া উপরের ঝুলান বেঞ্চের উপর দ্রব্যাদি রাখিয়াছিলেন। পথে রেলদস্যুর ভয়ে বাঙ্গালীবাবু সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিলেন। প্রভাত হইলে বাথরুমে ঢুকিয়া শৌচাদি সমাপনান্তে বাহির হইয়া কুন্দনের তাওয়াদার কাশীর অম্বুরী তামাকের গন্ধে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া কলকেটী চাহিয়া লইয়া প্রাণ ভরিয়া তামাক খাইলেন।

দিনের বেলায় আর দস্যুর ভয় নাই, বিশেষতঃ কুন্দনলালকে সুচেহারার, সুন্দর পরিচ্ছদধারী বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীর কুটুম্ব ভদ্রলোক জানিতে পারিয়া বাবুটী নিঃশঙ্কায় শয়ন করিলেন। সমস্ত রাত্রির

জাগরণের পর তাঁহার প্রগাঢ় নিদ্রায় অল্পক্ষণ পরেই নাক ডাকিতে আরম্ভ করিল। বর্দ্ধমানে ট্রেন পৌঁছিলেও তাঁহার সে নাক ডাকা থামিল না। কুন্দন মনুয়াকে নামাইয়া দিয়া তাহার হস্তে জিনিষ পত্র দিতেছিলেন, এমন সময় "বাবু মুটীয়া," "বাবু কুলী" বলিতে বলিতে দুই তিনজন মুটীয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে একজন বেঞ্চ হইতে পোর্টম্যাণ্টোটী নামাইয়া মাথায় তুলিয়া লইল। কুন্দন বাবুর খাদ্যসামগ্রীর ঝুড়ীটাও মুটীয়ার হাতে দিয়া ষ্টেসনের বাহিরে যাইয়া দ্রব্যাদি একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর ভিতরে দিয়া চড়িয়া বসিলেন। মনুয়া পোর্টম্যাণ্টো সহ গাড়ীর ছাতে বসিল। মুটীয়াকে চারিটী পয়সা দিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলা হইল, গাড়ী দ্রুতবেগে সহরের দিকে ছুটিল। অর্দ্ধপথ গমনের পর ট্রেন হুইসল্ দিয়া ছাড়িল। কুন্দন তাহা শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বাবুজী খুব ঘুমাও, হাবড়ায় পৌঁছিলে চৈতন্য হবে।" "যো সোয়া সো খোয়া" প্রত্যক্ষ হইল।

চতুর্থ কাণ্ড।

কালীঘাট-লীলা।

বর্দ্ধমানের রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী আত্মীয় ভ্রাতার শ্বশুরালয়ের ঠিকানা জানিয়া গাড়ী দ্বারের সম্মুখে থামিলে কুন্দনলাল গাড়ী হইতে নামিয়া আত্মীয়ের অনুসন্ধান করিলেন। তিনি বারেন্দায় বসিয়া স্নানের জন্য চাকরের দ্বারা গন্ধ তেল মাখাইতেছিলেন। কুন্দনলালকে উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত, ঘড়ী চেন অঙ্গুরীতে অলঙ্কৃত দর্শনে তিনি খুব

আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কুন্দন মনুয়াকে জিনিস পত্র নামাইয়া লইতে বলিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। সঙ্গে পোর্টম্যাণ্টো গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ, বৃহৎ কানভাস ব্যাগ, খাদ্য সামগ্রীর ঝুড়ী, গড়গড়া হুঁকা ও চাকর থাকাতে কুন্দনলাল রাজবাড়ীর আত্মীয়ের জামাতার উপযুক্ত আত্মীয়রূপে সাদরে গৃহীত হইলেন। দোতালায় বৈঠকখানার মধ্যে তাঁহার আসবাব সহ বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যথাসময়ে স্নান আহারের পর শয়ন করিয়া বিশ্রামান্তে কুন্দন মনুয়ার দ্বারা পোর্টম্যাণ্টোর উপর খুব ব্রঙ্কো মাখাইয়া উহার চেহারা বদলাইয়া লইলেন। পকেট হইতে চাবির তাড়া বাহির করিয়া পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া দেখিলেন, এক জোড়া উৎকৃষ্ট খুব চৌড়া হাসিয়াদার শাল, এক-খানি উত্তম জামুয়ার, দুখানি বানারসী শাড়ী, একখানি চেলী, একখানি সাদা গরদের ধুতি, ছয়খানা সাদা রেসমী রুমাল, তাহার পর স্থতি ফিতে পেড়ে ভাল ধুতি, উড়নী, কামিজ, মোজা তোয়ালে ইত্যাদি। একখানি ধুতির ভাঁজের মধ্যে কুড়ি খানা দশ টাকার নোট, পঁচিশ খানা পাঁচ টাকার নোট, ডাককাগজ, লেফাফা, ষ্টাইলয়েড্ পেন, আতর তিন শিশি নানা দ্রব্যে পূর্ণ।

অপরাহ্নে অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইলে সকলে মিলিয়া ভাঙ্গ খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। ভাঙ্গ খাইয়া খাদ্য সামগ্রীর ঝুড়ী হইতে নানা মিষ্টান্ন মেওয়া ইত্যাদির সহিত বর্দ্ধমানের সীতাভোগ দ্বারা সকলে জলযোগ করিয়া কুন্দনকে সেতার বাজাইতে অনুরোধ করিলেন। রাজবাটী হইতে খুব বড় ও গজদন্তের কারুকার্য্য-খচিত এক মূল্যবান সেতার আনান হইল। একজন তবলায় সঙ্গত করিতে লাগিল। কুন্দন আলাপচারী সহ ৮।১০ টী গত বাজাইয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিলেন। যেমন একটী দোষ দ্বারা মনুষ্যের গুণরাশি

ম্লান হয়, তেমনই একটী উৎকৃষ্ট গুণ থাকিলে তাহার দ্বারা দোষসমূহ বিলুপ্ত হয়। কুন্দনের গুণ্ডামীর বিষয় যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা তাঁহার সেতার বাদন শুনিয়া চরিত্রদোষ বিস্মৃত হইলেন। সকলেই তাঁহার গুণের প্রশংসা ও আদর করিয়া প্রীতমনে বিদায় হইলেন। রাত্রি তিনটার গাড়ীতে কলিকাতা যাওয়া স্থির হইল।

রাত্রি ৯টার সময় আহারাদি শেষ হইলে কুন্দন শয়ন করিলেন। রাত্রি দুইটার সময় তাঁহার আত্মীয়ের কোচমান "গাড়ী তৈয়ার হ্যায়" বলিয়া চিৎকার করিলে কুন্দন মনুয়াকে জাগাইয়া তাহার দ্বারা দ্রব্যাদি গাড়ীতে তুলিয়া দিতে বলিলেন। হাতে মুখে জল দিয়া তামাক খাইতে খাইতে ষ্টেসনে যাত্রা করিলেন। মনুয়ার জন্য থার্ডক্লাসের এবং নিজের জন্য ফাষ্ট ক্লাসের টিকেট ক্রয় করিয়া গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ ও পোর্টম্যাণ্টো সহ প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। আত্মীয়ের কোচমানকে এক টাকা বক্শিশ দিয়া বিদায় করিলেন। ট্রেন ভোরে ৭টার সময় হাবড়ায় পৌঁছিলে একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ীতে প্রথমেই কালী-ঘাটে কালী মাতার পূজা দিবার জন্য চলিলেন।

কালীঘাটে পৌঁছিয়া গাড়ী গঙ্গার ধারে দাঁড় করাইয়া কুন্দন ও মনুয়া একে একে গঙ্গাস্নান করিয়া লইলেন। অনন্তর মাতার মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে পুরোহিতের দল উপস্থিত হইলেন। কুন্দন তন্মধ্যে এক জনকে বাঙ্গালা কথায় বলিলেন "যদি আজকের জন্য বিশ্রামের উপযোগী কোন নিরাপদ ভাল স্থান দিতে পারেন, তা হ'লে আমরা মালপত্র সেইখানে রেখে এসে পূজো দিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন, আপনি তা হ'লে আমার সহিত চলুন, শ্যামলাল মৈত্রের বৈঠকখানায় কোন ঝঞ্চট নাই, তাঁর বাড়ীতে লোকজনও বেশী নাই, বেশ নিরবিলি, স্বচ্ছন্দে থাকতে

পারবেন। তবে কি জানেন, সব পয়সার খেলা, বাড়ীওয়ালাকে কিছু দিতে হবে। উপযুক্ত মত দিলে একদিন ছেড়ে পাঁচদিন থাকতে পারবেন।" কুন্দন এক দোকান হইতে খুব ভাল একটী লোহার দেশী তালা ক্রয় করিয়া পুরোহিতের সহিত গাড়ী লইয়া শ্যামলাল মৈত্রের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে পুরোহিতের নিকট কুন্দন শ্যামলাল মৈত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরোহিত বলিলেন, "শ্যামলাল মৈত্র বাঙ্গাল, বাড়ী বরিশালে। প্রথমে বালাম চালের কারবার করত, এখন খুব পয়সা কড়ি হয়েছে, কালীঘাটের বাড়ীটা নিজের, আবার ভবাণীপুরে একটা বাড়ী কিনেছে। আজকাল সুদে টাকা ধার দিবার কারবার করে। বড় কৃপণ, পয়সা দেখে গায়ের রক্ত, তা কৃপণ না হলে পয়সাও হয় না, কথায় বলে "কৃপণের ধন", কিন্তু খাবে কে? এত যে কষ্ট করে টাকা জমাচ্ছে, তা পরের ভোগে লাগবে।"

কুন্দন। কেন তাঁর কি কেউ নেই?

পুরো। থাকবার মধ্যে একটা মেয়ে, তার বে দিয়েছিল বিক্রম পুরের এক গরীবের ছেলের সঙ্গে। বিবাহের পরে যখন তারা মেয়ে নে যেতে চায়, তখন যেতে দেয়নি, বল্লে গরীব, মেয়ে কষ্ট পাবে। তাতেই জামাই ছোঁড়া রাগ করে পশ্চিমে চলে যায়, সেও আজ প্রায় পাঁচ বছরের কথা। শুনতে পাচ্ছি সে নাকি খুব বড় চাকরী পেয়েছে, তার পণ টাকা না হলে সে দেশে আসবেনা, আর তার স্ত্রীকে দেশে না নিয়ে ছাড়বে না।

কুন্দ। মেয়েটীর ত তা হলে বড় কষ্ট। বয়স হয়েছে বোধ হয়?

পুরো। তা হয়নি! এই ধরুন বার বছরে বে হয়েছিল, তার পর আর পাঁচ বছর, এখন ঠিক সতের বছর পার হতে

চলেছে। আহা! মেয়েটী যেন লক্ষ্মী, যেমন রূপ, তেমনি সুশীল, শান্ত, কর্ম্মা।

এই রূপ কথপোকথনের পর শ্যামলাল মৈত্রের বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া পুরোহিত বলিলেন "এই বাড়ী, বোধ হয় ঘরেই আছেন, আমি ডেকে দিচ্ছি। এই বলিয়া পুরোহিত বৈঠকখানার পশ্চাদ্বর্ত্তী বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া, "মৈত্র মহাশয়! মৈত্র মহাশয়! বাড়ী আছেন?" জিজ্ঞাসা করিলেন।

"যাচ্ছি" বলিয়া মৈত্র মহাশয় বাহির হইলে পুরোহিত বলিলেন, "একটী ভদ্রলোক, বোধ হয় বড় লোক হবেন, পশ্চিম থেকে আসছেন, সঙ্গে চাকর, মালপত্র আছে, আপনার বৈঠকখানায় সে সব রেখে মায়ের বাড়ী পূজো দিতে যাবেন। তা আপনার প্রাপ্য অবশ্যি পাবেন।" মৈত্র মহাশয় বলিলেন, "চলুন দেখা যাক, লোকটী কি রকম আর কত দিবে, ক দিন থাকবে?"

তাহার পর উভয়ে বাহিরে আসিলেন। কুন্দল দেখিলেন,একটী শীর্ণ-কায়, গৌরবর্ণ, প্রৌঢ় বয়স্ক লোক, গোঁপ কামান, মাথায় টাক, নাকটী লম্বা। কুন্দন বুঝিলেন, ইনিই কৃপণ স্বভাব শ্যামলাল মৈত্র। কুন্দন দুইটী টাকা তাঁহার হস্তে দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন "দূর পশ্চিম হতে আসছি, মায়ের পূজো দিব, আজকার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

মৈত্র। স্বচ্ছন্দে থাকুন, তবে মালপত্র হুশিয়ার, কলিক্যতা সহর, সাবধানে থাকবেন।

কুন্দন। আজ্ঞে হাঁ এই তালাটী দোরে লাগায়ে যাব।

মৈত্র। বেলা তেমন হয় নাই। চাকরটাকে রেখে আপনি পূজা দিয়ে আসুনগে, ও পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে পরে গিয়ে দর্শন করবে।

কুন্দন। আজ্ঞে হাঁ তাই করছি।

ইত্যবসরে মৈত্র মহাশয় বৈঠকখানার দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুন্দন মনুয়ার দ্বারা জিনিষ পত্র বৈঠকখানার তক্তপোষের উপর রাখাইয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বৈঠকখানার দ্বার জানালা বন্ধ করতঃ নূতন তালাটী প্রবেশদ্বারে লাগাইয়া সম্মুখে মনুয়াকে বসাইয়া পুরোহিত ঠাকুরের সহিত খালি পায়ে মা এর মন্দিরে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে কুন্দন বলিলেন, "মৈত্র মহাশয় যে কৃপণাশয় লোক, তা চেহারা দেখ্‌লেই বেশ বুঝা যায়।"

পুরো। পাহাড়ে কৃপণ, পেটে খায় না, কেবলই পয়সা জমাচ্ছে।

কুন্দন। জামাইটী কি রকম?

পুরো। ঈষৎ শ্যামবর্ণ। ছিপছিপে, তখন উনিশ বৎসরের ছিল, আজকাল বয়স চব্বিশ। আমার দাদাই ত বিবাহের ঘটক, পুরোহিত দুই কার্য্যই করেন; তাঁকে দিয়েছিল কি জানেন, দশটী টাকা নগদ আর একটা গরদের জোড়। অমন ধারা ধনী অন্য লোক হ'লে শ টাকা দিত।

কুন্দন। জামাইকে কি রকম দানসামগ্রী দিয়েছিলেন?

পুরো। সেও তথৈবচ, রূপোর ঘড়ী চেন, একটী আংটী টাকা কুড়িকের হবে, নগদ ৩০০৲ টাকা। কুঞ্জ খুব ভাল ছেলে, তাতেই রাজী হয়েছিল, তার কারণ মেয়েটী সুন্দরী। কুন্দনের মনে কাশীতে বাঙ্গালী বাবুর লুণ্ঠনের কথা স্মরণ হইল। রবার্ট ম্যাকেয়ার ইংরেজী পুস্তকের মলাটের পৃষ্ঠে কুঞ্জলাল সান্যাল, রাজনগর ঢাকা মনে পড়িল। তবে কি সেই এই মৈত্র মহাশয়ের জামাতা? কুন্দন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার বাড়ী রাজনগর নয় কি?"

পুরো। তা হবে, বিক্রমপুর শুনেছিলাম। আমার দাদা এখন কাশীতে আছেন, তিনি সব জানেন।

এইরূপ কথোপকথনে উভয়ে কালীমাতার মন্দির-সমীপে উপস্থিত হইলে কুন্দনের মানত পাঁচ টাকার উপযোগী পূজার নৈবেদ্য, ধূপ, দীপাদি উপচার সহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূজা প্রায় তিন তুড়ীতেই শেষ হইলে হালদারের পালীর প্রাপ্য, বাস্তকর, মালী, পূজক প্রভৃতির নানা প্রাপ্তের হিসাব করিয়া শেষে পুরোহিতের প্রাপ্য আর একটী টাকা দেওয়া হইল। তাহার পর কুমারী বিদায় করা এক বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। পুরোহিতের পরামর্শ-মত আর একটী টাকার পয়সা ভাঙ্গাইয়া দিতে দিতে উভয়ে বাহির হইলেন। পুরোহিত দুই হাতে প্রসাদের দুইখানি মালসা লইয়া দ্রুতপদে পথ-প্রদর্শক হইলেন এবং কুন্দন পয়সা বিতরণ করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। প্রায় বার আনার পয়সা দিয়া উভয়ে কুমারী নাম্নী বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিধবা, সধবা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রাণী, বৈষ্ণবী, ভিখারিণী দলের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

মনুয়া পুরোহিত ঠাকুরের হস্ত হইতে প্রসাদের মালসা দুইটী হাতে লইল। কুন্দন দ্বার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মনুয়াকে প্রসাদের মালসা তক্তপোষের উপর রাখিয়া এক ঘটী জল আনিতে বলিলেন। মনুয়া সড়কের কল হইতে জল আনিলে তাঁহার হস্তে একটী টাকা দিয়া পুরোহিত ঠাকুরের সহিত তাহাকে মায়ের দর্শনে পাঠাইলেন। কুন্দন হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে ব্যাগ হইতে আরসী, চিরুণী, ব্রুশ বাহির করিয়া কেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, পুরোহিতের প্রদত্ত কপালের সিন্দূরের ধ্যাবড়া টীপটী ভ্রমক্রমে মুছিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মস্তকের মধ্যস্থলে সিঁতি ও দুই পাশে কোঁকড়া চুলের ঢেউ খেলাইয়া প্রসাদের মালসা-স্থিত বিল্বপত্রে সংলগ্ন সিন্দূর চন্দন মিশ্রিত করতঃ

কপালে ভ্রূযুগের সন্ধিস্থলে একটী দ্বিদল (অর্দ্ধ মটর)-প্রমাণ কামিনী-মোহন টীপ কাটিলেন, তাহার উপর ত্রিপুণ্ড্র অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তিন যুক্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা টানিয়া দিলেন। গোঁপ যোড়াটী একটু তা দিয়া চিরুণী ব্রুশ ব্যাগে পুরিলেন। পোর্টম্যাণ্টো হইতে একখানি উৎকৃষ্ট ফিতেপেড়ে ধুতি বাহির করিয়া বাঙ্গালী বাবুদের মত কাছা মুড়িয়া কোঁচা পাট করিয়া পরিধান করিলেন। কানভাসের ব্যাগ হইতে একটী আদ্ধি মলমলের পাঞ্জাবী বাহির করিয়া গায় দিলেন।

এই সময়ে মৈত্র মহাশয় তেল মাখিয়া গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইতেছিলেন। কুন্দন দেখিতে পাইয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "মায়ের প্রসাদ এক মালসা নিন্, পাঁচ টাকার পূজোর বিস্তর প্রসাদ পাওয়া গিয়াছে।" পাওয়ার নামে মৈত্র মহাশয়ের অমত ছিল না। তিনি জানিতেন, মায়ের পূজার প্রসাদ সন্দেশ চিনির ড্যালা মাত্র, তা হোক্, তাহাতেও কিছুদিন চিনির কাজ চলিবে। তিনি বলিলেন, "আমি ছোঁব না, তেল মেখেছি।" এই বলিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে "কুমুদিনি এই মায়ের প্রসাদের মালসাটা নিয়ে যাও" বলিয়া স্বীয় কন্যাকে আসিতে দেখিয়া মৈত্র মহাশয় চলিয়া গেলেন। কুন্দন অপেক্ষাকৃত বড় মালসাটী ভিতরের দ্বারের সম্মুখে জল ঢালিয়া মুক্ত করতঃ তথায় রাখিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে দ্বারের অন্তরালে শরীর লুক্কায়িত রাখিয়া কোন রমণী দুইখানি স্থূলাকার সোণার বালা ও ক্ষুদ্র শাঁখা পরা সুগৌরবর্ণ তরুণ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রসাদের বৃহৎ মালসাটী গ্রহণকালীন কুন্দন একটু মৃদুস্বরে বলিলেন, "মায়ের প্রসাদ ত খেলুম, অতিথিকে একটু জল দিলে ভাল হয়, চাকরটা পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে গেছে।"

কুন্দন প্রসাদ কিছু হস্তে লইয়া মস্তকে ঠেকাইয়া ভক্তিপূতচিত্তে

ভক্ষণ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে পূর্ব্ববৎ লুক্কায়িতা গৌরাঙ্গীর ক্ষুদ্র দক্ষিণ হস্তখানি মুক্ত স্থলে এক গ্ল্যাস জল স্থাপন করিলে কুন্দন একটু হাস্যস্বরে পুনরায় বলিলেন, "চিনির ড্যালা খেয়ে মুখত মিষ্টি, হয়েছে এখন জলের পরে যা খেলে মুখের মিষ্টি যায় তাও কি পেতে পারি, অতিথের অনেক উৎপাত, কিছু মনে কর্‌বেন না।"

ক্ষণকাল পরে একখানি ছোট রেকাবীতে দুটী পান রাখিয়া জলের খালি গেলাসটী গ্রহণের সময় সেই গৌরবর্ণা রমণী স্বীয় মস্তক দ্বারের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত ভাবে চকিতের ন্যায় অতিথিকে এক-দৃষ্টিমাত্র দর্শন জন্য যেমন মুখ বাড়াইলেন, অমনি তাঁহার উজ্জ্বল নয়ন-যুগল কুন্দনের নেত্রযুগ সহ যুগপৎ সম্মিলিত হইল। সুন্দরী লুকাইয়া দৃষ্টি চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া কিছু অপ্রতিভ হইয়া মুচকিয়া অধর বিস্ফারিত করিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ সেই সুগৌরকায় যুবাবয়স্ক মনোহর-মূর্ত্তি অতিথির রূপ-সুধাপান হইতে স্বীয় নয়ন-চকোরকে ফিরাইতে পারিলেন না। লজ্জা আসিয়া করপল্লবে যুবতীর অক্ষিপটল আবৃত করিতে উদ্যতা হইল, তথাপি তিনি সেই সুন্দর মুখখানি, কপালে কামিনী-মোহন সিন্দূর-চন্দনের টীপ, সিঁতার দুই পাশে কি পরিপাটী ঢেউ খেলান চুল, নাক, মুখ, চোক, ভ্রূ, গোঁপের কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী, গায় সরু আদ্ধির পাঞ্জাবী ভেদ করিয়া বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, সুগোল মাংসল বাহু-যুগল, কণ্ঠলগ্ন শুভ্র উপবীত দৃষ্ট হইতেছিল। পরিধানে উত্তম সরু ফিতে পেড়ে ধৌত বস্ত্র পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া প্রীতি-প্রকটিত স্মিতমুখী হইলেন। কুন্দনের সতৃষ্ণ নেত্রযুগল সেই মুহূর্ত্ত মধ্যে সুগৌরবর্ণা সুন্দরী যুবতীর দক্ষিণাঙ্গের কিয়দংশ ও বিকচ পঙ্কজ-তুল্য মুখখানি যেন ছাঁচে ঢালা পীত কাঞ্চন প্রতিমার ন্যায় দর্শন করিলেন। ভ্রূযুগ মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম রেখার ন্যায় সম্মিলিত হইয়া বঙ্কিম স্থূলোদর ধনুর

অনুকরণে সূক্ষ্মাগ্রে আকর্ণ-অঙ্কিতবৎ, নয়ন-যুগল সমদ্বিখণ্ডিত পটলের ন্যায় আয়ত, নাসিকাটী মধ্যস্থলে ঈষদুন্নত, কুণ্ডল-মণ্ডিত শ্রুতি যুগ, বিম্বাভ ওষ্ঠাধর, উন্নত কপাল, রক্তাভ কপোল, স্বর্ণহার-বিজড়িত কম্বু-কণ্ঠ অতীব মনোহর। মস্তকে এক রাশি নিবিড় ঘন কৃষ্ণ আজানুলম্বিত আলুলায়িত চিকুর-জাল। অনন্ত-শোভিত সুগোল দক্ষিণ ভুজ ভিন্ন অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লক্ষিত না হইলেও রমণী যে সপ্তদশ-বর্ষীয়া পূর্ণযৌবনা অঘ্রাত প্রস্ফুটিত নলিনী, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইল। রমণী যেন একটী অস্ফুট দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গেলাস ও রেকাবী-খানি লইয়া অন্তরালে লুক্কায়িতা হইলেন বলিয়া কুন্দনের বোধ হইল।

ইহার অব্যবহিত পরেই মনুয়া ফিরিয়া আসিলে কুন্দন "প্রসাদ খাও, কিন্তু এ চিনির ড্যালায় ত পেট ভরিবে না, বার আনার লুচি, কচুরী, সিঙ্গাড়া, নিমকী, রসগোল্লা সব রকম মিলায়ে আনগে। পান, তামাক, টিকেও বোধ হয় চাই" এই বলিয়া একটী টাকা তাহার হাতে দিলেন। মনুয়া সড়কের কল হইতে জল আনিয়া প্রসাদ খাইয়া হুঁকার জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া দিয়া বাজারে চলিল। কুন্দন তামাক খাইতে খাইতে গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগস্থিত নোটবুকখানি বাহির করিয়া কোন স্থলে পেন্সিলের, কোন স্থলে কালীর লেখা বিবরণগুলি পড়িয়া মর্ম্মোদ্ধার করিতে লাগিলেন। লেখাগুলি অধিকাংশই ইংরেজীতে। প্রথমেই লেখা আছে ২৫শে জানুয়ারি। ৯২, ঢাকা ছাড়িলাম। ২৭শে জানুয়ারি কলিকাতায় পৌঁছিলাম। ৩০শে জানুয়ারি কলিকাতা ছাড়িলাম। ২রা ফেব্রুয়ারি কাশী ছাড়িলাম। ৫ই ফেব্রুয়ারি এলা-হাবাদ ছাড়িলাম। ৬ই ফেব্রুয়ারি মিরট পৌঁছিলাম। ১৫ই ফেব্রুয়ারি কমিসেরিয়েট আপিসে একষ্ট্রা কেরাণী বহাল, বেতন ৩০৲। ১০ই

মার্চ্চ লাহোর পৌঁছিলাম। ১২ই মার্চ্চ লাহোর ছাড়িলাম। ১৭ই মার্চ্চ কোয়েটা পৌঁছিলাম। ২০শে মার্চ্চ টিরা কমিসেরিয়েট গোমস্তা বহাল, বেতন ৭৫৲ টাকা।

তাহার পর কতিপয় লাইন বাঙ্গালা লেখা, তেমন স্পষ্ট নহে বলিয়া ভাল পড়িতে পারিলেন না। তাহার পর ইংরেজীতে ১৫ই অক্টোবর। ৬২, টিরা ছাড়িলাম। ২১শে কোয়েটা পৌঁছিলাম। ১০ই ডিসেম্বর মনিঅর্ডার বাটীতে ৫০৲ টাকা। ৩রা জানুয়ারি। ৬৩, এস, এল মৈত্র, কলিকাতা মনিঅর্ডার ৫০৲ টাকা। এইরূপ অনেক ইংরেজী বাঙ্গালা মনিঅর্ডারের তারিখ ও টাকার অঙ্ক লেখা দেখিলেন।

ইত্যবসরে মনুয়া খাবার লইয়া ফিরিল। উভয়ে জলযোগ করিয়া পান তামাক খাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেন। মনুয়া বিছান পাতিয়া দিলে কুন্দন দ্বারে খিল দিয়া পশ্চাদ্ভাগের একটা জানালা খুলিয়া শয়ন করিলেন। মনুয়া বাহিরের বারান্দায় এক প্রান্তে একখানি ছোট তক্তপোষ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল।

পঞ্চম কাণ্ড।

জাল জামাই।

শ্যাম লাল মৈত্র মহাশয়ের গৃহে একটী প্রবীণ বয়স্ক ক্লক ঘড়ী দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্বস্তরূপে সময় নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিল। প্রাতে ৬টার সময় মৈত্র মহাশয় গাত্রোত্থান, ৯টার সময় গঙ্গাস্নান, ১২টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দৈনিক নিয়মিতরূপে তিনি সাড়ে বারটা হইতে আড়াইটা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা দোতালাস্থ শয়ন কক্ষে বিশ্রাম-সুখ

উপভোগ করিয়া থাকেন। তাহার পর দেড় ঘণ্টা কাল খাতকদিগের কাহার নিকট কত সুদ পাওনা, কাহার কোন্ তারিখে কত সুদ কিংবা আসল টাকা দিবার করার, তাহার একখানি ফর্দ্দ করিয়া ঠিক ৪টার সময় ফর্দ্দ লইয়া তাগাদায় বাহির হইয়া থাকেন। মিঠে কড়া নরম গরম কথায় যাহার নিকট যাহা কিছু আদায় করিতে পারেন, তাহা ধুতির খোঁটে বাঁধিয়া সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। হাত মুখ ধুইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া জমা খরচ খাতা খতিয়ান লিখিতে বসেন। ৯টার মধ্যেই আহার সমাধা হয় এবং ১০টার সময় শয়ন করেন। প্রাতে একজন ঠিকা মহুরী ৮॥০টা পর্য্যন্ত কোন দিন বা কার্য্যাভাবে তাহার পূর্ব্বেই বৈঠকখানায় বসিয়া খাতকদিগের নিকট কর্জ্জাটাকার খত, রসিদ পত্র লিখিয়া চলিয়া যায়। লেখাই বাবত খাতকেরা যাহা দেয়, তাহাই তাহার পারিশ্রমিক, তদ্ভিন্ন মৈত্র মহাশয় নগদ কিছুই তাহাকে দেন না। হ'রের মা পুত্রের বিবাহের সময় যে ৫০৲ টাকা ধার করিয়াছিল, তাহার সুদের পরিবর্ত্তে বাসন কোসন মলিয়া ঘর নিকাইয়া দিয়া যায়, অন্য চাকর বা ঝী রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বাজার গঙ্গাস্নানের সময় নিজে করেন। তাঁহার ব্রাহ্মণী কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া। কন্যার সাহায্যে তিন জনের রন্ধনাদি ভিন্ন অধিক কিছু করিতে হয় না, সুতরাং রাঁধা, খাওয়া, শোয়া ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই। তিনিও মধ্যাহ্নে আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া জড়ভরতের মত নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে পারেন না। কন্যাটী আহারান্তে রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, কালিকাপুরাণ, কাশী-মাহাত্ম্য প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থের কোন একখানি পড়িয়া কালক্ষেপণ করেন। পাড়া বেড়ান, তাস খেলা, নাটক উপন্যাস পাঠ তাঁহার পিতার নিষেধাজ্ঞা।

অদ্য আহারান্তে পিতা মাতা শয়ন করিলে স্বামী-বিরহিণী কুমুদিনী অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর গ্রন্থ, পাঠ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনোনিবেশ হইল না। পুস্তকখানি রাখিয়া দিয়া তিনি শয়ন করিয়া মনে মনে কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। প্রথমে নিজের স্বামীর নিষ্ঠুরভাবে পাঁচ বৎসর কাল সুদুর প্রবাসে অবস্থানের কথা ভাবিতে লাগিলেন। বিরহিণী মনে মনে ভৎর্সনার স্বরে বলিতে লাগিলেন,"পয়সা না হ'লে দেশে আস্‌বেন না,পয়সাই তাঁর যথাসর্ব্বস্ব, আমি কেউ নই, আমার কথা একবার ভাবেন না। কোন্ সময়ে কি দরকার, তা জ্ঞান নাই। অমন পয়সার মুখে আগুন। মার অনুরোধে লজ্জার মাথা খেয়ে কত মিনতি ক'রে চিঠি লিখলুম,তার কোন উত্তরও দিলে না। তার কি বুদ্ধি বিবেচনা নাই? হয়ত কোন মেয়ে মানুষের মায়ায় ভুলে পড়েছে। চাকরী কর্‌লে কি আর ছুটী মেলে না"। এইরূপে অনুপস্থিত পতির প্রতি যুবতী কুমুদিনীর পূর্ব্বাবধি যে আন্তরিক বিরাগ জন্মিয়াছিল, অদ্য তাহা ঘৃণায়, ঈর্ষায়, ক্রোধে ও অভিমানে পরিণত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্বীয় অদৃষ্টের ফলাফল জ্ঞানে বিষাদে আক্ষেপ করিলেন। তাহার পর গৃহাগত অতিথির পরম সুন্দর চেহারাটী মনে হইল। কুমুদিনী স্বীয় হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, প্রথম সন্দর্শন মাত্রই অতিথি তাঁহার প্রীতির আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। সুন্দরকে কে না ভালবাসে? বিরহিণী সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী, মনোহর-মূর্ত্তি যুবক অতিথির অনুকূলে ও প্রতিকূলে মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

জগতে যুবক পুরুষেরা যেমন সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক দেখিলে পুলকিত হয়, সুবিধা ঘটিলে ভালবাসিয়া সুখী হয়, সেইরূপ যুবতী স্ত্রীলোকেরাও সুন্দর সুশ্রী যুবক পুরুষ দেখিলে প্রথমে মনে মনে সুখানু-

ভব করে, সুযোগ সুবিধা ঘটিলে ভালবাসে, শেষে হয়ত একবারে প্রেমে মজিয়া যায়। ইহার কারণ এই, প্রাণিগণের প্রিয় জীবনে যৌবনই সুখের সার সময়। সেই পরম সুখের যৌবনের সার প্রেম, যাহা ভালবাসারই নামান্তর ও চরমাবস্থা। প্রেমের প্রথম প্রয়াস আসঙ্গ-লিপ্সা বা মিলন। মিলনের পর আত্ম-সমর্পন। আত্ম-সমর্পণকালে প্রাণ, মন, ধন, যৌবন পরস্পরকে দান করিয়া নরনারী রতি অর্থাৎ প্রীতির প্রগাঢ় বন্ধনে উত্তেজিত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার কামনা পূরণ দ্বারা যে অতুল সুখানুভব করে, তাহারই নাম প্রেম। জগতে যে নব রস বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে কাম আদিরস। এই রস পুরুষপেক্ষা কামিনীগণের আট গুণ অধিক, ইহা একা ভারতচন্দ্রের "পুরুষের আটগুণ মেয়ে" অতিরঞ্জিত বর্ণনা নহে, কোবিদগণের শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। যুবতী রসজ্ঞা বিরহিণীগণের এই রসাস্বাদন-স্পৃহা পুরুষাপেক্ষা আটগুণ প্রবলা, তজ্জন্যই কুমুদিনী বাসনাদূতীর উত্তেজনায় মাতাকে নিদ্রিতা দর্শনে ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিলেন।

কুন্দন কুমুদিনীকে দর্শনাবধি মনে মনে কতই কল্পনা জল্পনা করিতেছিলেন। তজ্জন্য তাহার নিদ্রা হয় নাই। তিনি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ হইতে একটী ক্ষুদ্র চিঠীর তাড়া বাহির করিয়া পত্রগুলি সাধ্যমত পড়িতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাড়ার মধ্যে কতিপয় মনিঅর্ডারের রসিদ, কতিপয় টানা বাঙ্গালা লেখা, ভাল পড়িতে পারিলেন না। কোন খানির কোণে রাজ নগর, কতিপয়ের কোণে কালীঘাট, একখানি কাশীধাম; যত দূর পরিস্কার লেখা, তাহা কিছু কিছু পড়িতে পারিলেন। একখানি সুন্দর ছাপার মত হাতের লেখা, গোলাপী রং পুরু চিঠীর কাগজে লেখা, নীচে নাম দেখিলেন 'স্নেহিকা শ্রীমতী কুমুদিনী' পত্রের প্রথমে

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়। কালীঘাট

৭ই কার্ত্তিক, ১২৭৩ সাং

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল সান্যাল

মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে

দাসীর প্রণাম।

প্রাণেশ্বর,

এবার পূজায় মনে বড় ছিল আশা।
এত কাল পরে বুঝি হবে দেশে আসা॥
পূজা ত আসিয়া চ'লে গেল যথাকালে।
আসার আশাই সার হইল কপালে॥
পাঁচটী বছর গেল দিন গুণে গুণে।
রাত দিন জ্বলে পুড়ে মনের আগুনে॥
কেন এ কঠিন পণ টাকা টাকা টাকা।
ঘর বাড়ী সব ছেড়ে একলাটী থাকা॥
পেয়েছেন সেথা বুঝি মিষ্টি ভালবাসা।
তাই ভুলে রয়েছেন, হতেছে না আসা॥
সতের বছর হ'ল বয়স আমার।
স্বামীর সহিত দেখা নাহি একবার॥
কি ক'রে বলুন আর একা থাকা যায়।
বিধবা হইলে যেন নাহি ছিল দায়॥
আপন কপাল ভেবে থাকিতাম দুখে।
ছাই দিয়া ভাল খাওয়া পরা সুখের মুখে

ভাল খেয়ে পরে খুব হয়েছি ডাগর।
কেবল চোখের জলে বাড়িছে সাগর॥
বিছার কামড় গায় বস্ত্র অলঙ্কার।
বিরহিণী দুখিনীর কাজ কি বাহার॥
পায় ধরি প্রাণনাথ, এস একবার।
সাথে ক'রে নিয়ে যাও দাসীরে তোমার॥
কমল ফুটিয়ে যৌবনের সরোবরে।
ভাসিছে নয়নজলে না পেয়ে ভ্রমরে॥
এখনো যদ্যপি দেশে না আসিবে বঁধু।
কুমুদী মুদিবে আঁখি শুখাইবে মধু॥
নিশ্চয় গলায় দড়ী দিব এর পর।
প্রাণ যায় মান ভেঙ্গে এস হে নাগর॥
কেন অকারণ বিধি দিয়াছিল রূপ।
বিরহিণী হ'তে, ক'রে পতিরে বিরূপ॥
অন্যে হ'লে কুলে কালী দিত কোন্ কালে।
আছি তবু সবুর মানিয়া নিজ ভালে॥
ঢের টাকা হ'য়েছে ত আর কাজ নাই।
দেশে এলে আমি দিব কত টাকা চাই॥

পিতামাতার আমিই একমাত্র সন্তান। তাঁদের অভাবে সব আমারই, আমার হইলেই আপনার। আর কত লিখিব।

সেবিকা
শ্রীমতী কুমুদিনী।

কুন্দন ধীরে ধীরে পত্র খানি পড়িয়া মনে মনে বলিলেন, বাঃ! কুমুদিনী ত বেশ কবিতা লিখ্‌তে পারে?

তাহার পর পোটম্যাণ্টো খুলিয়া কাপড়, অলঙ্কার ও টাকা কড়ি বাহির করিয়া স্তরে স্তরে সাজাইতে আরম্ভ করিতেছিলেন, এমন সময় উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে অকস্মাৎ যেন একটী ছায়া পতিত হইল। কুমুদিনী দ্বিতল হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া বৈঠকখানার বাতায়ন উন্মুক্ত দর্শনে মনে করিয়াছিলেন, অতিথি এখন নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতেছেন। কুমুদিনীর মনে তাহার সুন্দর মূর্ত্তিটী এইঅবসরে একবার ভাল করিয়া দেখিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। লজ্জা তাঁহাকে বাধা দিয়া অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষিতা করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভালবাসার উত্তেজনায় ইচ্ছা স্বাধীনা হইয়া লজ্জাকে বিনিবৃত্তা করতঃ বিরহিণীর পদদ্বয়কে সেই উন্মুক্ত বাতায়নের সমীপবর্ত্তিনী করিল। কুমুদিনী সতৃষ্ণ নয়নে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত মাত্র অতিথিকে জাগ্রত ও বস্ত্রাদি স্তরে স্তরে সাজাইতে দেখিয়া এক পার্শ্বে লুক্কায়িতা হইলেন। কুন্দন বাতায়ন-পথে তাঁহার ছায়া দর্শন মাত্র বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু দেখিতে না পাইয়া পুনরায় বানারসী শাড়ী, চেলী, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ সাজাইতে লাগিলেন।

কুমুদিনী যখন বাতায়ন-পথে গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তখন অতিথির হস্তস্থিত এক খানি নীলাভ, একখানি রক্তিম বর্ণের বানারসী শাড়ী, সোণালী পাড়দার লাল চেলী, তাঁহার পার্শ্বে সোণার চেন ঘড়ী, ব্রেসলেট, ইয়ারিং প্রভৃতি নেত্রপথে উজ্জ্বল আভাবিস্তার করিয়া তাঁহার দর্শন-লালসাকে প্রবলা করিয়াছিল। অভিসারিকা সেই সকল নয়নানন্দ বস্ত্রালঙ্কার না দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, একবার ত পান দিবার সময় ঝাঁকি দর্শন হইয়াছিল, এবার দেখিতে গিয়া যদি ধরাই পড়েন, তাহাতে তেমনই কি ক্ষতি আছে? এবার সাহসে ভর করিয়া জানা-

লার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় যেমন ছায়া পড়িল, অমনি কুন্দন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। উভয়ের চতুশ্চক্ষু সম্মিলিত হওয়াতে উভয়ের বদনমণ্ডলেই হাসির রেখা প্রকটিত হইল। কুন্দন দুইখানি বানারসী শাড়ী দুই হাতে লইয়া নয়নের ইঙ্গিতে ও মৃদুস্বরে বলিলেন, দয়াময়ি! "এর কোন্‌খানি ভাল ব'লে পছন্দ হয়?" কুমুদিনীর গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল, ভয়ে বক্ষঃ দুর দুর করিতে লাগিল, লজ্জা আসিয়া চক্ষুর পাতা টানিয়া ধরিল, নবোঢ়া মুখ লুক্কায়িত করিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, "দুখানিই বেশ।" বস্তুতঃ কুমুদিনী তাঁহার কৃপণ পিতার গৃহে তদ্রূপ অতি চমৎকার, বহু মূল্যবান, প্রশস্ত পাড়, বিচিত্র আঁচলা, সারাজমীনে সাচ্চা কাজ করা বানারসী শাড়ী কখনও দেখেন নাই। কুন্দন রত্ন-বিজড়িত ব্রেসলেট জোড়া তুলিয়া দেখাইলেন, চুণী পান্না হীরা বসান কেমন ঝকমক করিতেছে। তিনি জানিতেন, "নির্ধনের জাত নষ্ট ধনের বশ নারী" ধন রত্ন বিশেষতঃ রত্নালঙ্কার দেখিলেই নারীর মন টলে। গাঢ় হরিদাভ উজ্জ্বল রত্নময় ইয়ারিং জোড়াটী কি চমৎকার! কুমুদিনী দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখন যাই, কেউ দেখ্‌তে পাবে।"

কুন্দন হাত জোড় করিয়া ব্যগ্রতা সহ বলিলেন, "দয়াময়ি! একটী পান পাব না?"

কুমুদিনী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া ফিরিয়া চলিলেন। কুন্দন দণ্ডায়মান হইয়া লোলুপ নেত্রে সেই পূর্ণযৌবনা বিকশিতাঙ্গী ঘন-জঘনা রূপসীকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি পৃষ্ঠদেশ দেখিয়াও অনুমান করিলেন, কুমুদিনী উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট, নাতিখর্ব্বাকৃতি, নাতিস্থূলাঙ্গী। কি সুন্দর সুগৌর বর্ণ, পরিহিত সূক্ষ্ম শাড়ীর আবরণ ভেদ করিয়া গৌর কান্তি যেন ফুটিয়া পড়িয়াছে। আজানুলম্বিত সুদীর্ঘ উন্মুক্ত ঘন কৃষ্ণ

কেশদাম পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়াছে, তথাপি নিবিড় নিতম্ব, ক্ষীণ কটি যত দূর লক্ষিত হইতেছিল, তাহা নিরুপম।

কুমুদিনী মন্থর গমনে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে পান সাজিয়া একটী নিজ বদনে দিয়া অতিথির জন্য দুইটী খিলি মুষ্টির ভিতর লইয়া দ্বিতলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পিতামাতার উঠিবার সময় হয় নাই, উপরে কোন সাড়া শব্দ নাই। বৈঠকখানার বাতায়নের দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, অতিথি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। তখন ধীরে ধীরে বাতায়নের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অতিথির হস্তে মুষ্টিবদ্ধ পান যেমন দিতেছিলেন, অমনি কুন্দন তাঁহার হস্ত ধারণে ক্রমে পর পর একটী রুবি, একটী লিলম (নীলকান্ত মণি) এইরূপ পঞ্চ রত্ন বসান বহুমূল্যবান স্বর্ণাঙ্গুরী তাঁহার অনামিকা অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন। কুমুদিনী মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া বলিলেন, "স্মরণ-চিহ্ন যে লুকায়ে পরৃতে হবে, এই আক্ষেপ।" কুন্দন জানালার লোহার গরাদের মধ্যে হাত বাড়াইয়া সুন্দরীর সুন্দর মুখখানি টানিয়া লইয়া চিবুক ধরিয়া অধরে চুম্বন করিলেন। উভয়ে কপোত-কপোতিকার ন্যায় ক্ষণকাল অধর-সুধাপানে তৃপ্তির পরিবর্ত্তে তৃষিত হইয়া অগত্যা বিযুক্ত হইলেন। কুমুদিনীর আয়ত নয়ন কুন্দনের সতৃষ্ণ নয়নে সংযুক্ত হইয়া ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া তিনি চুপ করিয়া বলিলেন "যাই"; তাহার পর চঞ্চল পদে গৃহের দিকে অগ্রসর হইয়া উপরে চলিয়া গেলেন। কুন্দন বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া, পোর্টম্যাণ্টো বন্ধ করিয়া মনুয়াকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে বলিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া দিলেন।

কুমুদিনী পা টিপিয়া উপরে গিয়া দেখিলেন, ঘড়ীতে ২টা বাজিয়াছে। তিনি তখন অঙ্গুলী হইতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্মরণ-চিহ্নের অঙ্গুরীটী

খুলিয়া একখণ্ড কাগজে মুড়িয়া নিজের বাক্সে লুকাইয়া রাখিলেন, তাহার পর পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বপঠিত পুস্তকখানি খুলিয়া পড়িবার ভাণ করিয়া অতিথির চুম্বনটি স্মরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে কুন্দন তামাক খাইতে খাইতে রাত্রির সম্মিলন আশায় পুলকে কত কি কল্পনা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে মৈত্র মহাশয় নিদ্রা হইতে উঠিয়া খাতকগণের নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে বসিলেন। গৃহিণী জাগরিতা হইয়া কুমুদিনীর পুস্তক পাঠ শুনিতে লাগিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বের সুভদ্রাহরণ পড়া হইতেছিল। শ্রীমতী সত্যভামা দেবী কর্ত্তৃক রজনীযোগে অর্জ্জুনের কক্ষে প্রেরিতা অনূঢ়া সুভদ্রা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইতেছেন, পার্থ অনুনয় বিনয় বাক্যে তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছেন। গৃহিণী শুনিতে শুনিতে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহার অর্থ স্বীয় দুহিতার বিরহ। কুমুদিনী মনে মনে অর্জ্জুনরূপী অতিথিকে বাসনা-দূতীর প্রণোদনে আলিঙ্গনদানে হর্ষিতা ও রোমাঞ্চিতা হইলেন।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় মৈত্র মহাশয় তাগাদায় বাহির হইতেছিলেন, তখন মন্নুয়া তাঁহাকে শৌচখানার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বৈঠকখানার পার্শ্ববর্ত্তী শৌচখানা দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। মন্নুয়া সড়কের কল হইতে জল আনিয়া দিল। কুন্দন মন্নুয়ার হস্তে দুইটী টাকা দিয়া খুব উত্তম দেখিয়া ক্ষীরমোহন, সন্দেশ, পানতোওয়া আনিতে বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। মন্নুয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে পুনরায় ডাকিয়া আর একটী সিকি তাহার হস্তে দিয়া সিদ্ধি, বাদাম, পেস্তা, মসলা আনিতে বলিয়া দিলেন। মন্নুয়া চলিয়া গেলে কুন্দন বাঙ্গালী দস্তুরমত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া গামছা পরিয়া দ্বারে তালা দিয়া

শৌচে চলিলেন। হস্ত মুখ প্রক্ষালনের প'র বস্ত্র পরিয়া পঞ্জাবীর উপর কাশ্মীরার কোট পরিধান করিলেন এবং তাহার পকেটে গ্ল্যাডষ্টোন-ব্যাগস্থিত ক্ষুদ্র চিঠির তাড়াটী স্থাপন করিলেন।

মন্নুয়া দুইটী মালসা ভরিয়া দুই টাকার মিঠাই লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেয়ালের তাকে রাখিয়া দিয়া প্রথমে ব্যাগ হইতে ক্ষুদ্র সোঁটা কুণ্ডী বাহির করিয়া সিদ্ধি বাঁটিতে বসিল। সিদ্ধি বাঁটা হইলে ঘটী-পূর্ণ জলে মিলাইয়া নেবুর রস সংযোগে গেলাস ও বাটীতে বারংবার ঢালিয়া বস্ত্রপূত করিয়া দিল। কুন্দন দুই গেলাস পানান্তে অবশিষ্ট মন্নুয়াকে দিলেন। সিদ্ধি পান শেষ হইলে মিষ্টান্নের মালসা দুইটী ধরিয়া কুন্দন মন্নুয়ার হস্তে দিয়া বলিলেন "ভিতরে যাইয়া 'মা-জী মা-জী' বলিয়া ডাকিয়া গৃহিণীর সম্মুখে দাওগে।" মন্নুয়া কুন্দনের মুখ পানে চাহিলে কুন্দন তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "পাত্র সহকারে সবই দিলে তাঁহারা কি আমাদিগকে না দিয়া নিজেরাই সমস্তই খাবেন? দেখা যাক, কিরূপ বিবেচনা করেন, না দেন পুনরায় আনিতে কতক্ষণ।" মন্নুয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া মালসা দুটী লইয়া ভিতরে দ্বিতল গৃহের সম্মুখে যাইয়া "মা জী, মা জী, জলখাবার মিঠাই—লউন।"

গৃহিণী ও কুমুদিনী মন্নুয়ার ডাক শুনিয়া নীচে আসিয়া দুটী মালসা পূর্ণ মিষ্টান্ন দেখিয়া উভয়েই মৃদু হাসিলেন। কুমুদিনী হিন্দী কথায় বলিলেন "তোমলোক রাখা নাই?"

মন্নুয়া "নাহি" বলিলে গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা রাখ।"

মন্নুয়া মালসা দুইটী রাখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে গৃহিণী পুনরায় বলিলেন, "দাঁড়াও, তোমলোকের জন্যে নিয়ে যাও।" মন্নুয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী কুমুদিনীকে দুইটী বাটী আনিতে বলিলেন।

কুমুদিনী বলিলেন, "বাবুটীকে এই খানে বারেন্দায় যায়গা করে দিলে হয় না? ভদ্র লোক কি মনে করবে।"

গৃহিণী "তাই কর" বলিলে কুমুদিনী জল ছিটাইয়া আসন পাতিয়া গেলাসে জল আনিয়া দিলেন। মনুয়ার জন্য একটী বাটী ভরিয়া এবং অতিথির জন্য একখানি বড় রেকাবীতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষীরমোহন, সন্দেশ সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোম এই বাটী লেকে বৈঠকখানায় বসে খাও গে, আওর তোমার বাবুকো এই খানে ভেজ দেও।" মনুয়া বাটী হস্তে বৈঠকখানায় যাইয়া কুন্দনকে ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া নিজে খাইতে বসিল।

বলা বাহুল্য, অতিথিকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া গৃহিণী এবং তাঁহার পশ্চাতে কুমুদিনী কুন্দনের মুখপানে চাহিয়া মুচকিয়া হাসিয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কুন্দন বারেন্দায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি মাকে প্রণাম করব, পুত্রের নিকট আর লজ্জা কি? আসুন মা।" গৃহিণী বয়স্কা, বিশেষতঃ মা বলিয়া সম্বোধন করাতে কুমুদিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, "তা যাও মা, লজ্জা কি, যখন মা বলেছেন তখন বাবা শুনলেও কিছু বলবেন না।" তাহার পর চুপ করিয়া বলিলেন, "সুধু হাতে কি আর প্রণাম করবেন?"

গৃহিণী আধ-ঘোমটা টানিয়া দিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুন্দন পাঁচটী টাকা তাঁহার চরণ-প্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। গৃহিণী হাস্যমুখে টাকা পাঁচটী তুলিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সংসারে টাকার একটা বিশেষ মোহিনী শক্তি আছে। রূপচাঁদের নিক্কণটী যেমন শ্রুতিমধুর, রূপটী ততোধিক উজ্জ্বল। ইংরেজীতে একটী প্রবাদ আছে, তাহার অর্থ এই ঃ—ধন বা টাকা সূর্য্যরশ্মি অপেক্ষা

উজ্জ্বল এবং মধু অপেক্ষাও মধুর। বঙ্গদেশেও গ্রাম্য লোকের মধ্যে একটী প্রাচীন প্রবচন প্রচলিত আছে।

"কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই
কড়ির মতন বন্ধু কই।
কড়ির পেট চেরা পিঠ কুজা
কড়ি হ'লে পাইল পূজা॥"

মায়ের বাড়ী পাঁচ টাকার পূজা দিয়াছে, কর্ত্তাবে প্রণামী দু টাকা, আমায় প্রণামী পাঁচ টাকা, মেঠাই কোন্ না দু টাকার, স্বগত এই ভাবিয়া গৃহিণীর মন অতিথির অনুকূলে প্রসন্ন হইল। তাহার পর কুমুদিনী যে আংটীটী পাইয়াছেন, তাহার অনুরোধে, বিশেষতঃ চুম্বনাবধি তাঁহার মন টলিয়া গলিয়া গিয়াছিল।

কুন্দন ধীরে ধীরে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছিলেন। ঘরের ভিতর মাতা ও দুহিতার মধ্যে মৃদু স্বরে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কুমুদিনী বলিলেন, "ইনিই ত তিনি নন? কি জানি, পরিচয় না দিয়া লুকায়ে আমাদের চলন চরিত্র দেখছেন। তোমার কি মনে পড়ে না?"

গৃহিণী। আমি হচ্ছি শাশুড়ী, অত করে কি দেখেছিলুম? তোর কি মনে পড়ে না?

কুমু। মুখ দেখার দিন ত চোক বুঁজেই ছিলুম, তার পর বিয়ের সময় শুভ দৃষ্টি, সেও লজ্জায় চোক মেলি নাই, তার পর বাসরঘরে পাঁচ জনের মাঝে ঘোমটা দিয়েই থাকতে হয়েছিল। একবার মাত্র দেখেছিলুম, তার পরেই পশ্চিমে চলে যান, সেও ত পাঁচ বছরের কথা। আর তখন আমি সবে বার বছরের, অত কি মনে আছে? তবে আগের চেয়ে বেশ মোটা সোটা হয়েছেন, রংটীও দিব্বি ফরসা হয়েছে।

গৃহিণী। সেটা—পশ্চিমের জলের গুণ। রোগা লোক পশ্চিমে গেলে ছ মাসেই মুটিয়ে যায়।

কুমু। নাম জিজ্ঞাসা কর না মা?

কুন্দন। আমিও তাই দেখছিলুম, আপনারা আমায় চিনতে পারেন কি না। কুঞ্জলালকে ভুলে যাচ্ছেন কেন?

কুমুদিনী চমৎকৃতা ও হর্ষিতা হইয়া মাতার মুখপানে চাহিলেন।

গৃহিণী। নামটী ত ঠিক, বাড়ী কি বিক্রমপুর?

কুন্দন। আজ্ঞে হাঁ, রাজনগর।

গৃহিণী। এতক্ষণ পরিচয় দাওনি কেন বাবা, এ ত তোমার আপনারই বাড়ী।

কুন্দন। পরিচয় একরূপ দিয়েছি। কর্ত্তার কাছে নাম বলেছিলাম, তাঁকে প্রণামও দিয়েছি, তিনি ত কই চিনতে পারেন নি? শ্বশুর-বাড়ী এসে যদি সাক্ষী প্রমাণ দিতে হয়, তবে এই দেখুন সেই বিয়ের আংটী, আর কুমুদিনী, তুমিও চিনতে পার নাই? না পারবারই কথা। তোমার কাছে প্রমাণ তোমার হাতের লেখা চিঠি, এই দেখ দেখি তোমারই কবিতা লেখা কি না? এই বলিয়া চিঠির তাড়া হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া দ্বারের সম্মুখে ধরিলেন। কুমুদিনী হাস্য-প্রকটিত আস্য দ্বারের বাহির করিয়া দেখিলেন, তাঁহারই সেই গোলাপী রঙের পুরু চিঠির কাগজে স্বহস্তে লেখা কবিতা-পত্র। কুমুদিনী লজ্জিতা ভাবে কুন্দনের মুখ পানে চাহিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হানিয়া চিঠিখানি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া ফেলিয়া দিলেন। এইবার মাতা আর দুহিতার মনে সন্দেহের লেশ মাত্র রহিল না।

কুমুদিনী স্বামীর চুম্বনটীর কথা স্মরণ করিয়া লজ্জা বোধ করিতে

লাগিলেন। পুনরায় ভাবিলেন, তা উনিই ত গলা জড়ায়ে ধরে মুখ টেনে চুমো খেয়েছেন।

গৃহিণী বলিলেন, কুনী (কুমুদিনীর সংক্ষিপ্ত ও আদরের নাম) তুই কুঞ্জকে প্রণাম কর, স্বামী গুরুজন।

মাতৃ আজ্ঞায় কুমুদিনী এবার আধ ঘোমটা টানিয়া দিয়া কুন্দনের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেন।

কুন্দন মৃদু স্বরে বলিলেন—স্মরণচিহ্নের আংটী আঁর লুকায়ে পর্‌তে হবে কি?

কুমু। অতি মৃদু স্বরে "তবু রেতে" বলিয়া মাতার নিকট চলিয়া গেলেন।

কুন্দন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমায় আর কি দিব, এ পাঁচ বছরের উপার্জ্জন যা এনেছি, সবই তোমারই। 'আমি পয়সা নষ্ট করি নাই।

কুমুদিনী এই কথা শুনিয়া বুঝিলেন, বানারসী শাড়ী, অলঙ্কার যা কিছু এনেছেন, সবই তাঁহারই জন্যে। আর কুমুদিনী যে অনুযোগ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"পেয়েছেন বুঝি সেথা মিষ্টি ভালবাসা।
তাই ভুলে রয়েছেন হতেছে না আসা॥"

তাহা অমূলক; এই জন্যই বলিলেন "আমি পয়সা নষ্ট করি নাই।"

আজ গৃহিণী আর কুমুদিনীর আহ্লাদের সীমা নাই। আনন্দে বিভোর হইয়া জল খাওয়ার পর কুন্দনকে পান দিতে ভুল হইয়াছিল। কুন্দন কৌতুক করিয়া বলিলেন "জল খাওয়ার পর কি খেতে হয়, পেতে পারি কি? অতিথের অনেক উৎপাত।"

গৃহিণী। সে কি কুনী, পান দিস্ নি!

কুমু। আজ সব ভুলে যাচ্ছি।

কুমুদিনীর তখন অতিথির প্রথম কথাগুলি মনে পড়িল। একটী ডিবায় পান আনিয়া দিয়া "কিছু মনে করবেন না" বাকী টুকু বলা হ'ল না!

কুন্দন। "ভুলে যাচ্ছি" বলিয়া পান দুটী মুখে দিয়া একটী হাতে করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করতঃ সেটী মনুয়াকে দিয়া তামাক সাজিতে বলিলেন।

অতঃপর কুমুদিনী কেশবিন্যাসের উপকরণ আরসী, চিরুণী, ব্রশ বাহির করিলেন। মাতার অনুরোধে কুন্তলবৃষ্যের শিশি খুলিয়া খানিক মাথায় দিলেন। গৃহিণী স্বহস্তে কন্যার সুদীর্ঘ কুন্তলদাম দ্বারা বেণী গাঁথিয়া বৃহৎ খোপা বাঁধিয়া তদুপরি সোণার ফুল, কাঁটা, দুটী ক্ষুদ্র স্বর্ণতন্তুর ঢাকাই তৈয়ারি ভ্রমর বসাইয়া দিলেন। চিক, সোণার হার, সোণার চন্দ্রহার, একখানি উৎকৃষ্ট বাজু পরাইয়া দিলেন। চারি গাছা মোটা রূপার জলতরঙ্গ মল বাহির করিয়া দিলেন। কুমুদিনী একখানি উত্তম ঢাকাই শাড়ী পরিয়া কপালে সিন্দূরের ক্ষুদ্র নাগর-বিন্দু টিপ, সীমন্তে সিন্দূর দিয়া সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা হইলেন। তরল সুরভি আলতার শিশি খুলিয়া ব্রশ যোগে পায় আলতা দিলেন। অগ্রহায়ণ মাস ঈষৎ শীতানুভব হয়, এ জন্য সিল্কের হাত-কাটা বডী পরিলেন। ফলতঃ সাজ সজ্জা করিয়া বহুকালের স্বামী-বিরহিণী পূর্ণাঙ্গী কুমুদিনী মনোহরমূর্ত্তি যৌবন-রসাঢ্য স্বামীর সম্মিলন-সুখাশায় উৎফুল্লিতা হইয়া উঠিলেন। মাতা তনয়ার চারু মূর্ত্তি দর্শনে হর্ষিত মনে হাস্য-প্রকটিত আননে মৈত্র মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তন-প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

পরস্ত্রী-হরণ।

যথাসময়ে মৈত্র মহাশয় তাগাদা শেষ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি হঠাৎ কুমুদিনীকে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, উৎকৃষ্ট ঢাকাই শাড়ী পরিহিতা, পদে অলক্তক রঞ্জিতা দর্শনে মনে মনে বিস্মিত হইলেন। গৃহিণী বলিলেন, হ্যাঁগা, জামাই এসেছে, তাকে তুমি চিনতে পার নাই ?

মৈত্র। হ্যাঁ, নামটিত বলেছিল, তা আমি অত খেয়াল করি নাই।

গৃহিণী। তোমার যে রাতদিনই টাকা, টাকা খেয়াল, তার আর হবে কি। তোমায় প্রণাম করেছে, নাম বলেছে, তাও কিছু মনে হল না! আমায় পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়েছে, একরাশ খাবার ক্ষীর-মোহন, সন্দেশ আনায়েছে। কুনী কিন্তু ঠিক ধরতে পেরেছিল।

মৈত্র। তা হবেই ত, যার যার মনের টান।

কুমু। মার কথায় আমি যে পত্র লিখেছিলুম, তা দেখালেন; আমি কিন্তু সেখানি কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিয়েছি।

মৈত্র। তায় লজ্জা কি মা, স্বামীর কাছে স্ত্রীর গোপন আর কি থাকে।

গৃহিণী। তুমি বাজারে যাও, মাছ বোধ হয় এ বেলা ভাল পাবে না। না হয় মায়ের প্রসাদ মাংসই জোগাড় কর। পোলাও কি ঘী ভাত আর মাংসের ঝোল হবে। মেটলে পেলে খানিকটে এনো।

মৈত্র। মিষ্টি কিছু চাই ?

গৃহিণী। মেঠাই সন্দেশ ঢের আছে। কুঞ্জ যা আনায়ে ছিল, তাকে আর তার চাকরটাকে ঢের ক'রে দেওয়া হয়েছে, এখনও আদ্ধেকের উপর আছে। তুমি মাংসের লেটা চুকায়ে এসে হাত মুখ ধুয়ে জল খাও? কুনীও এই বেলা জল খেয়েনে।

কুমু। সন্ধ্যাটা হয়ে যাক। বাবা! তুমি ওঁর চাকরটাকে সঙ্গে নে যাও, তুমি কিনে দেবে, সে ব'য়ে আনবে। পান আদশো এনো।

মৈত্র মহাশয় মনুয়ার হাতে এক ডেলা তামাক দিয়ে সাজতে ব'লে হুঁকাটী হাতে করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করতঃ কুন্দনকে বলিলেন, "কি বাবাজী! এতক্ষণ পরিচয় দাও নি কেন? শ্বশুরবাড়ী বলে কি অত লজ্জা করতে হয়?"

কুন্দন। আজ্ঞে না, লজ্জা কিসের। আমার যথাকর্ত্তব্য আপনাকে আর মাকে ত প্রণাম করেছি। তা আপনি ঠাওর করতে পারেন নাই। না পারবারই কথা, পশ্চিমে, বিশেষ পাহাড়ে থেকে পাঁচ বছরে আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, আর তখন উনিশ বছরের ছেলে মানুষ বললেই হয়। ক দিন রেলে রাত জেগে আসতে হয়েছে, তাই মা এর প্রসাদ দিয়ে জল খেয়ে ঘুমায়ে পড়েছিলাম। বিকেল বেলায় জলখাবার খেয়েছি।

মৈত্র। তোমার শেষ পত্রের হিসাবে তোমার আরো আগে পৌঁছিবার কথা।

কুন্দন। কাশীতে ক দিন বিলম্ব হয়ে পড়ল। গুণ্ডার হাতে পড়েছিলাম, তা কিছু করতে পারে নাই। আমার চাকর আর আমি দুজনে এক ব্যাটাকে ধরে ফেলেছিলাম। হল্লা হতেই পাহারাওয়ালা এসে পড়ল। তার পরদিন কোর্টে যেতে হল। আমাদের দুজনকার আর মুটের সাক্ষীতে গুণ্ডার পোর ৩ মাস জেল হল, এই কারণেই ক দিন

দেরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ কিছু কাপড় চোপড় কিনতেও দুদিন লেগেছে।

মৈত্র। কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্যের সহিত দেখা হয়েছিল কি?

কুন্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর ওখানেই ত ছিলাম।

ইহার পর মৈত্র মহাশয় তামাক খাইয়া মনুয়াকে সঙ্গে লইয়া মাংস আনিতে বাজারে গেলেন। কুমুদিনী এইবার ঝম ঝম মল বাজাইয়া বৈঠকখানায় আলো দিতে আসিয়া ওয়াল ল্যাম্পটী জ্বালিয়া দিলেন। তাহার পর স্বামীর গলা ধরিয়া উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনের পর তাঁহার ক্রোড়ে বসিলেন। ট্যাঁক হইতে স্মরণচিহ্নের অঙ্গুরীটি বাহির করিয়া বলিলেন, "এখন পরতে পারি, আর লুকাতে হবে না।"

কুন্দন তাঁহাকে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা দেখিয়া তাঁহার কাণ হইতে মাকড়ী দুটি খুলিয়া উৎকৃষ্ট ইয়ারিং যোড়াটী পরাইয়া দিলেন। হাতে বালার সম্মুখে ব্রেসলেট পরাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি সোহাগের চুম্বন লাভ করিলেন। কুমুদিনী "মাকে দেখাইগে" বলিয়া হাস্যমুখে মলের বাদ্য সহ চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মৈত্র মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। মনুয়া একখানি দা চাহিয়া লইয়া মাংসগুলি কাটিয়া বাছিয়া ধুইয়া দিল। কুমুদিনী মসলা, শীল নোড়া বাহির করিয়া দিলেন। মনুয়া মসলা পিষিয়া পৃথক-রূপে সাজাইয়া দিল। গৃহিণী রন্ধনের যোগাড় করিলেন।

মৈত্র মহাশয় হাত মুখ ধুইয়া সন্ধ্যাহ্নিক সমাধান্তে জলযোগ করিয়া হুঁকা হস্তে তামাক খাইতে খাইতে জামাতাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "বাড়ী কবে যাবে ভেবেছ, কুন্দলাল"।

কুন্দন। আজ্ঞে, কালই রাত্রির গাড়ীতে গেলেই ভাল হয়। কাশীতে ক দিন বিলম্ব হয়ে গেছে, বাড়ীর সবাই ব্যস্ত হবেন।

মৈত্র। তা হবারই কথা, তাই হোক, কাল সন্ধ্যার পরেই দুটী খেয়ে গাড়ী করে শেয়ালদ যেয়ো।

কুন্দন। সঙ্গে লোক রয়েছে, ভাবনা কি।

মৈত্র। সেটী খুব বুদ্ধির কাজ করেছ।

কুন্দন। তা না হলে কাশীর গুণ্ডার হাতে কি আর নিস্তার ছিল? তার পর ওকে নে যেতে হবে, কতক রেলে, কতক জলে, আমাদের দেশেও চোর ডাকাতের ভয় বড় বেশী।

মৈত্র। ও বিষয়ে আমাদের বরিশাল প্রসিদ্ধ।

ইহার পর মৈত্র মহাশয় নিজের দৈনিক কার্য্য খাতা পত্র লিখিতে উপরে চলিয়া গেলেন। কুন্দন মনে মনে হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে পরীক্ষায় ত পাস হলেম, এখন নিরাপদে সস্ত্রীক চম্পট দিতে পারলেই হয়।"

যথাসময়ে রন্ধন সমাপ্ত হইলে দ্বিতলের নীচের ঘরে জামাতার যায়গা হইল। কুমুদিনী সংবাদ দিবা মাত্র কুন্দন তাঁহার সহিত নীচের ঘরে প্রবেশ করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। গৃহিণী বৃহৎ রূপার থালায় পলান্ন, রূপার বাটীতে প্রচুর মাংসের ঝোল, রেকাবীতে মেটলে ভাজা, চাটনী, শ্বেত পাথরের বাটীতে টক, মেঠাই পরিবেষণ করিলেন। কুন্দন হাত ধুইয়া পঞ্চ দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে আহার করিতে লাগিলেন, কুমুদিনী পান সাজিতে বসিলেন।

মৈত্র। এ বেলা ভাল মাছ পাওয়া গেল না, তাই মায়ের প্রসাদ মাংস এনেছি, যা তা করে পেট ভরে নাও।

কুন্দন। উত্তম রান্না হয়েছে, প্রচুর মাংস আছে, আর কি চাই।

কুন্দনের আহারের পর মৈত্র মহাশয় বৃহৎ রন্ধনশালায় আহার

করিতে বসিলেন। মন্নুয়াকে বারেন্দায় যায়গা করে দেওয়া হইল। কুন্দন হাত মুখ ধুইয়া পান মুখে দিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। মন্নুয়া তামাক সাজিয়া রাখিয়াছিল, কুন্দন তামাক খাইতে লাগিলেন। মন্নু া খাইতে বসিল।

কুন্দনের থালায় প্রচুর পরিমাণে পোলাও মাংসাদি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট থালায় কুমুদিনী আজ স্বামীর প্রসাদ খাইতে বসিলেন। গৃহিণী উপযুক্ত মত আরো পোলাও, মাংস দিতে আসিলে কুমুদিনী "আর দিও না, ঢের রয়েছে, কত খাব" বলিয়া মাতাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে আহারাদি রাত্রি ৯ টার মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইলে পিতামাতার শয়নের জন্য কুমুদিনী মাতৃ আজ্ঞায় নীচের ঘরে বৃহৎ খাটের উপর বিছানা পাতিয়া দিলেন, এবং উপরের ঘরে নিজের শয্যা পরিপাটীরূপে প্রস্তুত করিলেন।

মৈত্র মহাশয় গৃহিণীকে বলিলেন, "কুঞ্জ কুমুদিনীকে নিয়ে কালই রাত্রির গাড়ীতে বাড়ী যাবে, কাল খাবার একটু যোগাড় করতে হবে।"

গৃহিণী বলিলেন,"তুমি বড় দেখে একটা রুই মাছ আর কপী, মটরশুঁটী এনো, যোগাড়ের ভাবনা কি ?"

মৈত্র মহাশয় কুন্দনকে বলিলেন, "যাও বাবা, উপরের ঘরে তোমার বিছানা হয়েছে। কুমুদিনী সিঁড়িতে লণ্ঠনটা দাও।"

কুন্দন মন্নুয়ার দ্বারা পোর্টম্যাণ্টোটী উপরে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং গ্ল্যাডষ্টোনব্যাগ হস্তে উপরে চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুমুদিনী পান সাজিতেছে। 'কুন্দন দেখিলেন, ঘরের মধ্যে দুই তিনটা তোরঙ্গ, কাঠের ছোট বড় বাক্স,লোহার আলমারী, রূপার বাঁধা হুকা,

কাপড়ের আলনায় নানাবিধ কাপড় সাজান। পার্শ্বের কামরায় গৃহিণী ও কুমুদিনীর শয়নের খাট। দেয়ালে দুর্গা, কালী, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীর ছবি। ঘরটী বড়, পাশে একটী ছোট কামরা, সম্মুখে বড় বারেন্দা।

কুন্দন কুমুদিনীর সাজা দুটী পান বদনে দিয়া পোর্টম্যাণ্টোটী খুলিয়া বানারসী শাড়ী দুখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "কাশীতে এই সব কিনতে ক দিন দেরি হ'ল। এর একখানা তোমার মা ঠাকরুণকে দিলে হয় না?"

কুমু। মার শাড়ী আছে, এ দুখানাই আমি পরব। চেলীখানি আপনি পরবেন।

কুন্দন। আর আপান আপনি কেন? আপনির চেয়ে তুমি মিষ্টি নয়?

কুমু। তাই হবে, তা হলে তুমিও আমায় তুমির বদলে তুই ব'লো। কুন্দন আদর করিয়া সোণার ঘড়ী চেন কুমুদিনীর গলায় পরাইয়া দিলেন।

কুমু। মেয়ে মানষের আবার ঘড়ী চেন কেন?

কুন্দ। কেন, বডীর পকেটে রাখবে।

কুমু। তা বিদেশে চলে, দেশে গিয়ে জামা গায় দিয়ে ঘড়ী চেন ঝুলালে যে লোকে হাসবে।

কুন্দন নিজের কোটের পকেট হইতে রূপার ঘড়ীটী বাহির করিয়া বলিলেন, "তোমার বাপ তো বিয়ের সময় এই ঘড়ী দিয়েছিলেন. চেন ছড়াটা আমি তবু সোণার করেছি, আর সেই বের আংটী।"

কুমু। বাবা একটু কৃপণ, তা পয়সা ক্লেশ করেছেন। (লোহার আলমারী দেখাইয়া) ওটিতে টাকা, মোহর, নোট আর লোকের

বন্ধকী গহনা ভরা। অবশ্যি আমরা চাই না, কিন্তু ওঁদের অভাবেত এ সব আমারই, আমার হ'লেই তোমার।

কুন্দন। তা হ'লে আর পয়সার জন্য দূর দেশে কে যায়।

কুমু। আমরাও ত তাই বলি, আর কেন টাকা টাকা করে বিদেশে ঘুরে বেড়াবে। বাবার যা আছে, তাই খাবে কে।

এইরূপ কথোপকথনের পর পোর্টম্যাণ্টো বন্ধ করিয়া উভয়েই শয়ন করিলেন।

আজ মৈত্র মহাশয়ের গৃহে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। গৃহিণী কুমুদিনীকে এত কালের পর স্বামিসঙ্গতা দর্শনে হর্ষিতা হইলেন। কুমুদিনী পাঁচ বৎসরের কঠোর বিরহের পর আজ পরম সুন্দর স্বামীকে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া সুখের সাগরে হাবু ডুবু খেলিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার মনের আক্ষেপানল নির্ব্বাপিত হইল,রূপ যৌবন সার্থকজ্ঞান হইল। বহু আশা নিরাশার পর তাঁহার সবুরের গাছে মেওয়া ফলিল। কুন্দন মনে মনে হাসিলেন। রামেশ্বর উপাধ্যায় উত্তম শুভ দিন দেখিয়া দিয়াছিলেন। পথে শুভ যাত্রার যে নমুনা পাইয়াছিলেন, আজ তাহা অপেক্ষা বমাল সুন্দরী পত্নী লাভ। ইহাকেই বলে "পুরুষস্য ভাগ্য," কুন্দন সৌভাগ্য মানিলেন। তাঁহার আলমারীর দিকে নজর পড়িল, তবে ভাগ্যক্রমে কল্য সস্ত্রীক যাত্রা করিতে পারিলেই মঙ্গল।

বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা, হাস্য কৌতুকের পর কুমুদিনীর নেত্র আলস্যে ক্রমে নিমিলিত হইতে লাগিল। রাত্রি বার টার পর কুমুদিনী প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূতা হইয়া প্রবল বেগে নিশ্বাস বায়ু ত্যাগ করিতেছে, দেখিয়া কুন্দন ব্যাগ হইতে ক্লোরোফুরমের ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ রুমালে ঢালিয়া তাঁহার নাকের নিকট বাতাস করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনা হইলে পকেট হইতে দিল্লীর তৈয়ারি একটী চাবি ও ব্যাগ হইতে একটী ছোট্ট উখা বাহির করিয়া ল্যাম্পের আলো বৃদ্ধি করতঃ লোহার আলমারী খুলিলেন। দেখিলেন, কুমুদিনী যথার্থই বলিয়াছিল, আলমারীটী ঠাসা বোঝাই করা। তিনটী তাকের সর্ব্ব নিম্নটীতে টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানী পয়সার তোড়া, মধ্যবর্ত্তীটীতে বস্ত্রখণ্ডবদ্ধ বন্ধকী স্বর্ণালঙ্কার, সূত্রাবদ্ধ নাম ঠিকানা ও টাকার সংখ্যা, বন্ধকের তারিখ লেখা টিকেট যুক্ত। একটী খাড়োয়ার থলে প্রায় পূর্ণ মোহর। একটী কাঠের বড় কৌটার মধ্যে কতিপয় মতি, চুণী, পান্না, তিনটী হীরকাঙ্গুরী। সর্ব্বোপরিস্থ তাকটীতে কেবলই বিবিধ মূল্যের নোটের তাড়া, একটী খামের মধ্যে দলিল পত্র, একটি তাড়াতে কর্জ্জা টাকার তমস্যুক। কুন্দন এইটীতে প্রথমে হস্তার্পণ করিলেন। নম্বরী নোট গুলির সংখ্যা অল্প ছিল, এজন্য তাহা হইতে হাজার টাকার একখানা, পাঁচশত টাকার দুই খানা, এক শত টাকার দশখানা, পঞ্চাশ টাকার কুড়িখানা, কুড়ি টাকার পঞ্চাশ খানা, দশ টাকার এক তাড়া, পাঁচ টাকার এক তাড়া, মোহর এক মুষ্টি, স্বর্ণালঙ্কারের মধ্য হইতে কতিপয় অঙ্গুরী, একছড়া হার, বাজু, অনন্ত, বালা, টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানীর এক এক মুষ্ট, কতিপয় মতি, চুণী, পান্না, একটী উৎকৃষ্ট হীরকাঙ্গুরী একখানি বস্ত্রে পৃথক পৃথক ভাবে বাঁধিয়া নিজের পোর্টম্যান্টোর মধ্যে বস্ত্রের স্তরে স্তরে সাজাইয়া লোহার আলমারী বন্ধ করিলেন। সমস্ত, এমন কি, অধিক পরিমাণে লইতে সাহস করিলেন না, তাহার কারণ এই, কি জানি প্রস্থানের পূর্ব্বে যদি কার্য্য বশতঃ আলমারী খোলা হয় ও সর্ব্বস্ব অপহৃত দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে হুলুস্থুলু পড়িয়া যাইবে। সুতরাং এমন ভাবে কিছু কিছু আত্মসাৎ করিলেন যে, হঠাৎ দৃষ্টিতে সন্দেহের কোন কারণ জন্মিতে না পারে।

ইহার পর কুন্দন ল্যাম্পের আলোকে একটী চুরুট ধরাইয়া আলো কমাইয়া ডিবা হইতে দু খিলি পান মুখে দিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তার সহিত চুরুটটী প্রায় শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। তিনি দেখিলেন, কুমুদিনার নিশ্বাসবায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুন্দন তাহার অধরে অধর সংযোজিত করিয়া তাঁহাকে জাগাইলেন। কুমুদিনী নিদ্রার আবেশে স্বপ্নসুখ অনুমানে মুদিত নয়নেই রহিলেন। ক্রমে তাঁহার তন্দ্রা অপগত হইল। চক্ষু মেলিয়া কল্পিত স্বামীর বদনপানে চাহিয়া কুমুদিনী হর্ষ গদগদ স্বরে বলিলেন, রাত কটা? কুন্দন বলিলেন, আড়াইটে। তাহার পর উভয়েই বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইলেন।

পরদিন প্রাতে কুমুদিনী মাতার সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। তাঁহার গঙ্গাহীন শ্বশুরবাড়ীর দেশে গেলে আবার কত দিনে ভাগ্যে গঙ্গাস্নান ঘটিবে, তাহার স্থিরতা নাই; সুতরাং ইহাই তাঁহার পক্ষে আপাততঃ শেষ গঙ্গাস্নান। কালী মাতার নামে স্বামীর আগমন-কামনায় তাঁহার মানত ছিল। অদ্য সেই পূজা দিতে কুমুদিনী স্বীয় মাতা ও স্বামীর সহিত কালীবাড়ী চলিলেন। কুন্দন ও মনুয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান্তে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রস্তুত হইলেন। যথারীতি পূজা দিয়া নির্ম্মাল্য প্রসাদ সহ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া প্রসাদ ভক্ষণ দ্বারা জলযোগ করা হইলে মৈত্র মহাশয় মনুয়াকে সঙ্গে লইয়া বাজার করিতে চলিলেন। বাজার হইতে মাছ, কপী, মটর-শুঁটী, আলু, পটল, বেগুণ ইত্যাদি আনা হইলে রন্ধনের ধুম পড়িয়া গেল। মাতা ও দুহিতায় নানাপ্রকার ভাজা, ঝাল, ঝোল, ঘণ্ট, ডালনা, ব্যঞ্জন, টক, পায়স রন্ধন করিলেন। প্রতিবেশিনী দুই চারি জন বৃদ্ধা এত কালের পর বাঙ্গালদের কুমুদিনীর বর আসিয়াছে জানিতে পাইয়া দেখিতে আসিলেন। জামাই দেখিয়া তুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিয়া

গিয়া কেহ বলিলেন, "দিব্বি বর, পাঁচ বছর পশ্চিমে থেকে বেশ মুটিয়েছে, রংটীও বেশ ফরসা হয়েছে। ঢের টাকা রোজকার করে এনেছে, এবার কুনীকে দেশে নে যাবে।" কেহ শুনিয়া বলিলেন, "সেই বাঙ্গাল দেশে, বিক্রমপুরে ? ও বাবা ! ও মেয়ের বনবাস।" কেহ বলিলেন, "তা হোক, স্বামীর ঘরই আপনার ঘর।" এইরূপ পাড়ার মেয়েমহলে নানারূপ সমালোচনা ও মন্তব্য পাস হইতে লাগিল।

বেলা এগারটার মধ্যেই রন্ধন শেষ হইলে কুন্দন চব্য চুষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ প্রকারে আহার করিয়া বুঝিলেন, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা হিন্দুস্থানী রন্ধনীদিগের অপেক্ষা রন্ধনকার্য্যে সুদক্ষা। বাটীর সকলের আহার সমাপ্ত হইলে কুন্দন উপরের ঘরে শয়ন করিলেন। কিছুকাল পরে কুমুদিনীও পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া শয়ন করিলেন। রাত্রিতে রেলে নিদ্রা হইবে না জানিয়া উভয়েই নিদ্রিত হইলেন। মৈত্র মহাশয় আহারান্তে বিশ্রামের পর অদ্য আর নিত্যকর্ম্ম, তাগাদায় বাহির হইতে পারিলেন না। গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া জামাতাকে নিদ্রিত দর্শনে ক্ষিপ্র হস্তে লোহার আলমারী খুলিয়া কিছু টাকা লইয়া বাজারে চলিলেন। বাজারে পরিচিত দোকানদারের নিকট হইতে জামাতা,কন্যা ও চাকরটীর জন্য কতকগুলি কাপড় কিনিয়া আনিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া কুন্দনলাল ও কুমুদিনী সুশীঘ্র আহারান্তে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। গৃহিণী কন্যার সমস্ত গহনা পত্র, কাপড় চোপড়, বাসন কোসন দ্রব্যাদি কতক তাহার তোরঙ্গে, কতক থলে ভরিয়া দিলেন। পথের জন্য এক হাঁড়ী মেঠাই, পাঁচটী মোহর, দুই শত টাকার নোট, ও নগদ ৫০৲ টাকা দিলেন।

মনুয়া তোরঙ্গ, পোর্টম্যাণ্টো, দ্রব্যাদি উপরের ঘর হইতে নীচে বৈঠকখানায় নামাইয়া একখানি সেকেণ্ডক্লাস ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া

আনিল। কুন্দন শ্বশুর শাশুড়ীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মৈত্র মহাশয় ও গৃহিণীর শোকে অশ্রু বিগলিত হইল। গৃহিণী শোকাবেগে গদগদ স্বরে কুন্দনকে বলিলেন, "বাবা! কুনী ভিন্ন আমাদের কেউ নাই, এসব ঘর বাড়ী, ধন সম্পত্তি তোমাদেরই, যত শীঘ্র পার, দুজনেই ফিরে আসবে।" মৈত্র মহাশয় বলিলেন, "মা কুমুদিনী, বাড়ী পৌঁছামাত্রেই পত্র লিখো, আমরা তোমাদের নিরাপদে দেশে পৌঁছার সংবাদের জন্য চিন্তিত থাকব। মা কালী তোমাদের মঙ্গল করুন।" কুন্দন ও কুমুদিনী অনেক প্রবোধ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মুন্নুয়া পোর্টম্যাণ্টো তোরঙ্গ বাসনের বস্তা, বিছানা গাড়ীর ছাতে তুলিয়া দিয়া উপরে উঠিয়া বসিল। গাড়ী কালীঘাট হইতে উত্তর মুখে চলিল। কুন্দন 'জয় কালী মা' বলিয়া যুক্তকরে উদ্দেশে কালী মাতাকে প্রণাম করিলেন। কুমুদিনীও স্বামীর অনুকরণে কালী মাতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

সপ্তম কাণ্ড।

মনোহরলাল।

গাড়ী কালীঘাট ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরের মধ্যবর্ত্তী হইলে কুন্দনলাল গাড়োয়ানকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিলেন, "সিধা বড়া বাজার যাও।" তাহার পর কুমুদিনীকে বলিলেন,

"আমি দেশে আসবার পূর্ব্বে লাহোরের এক মহাজনের গদীতে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে বড় বাজারের এক মহাজনের নামে হুণ্ডী এনেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার দরকার আছে, তাই বড়-বাজার যাচ্ছি।"

কুমু। টাকার যদি দরকার হয়, তা হ'লে, মা আসবার সময় আমায় দুশো টাকার নোট,পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়েছেন; আর তুমি যে আমায় ক্রমে ক্রমে মনি অডার করে পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছিলে, তাও আছে। আমি তার এক পয়সাও খরচ করি নাই। এই সাড়ে সাতশো টাকাতে দেশের খরচ পত্র কুলবে না কি?

কুন্দন। তা আমার কাছেও নগদে নোটে প্রায় পাঁচ হাজার আছে। তবে কি জান, "পরহস্তগত ধন" মহাজনটা কি বলে, জেনে যাওয়া ভাল।

কুমু। তা হ'লে আজ রাত্তিরে থাকা যাবে কোথা?

কুন্দন। থাকবার যায়গা আছে।

গাড়ী বড়বাজারে পৌঁছিলে মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালার নিকট দাঁড় করাইয়া কুন্দনলাল অবতরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মশালার ভিতরে যাইয়া জমাদারের হাতে একটী টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন,

"দুই এক দিন থাকা হবে, উপরে ভাল দুটী কামরা চাই।"

জমাদার আশার অতিরিক্ত ভোগের আগে প্রসাদস্বরূপ নগদ একটী টাকা প্রাপ্তে বড় লোক জ্ঞানে সেলাম করিয়া যোড়হস্তে বলিল,

"আপনার নিজের ঘর, যত দিন ইচ্ছা থাকুন।"

এই বলিয়া জমাদার ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উপরে আলো লইয়া যাইয়া কুন্দনলালকে এক পার্শ্বের দুইটী ঘর দেখাইয়া স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া গ্যাসের আলোক জ্বালিয়া দিল।

কুন্দনলাল মজুয়ার দ্বারা মাল পত্র উপরে তোলাইয়া কুমুদিনীর হস্ত ধারণে গাড়ী হইতে নামাইয়া, গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া উপরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মজুয়া বিছানা করিয়া গড়গড়াতে জল

ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া দিল। কুমুদিনী দেখিলেন, ঘরটি বেশ বড়, ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া বাহির হইলে উপরেই জলের কল আর শ্বেতখানা সব দেখিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আহার করিয়া আসা হইয়াছিল, তথাপি ক্ষণকাল বসিয়া কথাবার্ত্তা, কুন্দন-লালের তামাক খাওয়া ও হাত মুখ ধোতের পর কুমুদিনীর মাতৃদত্ত মিষ্টান্ন দ্বারা তিন জনেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। কুমুদিনী রূপার পানের ডিবা বাহির করিয়া পথের সম্বল পান দিলেন। পান তামাক খাওয়ার পর মনুয়া পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে নিজের বিছানা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দন ও কুমুদিনী আপনাদিগের কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশটার মধ্যেই শয্যাশায়ী হইলেন।

পরদিন প্রাতে হাত মুখ ধুইয়া চা পানান্তে কুন্দনলাল মনুয়াকে অবতরণ-দ্বারে বসাইয়া, কুমুদিনীকে বলিয়া মহাজনের গদীতে যাইবার নাম করিয়া ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, ধর্ম্মশালায় সর্ব্বদাই বহু লোকের সমাগম হয়, এখানে দীর্ঘ কাল অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে, এবং নিরাপদও নহে। তিনি বাটী ভাড়ার চেষ্টায় বহির্গত হইয়া কলুটোলাতে একটি দ্বিতল বাটী "ভাড়া দেওয়া যাইবে" ইংরাজীতে দেখিতে পাইয়া গৃহস্বামীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মাসিক ভাড়া ৫০৲ টাকা শুনিয়া ঘর দেখিতে চাহিলে গৃহস্বামীর জমাদার চাবী লইয়া সঙ্গে গিয়া ঘর খুলিয়া দেখাইল। কুন্দনলাল দেখিলেন, উপরে সড়কের সম্মুখে কাশ্মীরী বারান্দা, দুইটি ঘর, মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র অঙ্গন, পার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত লম্বা ঘর, তাহার পর আর দুইটী প্রকোষ্ঠ, তাহার সম্মুখে বারান্দা, নীচে রন্ধনশালা, চাকরের ঘর, বৈঠকখানা, কাঠ কয়লার ছোট কুঠরী উপরে নীচে জলের কল, দুইটী ড্রেন পাইখানা। ছোট রকমের

অথচ বেশ পছন্দসই দিব্য বাড়ী, কুন্দন লালের পছন্দ হইল। তিনি গৃহ-স্বামীর নিকট যাইয়া দীর্ঘকালের জন্য ভাড়া মাসিক ৪৫৲ টাকা হিসাবে স্থির করিয়া এক মাসের ভাড়ার টাকা অগ্রিম জমা দিয়া রসিদ লইলেন।

গৃহস্বামী সুবর্ণবণিক, বড়লোক। কুন্দনলাল গৃহস্বামীর হিন্দুস্থানী জমাদারকে একটি টাকা বকশীশ দিয়া বলিলেন, "একটি ব্রাহ্মণ পাচক, আর একটি ঝী আজই বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে, কারণ, সঙ্গে পরিবার আছে।"

কুন্দন অবশ্যই ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গমনকালে পকেট হইতে মজলিনের শুভ্র টুপী বাহির করিয়া হিন্দুস্থানী-বেশে গিয়াছিলেন। বাটীভাড়া লইবার সময় নাম মনোহর লাল বৈদ্যরাজ, জাতিতে ব্রাহ্মণ, নিবাস আগ্রা, এইরূপ পরিচয় দিয়া জমাদারের নিকট হইতে বাটীর দ্বারের চাবী লইয়া একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। জমাদার ব্রাহ্মণ ও ঝীর যোগাড় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পায়লগী করিলে কুন্দনলাল গাড়োয়ানকে মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় যাইতে বলিলেন। গাড়োয়ান ভাবিল, ধনা কুড়ে লোকগুলো পায় চলিতে পারে না বলিয়াই আমাদের অন্ন হয়, নচেৎ এইটুকু পথের জন্য কে গাড়ী ভাড়া করিত?

গাড়ী ধর্ম্মশালার দ্বারে পৌঁছিলে, কুন্দনলাল গাড়োয়ানকে গাড়ী দাঁড় করাইতে বলিলেন। উপরে যাইয়া মনুয়াকে জিনিসপত্র গাড়ীর ছাতে তুলিয়া দিতে বলিয়া কুমুদিনীর হস্তধারণে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং গাড়োয়ানকে বাটীর নম্বর বলিয়া দিয়া কলুটোলাতে যাইতে বলিলেন। কুমুদিনীকে বলিলেন, "টাকা কড়ির কাজ দু চার দিন না থাকলে মিটবে না। ধর্ম্মশালায় নানা রকমের লোকের আনাগোনা

রাতদিন হয়, এখানে পরিবার নিয়ে বেশী দিন থাকা চলে না, সেইজন্যে একটা বাড়ীর ঠিকানা করেছি, কাজ না মেটা পর্য্যন্ত এই বাড়ীতেই থাকা যাক।”

কুমুদিনী আর কিছু বলিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন, টাকা কড়ির কাজ মিটতে যদি দু চার দিন অপেক্ষারই প্রয়োজন ছিল, তা কালীঘাটে থেকেও হ'তে পারতো, তবে যাঁর কর্ম্ম তিনিই তা বোঝেন ভাল, বিশেষতঃ পুরুষ মানুষের কাজে মেয়ে মানুষের কথা বলা অনধিকারচর্চ্চা। কুমুদিনী চুপ করিয়া সর্ব্বথা স্বামীর ইচ্ছার ও কার্য্যের অনুগামিনী হইলেন। বিরহিণী বহুকাল পরে, বহুকামনা ক'রে যৌবনরথের সারথী, জীবন-তরণীর কাণ্ডারী এমন সোণারচাঁদ স্বামীকে পেয়েছে; রণে, বনে, পর্ব্বতে, সাগরে, নগরে, দেশে, বিদেশে, যেখানেই স্বামী সঙ্গে লইয়া যাইবেন, কুমুদিনী দ্বিরুক্তি না করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁর অনুসরণ করিতে মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

অল্পক্ষণে পরেই গাড়ী কলুটোলার বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, কুন্দনলাল অবতরণ করতঃ বাড়ীর চাবী খুলিয়া দিলেন। মনুয়া মাল পত্র দোতলার উপর তুলিল। কুন্দন কুমুদিনীর হস্ত ধারণে গাড়ী হইতে নামাইয়া, গাড়োয়ানকে আট আনা ভাড়া দিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারে খিল দিলেন। তাহার পর নীচের ঘরগুলি কুমুদিনীকে দেখাইয়া উভয়ে উপরে চলিলেন। কুমুদিনী দেখিলেন, দিব্য বাড়ীখানি। উপরে নীচে ৭টি ঘর, জলের কল, শ্বেতখানা, বারান্দা; আর অধিক ঘরেরই বা দরকার কি, মানুষ ত সবে তিন জন।

কুন্দনলাল কুমুদিনীকে বলিলেন, “এখন স্নান ক'রে জল খাওয়া

যাক, তার পরে মহাজনের গদীতে যাওয়া যাবে, কারণ, ৯ টার আগে তারা দোকান খোলে না।"

কুমুদিনী নিজের তোরঙ্গ হইতে এক শিশি সুরভি তৈল, সাবান, আরসী, চিরুণী, ব্রশ, দন্তমঞ্জন প্রভৃতি বাহির করিলেন। পিতৃদত্ত একখানি উত্তম ফরাস ডাঙ্গার ধুতি কুন্দনলালের জন্য বাহির করিয়া মনুয়াকে কুচাইতে দিলেন। তেল মাখিয়া শ্বেতখানা হইতে আসিয়া স্নান করিলেন। কুন্দনলালও সাবান মাখিয়া স্নান করিলেন।

এই সময়ে বাটীর দ্বারে কেহ ডাকিতেছে জানিতে পারিয়া মনুয়াকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। দ্বার খোলা হইলে দেখিলেন, গৃহস্বামীর পূর্ব্বোক্ত জমাদার একটি প্রৌঢ়বয়স্ক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, এবং একটি অনুমান পঞ্চদশ বৎসর বয়স্কা সুন্দর চেহারার সধবা তরুণী স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

জমাদার বলিল, "ব্রাহ্মণটি জগন্নাথের দেশের, বেশ রাঁধতে পারে, আর এই বালিকাটি আমাদের বাবুর বাড়ীতে পোনের ষোল দিন ছিল। দুষ্ট লোকের কারসাজিতে কল্‌কাতায় এসে পড়েছে; আমাদের বাবুর বাড়ীতে পুরাণা ঝী দুজন আছে, আর বেশী লোকের দরকার নাই, তাই আপনার নিকট এনে দিলাম, স্নেহ মমতা করে গরীবকে আশ্রয় দিবেন। বেতন যা দেন, ও আপত্তি করবে না, আপনার এখানেই থাকবে। বামুন ঠাকুর মাসে ৭৲ টাকা মাইনে নেবে, রাত্রে ওর আপনার লোকের কাছে গিয়ে থাকবে। লোক বিশ্বাসী, চোর চোট্টা নয়, তা আমি বেশ জানি।"

কুন্দন লাল জমাদারের সুদীর্ঘ বাচনিক সার্টিফিকেট ও সুপারেশ মঞ্জুর করিয়া "বহুত আচ্ছা" বলিয়া ভবিষ্যতে বখশীশের আশা দিয়া জমাদারকে বিদায় করিলেন। তাহার পর মনুয়াকে স্নান করিয়া

জল খাইয়া বাজারে যাইতে হইবে বলিয়া ব্রাহ্মণকে রন্ধন-শালা দেখিয়া লইতে বলিলেন। ঝী রূপিনী তরুণীকে উপরে ডাকিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে মঞ্জুরী বলিয়া নিজের নাম, বাড়ী রাঁচী, জাতিতে গয়লা বলিয়া পরিচয় দিল।

কুমুদিনী ইত্যবসরে কুন্দন লালের জল খাবার সাজাইয়া দিয়া মঞ্জুরাকে বস্তা হইতে বাসন গুলি বাহির করিয়া নীচের কলের জলে মলিয়া ধুইয়া পরিস্কার করিতে দিলেন। মনুয়াকেও একটী বাটী করিয়া খাবার দিলেন। কুন্দন লাল জল খাইয়া পান মুখে দিয়া মনুয়াকে তামাক সাজিতে বলিয়া নিজের পোর্টম্যাণ্টো হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিয়া সর্ব্বপ্রকার আদ্য সামগ্রী, কাঠ, কয়লা, ঝাঁটা, আর দুইটী মাদুর আনিতে দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, 'খুব শীগ্‌গির এস, ঠাকুরকে সঙ্গে নে যাও, তোমরা এলে আমি বাহিরে যাব।"

মনুয়া ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া বাজার করিতে বাহির হইলে কুন্দন লাল মঞ্জুরাকে ডাকিয়া দ্বারে খিল দিতে বলিলেন। মঞ্জুরী দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাসন গুলি মাজিয়া ধুইয়া উপরে আনিলে কুমুদিনী তাহাকেও কিছু মিষ্টান্ন খাইতে দিয়া বলিলেন,

"আগে খাও, তার পর বাটী গেলাস ধুয়ে আনবে, আর এই যায়গা মুক্ত করবে।"

মঞ্জুরী কুমুদিনীর সদয় মূর্ত্তি দেখিয়া, আদরজনক কথা শুনিয়া মনে মনে তুষ্ট হইল। কুমুদিনী বলিলেন,

"মঞ্জুরী! তোমার আর কাপড় নাই ?"

মঞ্জুরী সাশ্রু নয়নে বলিল, "না মা, গহনা কাপড় যা ছিল সব কুলীর আরকাঁটা কেড়ে নিলেক, সব কথা তোমায় পরে বলব মা,

আমি বিদেশে বিঘোরে পড়েছি, অপনারা মা বাপ, যখন আশ্রা দিলে, আমি বেইমানি করব না, মা, তোমায় ছেড়ে আর কোত্থাকে যাব না।"

কুন্দন লাল বলিলেন, "তা বেশ মঞ্জুরী, আমরা তোমায় সন্তানের মত দেখব, তুমি আপনার ঘর ভেবে স্বচ্ছন্দে থাক।"

কুমুদিনী আপনার তোরঙ্গ হইতে এক খানি আটপৌরে একটু পুরাতন মোটা রকমের ধোওয়া পাট করা কাপড় মঞ্জুরীকে দিয়া বলিলেন, "এখন স্নান করে এই খানি পর, তার পর তোমার কাপড গহনা সব হবে।"

প্রায় এক ঘণ্টা মধ্যেই মনুয়া, ও ঠাকুর বাজার করিয়া দুইজন মুটের যোগে দ্রব্যাদি সহ বাটীতে ফিরিল। মঞ্জুরী দ্বার খুলিয়া দিলে দ্রব্যাদি উপরে পাশের লম্বা ঘরে তুলিয়া মুটিয়া দুই জনকে পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করা হইল। মঞ্জুরী এক গাছা ঝাঁটা দ্বারা রন্ধন শালা, ও উপর নীচের সব ঘরগুলি ঝাঁট দিয়া জল ছিটাইয়া পরিস্কার করিল। ঠাকুর ঘুঁটে, কাঠ, কয়লা দ্বারা উনান ধরাইতে চেষ্টা করিয়া "ভুলি গলি, পঙ্খা (পাখা) আনা হয় নাই" বলিয়া গামছার বাতাস দিয়া বহু কষ্টে উনান ধরাইয়া হাত পা ধুইয়া রন্ধন করিতে বসিল। মনুয়া বাসন ও দ্রব্যাদি আনিয়া দিল। মঞ্জুরী কলে জল বন্ধ হইবে ভাবিয়া ঘড়া, ঘটী, ভরিয়া জল রাখিল, চৌবাচ্চায় জল ধরিল এবং তেল মাখিয়া স্নান করিয়া কুমুদিনীর দত্ত কাপড় খানি পরিয়া উপরে যাইয়া বলিল,

"কাপড় খানি একটু ডাগর হয়েছে মা, কাজ করা নোকের ছোট্ট খাট্টো কাপড় হ'লেই বেশ হয়।"

কুন্দন কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া মহাজনের গদীর নাম করিয়া

বাহির হইলেন। এক বাঙ্গালী মহাজনের দোকান হইতে এক জোড়া ৯ হাতি পুরু রকম পাছা পাড় শাড়ী, পোদ্দারের দোকান হইতে ৮ গাছি রূপার চুড়ী, একখানি ময়ূর কণ্ঠী ব্যাপার, আর একখানি ছোট সতরঞ্চী ক্রয় করিয়া একজন মাড়োয়ারীর দোকানের বাঙ্গালী মহুরীকে চারি আনা পয়সা দিয়া তাহার দ্বারা স্বদেশী মিস কালো বাঙ্গলা কালী যোগে একখানি বাঙ্গলা পত্র লেখাইয়া ভাঁজ করিয়া পকেটে পুরিয়া ১১টার সময় বাড়ী ফিরিলেন। শাড়ী, চুড়ী, র‍্যাপার সতরঞ্চী মঞ্জুরীকে ডাকিয়া দিয়া বলিলেন,

"দুটী মাদুর আনা হয়েছে, তার একটী তোমার, আর এই সতরঞ্চী বিছানা হবে, উপরে পাশের ঘরে থাকতে পারবে।"

কুমুদিনী দেখিলেন, কাপড় যোড়াটী বেশ হয়েছে, চুড়ী গুলি একটু ছোট, তিনি শাঁখারিদিগের মত মঞ্জুরীর হাত টিপিয়া ধরিয়া চুড়ী পরাইয়া দিলেন,দেখিলেন বেশ মানায়েছে। মঞ্জুরী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উচ্চতায় প্রায় কুমুদিনীর সমান, মুখ খানি গোলগাল, নাক, মুখ, চোক সব সুশ্রী, আঙ্গুলগুলি ছোট ছোট, পা দুখানি ক্ষুদ্রাকৃতি, কাঁকালটী সরু, তারণ্য হেতু অঙ্গের পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। মাথার চুল কোঁকড়া, খুব লম্বা নয়, তবে ঝাঁকড়া। সোণার গহনা, ভাল শাড়ী, পায় আলতা পরালে, খোপা বেঁধে কাঁটা চিরুণী গুঁজে দিলে মঞ্জুরীকে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলে পারকরা যায়। মঞ্জুরী, শাড়ী, চুড়ী, র‍্যাপার পাইয়া খুসা হইল। তাহার এত দিনের মাতা পিতা, স্বজন বান্ধব, স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘোর বিদেশে নিরাশ্রয়ে একাকিনী পথের কাঙ্গালিনী অবস্থায় বদনে যে নৈরাশ্য জনিত বিষাদের ছায়া প্রকটিত হইয়াছিল, কুমুদিনীর ঔদার্য্যে আজ তাহাতে হাসি ফুটিল।

কুন্দন বিমর্ষভাবে পকেট হইতে পত্র খানি বাহির করিয়া কুমুদিনীর হস্তে দিয়া বলিলেন,

"পড়ে দেখ, যে মহাজনের নিকট টাকা জমা আছে, তাহার দোকানের ঠিকানায় আমার পত্রের উত্তরে কাকাকে আমাদের যাওয়ার জন্য ঘাট হ'তে পালকী বন্দোবস্ত করতে লিখেছিলেম। সেই ঠিকানায় মা এই পত্র লিখেছেন। কাকার হঠাৎ জ্বর হওয়াতে মৃত্যু হয়েছে, কাল সোম বার ক্ষৌরী হ'য়ে গঙ্গায় একটী পিণ্ড দিতে হবে। জন্ম মৃত্যু সবারই আছে, আক্ষেপ কিছুই নাই, তবে ইহ জীবনে আর তাঁর সহিত দেখা হ'ল না, এই আপসোস।"

কুমুদিনীর মনে অবিশ্বাসের লেশমাত্র হইল না, বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "কাল রাত্রির গাড়ীতে যেতে পারলে ঠিক শ্রাদ্ধের সময় আমরা হয়ত পৌঁছিতে পারতুম।" কুন্দন বলিলেন "উপায় কি, পয়সার মায়া ছেড়ে যেতে পারলুম কৈ। মহাজন টাকা দিতে চায়, কিন্তু আর বেশী টাকা সঙ্গে নিয়ে কি হবে। কাল অশৌচান্ত হোক, তার পর বিশেষ কোন কথা আছে, তোমায় খুলে বলব, যা ভাল হয় পরামর্শ করে করা যাবে।"

পাচক ব্রাহ্মণটী নারাণ পূজারী নামে আত্ম পরিচয় দিয়াছিল। উড়িষ্যাতে পাচককে পূজারী বলে, ইহার কারণ, ঠাকুরের পূজা করে, ও ভোগ রন্ধন করে, এই হেতু পূজাকারী স্থলে পূজারী পদবীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূজারী বয়স্ক লোক, তার নাম ধরিয়া ডাকা ভাল দেখায় না, এজন্য পূজারী বলিয়া ডাকা হইত। তাহার রন্ধন শেষ হইয়াছে কুমুদিনীর কথামত মঞ্জুরী উপরের পাশের ঘরে আসন পেতে দিলে কুমুদিনী গেলাসে জল ভরিয়া আনিয়া দিলেন, মঞ্জুয়া কাটারী দ্বারা নেবু কাটিয়া দিল। ঠাকুর ভাত পরিবেষণ করিয়া আনিয়া দিল

মঞ্জুরীকে সুপারী কাটিতে দিয়া কুমুদিনী দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর কেমন রেঁধেছে ?"

কুন্দন। মন্দ নয়, ডালটী ত চমৎকার হয়েছে, এখন তোমার মুখে পাস হলেই ভাল বলা যাবে।

কুমু। কেন তোমার মুখে পাস হলে কি হবে না ?

কুন্দন। রাঁধুনীর কাছেই রান্নার পরীক্ষা—

আর কি চাই পূজারী জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল। বাবুব কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, হ্যাঁ মা, রাঁধুনীর কাছেই রান্নার পরীক্ষা, তা আমরা উড়ে ম্যাড়া রান্নার কি জানি।

কুন্দন। ডাল ত বেশ রেঁধেছ ঠাকুর—

পূজারী। জগন্নাথর আনন্দ বজারে হড়ড় ডালি অমন আর কোথাও হবেনা। (স্বগত) আহে জগন্নাথে! তুম্ভঙ্কর ইচ্ছা। বাবুও পাস কলে, মাতাঙ্কর মুখবে পাস হেউ। অর্থাৎ হে জগন্নাথ! তোমার ইচ্ছা। বাবু ত পাস করিলেন, মাতার মুখেও পাস হউক।

কুন্দন লালের আহার সমাপ্ত হইল। কুমুদিনী পান সাজিয়া দিয়া তাঁহার পাতে বসিলেন। ঠাকুর পরিবেষণ করিল। কুমুদিনী কতিপয় গ্রাস খাইয়া বলিলেন, "হাঁ ঠাকুর!" মন্দ হয় নি। একটু দেখায়ে শুনায়ে দিলেই ভাল রাঁধতে পারবে।

কুমুদিনীর খাওয়া হইলে মঞ্জুরীও সেই থালাতেই বসিয়া গেল। থালা দুখানির বেশী ছিল না। মনুয়াকে গামলাতে দিয়া পূজারী অপর থালা খানিতে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া খাইতে বসিল। প্রথম দিন একটু বেলা হইবারই কথা।

পরদিন কুন্দন লাল খুড়ার শ্রাদ্ধের নাম করিয়া গোঁপ যোড়াটী

মুণ্ডন করাইয়া গঙ্গা স্নানান্তে বাটীতে আসিলে কুমুদিনী তাঁহাকে মুণ্ডিত শ্মশ্রু দর্শনে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আহা! কি দিব্বি গোঁপ যোড়াটী ছিল, এখন যেন ভট্‌চায্যী মশাই"।

কুন্দন। আর বুঝি গোঁপ গজাবে না? তা হ'ল ভাল, ভগবান যা করেন, ভালর জন্যই করেন।

কুমু। কাল যে কি কথা বলবে বলেছিলে, কি পরামর্শ করবে, সে কি কথা?

কুন্দন। আজ রাত্তিরে নিরিবিলি বলব।

অষ্টম কাণ্ড।

বৈদ্যরাজ।

অপরাহ্নে কুমুদিনীকে বলিয়া এবং মনুয়াকে সাবধানে দ্বারে খিল দিয়া বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া কুন্দন লাল নীচের ঘরে প্রবেশ করতঃ ব্যাগ হইতে সজ্জার দ্রব্য বাহির করিয়া কপালে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় ক্ষুদ্রাকৃতি রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত পাগড়ী, গায় কুর্ত্তা, তাহার উপর একটী বেগুনী রঙের বনাতের বন্দ ওয়ালা হাপ চাপকান, পায় নাগরা জুতা, এবং একটী লাল বনাতের ঔষধের বটুয়া হস্তে লইয়া বাহির হইলেন। একজন সাইনবোর্ড পেইণ্টারের দোকানে একখানি ৪ ফুট দীর্ঘ, ১ফুট চৌড়া সাইনবোর্ড হিন্দী, ইংরাজী যাহা লিখিতে হইবে লিখিয়া দিয়া সাড়ে চারি টাকাতে ফুরণ করিয়া ৭ দিনের করারে ২৲ টাকা বায়না দিয়া

রসিদ গ্রহণে তথা হইতে শীল মোহর, চাপরাশ প্রস্তুতকারীর সন্ধানে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আট আনাতে একটী ক্ষুদ্র গোল নামের মোহর গোলাকারে “মনোহর লাল” মধ্যে আগ্রা এইরূপ ফরমাইশ ও চারি আনা বয়না দিয়া রবর-ষ্ট্যাম্প মেকারের উদ্দেশ্যে চলিলেন। একটী বাদামী নক্সা রবর-ষ্ট্যাম্প ইংরাজী ও নাগরী অক্ষরে “মনোহর লাল বৈদ্যরাজ আগ্রা” এই নামে দেড় টাকা মূল্য ঠিকানা করিয়া ১৲ টাকা বায়না দিয়া বউবাজারে উপস্থিত হইলেন। ১৫৲টাকা হিসাবে দুইটী গ্ল্যাসকেস, বা আলমারী, দুইখানি তক্তপোশ, একখানি উত্তম খাট, আলনা, চেয়ার, টুল, বেঞ্চ, একটি ছোট অথচ ভাল, মূল্যবান টেবল্ ক্রয় করিয়া গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গাড়ী সহ সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌঁছিলেন। নীচের বৈঠকখানার ঘরে ফর্ণিচার গুলি তুলিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিলেন। খাট খানা খুলিয়া আনা হইয়াছিল, তাহা মজুয়ার দ্বারা উপরে তুলিয়া যুড়িয়া তাহাতে বিছানা করাইলেন। নীচের ঘরে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া বৈঠকখানায় তক্তপোশ প্রভৃতি যথা স্থানে সাজাইলেন।

রাত্রিতে আহারান্তে শয়ন করিয়া কুন্দনলাল কুমুদিনীকে বলিলেন। “প্রিয়তমে! তোমার ও আমার ভাগ্য যখন বিধাতার লিপি অনুসারে একত্রে আবদ্ধ, তখন তোমার কাছে কোন কথা গোপন না করে সব প্রকাশ করলে উভয়ে পরামর্শ মত কিসে ভবিষ্যতে আমরা নিরাপদে আর সুখে থাকতে পারি তার উপায় ব্যবস্থা করতে হবে। আমার সম্বন্ধে যে গুপ্ত কথা, যা প্রকাশ হ'লে আমি ধরা পড়ে বিচারে আইন মত দণ্ড পেতে পারি, তাই তোমার নিকট সব খুলে বলছি, শোন—”

"আমি পশ্চিমে লাহোরে কমিসেরিয়েট আপিসে যে চাকরী কর-ছিলেম, সেটি পল্টনের অধীনে। অনেক দিন ধ'রে ছুটীর দরখাস্ত করেও বদলীর লোক না পাওয়াতে ছুটী পাচ্ছিলাম না। শেষে তোমার সেই পত্র পেয়ে দেশে আসবার জন্য, বিশেষতঃ তোমারি জন্যে মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। আমি চাকরীর মায়া ত্যাগ করে টাকা কড়ি সমস্ত সংগ্রহ করে মহাজনের দোকানে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে কলকাতায় বরাতি দর্শনী হুণ্ডী করলেম। বাকী টাকা কড়ি যা ছিল নিয়ে, চাকরটীকে সঙ্গে ক'রে ছুটী না নিয়েই রেলে রওয়ানা হলেম। পথে কাশীতে সেই গুণ্ডার হাঙ্গামায় ৪।৫ দিন থাকতে হয়। সেখানে নাম ভাঁড়ায়ে এবং সেই অবসরে তোমার জন্যে শাড়ী দুখানি আর আর কাপড় চোপড় কিনে তার পর তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। এখন আমার বাড়ীর ঠিকানা, পিতার নাম আপিসে লেখা আছে, তার পর বার বার মনিঅর্ডার করাতে ডাক ঘরে তোমার পিতার নাম, ঠিকানা অনুসন্ধানে প্রকাশ হয়ে পড়বে, কাজেই দেশে যাওয়া কিম্বা শ্বশুর বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নহে, ধরা পড়বার ভয় আছে, এই জন্যে বেশ বদলে লুকায়ে কলকাতায় কিছু দিন থাকাই আমার বিবেচনায় সুপরামর্শ, কি বল?"

কুমুদিনী বলিলেন,

"কি সর্ব্বনাশ, অমন চাকরীর মুখে আগুন। তা ছেড়ে এসেছ বেশ ক'রেছ। আচ্ছা ধরা পড়লে কি সাজা হয়?"

কুন্দন। সাজা বেশী কিছু হয় না; হদ্দ কিছু জরিমানা হতে পারে। তহবিল তছরুপ করি নাই। পাঁচ বছর চাকরী ক'রে বার বার ছুটীর দরখাস্ত করে, কিছুতেই ছুটী না পেয়ে, না বলে চলে এসেছি, ইহা তেমন গুরুতর অপরাধ নয়। যা হোক্, যদি ধর পাকড়

না হ'য়ে অম্‌নি অম্‌নি আপদ্ চুকে যায়, তার জন্যে কিছু দিন ছদ্মবেশে থাকলে হানি কি?

কুমু। এ খানে কি ধরতে পারে না? কলকাতায় তো বরং ধরবার সুবিধে।

কুন্দ। তা নয় কুনো, কলকাতা খুব বড় সহর, বহু বিস্তীর্ণ যায়গা। বহু অলি, গলি। মনে কর, একটা খুব বড় বনের মধ্যে অসংখ্য গাছ পালার আড়ালে বাঘ, ভালুক শূওর, শেয়াল প্রভৃতি পশুদের যেমন লুকোবার সুবিধে, তেম্নি কলকাতায় কত অসংখ্য ঘর বাড়ীর মাঝে মাঝে কত গলি, কত পথ। এর কোথায় কে, কি ভাবে আছে, খুঁজে বার করা বড় সোজা নয়। এই জন্যেই যত চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাএশ বাইরে নানারূপ দুষ্কর্ম্ম করে কলকাতায় এসে বেশ বদলে, নাম ভাঁড়ায়ে কোন গলি ঘুচির মধ্যে মাথা গুঁজে থেকে ধর পাকড়ের হাত হ'তে বেঁচে যায়। ছোট সহর, কি গ্রামে কোন লোককে ধরা যেমন সহজ, কলকাতায় তেমন নয়। এখানে পাশের বাড়ীর লোকেও প্রতিবেশীর কোনও খবর রাখে না। ভাগ ক্রমে কাকার মৃত্যু হওয়াতে গোঁপ কামান দ্বারা ছদ্মবেশের পক্ষে সুবিধাই ঘটেছে। আমি পশ্চিম দেশের হিন্দী কথাবার্ত্তা খুব শিখেছি, নাগরী লিখতে পড়তেও পারি। হিন্দুস্থানী কবিরাজ সেজে বৈঠক-খানায় দু এক ঘণ্টা বসে থাকবো, কবিরাজী ব্যবসা চলুক আর নাই চলুক, তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তবে বিনা অবলম্বনে সুধু বসে থাকলে লোকের দৃষ্টিতে সন্দেহের কারণ হবে, আর এতে কিছু মতলবও আছে।

কুমু। যুক্তি মন্দ নয়, তবে খুব সাবধান।

কুন্দ। তুমি কাল আমার মাকে একখানা, আর তোমার মাকেও

একখানা পত্র লিখে দিও—আমরা ভাল আছি, আমাদের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। কোন বিশেষ কারণ বশত আমরা হঠাৎ কাশীতে আসিয়াছি, কিছু দিন পরেই দেশে যাইব ইত্যাদি লিখবে। আমি শিরোনামা লিখে ডাকে ফেলে দেবো, তা হলে তাঁরা নিশ্চিত হবেন।

কুমু। হাঁ, তা কথা উচিত। কিন্তু কাশীতে এসেছি লিখতে বলছো, পত্রের খামে কিন্তু মোহর থাকবে শুধু কলকাতার, বাবা হয় ত বুঝতে পারবেন, যে আমরা কলকাতায়ই আছি।

কুন্দন। কাশীতে কাশীশ্বর ভট্টচায আছেন। পত্র দুখানিতে টিকেট দিযে অন্য লেফাফায় পুরে তাঁর নামে রেজিষ্টরী করে মহুয়া দেবে, ভিতরে অবশ্যই আমার ক্ষুদ্র অনুরোধ পত্র থাক্‌বে, শিরোনামা ইংরেজীতে লিখে দেবো, তিনি আমার অনুরোধে পত্র দুখানি ডাকের বাক্সে ফেলে দেবেন। তা হ'লেই কাশীর মোহর খামে থাকবে।

কুমুদিনী শুনিয়া মনে মনে স্বামীর বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। তাহার পর উভয়ে নিদ্রিত হইলেন।

পর দিন প্রাতে আটটার সময় কুন্দনলাল পূর্ব্বদিনের মত কুমুদিনীর সমক্ষেই জাল বৈদ্যরাজ বেশ ধারণ করিলেন। অধিকন্তু মোম দ্বারা নাসিকার বাম কোণে একটি কৃত্রিম জড়ুল বসাইয়া দিলেন দেখিয়া কুমুদিনী বলিলেন, "এখন তোমায় স্বয়ং যমও চিন্‌তে পারবে না।"

কুন্দন বাটী হইতে বাহির হইয়া কোন খ্যাতনামা কবিরাজের ঔষধালয়ে উপস্থিত হইয়া ছয় শিশি হিসাবে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ, তৈল, মোদক, অরিষ্ট, কষায়, সালসা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিলেন। উপরে তুলিয়া কুমুদিনীকে বলিলেন,

"শিশিগুলি জলে ডুবায়ে উহাদের গায়ের টিকেটগুলি তুলে শুখাতে হবে, তবে কোন্ শিশিতে কি ছিল তা জানবার জন্য ক্ষুদ্র নামের টিকেট হাতে লিখে লেই দিয়ে এঁটে দেবে, এই তোমার কাজ। আমি টিকেটগুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে তদনুরূপ নাগরীতে আর ইংরেজীতে নূতন টিকেট ছাপায়ে এনে দেবো, তখন তুমি হাতের লেখা নামের টিকেটগুলি তুলে ফেলে আমার কল্পিত নামের টিকেট গুলি বসায়ে দেবে। তারপর শিশিগুলির মুখেও গালার মোহর করবাব জন্য নামের শীল মোহর তৈয়েরি করতে দিয়েছি। একটী ছোট কড়াতে খানিকটে গালার বাতি গলায়ে শিশিগুলি একটী একটী করে গালায় ডুবায়ে মোহর করলেই আমার তৈয়েরী ঔষধ বলে আলমারীতে সাজায়ে দেবো। বিক্রয় হোক না হোক, আলমারীতে সাজালেই লোকে ঔষধালয় বলে জানতে পারবে। নাম পরিচয় জন্য একখানি সাইন বোর্ডও দোরে লটকায়ে দেওয়া হবে।"

তাহার পর ক্রমে খাটের গদী, মশারী, গালিচা, সতরঞ্চী, তাকিয়া, কুমুদিনীর লেখাপড়ার উপযোগী একটী ছোট আলমারী, টেবিল, ইজি চেয়ার, সোফা, বড় ড্রেসিং আয়না, কয়েকখানি ভাল ছবি, ল্যাম্প, লণ্ঠন নানা দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া উপর ও নীচের ঘরগুলি সাজাইয়া কুন্দনলাল করার মত সাইন বোর্ড, শীল মোহর রবর-ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করতঃ রীতিমত বিল, ফরম ছাপাইয়া, খাতা পত্র ক্রয় করিয়া জাঁকাইয়া বসিলেন।

দ্বারে মনুয়াকে দরওয়ান সাজাইয়া বসাইলেন। তাহার গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় পাগড়ী, পরিধানে চাপকান, পায়জামা, পায় নাগরা জুতা, কপালে ভস্মের অর্দ্ধচন্দ্র, মুখে একটী ছোট কৃত্রিম গোঁপ বসাইয়া এমন চেহারার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন, যে প্রথম দর্শনে

পূজারী কিছুতেই তাহাকে চিনিতে পারিল না। মঞ্জুরী দেখিয়া, "এ মিনষে আবার কোথা হ'তে এলেক গো" বলিয়া পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিল।

একদিন অপরাহ্নে কুন্দনলাল উপরের ঘরে বসিয়া জলযোগ করিতেছিলেন, এমন সময় কুমুদিনী মঞ্জুরীকে বলিলেন,

"মঞ্জুরী! তুই যে আরকাটীর হাতে পড়ে কি ক'রে কলকাতায় এসেছিলি, সে কথা আমায় পরে বলবি বলেছিলি, এখন বল দেখিনি কি হয়েছিল? আজ শোনা যাক।"

মঞ্জুরী বলিল,

"মা! সে অনেক কথা, তবে যতটুকু না বল্‌লে নয়, তাই বল্‌ছি, শোন—আমার বাপ মা গরীব গেরস্ত নোক, আমরা ভাই বোনে পাঁচ জন। রাঁচীর সহরের বাইরে পাঁচ কোশ দূরে এক গাঁয়ে আমার এগার বছর বয়সে বে হয়েছিল। সোয়ামীটে হাবা মতন, কাজ কম্ম ভাল করতে জানেক না। সেইজন্যে তার বড় ভাই তাকে মাঝে মাঝে বোকতো, তাই সে রাগ করে আমার বাপের বাড়ী এ'সে কিছুদিন থাকলেক। আমি বে হবার পরে এক বার মাত্তর শ্বশুর বাড়ীকে গিয়েছিনু। দুমাস থেকে বাপের ঘরকে আসি। সেই হ'তে সেই ঠেঁয়েই ছিনু। সে আজ তিন বছরের কথা হবেক। একদিন আমার সোয়ামী হটাস কোথাকে চলে গেলেক, তার আর খোঁজ মিললেক না।

কলকাতাকে এসেছি আজ ঠিক কুড়ি দিন, এর দশ বার দিন আগে, একখান চিটি ডাকে আমার বাপের নামে এসেছিলেক, তাতে আমার সোয়ামীর জবানী নেকা ছিলেক, আমি এতদিন কল্‌-কাতায় রয়েছি, পয়সা কড়ি করেছি, শীগগির দেশকে যাব, তারপর

রাঁচী গিয়ে আপনার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করব, আর মঞ্জুরীকে সাথে নিয়ে ঘরকে যাব।

এই চিটি পেয়ে আমার বাপ মা খুব খুসী হলেক্। এর পাঁচ ছয় দিন পাছে একটা নোক আর একটা আদবয়সী মাগী একখান ডুলী নিয়ে আমার বাবার ঘরকে দিন দশটার সময় এসে পৌঁছুলেক। তারা দুজনেই আমার সোয়ামীর নাম করে কইলেক, "সে ঘরকে এসেছে, আমাকে নিতে এই ডুলী আর মোদের দুজনকে পাটিয়েছে।" মিনষে তার গাঁয়ের নোক, আর মাগী নাকি তার মাসী হয়। আমার বাপমায়ের সন্দের, অবিশ্বাসের কারণ রইলেক না—কারণ, এর আগে তার চিঠি এসেছিল। আমরা ভাতটাত খেঁয়ে বেলা দুটোর সময় বেরুলেম। সহর ছেড়ে ৩ কোশ পথ এসে একখান গরুর গাড়ী ভাড়া করে ডুলি ছেড়ে দিয়ে আমায় কইলেক, "তোর সোয়ামী কলকাতায় আছে, আমরা তোকে সেই ঠেঁই নিয়ে যাচ্ছি।"

সোয়ামীর নাম শুনে আমি আর কিছু কইলেম না। গাড়ী পুরুলিয়াকে পৌঁছিলে আমরা রেলে চড়ে কলকাতাকে এনু। একটা কুলীর আড্ডায় আমায় নিয়ে গেলেক। তখন জানলেম মা, সেখানে আমারি মত ফাঁদে পড়া মেয়েনোক, মিনষে, অনেক হাবা নোক ছিলেক, তাদের ঠেঁয়ে শুনলেম, আমাদের সব্বাইকে কোথাকে সেই কামরু-কামীখ্যা আসাম দেশে চা বাগানে কাজ করাতে নিয়ে যাবেক। তখন সেই মিনষেকে আরকাটী বলে জানতে পারলেম বটে, কিন্তু কি হবেক। সে তখন বললেক, "তোর সোয়ামী যে বাগানে রইছে, তোকেও সেই বাগানকে পাটাচ্ছি, তোর কোন ভয় নাই।"

[illegible]খন এদের ফাঁদেকে পড়েছি, তখন কাঁদলে কে শোন[illegible] বা কি হবেক, কোন মতে পালাবার পথ

না দেখলে উপায় নাই। সে রাত্তির আরকাটীর ডিপোতে রইলেম। পর দিন বেলা প্রায় আটটা হবেক, তেমন সময় দেখি, একটি বুড়ো সাহেব আর মেম ডিপোর সুমুক দিয়ে যাচ্ছে, আমি ডিপো হ'তে দৌড়ে বেরুয়ে পড়ে তাদের পা জড়ায়ে ধরে কইলেম, দোহাই হুজুর, আমায় রক্ষা কর, এই ডিপোর আরকাটী আমায় ফাঁকী কোরে এনেছে, আসামে চা বাগানে কুলিকোরে পাঠাবে, আমি যাব না, আমায় রক্ষা কর হুজুর।

কুমু। তোর তো সাহস কম নয়!

মঞ্জু। কি করি মা, দায়ে পড়ে, সাহেব মেমের পায়ে ধরাতে তাদের দয়া হলেক, এমন সময় আরকাটীরা ৩।৪ জন এসে পড়লেক। সাহেবও "পাহারাওয়ালা, পাহারওয়ালা" বলে ডাকতে নাল পাগড়ী পুলিস এসে পড়লেক, আরকাটীরা ভয়ে সরে পড়লেক, সাহেব আমায় সঙ্গে করে এক বড্ড বাড়ীকে নে গেলেক্। সেখানে সেদিন থাকলেম। আমায় খিষ্টান করবার তরে বিস্তর বুঝাতে নাগলেক, ভাত খেতে দিলেক, আমি ছুলেমও না মনে ভাবলেম, বাঘের মুখ হ'তে পালায়ে এসে কুমীরের মুখে পড়েছি, যা থাকে কপালে পালিয়ে যাব। সে রেতে ফটকে কুলুপ দিয়ে রাখলেক। আমি যে ঘরে থাকলেম, তারও বার হতে দোরে কুলুপ দিলেক। হাতড়ে হাতড়ে দেখলেম, ঘরে একটা খালি মস্ত পিপা আছে। একটা জানলা পেছন দিকে খোলা রয়েছে, অনেক উঁচোয়, হাতে নাগাল পাওয়া যায় নাই। পিপাটা উপর করে তার উপর চড়ে জানলায় উঠলেম। এখন নামি কি করে। জানলায় গরাদে ছিলেক নাই; মাঝখা[illegible]কটা কাঠ, তাতেই কপাট বন্ধ হয়। পরনের কাপড় খু[illegible]দিয়ে দু আঁচল দু হাতে ধরে ধীরে তলকে না[illegible] হাত

টাক নীচে জমি, ঝুলে নেমে পড়লেম, তার পর কাপড় টেনে নিয়ে পরলেম। ফটকে কুলুপ দেওয়া ছিলেক, কিন্তু দোরের তলকে পাকা নয়, মাটি। একখান বাঁশের বাখারী খুঁজে পেয়ে তাই দিয়ে ফটকের নীচে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে গন্ত করলেম। তার পর কোনমতে সেই গত্তের ভেতর দিয়ে গলে বেরোয়ে উদ্দেশে কালীমাকে গড় করলেম। দৌড়ালেম না, পাছে চোর বলে পাহ্যরাওয়ালা ধরে। ধীরে ধীরে গাছের ছায়ায় ছায়ায় অনেক দূর ঘুরে ঘুরে শেষে গঙ্গার কুলকে গিয়ে পড়লেম। একটা নাওয়ার ঘাটে গিয়ে জল খেলাম. আগের দিন সারা রাত, আজ সারা দিন কিছু খাই নাই। ঘাটে এক পাশে খালি ঘর দেখ্‌তে পেয়ে তাতে ঢুকে লুকেয়ে রইলেম। পর দিন ভোর হতে দুটি বুঢ়ী রকম মেয়ে নোক সেই ঘাটে নাইতে গিয়েছিলেক, আমি তাদের পায় জড়ায়ে ধরে সব কথা খুলে বলতে তাদের দয়া হ'ল। তারা আমায় সঙ্গে কোরে তাদের বাড়ী নিয়ে গেলেক। সেই থেকে পনর দিন তাদের ঘরকে ছিলেম। শুনলেম তারা সোণার বেণে, তাদের জল চলে না। তবে বামুন আছে তার দেওয়া ভাত খেঁয়েছি। যাদের জল চলে না মা, তাদের ঘরে ঝী কাজ করা, এঁটো বাসন মাজা, আমার কেমন ঘেন্না মনে হ'ত। বাড়ীর গিন্নী সেই বুঢ়ী তা বুঝতে পারলেক। কাজেই সেখানে থাকবার সুবিধা হলেক না।

বুঢ়ী খুব ধনী নোক, যে ঘরে থাকে, সে ঘর এক দিন ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখি বড্ড বড্ড তিনটে নোয়ার সিন্ধুক। ছেলে মারা গেছে, শাশুড়ী বৌয়ে মোকদ্দমা চলছে।

কুন্দন লাল শুনিয়া বলিলেন, "মঞ্জুরীর ঘটনা যেন উপন্যাস।"

কম। সংসারে সবই উপন্যাস, সবই রহস্যময়।

নবম কাণ্ড।

আসল জামাই।

কুন্দনলাল কলিকাতায় আসিবার ষষ্ঠ দিবসে প্রাতে বেলা ৯ টার সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কুমুদিনীর পিতা শ্যামলাল মৈত্রের বাটীতে অনুমান চব্বিশ বৎসর বয়স্ক একটী বাঙ্গালী যুবক উপস্থিত হইলেন। মৈত্র মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া ঠিকা মহুরীর সহিত খাতকদিগের খত পত্রের নিত্য নিয়মিত কার্য্য করিতেছিলেন। আগন্তুক যুবকটী বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করিয়া মৈত্র মহাশয়ের পদানত হইয়া প্রণাম করিলেন। মৈত্র মহাশয় অপরিচিতের ন্যায় অবাক হইয়া তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। যুবক বলিলেন,

"চিন্তে পারতেছেন না? আমি কুঞ্জলাল। লাহোর থেকে আসতেছি।"

মৈত্র মহাশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন,

"কোন কুঞ্জলাল! বাড়ী কোথায়?"

যুবক। (সবিস্ময়ে) সে কি! আপনার কন্যা জামাতা কুঞ্জলাল।

মৈত্র। তুমি আবার কুঞ্জলাল আমার কন্যা জামতা ক রকম? আমারি জামাতা কুঞ্জলাল ত লাহোর হ'তে গত শুক্রবার এখানে এসে ছিল, তার পরদিন আমার কন্যাকে নিয়ে রাত্রির গাড়ীতে দেশে চলে গেছে।

যুবক। বলেন কি! আমি যে লাহোর থেকে আপনাকে পত্র লিখেছিলাম?

মৈত্র। হাঁ, আমার জামতা কুঞ্জলালই আমাকে পত্র লিখেছিল, ঠিক কথা। পত্রানুসারে অনেক দিন আগেই তাঁর পৌঁছিবার কথা, তা সে বল্‌লে, কাশীতে তার কোন কার্য্যগতিকে ৩।৪ দিন বিলম্ব হয়। তুমি কি বল্‌ছ?

যুবক। কাশীতে পৌঁছিবার দিন রাত্রে গুণ্ডার হাতে পড়ে আমার ব্যাগ, ঘড়ী, আঙ্গুটী, টাকাকড়ি সব লুট হয়। কাজেই টাকার জন্যে লাহোরে আমাদের আপিসের সায়েবের কাছে পত্র লিখতে হয়, তারপর মনিঅর্ডারে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে আসতেই বিলম্ব হয়েছে।

মৈত্র মহাশয়ের সহিত যুবকের কথাবার্ত্তার সাড়া পাইয়া গৃহিণী দ্বারের অন্তরাল হইতে শুনিয়া বলিলেন,

"আমাদের জামাই মেয়ে বাড়ী চলে গেছে, তুমি ও কোথাকার জোচ্চোরের সঙ্গে মিছে বক্‌ছ কেন। নাইতে যাও, বাজার করতে হবে।"

যুবক। অ্যাঁ! কন কি? আমি জুয়াচোর, না আপনারা, এক মেয়েরে একবার আমার সঙ্গে বিয়ে দিছেন, আবার টাকার লোভে আর কারে দিয়াই বস্‌ছেন, না তারে সোণা গাছীতে ব্যবসা করতে পাঠায়ে দিছেন, ঠিক কি। এখন এই কৈল্‌কাতার চালাকী আরম্ভ কর্‌ছেন। কৈলকাতাইয়াগো জুয়াচুরি আমি জানি; সে যখন পদ্যে পত্র লেখে, তখনই বুচ্ছি, তার বিদ্যা হৈচে।

মৈত্র। (একটু উচ্চৈঃস্বরে) তুমি বক্‌ছ কেন হে? আমরা কল্‌কাতার জোচ্চর, না তুমি কোথাকার কে, টাকার লোভে জামাই হ'তে এসেছ।

যুবক প্রকৃত বাঙ্গাল এতক্ষণ সাবধান হইয়া অনুকৃত ভাষাতে কথা

বলিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে চটিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণে বলিতে লাগিলেন, "অঁ্যা, কন্ কি? আমি কোথাকার কে, টাকার লোভে জামাই হৈতে আস্‌ছি। আপনার টাকায় আমি প্রচ্ছাপ করি। আপ্‌নে টাকার লোভী, মহা কৃপণ। বিয়ার আগে হাতী দিবেন, ঘোরা দিবেন, শেষে কাচকলা। বরং আমিই আপনার কাছে ইশের গয়নার জন্যে পাচশ টাকা পাঠাইছি। আপনার পত্র আর হাতের রসিদ যদিও ব্যাগের লগে লুট হৈচে, ডাকঘরত লুট হয় নাই। ডাকঘরের খাতা পত্র দিয়া আমি প্রমাণ দিবার পারি। আমি কোথাকার কে। আমারে বাঙ্গাল পাইচেন।"

মৈত্র থতমত খাইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যদি কুঞ্জলাল, তা হ'লে বলদেখি বিয়ের ঘটক কে ছিলেন?

যুবক। ক্যান? কাশীশ্বর ভট্টায ঘটক আর পুরৈত দুই কাজই করেন। অচেনা হন ক্যান, আমার বাপের নাম কৃষ্ণলাল স্যাণ্ডাল, ঠাকুরদাদার নাম কেশবলাল স্যাণ্ডাল। বারি রাজনগর, বিক্রমপুর জিলা ঢাকা।

মৈত্র। আমার পিতা, পিতামহের নাম বল্‌তে পার?

যুবক। পারি না? আপনার নাম শ্যামলাল মৈত্র, আপনার বাপের নাম রামলাল মৈত্র, ঠাকুরদাদার নাম মতিলাল মৈত্র, বারি বামৈ, বরিশাল।

মৈত্র। এসব নাম শুনে মুখস্থ করতে পার।

যুবক। তবে শুনবেন? আমরা স্বাণ্ডল্য গোত্র, আপনারা ভরদ্বাজ গোত্র। ক্যান মিথ্যা ফাইজলামী করতেছেন। সন্দেহ হয় পুরৈত কাশীশ্বর ভট্টাযত কাশীতে আছেন, তিনিত্ত আর মিথ্যা কথা কবেন না। আমার ভগ্নী উমার বিয়া শান্তিপুরের প্রাণহরি গোসা-

য়ের লগে হওয়ার কথাত জানেন। প্রাণহরিত মিথ্যা কথা কৈবো না।

মৈত্র মাথায় হাত দিয়া অবাক হইয়া যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যুবক। আরো পরিচয় চানত শোনেন। আপনার মেয়ের রাশ নাম তারাসুন্দরী, ডাক নাম কুমুদিনী, আদরের নাম কুনী, তার তুলা রাশ, আমার মিথুন রাশ।

মৈত্র বলিলেন, তা তোমাকেইত তা হ'লে আসল জামাই কুঞ্জলাল বলে বোধ হচ্ছে।

যুবক। হবেনা ক্যান? আমি আগে মিরটে, তারপরে লাহোরে, তারপর কোয়েটা, টিরা যাই। সেখান থেকে লাহোরে আমি কমিসেরিএটের আপিসে পাচ বছর চাকুরী করছি, এখন তিন মাসের ছুটী লৈয়া আসছি (পকেট হইতে একখানি ইংরেজী পত্র বাহির করিয়া) এই দেখেন—এ পত্রত জাল না,সরকারী ফারমে, নম্বর দেওয়া, সায়েবের সই করা, লেফাফার উপর লাহোরের আর কাশীর মোহর দেখেন।

তখন আর সন্দেহ রহিল না। মৈত্র মহাশয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মাথায় হাত দিয়া "হায় কি হ'ল" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৃহিণী দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় আমার বাছাকে তবে কোন জোচ্চোরে কোথায় নিয়ে গেলগো। ওগো কি হবে গো। হায়, হায়, বাছা বুঝি ঠকের হাতে মারা যাবেগো।' তোমরা পুলিসকে জানাও। ইংরেজের রাজ্যে কি মানুষ চুরি হয়?"

মৈত্র মহাশয় আসল জামাতা কুঞ্জলালকে আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মহুরী বলিল, "পুলিসে এজাহার দিন।"

কুঞ্জলাল কাশীতে গুণ্ডার হাতে যেরূপে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন সবিশেষ বলিলেন।

গৃহিনী। "তোমার বিয়ের আংটী, ঘড়ি, চেন দেখালে, কুনীর লেখা পত্র খানা পর্য্যন্ত দেখালে। আমরা কি জানি সে জোচ্চোর।

যাহা হউক মৈত্র মহাশয় স্নানাহারান্তে কুঞ্জলালকে সঙ্গে লইয়া থানায় এজেহার দিলেন। জাল জামাতার ও তাহার সঙ্গীয় হিন্দুস্থানী চাকরের চেহারার হুলিয়া লেখাইলেন। তাহার বয়স্ অনুমান আঠার বৎসর, শ্যামবর্ণ, উচ্চতায় পাঁচ ফুট তিন কি চার ইঞ্চি, মাথার চুল খাটো, শিঙ্কে আছে, গোঁপ উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। গড়ন মাঝারী।

ক্রমে কথা কালীঘাটময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সংবাদপত্রে জালজামাই শীর্ষক সুদীর্ঘ ইংরেজী, বাঙ্গালা প্রবন্ধ বাহির হইল। রাজধানীময় জাল জামাই ঘটিত গুজবের ঢেউ টালীগঞ্জ হইতে বাগবাজার পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া ক্রমে চতুর্দ্দিকে মফস্বলে ছড়াইয়া পড়িল। কিছু দিন মহানগরীতে ঘাটে, পথে, ট্রামে, স্কুলে, আপিসে, হাটে, বাজারে সর্ব্বত্রই জাল জামাতার বাহাদুরীর কথা লইয়া রহস্য, সমালোচনা, বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "অত বুদ্ধি বাবা ছাতুখোরের মাথায় থাকতেই পারে না। এ নিশ্চয়ই বাঙ্গালী।"

আর একজন প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "বাঙ্গালী কি ক'রে হবে? শুনছ কাশীর গুণ্ডা আসল জামায়ের গালে চড় মেরে সব কেড়ে নিয়েছিল। বাঙ্গালী কি কাশীতে গুণ্ডামি করতে গিয়েছিল?"

একজন শ্রোতা বলিল, "হয়ত সেই গুণ্ডা বাঙ্গালীর কাছে লুট করা মালপত্রের কিছু বেচে দিয়েছিল। ব্যাগের ভিতরে চিটী পত্র

পেয়ে সব সরেওয়ার ব্যাওরা জেনে ফাঁক তালে মেয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।"

একজন স্থরসিক বলিয়া উঠিল, "যা হোক বাবা, ধড়িবাজ ছেলে বটে। অমন সতের বছরের ডবকা মাল, নগদ ৭৫০ৼ টাকা, গহনা, জিনিস পত্র নিয়ে সট করেছে। বাহাদুর বটে, তার আর সন্দেহ নাই।"

কলিকাতা গুজব রটনার আজব সহর। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন তুঙ্গ শৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া পুনরায় অতল গর্ভে আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়, কলিকাতার গুজব-তরঙ্গ সেইরূপ কিছুদিন উন্নত বপুতে মহানগরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ভদ্রাভদ্র সর্ব্বাবস্থাপন্ন সকল শ্রেণীর লোককে আপ্লুত করিয়া ক্রমে বিস্মৃতির অতল গর্ভে লীন হইয়া যায়।

সহরের নানা স্থানে বৃহদক্ষরে,

হাজার টাকা পুরস্কার!

সপ্তদশ বর্ষীয়া, সুগৌরবর্ণা, কুমুদিনী নাম্নী ব্রাহ্মণ কন্যাকে নগদ ৭৫০ৼ টাকা, অলঙ্কার জিনিস পত্র সহিত কোন জুয়াচোর জাল জামাই সাজিয়া সঙ্গে লইয়া ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যার সময় পলায়ন করিয়াছে। কেহ ধরিয়া দিতে পারিলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রতিশ্রুত পুরস্কার নগদ হাজার টাকা পাইবেন।

শ্রীশ্যামলাল মৈত্র।
—* নং কালীঘাট রোড।
ভবানীপুর। কলিকাতা।

* নম্বরটা কোন কারণে দেওয়া হইল না।

ইংরেজী বাঙ্গালা মুদ্রিত বিজ্ঞাপন নানা স্থানে দৃষ্ট হইল। কুন্দন লাল বৈদ্য-বেশে পথে যাতায়াত কালীন দুই চারি খানি দেখিয়া বুঝিলেন, আসল জামাতা কুঞ্জলাল কলিকাতায় আসিয়াছে।

বলা বাহুল্য ইংরেজী, বাঙ্গলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে পুরস্কারের বিজ্ঞাপন দিতে কৃপণ মৈত্র মহাশয়ের অনেক টাকা ব্যয় হইল।

ইহার দুই দিন পরে মৈত্র মহাশয় স্বীয় লোহার আলমারীস্থ নোট, বন্ধকী অলঙ্কার ও মোহরের থলের মধ্যে কিছু কিছু কম অনুভব করিয়া সন্দেহ ক্রমে সমস্ত তহবীল ও গহনাপত্রের হিসাব করিয়া দেখিলেন, নোট হাজার টাকার একখানি, পাঁচ শত টাকার দুইখানি, একশত টাকার দশখানি, পঞ্চাশ টাকার কুড়ি খানি, কুড়ি টাকার পঞ্চাশখানি, দশ টাকার একশত খানির এক তাড়া, পাঁচ টাকার এক শত খানার এক তাড়া, একুনে ৬৫০০৲ টাকা। সাবেকী মোহর ১০৩ থান, ২৫৲ টাকা দরে ২৫৭৫৲ টাকা, পাঁচটী বহু মূল্যের রত্নময় স্বর্ণাঙ্গুরী মূল্য ৩৫০৲ টাকা, একছড়া হার ২৫০৲, বাজু, অনন্ত, বালা ৪৫০৲ নগদ টাকা ৮৩৲, আধুলী ৬৭৲, সিকি ৪২৷০, দুআনি ৩৭৷৴০, মোট ১০৩৫৪৷৷৴০ অপহৃত হইয়াছে।

শ্যামলাল মৈত্র হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন: লোহার আলমারী খুলিল কি প্রকারে! কুমুদিনী কি তাহার কল্পিত স্বামীর পরামর্শে চাবী হস্তগত করিয়া তদ্দ্বারা দিনে শয়ন কালীন এত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে?

যাহা হউক, এই ভয়ানক চরিরও সবিস্তার এজাহার থানায় লেখাইয়া দিলেন।

কুঞ্জলাল পাঁচ দিন শ্বশুরালয়ে থাকিয়া প্রতিবেশিদিগের প্রমুখাৎ কুমুদিনী যথার্থই কোন প্রবঞ্চক কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে, জানিতে

পারিয়া তাহার আশায় জলাঞ্জলী দিয়া হতাশ হইয়া শোক-সন্তপ্ত শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকট বিদায় গ্রহণে দেশে চলিয়া গেলেন।

দশম কাণ্ড।

সন্ন্যাসী।

কুন্দন লাল জানিতেন, কোন স্থানে অবস্থান করিতে হইলে ডাক, ডাক্তার, দারোগা এই তিন পদবী বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিতে হয়। ডাকবাবুর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিলে ডাকের চিঠী পত্র, টিকেট প্রভৃতি অসময়েও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আজ কাল যেরূপ মাসে তিন বার ডাকবাবুদিগের বদলী হয়, তাহাতে ডাকবাবু-প্রীতি রক্ষা অসম্ভব, বিশেষতঃ ডাকঘরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ চিঠী পত্রাদি পাইবার প্রত্যাশা তাঁহার ছিল না। তাহার পর ডাক্তার, তাহার স্থলাভিষিক্ত স্বয়ং বৈদ্যরাজরূপ ধারণ করাতে কুন্দনলালের ডাক্তার-প্রীতি স্থাপনের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে দারোগার সহিত আলাপ, পরিচয়, প্রীতি, সৌহৃদ্য স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ তিনি স্বয়ং যেরূপ পথের পথিক, তাহাতে পদে পদেই পুলিসের কবলে পতিত হইবার সম্ভাবনা, এমত স্থলে দশ টাকা ব্যয় করিয়াও পুলিসের প্রতিনিধি থানার সর্ব্বময়কর্ত্তা দারোগার সহিত হৃদ্যতা স্থাপন করিতে পারিলে তাহার অনুবল কনষ্টেবলেরা খাতির করিবে।

কুন্দনলালের গন্তব্য স্থানও ছিল না। যাতায়াতের প্রয়োজনও হইত না। অতএব এক দিন অপরাহ্নে বৈদ্যরাজ বেশে কুন্দন

নিকটবর্ত্তী থানায় উপস্থিত হইলেন। থানার দারোগা জমাদারী হইতে অল্প দিন যাবৎ প্রমোশন পাইয়াছেন। তিনি হিন্দুস্থানী, জাতিতে ছত্রি, নিবাস আরা জিলা, নাম হরগোবিন্দ সিংহ, ইত্যাদি পরিচয় কোন কনষ্টেবলের নিকট কুন্দন লাল জ্ঞাত হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে দারোগা হরগোবিন্দ সিংহ থানাতেই ছিলেন। বৈদ্য বেশধারী কুন্দন লালকে উপস্থিত দর্শনে তিনি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জানিয়া আদর পূর্ব্বক বসিবার আসন প্রদান করিলেন।

কুন্দন লাল উপবেশন করিয়া হাস্য মুখে বলিলেন, "হুজুর হিন্দু-স্থানী, বড়া লায়েক, বড়া ঘরানা, নেহায়ৎ ভদ্র লোক, এই সকল সদ্‌গুণের ব্যাখ্যা শুনিয়া সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছি।"

কুন্দন জানিতেন কোন পদস্থ লোকের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইলে, তাঁহার গুণ না থাকিলেও গুণের প্রশংসা ও খোসামদ করিলে হাজার বদ্ মেজাজ তিনি হউন, অবশ্যই খুশী হবেন। বিশেষতঃ পাজীর প, লক্ষীছাড়ার ল, সয়তানের স, স্থলে পুণ্যাত্মার প, লক্ষীমন্তের ল, সজ্জনের স, এই "পুলিস" শব্দের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা, করিলে কোন্ পুলিস কর্ম্মচারী সন্তুষ্ট না হবেন।

দারোগা হরগোবিন্দ সিংহ অনুমান ২৪ বৎসর বয়স্ক লোক, শ্যাম বর্ণ, উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট ৭ ইঞ্চ। অল্প ইংরেজী, আর স্বদেশীয় হিন্দী লেখা পড়া জানেন। তিনি বৈদ্য রূপী কুন্দন লালের সমবয়স্ক। সমাগত বৈদ্য বেশধারী অপরিচিতের প্রশংসাবাদে ও খোসামদে তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

"পণ্ডিতজীকা দৌলতখানা (নিবাস) কাহাঁ?"

কুন্দন। জী হুজুর, তাবেদারকা গরীব খানা (দীনাবাস) সহর আগ্রা, মহল্লা দৌলতাবাদ।

হর গো। নাম ক্যা মহারাজ ?

কুন্দন। বন্দাকা নাম, মনোহর লাল উপাধ্যায়। বৈদ্য-ব্যবসায়ী।

হর গো। কলকাত্তামে কব্ আয়ে হ্যাঁয় ?

কুন্দন। করিব্ (প্রায়) হপ্তা রোজ হোগা, অপ্না নসীব আজ-মানেকো (পরীক্ষার্থ) আয়া হুঁ।

হর গো! কাহাঁ পর্ হ্যাঁয় ?

কুন্দন। হুজুরহিকা নজদিক্ মেঁ (নিকটে) ৭৩ নম্বর কলুটোলা কি মকান মেঁ দওয়াখানা খুলি গয়ি হ্যায়।

হর গো। মফলিস (একাকী) হ্যাঁয়, ইয়া সাথমেঁ কোই আওর্ভি হ্যাঁয় ?

কুন্দন। হুজুর জানতেঁ হ্যাঁয়, "পরদেশ, নরেশ, কলেশ।" (ক্লেশ) ইয়ানে (অর্থাৎ) পর দেশমেঁ নরেশকাভি কলেশ হোতা হ্যায়, ইস লিয়ে (এই জন্য) এক কাহার নৌকর, চাকরাণী, আওর অপনা আওবাস (পরিবার) সাথ লায়া হুঁ : কেঁউকি, কহাওত (প্রবাদ) হ্যায় কি,

"লঠ্ঠী হাথ কা,
পয়সা পাসকা,
জরু সাথকা।"

হরগোবিন্দ সিংহ বুঝিলেন বৈদ্যরাজ অবস্থাপন্ন লোক ! চেহারাও চমৎকার, জাতিতেও ব্রাহ্মণ। বয়সেও প্রায় তাঁহারই তুল্য ; এরূপ লোকের সহিত পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলিলেন,

"বহুত আচ্ছা, আয়া যায়া কিজিয়েগা, হম লোগোঁসে যো কুছ হো সকতি, মদদ্ (সাহায্য) করেঙ্গে।

কুন্দন। হুজুর কি বাত হি হাজার মদদ্। মেহেরবানী কি নেক (সু) নজর রহনেসে মদদ্ সমঝুঙ্গা (বুঝিব)।

অনন্তর হস্তস্থিত বটুয়া খুলিয়া একটী চারি আউন্সের অতি সুগন্ধি উৎকৃষ্ট কেশতৈল, এক কৌটা দন্ত-মঞ্জন দারোগা সাহেবকে নজর দিলেন।

দারোগা দেখিলেন, সুন্দর শিশি, হিন্দীতে গুণ ব্যাখ্যা এবং ইংরেজী ও হিন্দীতে "মনোহর লাল, বৈদ্যরাজ আগ্রা" লিখিত টিকেট বসান। তিনি বুঝিলেন, তৈল ও মঞ্জন বৈদ্যরাজের স্বকৃত। তৈলের শিশির কাক খুলিয়া কিঞ্চিৎ হাতের তলায় ঢালিয়া উভয় হস্তে মর্দ্দনান্তে আঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, "বাহবা! ক্যা তোফা খুশবু! বহুত খুব, হম সব, সিপাহী, হাবিলদারোঁকো কহদেঙ্গে, সবকোই আপকা মদদ্ করেগা।" ইহার পর কুন্দনলাল দণ্ডায়মান হইয়া বিদায় প্রার্থনায় যুক্ত করে আশীর্ব্বাদ করিলেন, হরগোবিন্দ সিংহ পায়লগী করিলেন। কুন্দন প্রীতমনে বাটীতে প্রত্যাগমন কালীন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, দারোগা সাহেবের চক্ষুতে যে মোহব্বতের (সৌহৃদ্যের) অঞ্জন লাগাইয়া দিলাম, ইহাতে সময় ক্রমে উপকার হবে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কুন্দনলাল দেখিলেন, কুমুদিনী পূর্ব্ব রাত্রির পরামর্শ মত স্বীয় মাতা ও শাশুড়ীর নামে দুই খানি পত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন। কুন্দন পত্র দুই খানি পাঠান্তে পৃথক পৃথক খামে পুরিয়া শিরোনামা লিখিয়া নাগরীতে রামেশ্বর উপাধ্যায়ের নামে এক খানি পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—উপাধ্যায় যে শুভ দিন দেখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ফলে অদ্যাপিও শুভই হইতেছে। কুন্দনের মাতার নিকট বাটীর খরচের জন্য ২৫৲ টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠান হইল,তাহা হইতে দুইটী টাকা উপাধ্যায়কে দিতে

লেখা হইল, উপাধ্যায় যেন তাহা গ্রহণ করেন এবং লেফাফাবদ্ধ টিকেট্ বসান পত্র খানি যেন অনুগ্রহ করিয়া ডাকের বাক্সে ফেলিয়া দেন, এই অনুরোধ। কুন্দন ভাবিলেন, দু'টী টাকা পাইয়া উপাধ্যায় পত্র খানি অবশ্যই ডাকে দিবেন।

সন্ধ্যা অতীত হইলে তিনি মুখে একটী ক্ষুদ্র গোঁপে বসাইয়া, মাথায় টুপী পরিয়া কাশীর জাতীয় ক্ষেত্রি বেশে বড়বাজারস্থ পূর্ব্বকথিত স্বীয় আত্মীয়ের দোকানে উপস্থিত হইয়া ২৫৲ টী টাকা তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমি বেতিয়ার মহারাজের মোসাহেব পদে নিযুক্ত হইয়া কিছু দিন রাজধানীতে ছিলাম, এক্ষণে মহারাজের সহিত জগন্নাথজীর দর্শনার্থ অদ্যই যাত্রা করিব, আর সময় নাই। এই ২৫৲টী টাকা তিনি যেন তাঁহার মাতার নিকট কাশীতে প্রেরণ করেন।" এই বলিয়াই সত্বর বিদায় গ্রহণ করিলেন। আত্মীয় বুঝিলেন, কুন্দন পূর্ব্বের কু স্বভাব ত্যাগ করিয়া এখন ভাল হইয়াছে। তিনি, "কালই টাকা মনিঅর্ডার করব" বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। কুন্দন কুমুদিনীর মাতার নামীয় পত্র খানি, যাহা রামেশ্বর উপাধ্যায়ের নামীয় নাগরী পত্র সহ বড় খামে ভরিয়া শিরোনাম মিছিরপোখরা কাশী ঠিকানা লিখিয়া টিকেট্ বসাইয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাই বড়বাজারের ডাকঘরের চিঠির বাক্সে ফেলিয়া দিলেন, এবং স্বীয় কল্পিত মাতার নামীয় পত্র খানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পথে ফেলিয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর দুই এক দিন পরে পরেই কুন্দনলাল থানার দারোগা হরগোবিন্দ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। কোন দিনই রিক্ত হস্তে সাক্ষাৎ করিতেন না। কোনদিন মোদক, কোন দিন পাচক, কোন দিন বা দুই এক রতি কস্তুরী, ভীমসেনী কর্পূর, নানা

উপাদেয় উপাদান প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত হৃদ্যতা স্থাপন করিলেন, কারণ "দ্রব্যেষু সর্ব্বে বশাঃ" এবং

"এলে গেলে মানষের কুটুম,
গা চাটলে গরুর কুটুম।"

একথা কুন্দনলাল জানিতেন।

অবসর ক্রমে হরগোবিন্দ সিংহও বৈদ্যরাজ মনোহরলালের ঔষধালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কুন্দনলাল একটী অতি উত্তম সেতার ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে সেতার দেখিতে পাইয়া হরগোবিন্দ সিংহ বাদ্য শ্রবণে উৎসুক হইলে, কুন্দন দুই চারিটী গত বাজাইয়া শুনাইলেন। হরগোবিন্দ সিংহ যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া বৈদ্যরাজের বন্ধু হইয়া উঠিলেন। ক্রমশঃ হাওলদার, কনষ্টেবল সকলেরই সহিত বৈদ্যরাজের পরিচয় হইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট কিছু না কিছু ঔষধ প্রাপ্ত হইত, সুতরাং বৈদ্যরাজকে কদাচিৎ পথে দেখিতে পাইলে, তাহারাও পায়লগী, নমস্কার, সেলাম যথাযোগ্য অভিবাদন করিত।

এদিকে যথা সময়ে কুমুদিনীর পত্র কালীঘাটে শ্যামলাল মৈত্রের হস্তগত হইল। স্বামী স্ত্রীতে অপহৃতা দুহিতার স্বহস্ত লিখিত পত্র প্রাপ্তে মৃতদেহে প্রাণদান পাইলেন। মৈত্র মহাশয় পত্র পড়িলেন। কুমুদিনী লিখিয়াছে।

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

মা, আমরা আপনাদিগের নিকট হইতে রওনা হইয়া কোন বিশেষ কারণ বশত হঠাৎ কাশীতে আসিয়াছি। সাক্ষাৎ হইলে সে গোপনীয় বিষয় বলিব, পত্রে লিখিবার বিষয় নহে। আমরা খুব সুখে ও শারীরিক কুশলেই আছি। আমার জন্য আপনারা চিন্তা

মাত্র করিবেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে শীঘ্রই আপনাদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিব। শ্রীচরণে নিবেদনেতি।

কাশীধাম। সেবিকা

২রা পৌষ ১২৭৩। শ্রীকুমুদিনী।

পত্র পাইয়া পিতা মাতা বুঝিলেন, কুমুদিনী যদিও কোন প্রবঞ্চ-কের হাতে পড়িয়াছে, তথাপি সে সুখে ও শারীরিক কুশলে আছে, গৃহিণী বলিলেন,

"সে লোকটীর যে সুন্দর চেহারা, তাতেই কুনী ভুলে ছিল। আর কুনীকে দেখেও সে যে ভুলেছে, তার সন্দেহ নাই। দুজ-নেরই সমর্থ বয়স, তা মিলেছে ভাল। এখন মা কালীর ইচ্ছা, আর তার বরাত।"

মৈত্র মহাশয় বলিলেন,

"মেয়ে আর কৃপণের ধন, সমস্তই পরের জন্যে। কুমুদিনী সুখেই আছে, এ তারই নিজ হাতের লেখা পত্র, তার আর সন্দেহ নাই। সে লোকটীর যেমন গায়ের রং, আর সুন্দর চেহারা, তাতে সে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়। যা হবার হয়েছে, বিধাতার লিপি, কে বিয়ে করলে, আর কে ভোগ করে।"

এইরূপে স্বামী স্ত্রীতে কন্যার পত্র পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

পত্র পাইবার দুই দিন পরে ঠিক সন্ধ্যার সময় এক অবধূত সন্ন্যাসী কালীঘাটের কালী মাতার মন্দির হইতে বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শ্যামলাল মৈত্রের বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত হই-লেন। সন্ন্যাসীর বয়স বেশী নয়, মধ্যমাকৃতি, খুব বলিষ্ঠ দেহ, পরি-ধানে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র চর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মভুষিত, গোঁপ, দাড়ী, মাথায় জটা-

মুকুট, কপালে সিন্দূরের অর্দ্ধ চন্দ্র। চক্ষু দুটী ভঙ্গ-রঙ্গ-রঞ্জিত, গলে ও দক্ষিণ ভুজে রুদ্রাক্ষ মালা, হাতে চিমটা ভিন্ন সঙ্গে আর কিছু মাত্র নাই। মৈত্র মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি "বম্, বম্, হর, হর, কাশী বিশ্বনাথ" বলিয়া উপবেশন করিলেন। মৈত্র মহাশয় বাটীতেই ছিলেন। সন্ন্যাসীর সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া সাক্ষাৎ শিববৎ ব্যাঘ্র-চর্ম্মাম্বর পরিহিত সন্ন্যাসী দর্শনে ভক্তিযুতচিত্তে যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর "নমো নারায়ণ, শিব শিব" বলিয়া মৈত্র মহাশয়কে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারপর তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দেখাইতে বলিলে মৈত্র মহাশয় করতল প্রদর্শন করিলেন। গৃহিণীও দ্বারের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া বলিলেন,

"কুছ বিপত ভয়া, ধন মারা গয়া. চিন্তা মৎ কর্, যো লিয়া সোহি দেগা। কোই জীউ ছোড়কে চলা গয়া, ভাওনা নহী, ফির দরশন হোগা। শিব শিব।"

মৈত্র। জীউ ক্যা, মহারাজ ?

সন্ন্যাসী। কোই নারী, স্ত্রী, তেরা ক্যা হোতা হায় ?

মৈত্র। হামারা বেটী। কাহাঁপর গিয়া ?

সন্ন্যাসী বাম হস্ত দ্বারা পশ্চিম দিক দেখাইয়া. "শিবজীকা পাস." বলিলেন।

গৃহিণী। বাছা কেমন আছে জিজ্ঞেসা করনা।

সন্ন্যাসী। ক্যা ?

মৈত্র। কেয়সা হায় ?

সন্ন্যাসী। বহুত রাজী খুসী, আনন্দ হায়।

গৃহিণী। চিঠিতেও তো তাই লিখেছে। কাশীশ্বর করুন, যেন বাছা আমার সুখে থাকে।

অতঃপর সন্ন্যাসী "শিব শিব" বলিতে বলিতে উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে গৃহিণী বলিলেন, "ঠাকুরকে গাঁজা ভাঙ্গ খাওয়ার কিছু দাও।"

মৈত্র। সবুর করিয়ে, কুছ প্রণামী দেঙ্গে।

সন্ন্যাসী। শিব শিব, সাধু কুছ নহী লেতা" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য—সন্ন্যাসী স্বয়ং কুন্দনলাল।

মৈত্র মহাশয় কুমুদিনীর পত্র পাইয়াছেন কি না তাহাই প্রকারান্তরে জানিবার জন্য ছদ্ম সন্ন্যাসী বেশে কালীঘাটে আসিয়াছিলেন। গৃহিণীর প্রমুখাৎ "চিঠিতেওতো তাই লিখেছে," শুনিয়া পত্র যে পৌঁছিয়াছে তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া হর্ষিত মনে প্রস্থান করিলেন। ট্রাম গাড়ীর থামিবার স্থানে যাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। দিগম্বর সন্ন্যাসী জ্ঞানে কণ্ডাকটার টিকেটের পয়সা চাহিতে সাহস করিল না। ট্রাম বড়বাজারে পৌঁছিলে সন্ন্যাসী নামিয়া চলিয়া গৃহে গমন করিলেন। কুমুদিনী জানিতে পারিলেন, তাঁহার পত্র পৌঁছিয়াছে। পিতা মাতা ভাল আছেন।

একাদশ কাণ্ড।

কাবুলী ডাকাত।

পর দিন অপরাহ্ণে জলযোগের পর কুন্দনলাল উপরের ঘরে ইজি চেয়ারে বসিয়া পান তামাক খাইতে খাইতে মনে মনে কি

ভাবিয়া মঞ্জুরীকে ডাকিলেন। কুমুদিনী পার্শ্ববর্ত্তী সোফায় বসিয়াছিলেন। মঞ্জুরী উপস্থিত হইলে কুন্দনলাল তাহাকে বলিলেন,

"মঞ্জুরী! তুমি যে সে দিন তোমার নিজের অবস্থার কথা বলিবার সময় যার ঘরে ১৫।১৬ দিন ছিলে, সেই সোণারবেনে বুড়ীর কথা বল্‌ছিলে, তার বেটা নাই, বউএর সঙ্গে মোকদ্দমা চলছে, তা তুমি জান্‌লে কি করে?"

মঞ্জু। বুঢ়ী এক দিন তার নায়েব বাবুর সাতে কথা বলছিলেক, "তা ছুঁড়ী রাঁড় হয়েছে, ব্যাটা পুত্তুর তো নেই, যে বিষয়ের দাবী করবে? তবে খোরপোষ পাবে, তা থাক না এসে আমার সঙ্গে, খেতে পোত্তে দেবো। না হয় মাসে ৩০।৪০৲ টাকা খোরাকী নেবে, এ বই বিষয় পাচ্ছে না। তারপর তার বাপ মোকদ্দমা চালাবে, তার কত টাকা আছে? আমি হাইকোর্ট, তার পর বিলেত পর্য্যন্ত দেখে ছাড়বো, হার্‌তে হার্‌তে বেটীকে হারাব।"

কুন্দন। বুড়ীর তবে ঢের বিষয়; টাকা কড়িও বিস্তর। হাই-কোর্ট, আর বিলেত আপিল ত অল্প টাকার কর্ম্ম নয়?

মঞ্জু। ঘরে তিনটে বড্ড বড্ড নোয়ার সিন্ধুক, সে গুলি কি আর খালি পড়ে আছেক। কিন্তু বেটী বড্ড কিপ্পীন। তার বাড়ী ১৫।১৬ দিন রহিলাম, মোকে এক খানা নতুন কাপড় দিতে সাহস হলেক না, পুরুনো ছেঁড়া একখান থান ধুতি দিয়েছিলেক, তাই পরে নাইতাম। এক দিন সাজিমাটি আর পাথর চুণ দিয়ে তার গামছা, বালিসের ওয়াড় কাঁচতে দিয়েছিলেক। সেই দিন আমার পরনের কাপড় খানা কেঁচে নিয়েছিলাম। বুঢ়ী দেখতে পেয়ে কিছু বল্‌লেক নি। এখানে আসবার দিন তার সেই ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে এলাম। বুঢ়ী

বল্‌লেক, "ইচ্ছা হয় ওখানা নে যা, না নিস তো শলতের কাপড় হবে, ফেলবার জিনিস নয়।"

কুমু। সোণারবেনেরা খুব হিসেবী, আর কৃপণ, তাই তাদের অত টাকা হয়।

কুন্দন। বুড়ী যে ঘরে শোয়, সে ঘরে আর কে থাকে ?

মঞ্জু। বুড়ী তায় সেয়ানা। কাকেও বিশ্বেস নেই। ঘরের বার হ'লেই দোরে তালা দিয়ে টেনে দেখে। রাত্তিরে ভিতরে খিল দিয়ে একলা শোয়। পাশের ঘরে ঝী শোয়।

কুন্দন। বাড়ীতে লোক জন চাকর বাকর ক জন আছে ?

মঞ্জু। গাই বাছুর পাঁচটীর তরে একটা উড়ে গয়লা আছে। বাগানের মালী, গাড়ীর সইস কচ্‌মান ২ জন, ঝী, বামুন, জমাদার বাড়ীতে রহে। বাজার সরকার, সে ঘরকে যায়। নায়েব, গমস্তা, তারাও অন্য ঠেঁয়ে থাকে। বামুনের কাছে শুনেছি, খুব বড় নোক, কলকাতায় অনেক বাড়ী আছে, ভাড়া পায়, জোমিদারী আছে। আগে নগদ টাকার সুদী কারবার ছিলেক, ব্যাটা মরবার পর থেকে ধার দেওয়ার কারবার তুলে দিয়েছে। অত বিষয় খাবেক কে। বউটীকে নাকি তার সোয়ামী মরবার সময় উল ক'রে দিয়েছিলেক, পোষ্‌বী পুত্তুর রাখতে, তা বুড়ী কহে, "উল (উইল) জাল।" বুড়ী নিজেই পোষ্‌বী পুত্তুর রাখবেক, কখনো কহে কাশী যাবেক।

কুন্দন লাল আর কিছু বলিলেন না। পর দিন অপরাহ্ণে সন্ন্যাসী বেশে তিনি মঞ্জুরীর কথিত সুবর্ণবণিক বৃদ্ধার বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া "বম্ বম্ হর হর, শিব শম্ভো!" বলিয়া চিৎকার করিলেন। জমাদার পায়লগী করিয়া বসিতে আসন দিল। হিন্দুস্থানীরা অনেকেই গাঁজা দিনে না খাইলেও রাত্রিতে অবশ্যই এক টান খায়। তাহারা

বলে, গাঁজা খেলে পূরব দেশের বাদী জল বিগুণ করিতে পারে না, এবং সেই জন্য তাহাদের ম্যালেরিয়া হয় না। জমাদার এক কল্‌কে গাঁজা সাজিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে দিলে সন্ন্যাসী-ঠাকুর-বেশী কুন্দনলাল মহাদেবকে নিবেদন কালীন অতি উচ্চৈঃস্বরে,

"বম্ কালী কল্‌কত্তাওয়ালী,
তেরা বচন ন যায় খালী,
আগরধত্তা, বম্ মহাদেব,
টন গণেশ, লেনা হো
শঙ্কর! বম্. বম্. বম্।"

বলিয়া গাঁজায় কসে দম দিয়া জমাদারের হাতে কল্‌কে দিলেন। সন্ন্যাসীর গাঁজার মন্ত্রে, বিশেষতঃ অত্যুচ্চ বম্ বম্ শব্দে বাটীস্থ নায়েব, গোমস্তা, ঝী, বামুন, এমন কি গৃহস্বামিনী বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর আগমনের বিষয় জানিতে পারিয়া, বৃদ্ধা উপরের ঘরের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, এক বিভূতি ভূষিত, ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বর পরিহিত, অবধূত সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাহার মনে হইল সাধু সন্ন্যাসীরা অনেকেই ভবিষদ্বাণী বলিতে পারেন। বৃদ্ধা জমাদারকে ডাকিয়া বলিল, "সাধুজীকে উপরে নিয়ে এস, আমি কিছু কথা জিজ্ঞেস কোরবো।"

জমাদার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বলিল,

"মহারাজ! মা জী বোলাতেঁ হ্যাঁয়, কুছ বাত পুছেঙ্গে।"

সন্ন্যাসী-রূপী কুন্দনলালেরও ইহাই ইচ্ছা যে, বাটীতে প্রবেশ ও নির্গমনের পথ, সুবিধা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করেন। জমাদারের কথায় উঠিয়া বলিলেন, "বহুত আচ্ছা, চলো।"

জমাদারের সহিত সন্ন্যাসী উপরে উঠিলে স্থূলাঙ্গী গৃহিণী বৃদ্ধা

পশ্চাদ্ভাগের বারান্দায় একখানি আসন পাতিয়া দিল এবং একটী টাকা সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া জোড়াসন ভাবে সম্মুখে বসিল।

সন্ন্যাসী। ক্যা বাত হ্যায় মাই জী ?

বৃদ্ধা। আমার ব্যাটার বোয়ের সঙ্গে মামলা হচ্ছে, কি হবে বলে দিন।

সন্ন্যাসী। "ক্যা হ্যায়" বলিয়া জমাদারের মুখ পানে চাহিলে জমাদার বলিল,

"উনকা বহুকা সাথ মোকদ্দমা হোতা হ্যায়, হার জীত ক্যা হোগা, সো পুছতে হ্যাঁয়।"

সন্ন্যাসী। বাঁয়া হাথ দেখলাও।

বৃদ্ধা বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া দেখাইলে সন্ন্যাসী ক্ষণকাল প্রণি-ধানান্তে "এক দফে হার, আখের জীত" বলিলেন।

বৃদ্ধা বুঝিল, হাইকোর্টে হার হবে, বিলাত আপীলে জীত হবে। সে মনে মনে খুসী হইয়া ঝীকে একবাটী ঘন আবর্ত্তিত দুগ্ধ, ও কতি-পয় সন্দেশ আনিতে বলিল। ব্রাহ্মণ জল আনিয়া দিল। সন্ন্যাসী মনে মনে গাঁজার চাট যুটিল ভাবিয়া সন্দেশ ও দুগ্ধ উদরস্থ করিয়া জল খাইয়া উঠিয়া চলিলেন। বৃদ্ধা বলিল, "টাকাটী নে জান।"

সন্ন্যাসী। সাধু পয়সা ছুতা নহি, তেরা দুধ খায়া, যা তেরা পুত হোগা।

বৃদ্ধা। আমিও তাই মনে করেছি। মোকদ্দমা চুকে গেলে একটা পোষ্যী পুত্তুর নেবো, তা আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।

কুন্দনলাল ইত্যবসরে বাটীর পশ্চাদ্দিকের বাগান, পুকুর, দেয়াল, খিড়কীর দ্বার, একতালা গোশালা, তাহার পার্শ্বে খড়ের বৃহৎ গাদা

না দিবে তো এই ছোরা বুকে বসাইয়া দিব।

দেখিয়া জমাদারের সহিত নিম্নে অবতরণ করতঃ দ্বারের বাহির হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত মিশিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সেই দিবস রাত্রি বারটার সময় পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধার শয়ন কক্ষের দ্বারে বিড়ালের মেউ মেউ ডাক ও নখরের আঁচড়ান শব্দ হইতে লাগিল। বৃদ্ধার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে বলিল, "আঃ মলো, বেড়ালটা বুঝি ঘরে ঢুকেছিল, বেরোতে পাচ্ছেনা, আঁচড় পাঁচড় করে ডাকছে, বের করে না দিলে আর ঘুম হবে না, রাত ভোর উৎপাত করবে," এই বলিয়া খাট হইতে নামিয়া গৃহের ক্ষুদ্রালোক বৃদ্ধি করতঃ যেমন দ্বার উদ্ঘাটন করিল, অমনি এক ভীষণ মূর্ত্তি দস্যু, তাহার মস্ত নাক রক্তবর্ণ মুখ, লম্বা লম্বা দাড়ী, গোঁপ, মাথায় বাউরী চুল, লম্বা লাল টুপী, চারিদিকে কালো পাগড়ী জড়ান, ডান হাতে ছোরা, বাম হাতে পিস্তল ও বাঁশের লাঠী, সবলে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বৃদ্ধাকে মৃদুস্বরে বলিল, "চিল্লাবী তো এই ছোরা বুকে বসিয়ে দিব, খবরদার চুপ করে থাক, আর লোহার সিন্ধুক খুলে টাকা কড়ি দে, না হলে খুন করব।"

বৃদ্ধা দেখিল, কাবলীওয়ালা ডাকাত, যে ভাবে ছোরা উচিয়েছে, বুকে বসায়ে দেয় আর কি। সে ভয়ে জড়সড় হইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, "প্রাণে মেরোনা, তোমায় টাকা দিচ্ছি।"

কাবুলী পূর্ব্ববৎ ছোরা ধরিয়াই রহিল এবং বলিল, "জলদি কর, না হ'লে মেরে ফেলব।"

বৃদ্ধা চাবী যোগে একটী সিন্ধুক খুলিয়া নগদ টাকার এক তোড়া নিতে বলিল।

কাবুলী বলিল, "নোট দে।"

বৃদ্ধা অগত্যা লোহার আলমারী খুলিল।

কাবুলী কটিবদ্ধ বস্ত্র খুলিয়া পাতিয়া ধরিল। বৃদ্ধা অল্প

কতিপয় তাড়া দিলে কাবুলী লাঠীর গুঁতা দিয়া বলিল, "আওর দে।"

তখন গুঁতার চোটে কাঁপিতে কাঁপিতে অনেক গুলি নোটের তাড়া কাপড়ের উপর ফেলিয়া দিল। কাবুলী অপর লোহার সিন্ধুকটী দেখাইয়া বলিল, "এটাও খোল।"

বৃদ্ধা ইতস্ততঃ করাতে আর এক লাঠীর গুঁতা মারাতে সেটাও খুলিল। উহার মধ্যে মোহর ও সোণার নানাবিধ অলঙ্কার ছিল। এবার কাবুলী এক থলে মোহর ও কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার স্বহস্তে বাহির করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া পিঠ বোচ্‌কা করিয়া ঘরের বাহির হইল।

বৃদ্ধা দ্বারে খিল দিয়া "বাপরে, গেলুম রে, কাবলীওয়ালা ডাকাত সব নিলেরে. জমাদার, জমাদার, ঝী, ঠাকুর, গয়লা" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

জমাদার লাঠী ও তরবারী হস্তে বাহির হইল। ঝী হাউ মাউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। ঠাকুর ও গয়লা বাটীস্থ সকলেই চিৎকার শুনিয়া জাগিয়া উঠিল।

সিঁড়িযোগে নিম্নে অবতরণ নিরাপদ নহে, এজন্য কাবুলী পশ্চাদ্ভাগের বারান্দার রেলিংএর সহিত স্বীয় সুদীর্ঘ কৃষ্ণ পাগড়ী বাঁধিয়া তাহা ধরিয়া দোতালা হইতে গোশালার ছাতের উপর নামিল। যতদুর হাত পৌঁছিল, ছোরা দ্বারা সেই লম্বমান পাগড়ী কাটিয়া ফেলিল, যেন কেহ তদ্‌যোগে অনুসরণ জন্য অবতরণ করিতে না পারে।

উড়ে গয়লা গোশালার ছাতের উপর কাবুলীকে নামিতে দেখিয়া একটা লম্বা বাঁশ দ্বারা খোঁচা দিতে উদ্যত হইল।

কাবুলী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল। সে লোকটা "বাপালো, খুন কলে" বলিয়া বংশী সহিত ভূমিতে পতিত হইল। কাবুলী গোশালার ছাদ হইতে এক লম্ফে নিম্নস্থ খড়ের গাদার উপর পড়িয়া তথা হইতে অবলীলাক্রমে নামিয়া বাগানের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে একটী সিটীর ধ্বনি করিল।

জমাদার ইত্যবসরে সিঁড়িযোগে দোতালা হইতে নিম্নে আসিয়া বাগানের মধ্যে কাবুলীকে যেমন আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছিল, অমনি কে যেন এক বৃহৎ লাঠী দ্বারা তাহার পদে এরূপ জোরে আঘাত করিল যে জমাদার "বাপরে" বলিয়া বসিয়া পড়িল।

কাবুলী রূপী কুন্দনলাল বুঝিলেন, মনুয়ার লাঠীর আঘাতে জমাদার ধরাশায়ী হইয়াছে।

তখন উভয়ে দ্রুতপদে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া, পিঠের বোচ্‌কাটী বগলে করিয়া, তদুপরি অলষ্টার পরিয়া কৃত্রিম গোঁপ দাড়ী, বাউরী চুল, টুপী তাহার ভিতরের পকেটে পুরিয়া, স্বাভাবিক বৈদ্য বেশে পাগড়ী মাথায়, জামিয়ার গায় দিয়া ছড়ি হাতে গলি হইতে সড়কের দিকে বাহির হইলেন। মনুয়ার হাতে চোরা লণ্ঠন ছিল, তাহার আলো বৃদ্ধি করিয়া উভয়ে বাটীর পূর্ব্বদিকে আসিয়া পড়িলেন। বহির্দ্বারে উড়ে পাচক ব্রাহ্মণ "পহারায়ালা, পহারা-য়ালা, ডাকু ডাকু" বলিয়া চিৎকার করিতেছিল।

মনুয়া অগ্রে লণ্ঠন ধরিয়া চলিল। কুন্দন গন্তব্য পথের বিপরীত দিকে বহুদূর অগ্রসর হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া নিজের বাটীর দিকে ধীরে ধীরে ফুটপাথের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন। লুণ্ঠিত বাটীর সম্মুখ দিয়া গমনকালে দুই জন পাহারাওয়ালা কনষ্টেবল সেই বাটীর দিকে চিৎকার শুনিয়া আসিতেছিল। লণ্ঠনের আলোকে অলষ্টার

জামিয়ার পরিহিত পরিচিত বৈদ্যরাজকে দেখিয়া একজন সেলাম করিল (সে মুসলমান) আর এক জন পায়লগী করিয়া বলিল "বৈদ্যজী মহারাজ ! কাঁহা গয়েথে ?

কুন্দন হাস্যমুখে বলিলেন,

"পূরণ শাহুকী লড়কী বড়া বিমার হ্যায়, উসিকো দেখনে গয়েথে।"

পাহারাওয়ালারা বলিল, "আপ গরীবোঁকা বড়া উপকার করতে হ্যঁায়।"

কুন্দন। করনা চাহিয়ে, হম বৈদ্য হ্যঁায়, এহি হমারা পেশা। আওর পূরণ শাহু হিন্দুস্থানী।

এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। কুন্দন বুঝিলেন, পুলিসের সহিত আলাপ, পরিচয়, দোস্তী থাকিলে সময়ে কাজে লাগে।

পাহারাওয়ালারা উড়ে ব্রাহ্মণের চিৎকারে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

মনুয়ার সহিত কুন্দন অনতিবিলম্বেই বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলে মনুয়া দ্বারে আঘাত করিবামাত্র, মঞ্জুরী আলো লইয়া নীচে আসিয়া পূর্ব্বের শিক্ষিত মত, "কে" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, মনুয়া সাঙ্কেতিক বাক্য "খটমল" বলিলে, মঞ্জুরী দ্বার খুলিয়া দিল। কুন্দন ও মনুয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করতঃ উপরে যাইয়া অলঙ্কার ও বগলের বোচ্‌কা খুলিয়া বিশ্রাম জন্য তামাক খাইতে লাগিলেন। তাহার পর শয়ন করিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে কুন্দনলাল বৈদ্য-বেশে দারোগা হরগোবিন্দ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হরগোবিন্দ সিংহ বলিলেন, "পণ্ডিতজী! আপনি শুনেছেন, গত রাত্রিতে কলুটোলা ষ্ট্রীটে—নং

বাড়ীতে ভয়ানক ডাকাতি হ'য়ে গিয়েছে?. গৃহ-স্বামিনীর এজাহার অনুসারে, এক মেওয়াওয়ালা কাবুলী, চেহারা লাল, নাক লম্বা, লম্বা লম্বা গোঁপ দাড়ী, বাউরী চুল, লম্বা লাল টুপী, কালো পাগড়ী জড়ান, ডানি হাতে ছোরা, বাঁ হাতে পিস্তল আর লাঠী। বৃদ্ধা, বেড়ালের মেউ মেউ শব্দ, আর নখের আঁচড়ানের শব্দ শুনে বেড়ালটাকে ঘরের বাহির করে দেবার জন্য যেমন দরজা খোলে, অমনি দস্যু ঘরে ঢুকে বৃদ্ধার বুকে ছোরা বসায়ে দিয়ে খুন করতে উদ্যত হয়। প্রাণের ভয়ে বৃদ্ধা লোহার সিন্ধুক খুলে দেয়। তখন লাঠীর গুঁতা দিয়ে নোট সব রকম প্রায় বিশ হাজার টাকার, [অবশ্যই অনুমানি] মোহর এক থলে হাজার, মূল্য ২০৲ টাকা হিসাবেও বিশ হাজার টাকার, আর সোণার গহনা প্রায় হাজার টাকার নিয়ে চম্পট দেয়।

কুন্দন। কি ভয়ানক ডাকাতি!

হরগো। বৃদ্ধা তখন দ্বারে খিল দিয়া হল্লা করে। বাড়ীর হিন্দুস্থানী জমাদার, উড়ে বামুন, ঝী, উড়ে গোয়ালা জেগে উঠে। জমাদার লাঠী,তলওয়ার নিয়ে উপরে যেতে যেতেই কাবুলী পিছাড়ীর বারাণ্ডার রেলিংএর সহিত নিজের কালো পাগড়ী বেঁধে তাই ধরে গোহালীর ছাতে নামে। আমি পাহারাওয়ালা বিটের কনষ্টেবল রামরূপ সিংহের মুখে খবর পেয়ে, আর চারজন কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলাম, যে পাগড়ী ধরে ডাকাত গোহালী ঘরের ছাতে নেমেছিল, তার উপরে যত দূর হাত পৌঁছায়, পাগড়ী কাটা পড়ে আছে।

কুন্দন। পাগড়ী কাটলে কেন?

হরগো। বুঝলেন না, যেন কেহ উপর হ'তে পাগড়ী ধরে ছাতে নামতে না পারে। গোয়ালা একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে কাবুলীকে খোঁচা

দেবার চেষ্টা করাতে তাকে পিস্তলের গুলি করে। গুলি তার জাংবে লেগেছিল, তাকে ডুলি করে হাস্পাতালে পাঠান হয়, গুলি বার হয়েছে, লোকটা মরবে না। তার পর জমাদার লাঠী তলওয়ার নিয়ে পিছনের বাগানের মধ্যে পুকুরের ধারে যখন কাবুলীকে আক্রমণ করতে যায়, তখন আর একজন জমাদারের পায়ে এমন জোরে লাঠী মারে, যে সে পড়ে যায়। সেই সময় ডাকাতেরা খিড়কীর দরজা খুলে পলায়।

কুন্দন। কি ভয়ানক কাণ্ড! আপনারা কাবুলীর সন্ধান কচ্ছেন না?

হরগো। কাবুলীর সন্ধান করা আমাদের কর্ম্ম নয়। তবে অনুসন্ধান করলাম, ডাকাত ধরা পড়ল না, শেষে এই রিপোর্ট ঝাড়ব।

কুন্দন। ও বেটারা মেওয়া বেচবার নাম ক'রে এইরূপ কাণ্ডই করে।

হরগো। ষণ্ডা গুণ্ডা চেহারা, প্রাণের ভয় নাই। জঙ্গলী জানোয়ার। দিনে ডাকাতী করলে কে ধরে। ওদের সব এক জোট, একটাকে ধরলে, আর গুলো বাঘের মত এসে প'ড়ে পুলিসকেই মেরে ভূত ভাগায়ে দেয়।

কুন্দন। যাক, আমাদের মত গরীব লোকের ডাকাতের ভয় নাই। সম্বলের মধ্যে কতকগুলি ওষুধের শিশি, তা নিয়ে কি করবে।

হরগো। ওদের দলে হিন্দুস্থানী গোয়েন্দাও আছে। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে নাকি এক সন্ন্যাসী এসেছিল। জমাদার তাকে গাঁজা খাওয়ায়। বুড়ীর সহিত তার বেটার বহুর মোকদ্দমা চলছে, তার হার জীতের ফলাফল জানবার জন্যে বুড়ী তাকে দোতালার বারাণ্ডায় ডেকে হাত

দেখায়। সেই অবসরে সে সন্ন্যাসী গোয়েন্দা বাড়ীর অবস্থা দেখে শুনে ভেদ নিয়ে যায়, তারপর রাত্রে এই ডাকাতি।

কুন্দনলাল শুনিয়া অবাক হইয়া হা করিয়া রহিলেন। যেন কিছুই জানেন না। তাহার পর দারোগা ডাকাতির তদন্তে, লাল চেহারার, নাক লম্বা, বাউরী চুলওয়ালা কাবুলীর সন্ধানে বাহির হইলেন এবং কুন্দনলাল বিদায় হইয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিলেন।

দ্বাদশ কাণ্ড।

মঞ্জুরীর বিবাহ।

কুমুদিনীর নিকট সবিশেষ না বলিলেও মনুয়ার সহিত রাত্রি বারটার পর বাহিরে যাওয়া, এবং মঞ্জুরীর নিকট সুবর্ণবণিক বৃদ্ধার বৃত্তান্ত সবিশেষ জিজ্ঞাসা করা, স্মরণ করিয়া তিনি স্বামীর অনুপস্থিত সময়ে বস্ত্রাবদ্ধ বোচ্‌কা খুলিয়া তন্মধ্যস্থ এতগুলি নোট, মোহর, স্বর্ণালঙ্কার যে সহজে গৃহাগত হয় নাই, ইহার ভিতর যে কোন গূঢ় রহস্য আছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক টাকা বড় জিনিস। টাকার মায়া প্রায় কেহই ত্যাগ করিতে পারে না, এবং সদসৎ যে কোনরূপেই টাকা হস্তগত হইলে তাহা আবর্জ্জনার ন্যায় ফেলিয়াও দেয় না। তবে টাকার আকারটী গোল, তজ্জন্য টাকা হইতে অনেক সময়ে অনেক গোলযোগও ঘটে। একটী কবি-বাক্য তাঁহার স্মরণ হইল,

"টাকার আকার গোল, টাকা না হইলে গোল,
টাকা হ'লে গণ্ডগোলময়।
যাহার নাহিক টাকা, তাহার জীবন ফাঁকা,
টাকা বিনা মুখ বাঁকা হয়॥"

কুমুদিনী ভাবিলেন, যেরূপই হউক, টাকাগুলি এখনত নিজে-দেরই, খুব যত্নে রাখিতে হইবে। তিনি কুন্দনলালকে বলিলেন, "মা যে থলেটার মধ্যে বাসনগুলো ভরে দিয়েছিলেন, তারই ভিতর বোচ্‌কা সমেত ভরে মুখ বেঁধে রাখা উচিত, কেউ দেখলে বাজে জিনিস পত্রই মনে করবে। আর দেখতে পাবেই বা কে? পূজোরী রাঁধে বাড়ে, খায় দায়, তার পর তার থাকবার যায়গায় চলে যায়, সে এ ঘরে কখনও ঢোকে না, মনুয়া সেত আপনার লোকই, তার পর মঞ্জুরী, সেও পর নয়। নূতন হ'লেও পুরানার মতই। আচ্ছা, তাকে বিশেষরূপে আপনার করলে হয় না?"

কুন্দনলাল বলিলেন, "কিরকমে আপনার করতে চাও?"

কুমু। এক ফিকীর আছে। মঞ্জুরীর তো বয়স এক রকম হয়েছে, দেখতেও মন্দ নয়। মনুয়াও আঠার উনিশ বছরের। ওরা দুজনে স্ত্রী পুরুষ ভাবে মিলে গেলে হয় না? মঞ্জুরীকে মনুয়ার সহিত বিয়ে দিলে হয় না?

কুন্দন। আমিও তাই এক দিন ভাবছিলুম। ওরা দুজনে স্ত্রী পুরুষ ভাবে মিলে গেলে চাকর চাকরাণীর আর ভাবনা থাকে না। মঞ্জুরীর স্বামীটাত হাবা শুনতে পাই, তিন বছর যাবত নিরুদ্দেশ। ওর বয়সও প্রায় ষোলর। যদিও স্বামী অভাবে চুপ করে আছে, স্বামীর সহবাসে থাকতে গেলে এতদিন ছেলে হ'ত। (স্বগত) আর এক যাত্রায় পৃথক ফলই বা হয় কেন।

কুমু। একবার যে বিয়ে হয়েছিল, আর একবার রাজী হ'লে হয়।

কুন্দন। একবার বিয়ে হয়েছিল, তা মনুয়ার সঙ্গে মন মিলে গেলে আর একবার বিয়ে হ'তে দোষ কি। অক্ষত যোনী বিধবার যখন পুনর্ব্বার বিয়ে হ'তে পারে, বিদ্যেসাগর মহাশয় শাস্ত্রের বিধি খুঁজে বার করেছেন, তা এ অক্ষত যোনী সধবার বিয়ে হ'তে বাধা কি? তুমি মঞ্জুরীকে পটাও, আমিও মনুয়াকে রাজী কচ্ছি।

কুমু। বিয়ে কি আর সত্যিই ঢাক ঢোল বাজায়ে দিতে হবে! মালা বদল হ'লেই হ'ল। কারণ বন্ধনের ভয় থাকা চাই। অমনি অমনি স্ত্রী পুরুষ ভাবে যারা থাকে, ছোট লোকেরা তাদের কি বলে জানতো?

কুন্দন। বোধ হয় কিছু কিছু জানি। দন্ত্য ন এ আকার, তায় অনুস্বার, ঢয় একার, ময় নয় দীর্ঘ ঈকার!

কুমু। হাস্য সহকারে বলিলেন। "হাঁ বানান বোধ হয়েছে। তাই হ'লে বিবাহ বন্ধনের ভয় থাকে না। ইচ্ছা হ'লেই যে যাকে ছেড়ে পালাতে পারে। এ বিয়ের তুমি হবে পুরোহিত, আমি কন্যাদান করব, নূতন কাপড়, গহনা দেওয়া হবে, খাবার আয়োজন করা হবে। সিন্দুর চন্দনের টিপ পরস্পর দিয়ে, মালা বদল করে, একটা বাঁধা বাঁধি করে দিতে হবে। তার পর একবার স্বামী স্ত্রী ভাবে ঘর করতে আরম্ভ করলে, আর যাবে কোথায়।

এই যুক্তিই স্থির হইল। উভয়ে উভয়কে সম্মত করিতে সচেষ্ট হইলেন।

অপরাহ্নে কুমুদিনী মঞ্জুরীকে হাস্য মুখে বলিলেন।

"মঞ্জুরী! আজ কাল শীত বেশ পড়েছে নয়? তোর কি রাত্তিরে খুব শীত করে?"

মঞ্জুরী। হ্যাঁ মা, শীতের দিনতা শীত করবেক না।

কুমু। একলা থাকলেই বেশী শীত করে। শীতে রুই কি দুইজন হ'লে আর শীত করে না।

মঞ্জু। দুজন পাব কোথাকে। বলে,

"বিধাতা করেছে একা,
কোথা পাব তার দেখা।"

কুমু। আচ্ছা যদি তার আর দেখা নাই পাওয়া যায়, তাহ'লে কি চিরকাল একাই থাকবি?

মঞ্জুরী কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কুমুদিনীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

কুমু। একটা গাছের আশ্রয় না পেলে লতা যেমন উঠতে পারে না, তেম্নি একটা পুরুষের আশ্রয় না হলে মেয়ে মানুষ একলা সংসারে চিরকাল থাকতে পারে না। তার পর তোর বয়সও প্রায় হয়ে এল, যৌবন বড় বিষম কাল। যে বয়সে যা চাই, বুঝলিতো? তা না হ'লে বিধবার মত জন্মই বৃথা। মানুষের জীবনটা মনে কর, একটা গাছ, এতে সন্তান হ'ল ফল, তা যার না হয়, সে স্ত্রীর জন্মই বৃথা।

মঞ্জু। তা কি করি বল? আমার যেমন কপাল, উপায় কি।

কুমু। উপায় আছে। যে স্ত্রীর অজ্ঞান ছেলে বেলা বিয়ে হয়, আর কখনও কোন পুরুষ মানুষের কাছে যায়নি, সে বিধবাই হোক, আর নিরুদ্দেশ স্বামীর সধবা স্ত্রী হোক, তার আবার বে হ'তে পারে, শাস্ত্রের বিধি আছে। তোর একবার অজ্ঞান ছেলে মানুষ বয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্বামী কি তা তো তুই, জানিস না বল্লেই হয়। তার পর তুই তো তাকে ছেড়ে পালিয়ে আসিস নাই, সেই তোকে ছেড়ে পালিয়ে গ্যাছে, তুই আবার বিয়ে করলে অধর্ম্ম হবে না।

মঞ্জু। জাত কুল পাবো কোথাকে? আমাদের জাতের নোক না হ'লে অপর জেতে আমায় নেবেক কেনে?

কুমু। জাত কুল একটা দেশের চলন মাত্র। পরমেশ্বরের কাছে সব মানুষই এক জাত। যার যেমন কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবসা, তার তেম্নি জাত হয়ে পড়েছে। তোরা দুধ বেচিস, তাই গয়লা, যে লোহার কর্ম্ম করে, সে কামার। প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র মোটেই চার জাত ছিল। তাঁর পর ক্রমে কর্ম্ম মত এখন ছত্রিশ জাত হয়েছে। তা শূদ্র সবই এক জাত। তবে জল চলে, দেখতে শুনতেও ভাল হয়, আর দুজনেরই বয়স যদি উপযুক্ত মত হয়, তা হ'লে বিয়ে হ'তে কোন বাধা নেই।

মঞ্জু। তা হ'লে মনুয়া কি জাত মা?

কুমু। মনুয়া কাহার, জল চলে। তোর কি পছন্দ হয়।

মঞ্জু। আমার পছন্দ হ'লে কি হবেক? তার পছন্দ হয় তবেতো—

কুমু। তা বুঝতে কতক্ষণ, তুইতো মেয়েমানুষ, পুরুষ মানুষের মন বুঝতে তোর কতক্ষণ। দুচার দি'ন তার সঙ্গে হাসি তামাসা করে তার মন বুঝতে পারবি না?

মঞ্জুরী রাজী হইল।

এদিকে কুন্দনলাল নীচের ঘরে ঔষধালয়ে বসিয়া মনুয়াকে বলিলেন,

"দেখ্ মনুয়া! মঞ্জুরী দেখতে শুনতে বেশ নয়?"

মনু। আজ্ঞে হাঁ।

কুন্দন। জাত ও ভাল, গোয়ালার মেয়ে। ওর স্বামী ওকে ছেড়ে তিন বছর যাবত কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গ্যাছে তার খোঁজ নাই। বেচারী কুলীর আরকাটীর কারসাজিতে ঘর ছেড়ে এসে পড়েছে।

বয়সও এক রকম হয়েছে। স্ত্রীলোক উপযুক্ত বয়সে পুরুষের সঙ্গে না হ'লে একলা থাকতে পারে না। কে জানে পাছে কোন দিন চলে যাবে। তুই ওকে বিয়ে কর, বেশ হবে। স্বামী স্ত্রীতে দুজনে সুখে থাকবি। আমিও সেই রকমেই আছি, তা সব দেখছিস তো।

মনু। মঞ্জুরী রাজী হবে কি?

কুন্দ। লয় দিয়ে তার মন বুঝতে কতক্ষণ। তার পর জোয়ান মেয়ে মানুষের মনভুলাতে কতক্ষণ। কাপড়, গহনা, টাকা কড়ি যা দরকার সব আমি দিব। তুই চেষ্টা দেখ, সে রাজী হয় কিনা।

মনুয়া ভাবিল তা মন্দ কি। মঞ্জুরী বেশ দেখতে. মানুষও ভাল বলেই বোধ হয়, ঝগড়েটে নয়। সে বলিল, "আপনার যা মরজী, তাই হোক। আপনি মালিক মা বাপ, আমার মা, বাপ, ভাই, বন্ধু কেউ নাই, তা হ'লে জনমভোর আপনারই হয়ে থাকব।

এইরূপে মঞ্জুরী কুমুদিনীর এবং মনুয়া কুন্দনলালের অনুমোদন, উৎসাহ প্রাপ্তে উভয়ে উভয়ের মন বুঝিবার ও রাজী করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সেই অপরাহ্নে কুমুদিনী মনুয়ার বৈকালী জলপানের জন্য এক বাটী মুড়ী আর দুটী সন্দেশ মঞ্জুরীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "মনুয়াকে জল খাবার নীচের ঘরে দিয়ে আয়। পানও দিস।"

মঞ্জুরী বুঝিল, এই উপলক্ষে মনুয়ার মন বুঝিবার সুযোগ হইবে। সে মুড়ীর বাটী আর সন্দেশ দুটী হস্তে লইয়া নীচের ঘরে গেল। সে দেখিল, মনুয়া বাবুকে সিদ্ধি বাঁটিয়া দিয়া নিজে এক গেলাস উদরস্থ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। মঞ্জুরী হাস্য মুখে বলিল, "কিরে শিবের বাহন। সুধু ভাং খেয়েই ভোঁ হয়ে বসে থাকবি, না চাটও কিছু চাই?"

মঞ্জরী হাস্যমুখে বলিল, "কি রে শিবের বাহন।"

[কুন্দনলাল—১১৮ পৃষ্ঠা

মনুয়া মঞ্জুরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোর দয়া, তুই যে অন্নপূর্ন্না।"

মঞ্জু। দুঃ মুখ্‌খু! আমি যে অন্নপূর্ন্নার দাসী। অ'নে মা দয়া করে (সন্দেশ দুটী রস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া) এই এক বাটী মুড়ী দিয়েছেন, বসে বসে চর্ব্বন কর।

মনু। আর কিছু দয়া হবে না?

মঞ্জু। আচ্ছা, এই সন্দেশ দুটোও নে।

মনু। আর কিছু?

মঞ্জু। আবার? আচ্ছা একটা প্রাণ খা।

মনু। এটা কার প্রাণ?

মঞ্জু। তোর।

মনু। তোরটা দিবি না?

মঞ্জু। আমার প্রাণটা খেঁযে হজম কত্তে পারবিতো? তবে এই নে, বলিয়া আর একটি খিলিও মনুয়ার হাতে দিল।

মনু। প্রাণ ঠিক দিলি তো?

মঞ্জু। দিলেম তো।

মনু। মাইরি?

মঞ্জু। মাইরি।

মনু। তুই আমায় বিয়ে করবি?

মঞ্জু। করব—না।

মনু। (মঞ্জুরীর চিবুক ধরিয়া) করব—আবার না, কেন প্রাণ?

মঞ্জু। কি জানি ভাই, তোর পুরুষের মন।

পুরুষ ভোমরা জাতি নানা ফুলের মধু খায়।
মধু থাকে যতক্ষণ কত সেধে ধরে পায়।
মধু যেই ফুরালো, ভোঁ করে উড়ে যায়।

মনু। (মঞ্জুরীর হাত ধরিয়া) না. না মঞ্জু। সব পুরুষ সমান না। তোকে ছুয়ে বলছি, আর এই মহাদেবের বুটী সিদ্ধি হাতে আছে, তোকে কখনও ছাড়ব না।

মঞ্জু। মাইরি?

মনু। মাইরি, আমি তোকে খুব ভাল বাসবো।

তখন উভয়ে উভয়কে চুম্বন দান কালে বিবাহের পত্রস্বরূপ বাগ্দান করিল।

মঞ্জুরী বলিল, "পণ দিবি কত?"

মনু। 'দুশো" বলিয়া চুম্বন।

মঞ্জু। গহনা দিবি কি কি?

মনুয়া তাহাকে বক্ষে ধরিয়া, এই বালা, অনন্তো, মাকড়ী, চিক, বাজু। তার ভাবনা কি, বাবু আর মাইতো সব দিবেন। মঞ্জুরী হাস্য মুখে বলিল, সন্ধ্যা হয়, এখন যাই, আলো দিগে, তুই ছাড়।

মনুয়া সিদ্ধি খাইয়া মুড়ী খাইতে বসিল, মঞ্জুরী উপরে চলিয়া গেল।

কুমুদিনী গোধূলীর উজ্জল ছটায় মঞ্জুরীর পরিচুম্বিত স্মিত গণ্ড, অধর, ও পুলকিত নেত্র দর্শনে মৃদু হাস্য করিলেন। মঞ্জুরী হাস্য মুখে বলিল, হ্যাঁ মা, মনুয়া রাজী হয়েছে।

কুমু। আর তুই?

মঞ্জুরী লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

কুমুদিনী হাসিয়া বলিলেন, তবে আজ তোর গায়ে হলুদ, কাল বিয়ে হবে।

মঞ্জুরী হরিদ্রা বাটিয়া গাত্রে মর্দন করিয়া গাত্র-মার্জ্জন ও ধৌত করিল।

রাত্রিতে কুন্দনের সহিত কুমুদিনী পরামর্শ করিয়া বিবাহের

যৌতুক পাঁচটী মোহর, সোণার বালা, অনন্ত, মাকড়ী, চিক, রূপার মল, একখানি কম দামের লাল চেলী, এক খানি, বালুচরী ময়ূর কণ্ঠী শাড়ী, বরের আংটী, আহারের আয়োজন, এক প্রস্ত লেপ, বালিস, বিছানা, বাসন দেওয়া স্থির হইল।

পর দিন কুন্দনলাল বৈদ্য বেশে বাজার হইতে বস্ত্রালঙ্কার, বাসন, বিছানা ক্রয় করিয়া আনিলেন। রাত্রিতে ভোজনের বিশেষ আয়োজন করা হইল। অদ্য বুধবার ত্রয়োদশী, বর কন্যাকে বসন ভূষণে সাজাইয়া আসনে বসাইয়া কুমুদিনী উভয়ের অঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিলেন। পূজারীকে এক জোড়া ধুতি চাদর দেওয়া হইল। সে শাঁক বাজাইতে লাগিল। কুন্দনলাল পুরোহিত রূপে কুমুদিনীর রচিত, বিবাহের মন্ত্র উভয়কে পড়াইলেন।—

আমি তোমার তুমি আমার ভবের কাণ্ডারী।
পরাণ থাকিতে নাহি হব ছাড়াছাড়ি॥
এক মনে এক প্রাণে রব পরস্পর।
ধর্ম্ম সাক্ষী কালী, গঙ্গা দাও এই বর॥

মঞ্জুরী মনে মনে বলিল, "এত বেশ মন্তর, বেশ বোঝা গেল। আগের বিয়ের সময় ধাঙ্গড় বামুন কি কিড়ির মিড়ির মন্তর পড়ায়েছিল, তা বুঝতেই পারিনেই।"

অনন্তর বর কন্যা, কর্ত্তা আর গৃহিণীকে প্রণাম করিল। তাঁহারা ধান দূর্ব্বা দ্বারা উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পূজারীকে এক টাকা দিয়া প্রণাম করিল। আহারাদি সমাপনান্তে মনুয়া মঞ্জুরী বাসর ঘরে উত্তম শয্যায় হর্ষ মনে শয়ন করিল। কুন্দনলাল ও কুমুদিনী আনন্দিত চিত্তে হাস্য মুখে শয্যাশায়ী হইলেন।

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

জুয়েলার।

মঞ্জুরীর বিবাহের পরদিন রাত্রিতে আহারান্তে কুমুদিনী স্বীয় স্বামীকে বলিলেন, "সে দিন রাত্তিরে যে বোচ্‌কা এনে থলে ভরে রেখেছ, তা আজ খুলে দেখা যাক, কি রকম।"

কুন্দন। আচ্ছা তুমি দোত, কলম, কাগজ নিয়ে লিখতে আরম্ভ কর, আমি গুণে বলে দিচ্ছি। তার পর আমার পোর্টমাণ্টোর ভিতরে যা আছে, তারও একটা হিসাব ধর, দেখা যাক, মোট কত হয়।

কুমুদিনী কাগজ কলম লইয়া লিখিতে প্রস্তুত হইলে, কুন্দনলাল থলে হইতে বোচ্‌কা বাহির করিয়া প্রথমে নোট গুলি এক এক তাড়া করিয়া গণিয়া বলিতে লাগিলেন.

দশ টাকার নোট	১	তাড়া	১০০ খানা	১০০০৲
ঐ	১	ঐ	১০০ "	১০০০৲
ঐ	১	ঐ	১০০ "	১০০০৲
ঐ	১	ঐ	১০০ "	১০০০৲
কুড়ি টাকার নোট	১	ঐ	১০০ "	২০০০৲
ঐ	১	ঐ	১০০ "	২০০০৲
ঐ	১	ঐ	১০০ "	২০০০৲
পাঁচ টাকার নোট	১	তাড়া	১০০ খানা	৫০০৲
ঐ	১	ঐ	১০০ "	৫০০৲
পঞ্চাশ টাকার নোট	১	ঐ	১০০ "	৫০০০৲
ঐ	১	ঐ	১০০ "	৫০০০৲

একশত টাকার নোট ১ ঐ	১০০ ”	১০,০০০৲
পাঁচশত টাকার নোট ১ ঐ	১০০ ”	৫০,০০০৲
হাজার টাকার নোট ১ ঐ	১০ ”	১০,০০০৲
		৯১,০০০৲
গোলোকপুরী মোহর বহু ক্ষণে উভয়ে গণিয়া ১০০০ খান মূল্য ২০৲ টাকা হিসাবে	” ”	২০,০০০৲
গহনা সব রকম ১৫ খানা অনুমান		৫০০৲
		১১১৫০০৲
পোর্টম্যাণ্টা খুলিয়া বস্ত্র ও রুমালে বাঁধা নোট ও মোহর পৃথক কাগজে হিসাব ধরিয়া		১০,০০০৲
খুচরা অন্যান্য		৫০০৲
কুমুদিনী বলিলেন, আমার আছে		৭৫০৲
	মোট	১,২২,৭৫০৲

কুমুদিনী দেখিয়া অবাক হইয়া ব্যগ্রতাসহ বলিলেন, প্রিয়তম! আমার মাথা খাও, আর তুমি অমন ধারা রাত্তিরে টাকার জন্য বেরোয়ো না। ঢের হয়েছে, এই ভোগে আসলে হয়।

কুন্দন। হাঁ প্রিয়তমে! আর নয়, ঢের হয়েছে। এখন ভাবছি, চৌরঙ্গীতে সাহেব সেজে একটা সোণা, চাঁদীর বাসন বরতন, ঘড়ী, আংটী, চেন অলঙ্কারের কারবার খুলে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

কুমু। সাহেব সাজবে কেন?

কুন্দন। তা হ'লে ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুবই কম। অতিবড় রকমের কারবার খুল্‌লেও কেউ সন্দেহ করবে না।

কুমু। কোন দূরদেশে চলে গেলে হয় না?

কুন্দন। তা যে তেমন নিরাপদ নয়, তা এর আগেই তোমায় বলেছি। তারপর তোমার পিতামাতার সহিত দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা আর থাকবে না। তাঁদের অভাবে সে সমস্ত বিষয় টাকা কড়ি পরে খাবে।

কুমু। তা যা ভাল হয় কর, কিন্তু খুব সাবধান।

কুন্দন। কিছুদিন পরে তুমি এক দিন তোমার ঠাকুরকে আসতে লিখবে। তিনি এলে যদি সম্মত হন, তাঁকে সব কথা খুলে বলব, আর কারবারের খাজাঞ্চী করে রাখা যাবে। সবই তাঁরই হাতে থাকবে। তোমার মায়ায় তাঁরা নিশ্চয়ই রাজী হবেন। তাহ'লে তাঁর হাতে যা আছে, তাও কারবারে খাটাতে পারবেন। টাকার হিসাবও তিনিই রাখবেন, কি বল?

কুমু। মা ত অবশ্যি রাজী হবেন, তা হলেই বাবাও রাজী হবেন।

কুন্দন। অবশ্যি রাজী হবেন, কি করে বলছ?

কমু। (হাস্য মুখে) আমার বোধ হয় হয়েছে।

কুন্দন। কি হয়েছে?

কুমু। তোমায় দিয়ে যা হ'তে হয়। (পেট দেখাইলেন)

কুন্দন। (চুম্বন করিয়া) বল কি? কি করে জানলে?

কুমু। প্রায় তিন মাস হ'তে চল্‌লো—নাওয়া বন্ধ হয়েছে। মা জানতে পারলে কত খুসী হবেন। তাই বলছি, তিনি অবশ্যি রাজী হবেন। যা বলব তাই করবেন। মার বড় ইচ্ছা আমার একটী ছেলে হয়।

কুন্দন। মা কালী করুন, তাই হোক।

কুমু। তারই জন্যে বলছিলাম, আর নয়, টাকা ঢের হয়েছে। এখন নিরাপদে ভোগ করতে পারলেই ভাগ্য মানব।

পরদিন কুন্দনলাল মধ্যাহ্ন বারটার সময় সাহেব সাজিয়া, হাত ও মুখের যতদুর দৃষ্টি পথে পতিত হইতে পারে, তাহা এক প্রকার পাউডার দ্বারা রং করিয়া, অথবা নিজের স্বাভাবিক উজ্বল সুগৌর বর্ণকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া কৃত্রিম গোঁপ, গালপাট্টা দাড়ী বসাইয়া, সোণার ঘড়ী চেন ঝুলাইয়া, অঙ্গুলে বহু মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী ধারণ করতঃ যষ্টি হস্তে মস্তকে উচ্চ বিবরের টুপী পরিয়া দাঁড়াইলে কুমুদিনী বলিলেন, এখন আর আসল সাহেবের সহিত কোনই প্রভেদ নাই, কিন্তু আক্ষেপ, মেমটী তেমন হয়নি।

কুন্দন হাসিয়া বলিলেন, "আক্ষেপ কেন? মেমটীও না হয় হবে।"

তাহার পর একটী স্থূল ম্যানিলা চুরট ধরাইয়া বাহির হইলেন। এক খানি ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীতে চৌরঙ্গী উপস্থিত হইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর একটী বাটীর দ্বারে "To Let" লেখা দেখিয়া দরওয়ানের সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরগুলি দেখিলেন। নীচে বৃহৎ হল, কারবারের যোগ্য হবে। পাশে একটী কামরা, পশ্চাতে আর দুইটী সমপরিমিত ঘর, কেরানীখানা, ক্যাশিয়ারের যোগ্য হইবে। উপরে চারিটী বড় বড় ঘর, সম্মুখে পশ্চাতে বারেন্দা। তাহার পর নিম্নে অবতরণ করিয়া ভৃত্যদিগের লম্বা এক তালা ঘর, বাবুর্চ্চি খানা, আস্তাবল। মধ্যস্থলে ফুলের বাগান। নীচে উপরে চারিটী জলের কল, বাগানের মধ্যস্থলে ফোয়ারা। ভৃত্যাদির পাইখানা। উপরে নীচে গোছলখানা, কমডযুক্ত পাইখানা। উত্তম বাড়ী।

ব্যবসায়ের ও বাসের উপযোগী জ্ঞানে কুন্দনলাল সাহেবী স্বরে বলিলেন, "হাম লেনেমাংতা। ভাড়া কিটনা ?"

দরওয়ান। হুজুর, ভাড়াকা বাত মালিক লোক জানতা হ্যায়।

কুন্দন। মালিক কি ঢর ?

দরওয়ান। কলুটোল্লা। হুজুর চলিয়ে, হাম সাথমে যায়গা।

অনন্তর কুন্দনলাল প্রতীক্ষিত গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া চুরট খাইতে লাগিলেন। দরওয়ান কোচ্‌বাক্সে কোচমানের সহিত বসিয়া "কলুটোল্লা যাও" বলিল।

গাড়ী দ্রুতবেগে কলুটোলায় উপস্থিত হইলে কুন্দনলাল দেখিলেন তাঁহার কলুটোলাস্থিত বাটীর অধিকারিণী সেই সুপরিচিতা সুবর্ণবণিক বৃদ্ধার বাটী। দরওয়ান ভিতরে যাইয়া নায়েব বাবুকে বলামাত্র তিনি বাহিরে আসিয়া সাহেবকে বড় লোকজ্ঞানে "গুড মর্ণিং" করিয়া আপিসঘরে যাইয়া বসিতে বলিলেন। কুন্দনলাল এক খানি চৌকিতে বসিলে, নায়েব পূর্ব্বতন ভাড়াটীয়াদিগের প্রদত্ত ইংরেজী এগ্রিমেণ্ট চারি পাঁচ খানা বাহির করিয়া দেখাইলেন। কুন্দনলাল দেখিলেন, মাসিক ভাড়া ৩০০৲ টাকা। তখন তিনি সাহেবী স্বরে বলিলেন, "আমি ৩ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট করিতে প্রস্তুত আছি। নীচে জুয়েলারী দোকান, আপিস, কারখানা ইত্যাদি হবে, উপরে বাস করব। বাৎসরিক ভাড়া ২০০০৲ টাকা দিতে পারি, ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম দিব। (চক্ষুর ইশারা দ্বারা জানাইলেন) যদি করে দিতে পারেন, তা হ'লে ১০০৲ টাকা বকশীশ দিব।"

নায়েব বকশীশের লোভে বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমি গৃহস্বামিনীর অনুমতি লইয়া আসিতেছি, কারণ ভাড়া কম হ'লে তাঁর অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন।"

কুন্দন বসিয়া চুরট খাইতে লাগিলেন। নায়েব উপরে বৃদ্ধার নিকট সবিশেষ জানাইয়া বলিলেন, "মোকদ্দমার কি হয় বলা যায় না, তারপর হালেই ডাকাতি হওয়াতে বিস্তর টাকা নষ্ট হয়েছে। সাহেব ৩ বছরের গিরিমিট করবে, ছমাসের ভাড়া হাজার টাকা আগাম দেবে, আমার বিবেচনায় টাকাটা নেওয়াই ভাল।"

বৃদ্ধা নগদ হাজার টাকার নামে সম্মত হইল। নায়েব ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আড়াই হাজারের কমে তিনি কিছুতেই সম্মত হন না।" কুন্দনলাল বলিলেন, "তা হ'লে হ'ল না, আমি চলিলাম।"

তখন নায়েব বলিলেন, "আচ্ছা দু হাজারই হ'ল, কিন্তু আমাকে ২০০৲ টাকা দিতে হবে।"

শেষে ১৫০৲ টাকাতে রফা হইয়া উভয়ে গাড়ী করিয়া ছোট আদালতে গৃহ-স্বামিনীর উকিলের নিকট উপস্থিত হইলেন। ষ্ট্যাম্পে এগ্রিমেণ্ট লেখাপড়া হইল। ছয় মাসের ভাড়া এক হাজার টাকার খুচরা নোট দিয়া এক আনা ষ্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ লইলেন। এগ্রিমেণ্টে "K. L. Barmann" নাম সহি করিলেন। দরওয়ান সঙ্গেই আসিয়াছিল, তাহাকে কুন্দনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোম্ নোকরি করনে মাংগটা?"

দরওয়ান করযোড়ে বলিল, হুজুরকা মেহেরবানী।

কুন্দন। কিটনা টলব?

দরওয়ান। হুজুর, নায়েব বাবুকো পুছিয়ে, বন্দা পন্দ্র রূপেয়া পাতা থা।

কুন্দন। বহুট আচ্ছা হাজের রহো। হাম কালসে ডখল লেগা।

তাহার পর নায়েব বাবুর বকশীশ ১৫০৲ টাকার নোট তাঁহাকে দিলে তিনি ধন্যবাদসহ সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন। দরওয়ান চৌরঙ্গীস্থ

বাটীতে চলিয়া গেল।" কুন্দনলাল গাড়ীসহ ইংলিশম্যানের আপিসে যাইয়া ছয়মাসের সবস্ক্রিপশনের টাকা জমা দিয়া K, L. Barmann স্কোয়ার—নং চৌরঙ্গী ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। "কেরানী, একাউণ্ট্যাণ্ট, ক্যাশিয়ার প্রভৃতির আবশ্যক, বেতন যোগ্যতানুসারে। মেসার্স বারমান কোম্পানী—নং চৌরঙ্গী দরখাস্ত কর।" এইরূপ বিজ্ঞাপন এক সপ্তাহের জন্য দিলেন। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম জমা দিয়া রসিদ লইলেন। তথা হইতে রামজে ওয়েকফিল্ড কোম্পানীর দোকান হইতে একটী মেমের সর্ব্বপ্রকার পোষাক, টুপী, বুটজুতা ক্রয় করিয়া পাঁচটার সময় বাটী ফিরিলেন। গাড়োয়ানকে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বিদায় করিলেন।

জলযোগের পর সন্ধ্যার সময় দারোগা হরগোবিন্দ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন বিশেষ কার্য্যগতিকে অদ্যই আগ্রা রওয়ানা হইতে হইবে বলিয়া উভয়েই আক্ষেপের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রাতে বৈদ্যবেশে বাটী ভাড়া চুকাইয়া দিয়া রসিদ লইয়া ঔষধের সাইনবোর্ডখানি খুলিয়া ভগ্নকরতঃ উনান ধরাইতে দিলেন। ঔষধগুলি খালি বাক্সে প্যাক করাইলেন। আহারান্তে দুইখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া খাট, তক্তপোশ, আলমারী, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি সমস্ত আসবাব বোঝাই দিয়া পূজারী ও মনুয়ার সহিত চৌরঙ্গীর বাটীর ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলেন। কোনরূপে দরওয়ানের নিকট রহস্য ভেদ না হয়, তজ্জন্য পূজারী ও মনুয়াকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং উভয়কে পোষাক পরিয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া যাইতে বলিলেন। চৌরঙ্গীর বাটীতে পৌছিলে দরওয়ানের সাহায্যে মালপত্র ঘরে তুলিয়া রাখিয়া গাড়ী ভাড়ার টাকা দিবার জন্য মনুয়ার হাতে ২৲ টাকা দিলেন।

পূর্ব্বদিন যে মেমের পোষাক ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কুমুদিনীকে মেম সাহেব সাজান হইল। তাঁহার মুখে পাউডার মাখাইয়া হাতে উৎকৃষ্ট রেসমী দস্তানা, পায় মোজা, বুট, মাথায় কৃত্রিম পুষ্পালক বসান হ্যাট, হাতে ব্রেসলেট, কাণে ইয়ারিং, গলায় গার্ডচেন যুক্ত সোণার ঘড়ী, উভয় হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলে বহু মূল্যবান্ রত্নময় অঙ্গুরী পরাইয়া, কুন্দন লাল নিজেও পূর্ব্ববৎ সাহেব সাজিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কেমন মেম সাহেব, আক্ষেপ মিটিল তো?"

কুমুদিনী। মেম সাহেব কিন্তু বোবা, কথা বলতে পারবেন না।

মঞ্জুরীকে আয়া সাজান হইল। মনুয়া পূজারীকে চৌরঙ্গীর বাটীতে রাখিয়া ফিরিয়া আসিবামাত্র দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী ডাকান হইল। সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর ছাতে পোর্টম্যাণ্টো, ট্রঙ্ক, ব্যাগ বিছানা তুলিয়া দিয়া মঞ্জুরীকে ভিতরে বসাইয়া মনুয়া ছাতে উঠিয়া বসিল। ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীতে সাহেব ও মেম উঠিয়া বসিলেন। কুমুদিনীর পোষাক যে বৃহৎ ষ্টীলট্রঙ্কে পূর্ব্বদিন আনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে থলের মধ্যে যে বোচকা ছিল, তাহা খুলিয়া নোট, মোহর, ও বাজে কাপড় ইত্যাদি ভরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই ট্রঙ্কটী মঞ্জুরীর গাড়ীর ভিতর দেওয়া হইল। কুন্দনলালের হস্তে গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ ও লাঠী ছিল।

গাড়ী যথা সময়ে চৌরঙ্গীর অট্টালিকায় পৌঁছিলে দরওয়ান সাহেব ও মেম সাহেবকে সেলাম করিল। মাল পত্র মনুয়ার সহিত ধরাধরি করিয়া নামাইল। কুন্দনলাল দরওয়ানকে এক জন হিন্দু হিন্দুস্থানী চাপরাশী বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া কুমুদিনীর হস্ত ধারণে গাড়ী হইতে নামাইয়া গাড়ীর ভাড়া দিয়া বিদায় করতঃ নীচের ঘরগুলি ও বাগান

দেখাইয়া উভয়ে উপরে উঠিলেন। কুমুদিনী বুঝিলেন সাহেব লোকের বাসের উপযুক্ত বাড়ী বটে।

নীচের পশ্চাদ্বর্ত্তী একটী ঘরে মনুয়া, মঞ্জুরীর অবস্থান জন্য এক-খানি তক্তপোশ এবং চাকরদের ঘরের এক কামরায় পূজারীর থাকার জন্য অপর তক্তপোশ দিতে বলা হইল। ঔষধের বাক্স, ও আলমারী নীচের ঘরে রাখা হইল। উপরের ঘরে নিজেদের খাট, টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলমারী, ট্রঙ্ক, পোর্টম্যাণ্টো তোলা হইল। রাত্রিতে বাজার হইতে নানারূপ মিষ্টান্ন, লুচী, তরকারী আনাইয়া আহার করিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করা হইল।

মনুয়া দরওয়ানের সহিত প্রীতি স্থাপনে তাহাকে বিশেষ বুঝাইয়া সতর্ক করিয়া দিল, যেন বাহিরের কাহারও সহিত কোন রহস্য ভেদ না করে। পূজারীকে মাসিক ১০৲ টাকা বেতন দিবার ব্যবস্থা করিয়া মাথায় পাগড়ী ও গায় চাপকান পরিবার কথা বলিয়া দেওয়া হইল। কুন্দনলাল এক সেট চাঁদীর থালা, বাটী, গেলাস আনাইয়া তাহাতে খাদ্য সামগ্রী সাজাইয়া উপরের ঘরে দিবার আদেশ দিলেন। চাকরদিগের ঘরের এক কামরায় পূজারীর রন্ধনের স্থান করিয়া দেওয়া হইল। ঐ ঘরের অপর দুই প্রকোষ্ঠে দরওয়ান ও চাপরাশী থাকিবার ব্যবস্থা হইল। বাবুর্চিখানার তন্দূর, উনান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্যে স্যাকরার কারখানাঘর বা কর্ম্মশালা করিবার মনস্থ হইল।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

পুনর্ম্মিলন।

পরদিন কুন্দনলাল দরওয়ানের দ্বারা কয়ার ম্যাটিং, সতরঞ্চী, গালিচার মহাজনদিগকে আনাইয়া নীচের ও উপরের ঘরের মাপ অনুসারে ম্যাটিং, মাদুর, সতরঞ্চী এবং নিজের ড্রইং রুম গালিচা দ্বারা সজ্জিত করাইলেন। বউবাজার ও সাহেব বাড়ী হইতে প্রত্যেক ঘরের উপযোগী টেবিল, চেয়ার, গ্ল্যাসকেশ, সোফা, আপিস ঘরের জন্য বড় ক্লক ঘড়ী নানা সামগ্রী দ্বারা ঘর সাজাইতে লাগিলেন। এক খানি উত্তম টমটম ও এক খানি পাল্‌কী গাড়ী, ঘোড়া, সাজ ক্রয় করিলেন। একটী চড়িবার ঘোড়া, জীন, লাগাম, নিজের ব্যবহার্য্য নানা প্রকার জুতা, পোশাক, টুপী, একটী বিলাতি অল্প বয়স্ক স্প্যানিয়েল কুকুর নানারূপ ছবি, হার্ম্মোনিয়ম, পিয়ানো এবং কুমুদিনীর জন্য কাকাতুয়া, ময়না, হীরামণ ও অন্যান্য পাখী ক্রয় করিলেন।

ক্রমে চাপরাশী, কেরানী, সহিস, কোচম্যান, মসালচী নানা কার্য্যের লোক নিযুক্ত করা হইল। বিলাত হইতে ঘড়ী, ক্লক, টাইমপিস, চেইন, বোতাম প্রভৃতি অর্ডার দেওয়া হইল। এক খানি ১০ ফুট দীর্ঘ, ২ ফুট প্রস্থ সোণালী অক্ষরে "মেসার্স বারমান এণ্ড কোং ওয়াচ অ্যাণ্ড ক্লক মেকার্স, জুয়েলার্স ইত্যাদি" লেখা সাইন বোর্ড বাটীর সম্মুখে টাঙ্গাইয়া দিলেন। উপযুক্ত নানারূপ কারিকর নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া গিল্টী, ইলেক্‌ট্রোপ্লেটীং, ব্রোন্‌জীং নানা কার্য্যের কারখানা খুলিলেন। নমুনা

স্বরূপ কিছু কিছু সাহেব বাড়ীর তৈয়ারী সোণা, চাঁদির দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার অনুকরণে এবং নানা রূপ নূতন উৎকৃষ্ট ডিজাইনে বিবিধ বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া গ্লাসকেসে এটিকেট বসাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। চিঠি, পত্র, ফারম, ডাইস, সিলমোহর, রবরষ্ট্যাম্প, চাপরাস প্রস্তুত হইল। উত্তম সচিত্র ক্যাটালগ ছাপা হইল। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন, হ্যাণ্ডবিল, প্ল্যাকার্ড নানা প্রকারে বারমান কোম্পানীর নাম প্রচারিত হইল। স্থূলতঃ দুই মাসের মধ্যেই পণ্যশালা সুসজ্জিত এবং বারমান কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে কুমুদিনী তাঁহার মাতার নিকট এক খানি পত্র লিখিয়া নিজের গর্ভসঞ্চারের কথা জানাইলেন। এই চতুর্থ মাস, তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। অতি গোপনে তাঁহার পিতাকে দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রতিবেশী বা অন্য কাহারও নিকট তাঁহাদিগের কলিকাতায় আসিবার কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়, এই রূপ সতর্ক করিয়া দিয়া ছদ্ম চাপরাশী-বেশধারী মনুষ্যর দ্বারা এক দিন সন্ধ্যার সময় পত্রখানি কালীঘাটে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

মৈত্র মহাশয় পত্র প্রাপ্তিমাত্র গৃহিণীকে বলিয়া ঝী-কার্য্যকারিণী হরের মা কে ডাকিয়া আনিয়া বাটীতে রাখিয়া অবিলম্বে মনুষ্যর সহিত ট্র্যামে বসিয়া চৌরঙ্গীস্থ মেসার্স বারমান কোম্পানীর কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। প্রায় চারি মাস পরে পিতা ও দুহিতার সন্দর্শন হইল। কুন্দনলাল আপিস ও কারখানা বন্ধ করিয়া উপরে যাইয়া সাহেব বেশ ত্যাগান্তে বাঙ্গালী বেশে মৈত্র মহাশয়কে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রাণাম করিলেন।

কুমুদিনী পিতাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও বলিলেন।

তাহার পর পিতার জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। মৈত্র মহাশয় বুঝিলেন কুমুদিনী স্বীয় স্বামীর সম্বন্ধে কোন রূপ রহস্য এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। কুমুদিনী জলযোগের ব্যবস্থা জন্য মঞ্জুরীকে ডাকিতে গৃহান্তরে গমন করিলে, কুন্দন করযোড়ে মৈত্র মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ গর্ভবতী কুমুদিনীকে রহস্য ভেদ পক্ষে নিষেধ করিলেন, কারণ যাহা হইবার হইয়াছে, ললাট লিপি খণ্ডিবার নহে।

জলযোগের পর পান ও রূপাবাধাঁন হুঁকায় তামাক দেওয়া হইল। কুন্দনলাল তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উপর নীচের সমস্ত ঘর, দোকান, কারখানা, আসবাব, ঘোড়া, গাড়ী, একে একে দেখাইলেন। মৈত্র মহাশয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রীত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, ছদ্ম বেশী জামতা যদিও প্রকৃত কুঞ্জলাল নহে, তথাপি লোকটী যে অতিশয় অর্থবান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার কন্যা পরম সুখেই আছে, চাকর, বাকর, দাস, দাসী, ধন, সম্পত্তি কিছুরই অভাব নাই। বিশেষতঃ কুমুদিনী এখন গর্ভবতী, তাহাও পরম আনন্দের কথা। মৈত্র মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

কুমুদিনী বলিলেন, বাবা! আর আপনারই বা কে আছে। ইনিও একক, অনেক কাজ কর্ম্ম দেখতে হয়। আপনি কারবারের খাজাঞ্চী হয়ে টাকা কড়ির ভার নিয়ে মূল জমা খরচ, লাভ লোক-সানের হিসাবের ভার নিন!"

কুমুদিনী নিজের কৃত মূল ধনের ফর্দ্দ দেখাইয়া বলিলেন, এই আমাদের পুঁজি।

মৈত্র মহাশয় দেখিলেন ১,২২,৭৫০৲ টাকা। তাহার পর কুমু-

দিনী পুনরায় বলিলেন, আপনি আর মা এখানেই এসে থাকুন। কালী মা করেন ত সময় কালে, আর ছমাস পরে আমায় কে সাহায্য করবে। তার পর মাত্র দুটীতে নিরাশ্রয়ে কালীঘাটের বাড়ীতে থাকাও নিরাপদ নয়। কখন কোন চোর, ডাকাতে মাথায় বাড়ি দিয়ে খুন করে সর্ব্বস্ব নিয়ে পালাবে। এখানে কোন বিষয়ের অভাব নাই। বলতে গেলে আমরা রাজার হালে আছি। উপরে চারটে ঘর, তার একটা হলেই আপনাদের হবে। আমার বিবেচনায় কালীঘাটের আর ভবানীপুরের বাড়ী দুটো বেচে কাশী যাওয়ার নাম করে এখানেই আসুন। আপনার যা পুঁজি আছে, তাও এই কারবারে নিজের হাতেই খাটাতে পারবেন।”

কুমুদিনীর যুক্তি সঙ্গত অনুরোধ বাক্যে মৈত্র মহাশয় সম্মত হইলেন। তাহার পর কুন্দনলালের পালকী গাড়ীতে তাঁহাকে বাটীতে পাঠান হইল। মৈত্র মহাশয় গৃহে উপস্থিত হইয়া গৃহিণীকে সবিশেষ বলিলেন। তিনিও কুমুদিনীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর ক্রমে জিনিস পত্র ও কালীঘাটের এবং ভবানীপুরস্থ বাড়ী দুইটী পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া কাশী যাত্রার নাম করিয়া সস্ত্রীক চৌরঙ্গীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাহার নিজ তহবীল ৪৫০০০৲ টাকা নগদ, কোম্পানীর তহবীলে প্রদত্ত হইল। নিজে খাজাঞ্চী রূপে তহবীল ও ইংরেজীতে হিসাব পত্র রীতিমত রাখিতে লাগিলেন।

মৈত্র মহাশয় প্রথমবয়সে বরিশালের খাস মহলের তহশীলদারী চাকরী করিতেন। সেই সময়ে প্রায় দশ বার হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। তাহার পর কলিকাতায় বালাম চাউলের কারবার করিয়া বিলক্ষণ সঙ্গতি হইলে, পরিশেষে বন্ধকী সুদী টাকা ধার দিবার কাজ

করিতেছিলেন। চৌরঙ্গীর বাটীতে সাহেবী কেতায় থাকা তাঁহাদিগের পক্ষে বড় সুবিধা জনক হইল না। তিনি সপ্তাহ পরে জামতা ও কুমুদিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া অতি নিকটে মাসিক ৩০৲ টাকা ভাড়াতে একটী ছোট দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়া তথায় দাসদাসী সহকারে বাস করিতে লাগিলেন। গৃহিণী যখন ইচ্ছা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চাদ্দ্বার যোগে আসিয়া কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ফলতঃ তাঁহারাও সকল প্রকারে সুখেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কুন্দনলালের কর্ম্মশালায় একভরি গোলকপুরী মোহরের সোণার সহিত চারি আনা, ছয় আনা ও আট আনা বিশুদ্ধ তামা মিশ্রিত করিয়া ১৮, ১৬, ও ১৪ ক্যারেট বিলাতি সোণার বোতাম, আংটী, চেন, ব্রেসলেট, ইয়ারিং, ব্রুচ, নেকলেস প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া টিকেটযুক্ত নির্দ্দিষ্ট, অথচ সাহেব বাড়ী অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় দ্বারা প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। দ্রব্যগুলি খুব ভাল পালিশ, অথচ সুলভ হেতু বিক্রয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সর্ব্বক্ষণই বহুসংখ্যক সাহেব, মেম, রাজা, জমিদার, বড়লোকেরা দোকানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সকলেই সত্ত্বাধিকারী মিষ্টার বারমানের শিষ্টাচারে, সৌজন্যে ও বিনয়নম্র ব্যবহারে তুষ্ট হইতেন। অল্পকাল মধ্যেই বারমান কোম্পানীর নাম পড়িয়া গেল।

একদিন শনিবার দিবা ২টার সময় একটী ইহুদী চেহারার পরমা সুন্দরী নাতি খর্ব্বাকৃতি, বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী মেম কুন্দনলালের জুয়েলারী দোকানে, দেখিবার জন্যই হউক, অথবা দ্রব্য দেখিয়া পছন্দ হইলে কিছু ক্রয় করিবেন ভাবিয়াই হউক, নিজের ফিটেন গাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে দোকানে অন্য কোন ক্রেতা উপস্থিত ছিল না। দোকানে সাহেব বেশধারী কুন্দন যুবতী

মেমকে সমাগত দর্শনে যেমন তাঁহারা সমীপবর্ত্তী হইলেন, অমনি কুন্দনের মনে সহসা কোন পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল। মেমও কুন্দনলালকে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ের চারি চক্ষু সম্মিলিত হইবামাত্র উভয়েই বিস্ময় বিমিশ্রিত হর্ষে স্মিত মুখ হইয়া উঠিলেন। মেম বলিলেন, "আপনিই কি এই দোকানের মালিক ?"

কুন্দন, হাঁ, বলিয়া স্বীকার করিলে মেম বলিলেন. "তা হ'লে আপনার সহিত আমার কোন বিশেষ কথা আছে, কোন গোপন প্রকোষ্ঠে চলুন।"

কুন্দন দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বারস্থিত মনুয়াকে বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে মেমকে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

মেম একখানি চৌকীতে বসিয়া কুন্দনের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মন আর চক্ষু সাক্ষ্য দিতেছে, আপনার সহিত আমার রেলে পরিচয় হয়েছিল। দোহাই ঈশ্বরের, প্রবঞ্চনা করিবেন না। আপনাকে কোনরূপ ফ্যাঁসাদে ফেলব, সে দুরভিসন্ধি আমার নাই, আপনি সরল, অকপট ব্যবহার করলে আপনার যথেষ্ট লাভ বই হানি হবে না। বলুন. আপনিই সেই কিনা ?"

মেম এমন কাতর দৃষ্টিতে, ব্যগ্রতা সহকারে কথাগুলি বলিলেন, যে কুন্দনলাল কোনক্রমেই পূর্ব্ব পরিচয়ের কথা অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু অকপটে বলিলেন, "আমি যে অসদ্ব্যবহার করেছিলেম, আপনার অলঙ্কার, টাকাকড়ি অপহরণ করেছিলেম, আপনি তা ক্ষমা করতে পারবেন কি ?"

মেম। ক্ষমাত করেইছি। আপনি আর সে তুচ্ছ বিষয়ের জন্য কুণ্ঠিত হবেন না, ও কথা মুখেও আনবেন না। আর আত্মগোপনের

প্রয়োজন নাই। প্রিয়তম, নাথ, হৃদয়েশ! আমি আপনার আলিঙ্গনে সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তে আপনাকেই জীবনতরণীর কাণ্ডারী, হৃদয়াসনের রাজা করব ভেবেছিলাম। ক্রমে সুখের হিল্লোলে ভাসতে ভাসতে আমি, বোধ হয় কিঞ্চিৎ মাদকতা বশতঃই ঘুমায়ে পড়ি, আর সেই সময়ে আপনি আমাকে অনাথিনী করে ছেড়ে গেলেন। তদবধি আমি যে আপনাকে কতই খুঁজেছি, আপনার জন্য কতই আক্ষেপ করেছি, তা ঈশ্বরই জানেন। তবে অনেক খুঁজলে একদিন মিলেই, তাই বিধি এতদিনের পর আজ আমার হারানিধিকে মিলায়েছেন। আমার স্বামিন্, আমার প্রাণাধিক! আপনি জানে, না, যে আমি আপনার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছি।"

মেম আর বলিতে পারিলেন না, আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। নয়ন যুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। কুন্দনলাল প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, "আমার প্রিয়তমে, আমার প্রেমময়ি" এই বলিয়া অজস্র চুম্বন করিলেন।

মেম পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তম! আমি ত আপনাকে সেইদিনই বলেছিলাম, আমার পিতা খুব ধনী, বড় সওদাগর, কলকাতা আর সিমলাতে তাঁর কারবার আছে। আমিই মাতাপিতার একমাত্র সন্তান ও ওয়ারিশ। নাথ! আপনি আমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করুন, আমার এই পঞ্চম মাস গর্ভ, আমাকে লোক-লজ্জার হাত হ'তে উদ্ধার করুন। গর্ভস্থ অপনারই সন্তানের অনুরোধে আমাকে আশ্রয় দিন, আমি শপথ করে বলছি, আমি কায়মনোবাক্যে আপনারই।"

কুন্দনলাল বলিলেন, প্রিয়ে! তোমাকে অনেক গুপ্ত রহস্যের বিষয় বলতে হবে। তুমি তা শুনে যা ভাল বলে সিদ্ধান্ত করবে, আমি তায় অমত করব না। তুমি আজকার মত ঘরে যাও, এখন ক্রয়-বিক্রয়ের

সময়, অনেক ক্রেতা আস্‌তে পারেন। কাল রবিবার, দোকান বন্ধ থাকবে, তুমি ঠিক এইরূপ সময়ে এসো, আরও কোন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে আমি আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে সমস্ত কথা তোমাদিগকে বলব।

মেম কুন্দনলালকে পুনরায় আলিঙ্গন ও পরস্পর চুম্বনান্তে সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইলেন। দোকানের বিবিধ দ্রব্যাদি দেখিতে দেখিতে একটী হেয়ার পীন পছন্দ করিয়া মূল্য দিতে চাহিলে কুন্দন লাল বলিলেন, "তোমারই এ সব, তোমার সহিত আবার দোকান-দারী কেন?"

মেম হাস্যমুখে বিদায় হইলেন।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

রহস্যভেদের পূর্ব্বাভাস।

এই দিবস রাত্রিতে আহারান্তে কুন্দনলাল কুমুদিনীকে বলিলেন, কাল বেলা ২টার সময় কোন একটি স্ত্রীলোক আসবেন। তাঁর ও তোমার সাক্ষাতে আমি আমার জীবনের গুপ্ত রহস্যের বিষয় সমস্ত খুলে বলব। তা শুনে পাছে তোমার মনে আমার প্রতি ঘৃণা বা ভাবান্তর উপস্থিত হয়, সেই জন্য তোমার সহিত স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে মতামত জানবার, এবং কর্ত্তব্যতা মীমাংসার প্রয়োজন হয়েছে।

কুমু। ভাল বুঝতে পারলুম না, বুঝায়ে বল।

কুন্দন। তুমিত অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ পড়েছ। পূর্ব্বকালের পুরাণাদি

গ্রন্থে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, অর্জ্জুনের উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা প্রভৃতির পাণিগ্রহণ, ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর ক্ষত্রিয় যযাতি রাজাকে বরণ, শ্রীকৃষ্ণের ষোড়স সহস্র মহিষী না হইলেও রুক্মিনী, সত্যভামা, জাম্বুবতী, প্রভৃতি অনেক স্ত্রী গ্রহণ যা পড়েছে, এ সকল তোমার মতে সঙ্গত অথবা অসঙ্গত কি বলে বোধ হয়?

কুমু। ভগবানের পক্ষে সবই শোভা পায়, সকলই সম্ভব। তবে সঙ্গত কি অসঙ্গত বলতে গেলে, একজন পুরুষের একটি স্ত্রী গ্রহণই সঙ্গত বলে বোধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাও বোধ হয় তাই। মানুষ যে যেমন ইচ্ছা করছে, কিন্তু পাখিগুলির মধ্যে অনেকই জোড়া জোড়া প্রায় দেখা যায়।

কুন্দন। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাই কিনা বলা কঠিন। দেখ ঈশ্বর নারায়ণের লক্ষ্মী সরস্বতী দুই স্ত্রী, মহাদেবের উমা, গঙ্গা, চন্দ্রের সাতাসটী নক্ষত্র, কশ্যপের দিতী, অদিতী, কদ্রু, বিনতা, রাজাদিগেরত কথাই নাই। দশরথের তিন রাণী, পাণ্ডুর কুন্তী, মাদ্রী, শান্তনু নন্দনের অম্বিকা, অম্বালিকা। একালেও অনেক রাজার একাধিক রাণী দেখা যায়।

কুমু। তা-"দেবতার বেলায় লীলা খেলা।
পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা॥"
তোমার মতে কোনটী সঙ্গত ব'লে বোধ হয়।

কুন্দন। শাস্ত্রকারেরা বলেন,

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্।" পুত্রের জন্যই ভার্য্যা গ্রহণ। যদি কোন স্ত্রী চির রুগ্না, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, ও ব্যভিচারিণী প্রমাণ হয়, তাহ'লে পিণ্ডদাতা পুত্রের জন্য অপর পত্নী গ্রহণ অসঙ্গত নয়। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মাধর্ম্মও বিশেষ কিছু নাই।

কুমু। তা হ'লে ধর্ম্ম কি?

কুন্দন। ধর্ম্মের অর্থ, আমরা যে আচরণ ও কুল-লক্ষণ ধারণ করি তারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের চারি পদ বা অঙ্গ; সত্য, শুচি, দান, তপস্যা, ইহার মধ্যে পাণিগ্রহণ বা বিবাহের নামও নাই। দারান্তর গ্রহণ, অথবা বিশেষ কারণে একাধিক স্ত্রী গমন অধর্ম্ম বলেও বোধ হয় না। পুরুষের পক্ষেই যে কেবল দোষাবহ নহে, তাও নয়, স্ত্রী লোকের পক্ষেও পত্যন্তর বা অপর পুরুষের দ্বারা পুত্রোৎপাদন অন্যায় নয়, তবে বিশেষ কারণবশতঃ তেমন বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল, তদ্ভিন্ন তৃতীয় পুরুষগামিনী স্ত্রী ব্যভিচারিণী। অতি পূর্ব্বে বিবাহ পদ্ধতিই ছিল না, যে পুরুষ যে কোন স্ত্রী গমন করতে পারত। দ্বাপরেও ব্যাসদেবের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুরের জন্ম; ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্রের দ্বারা পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জ্জুনের জন্ম, এবং অশ্বিনী কুমারের দ্বারা মাদ্রীর গর্ভে নকুল, সহদেবের জন্ম জানত। তার পর অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী এই যে সতী নাম্নী পঞ্চ কন্যা, এঁরা প্রত্যেকেই একাধিক পুরুষগামিনী ছিলেন।

কুমু। শাস্ত্রের কথা ধরলে ধর্ম্মের গতি যে কি, তা বোল্‌বার যো নাই। কুন্তী বালিকা বয়স হইতেই অসতী, অথচ তিনি গেলেন স্বর্গে, আর সীতা পরমসতী, পতি বই জানতেন না, তিনি গেলেন পাতালে।

কুন্দন। হাঁ, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" এই জন্যই বলে। বস্তুতঃ পতিব্রতা একাধিক পত্নী ক্ষমবান পুরুষের পক্ষে অসঙ্গত বলে বোধ হয় না। তবে একাধিক পত্নী স্থলে সহপত্নীদিগের মধ্যে মনান্তর, কলহাদি হইবার ভয়, তাহাতে গৃহে শান্তির পরিবর্ত্তে সর্ব্বদাই ঝগড়া, অশান্তির আশঙ্কাতেই অনেকে "একনারী ব্রহ্মচারী" হইয়া ইন্দ্রিয়

সংযম দ্বারা একই স্ত্রীর সহিত সম্প্রীতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু কৈকয়ীর মত না হইয়া, কুন্তী মাদ্রীর ন্যায় সপত্নী হ'লে কোন অন্যায় ব'লে বোধ হয় না। তার পর দেখ, স্ত্রী গর্ভবতী হ'য়ে খুব কম ৭।৮ মাসকাল স্বামী সহবাসে অসমর্থা থাকে। পুরুষ বীর্য্যদাতা মাত্র, স্ত্রী গর্ভধারিণী, এমত স্থলে এত দীর্ঘকাল ক্রমাগত সংযত থাকাও অনেকের পক্ষে অসহ্য জ্ঞান হয় তখন অনেক পুরুষই লাম্পট্য-দোষে বেশ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলতঃ মানুষ দ্বারা মানুষ জন্মাইয়া সৃষ্টিবৃদ্ধি করা যদি বিধাতার ইচ্ছা হয়, তা হ'লে যে পুরুষ সংযত ভাবেও একাধিক স্ত্রীতে বীর্য্যসেক দ্বারা পুত্র জন্মাতে পারে, তার একই স্ত্রীর অনুরোধে শুক্ররোধ, অথবা তাহা অপাত্রে নষ্ট করা সৃষ্টি কর্ত্তার ইচ্ছা বলিয়া বোধ হয না। এ জন্যই বিধবার বিবাহ ইংরেজ সমাজে এবং বহুপত্নী গ্রহণ মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

কুমু। তাদের ধর্ম্মই পৃথক, হিন্দুর উল্টা মুসলমান, হিন্দুর মাথায় শিকা, মুসলমান ন্যাড়া, হিন্দুর দাড়ী কামান, মুসলমানের দাড়ী, হিন্দু কাছাদেয়, নেড়ে কাছা খোলা।

কুন্দন। হাঁ, তাদের আচার ব্যবহার পৃথক বলেই ধর্ম্মও পৃথক। তবে ওরই মধ্যে যে টুকু ভাল, তা মূল ধর্ম্মেরই অঙ্গ। ধর্ম্মমত যতই পৃথক হউক, তা যেমন নদী একটীই, তবে ঘাট পৃথক পৃথক সেইরূপ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, নানকপন্থী, নানা প্রকার ভেদ মাত্র। ইহার কোন মতের সহিতই বিবাহ বা স্ত্রী গ্রহণের বিধি নিষেধের স্পষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায় না। শাস্ত্রের এবং পুরাণাদিতে রতি-কামিনী উর্ব্বশীর শাপে অর্জ্জুনকে ক্লীব হতে হয়েছিল। কোন স্ত্রী যদি ইচ্ছা করে কোন পুরুষের নিকট পুত্র বাসনায় বা ইন্দ্রিয় উত্তেজনার রতি-কামনা

করে, তা হ'লে তার ইচ্ছা পূর্ণ না করাও পাপ বলে শাস্ত্রে আছে। মনে কর, আমি তোমার সহিত যথার্থ স্ত্রী পুরুষ ভাবে মিলিত হ'বার পূর্ব্বে যদি কোন অবিবাহিতা যুবতী আমার সহিত ইচ্ছা পূর্ব্বক সহবাস করে থাকে, আর তাতে তার গর্ভাসঞ্চার হয়, তার পর সে লোক লজ্জার ভয়ে আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ ক'রে সদ্ভাবে সাধ্বী স্ত্রী হয়ে থাকতে চায়, তা হ'লে তাকে আমার ত্যাগ করা উচিত কি না। মনে কর, তোমারই যদি সেই অবস্থা হত, আমি তোমায় গ্রহণ না করলে তোমার মনে কি হ'ত।

কুমু! তুমি যা বল্‌লে, কথা সত্য, তেমন অবস্থায়, তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। আহা! বেচারী কার কাছে যাবে, কি করেই বা মুখ দেখাবে। হাঁ, তাকে গ্রহণ না করলেই বরং পাপ।

কুন্দন। পণ্ডিতেরা অনেক শাস্ত্র আলোচনা করে, পুনঃ পুনঃ বিচার করে, পরের উপকারকে পুণ্য, আর পরপীড়নকে পাপ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কারো ধনে, মনে, প্রাণে, শরীরে কষ্ট দেওয়া পাপ, এজন্য তাকে ত্যাগ করলে তার মনে যে দারুণ কষ্ট হবে, সেই জন্যই পাপ।

কুমু। আমার তেমন কোন সতীন হ'লে, আমি তো তাকে নেবার জন্য তোমায় বরং অনুরোধই করতুম।

কুন্দন। (মনে মনে তুষ্ট হইয়া হাসিলেন) তবে এক ভয় দু সতীনের ঘর, বড় শক্ত কথা। বনিবনাও প্রায় হয় না। তার কারণ স্বার্থ। স্বার্থত্যাগী দশ ফকীর একখানি কম্বলে বসতে পারেন, কিন্তু স্বার্থপর দুইরাজা এক বড় রাজ্যেও থাকতে পারেন না। স্বার্থের বশে মানুষ অন্ধ হয়ে আমার, আমার, মার, মার করতে থাকে। জীবে দয়া যে ধর্ম্ম তাও স্বার্থের বশে ভুলে যায়। একদিন মরতে

হবে, তাও জানে, তবু স্বার্থে অন্ধ হয়ে যা শেষে ফেলে যেতে হবে, তারই জন্যে কলহ, যুদ্ধ, বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। স্বার্থ ত্যাগ করেই যোগী ঋষিরা গাছের বাকল 'পরে বনে, নির্জ্জনে গাছের তলায় বসে শান্তি সুখ উপভোগ করেন। স্বার্থের মাতার নাম কামনা, পিতার নাম লোভ। ইহাদিগকে ত্যাগ না করলে দয়ার পুত্র পুণ্য এবং শান্তির পুত্র সুখের মুখ দেখবার উপায় নাই। স্বার্থত্যাগ করে যখন দয়াবান ও শান্তিময় হওয়া যায়, তখনই পুণ্য ও সুখ যুগল নন্দন লাভে মানব চরিতার্থ হয়। কেমন একথা সত্য কি না।

কুমু। হাঁ, সত্য না বলবার উপায় নাই। স্বার্থই যত অনর্থের মূল। অর্থও স্বার্থ বশেই লোকে ছলে, বলে, কৌশলে সঞ্চয় করে।

কুন্দন। কৃপণের ধন অপহরণ করলে প্রকৃত পক্ষে অধর্ম্ম বা পাপ হয় না। কৃপণের ধন পরের জন্য। পরের ভোগের জন্য বর্দ্ধিতা কন্যার মত; খাওয়াও, পরাও, লালন পালন কর, কিন্তু দিতে হয় পরকে। শাস্ত্রানুসারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন রাখাই কৃপণতা। ধনের প্রধান কার্য্য দান, তা যে না করে, আর নিজেও না খায়, তার অধর্ম্ম হয়, তখন দৈবকর্ত্তৃক সে ধন হত হয়। আমিও স্বার্থবেশে বা দৈব প্রেরণায় কৃপণের যে ধন আত্মসাৎ করেছি, তা যদি কোন সময়ে দান করে অনাথ, দীন, দুঃখীর উপকার করতে পারি, তা হ'লে পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হবে। পরের নেওয়া অপেক্ষা পরকে দেওয়ার তুল্য সুখ আর সৌভাগ্য কি আছে। গরীব ভিক্ষা পেয়ে যত না সুখী হয়, দাতা ভিক্ষা দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভে তদধিক তৃপ্ত হয়েন। হাঁ, কুমুদিনী, ভগবান আমায় যা দিয়েছেন, আমি তার সদ্ব্যবহার করব, স্থির সঙ্কল্প করেছি। দয়াময় আমার ভাগ্য যেরূপ সুপ্রসন্ন করেছেন, তোমার মত লক্ষ্মী স্ত্রী পেয়েছি, লোকে বলে "স্ত্রী ভাগ্যে ধন, আর পুরুষের

ভাগ্যে জন” তা আমাদের ধন জন সব হয়েছে। এর পর তুমি যদি সম্মত হও, তা হ’লে দু’লাখ পাবার সম্ভাবনা অতি নিকট।

কুমু। বল কি! দু’লাখ টাকা আমরা পাব? কি সম্ভাবনা অতি নিকটে, খুলে বলনা। তুমি যা বলবে, আমি তায় অমত করব না।

কুন্দন। অমত করবে না? লক্ষ্মী আমার। এই বলিয়া কুমুদিনীকে সস্নেহে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন।

কুমু। আমি জীবনে কখনও তোমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করবনা, ইহাই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

কুন্দন। তা হলে কাল দুটোর সময় সমস্ত কথা জানতে পারবে। অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলেন।

ষোড়শ কাণ্ড।

যুগলপত্নী।

পরদিন দিবা দুইটার সময় মেম পূর্ব্বদিনের কথামত উপস্থিত হইলে, কুন্দনলাল তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া দ্বিতলস্থিত ড্রইংরুমে লইয়া চলিলেন। কুমুদিনী কোন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের আগমন প্রত্যাশায় একরূপ সজ্জিতা ভাবে সোফায় বসিয়াছিলেন। স্বামীকে একটী পরমাসুন্দরী মেম্ সহকারে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অতি বিস্ময়ান্বিতা হইয়া গাত্রোত্থান করতঃ মেমকে একখানি কুশন আঁটা উত্তম চৌকী একটু টানিয়া আনিয়া বসিতে দিলেন। মেম দেখিলেন, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকটী যেমন পরমাসুন্দরী, তেমনই নম্র স্বভাব,

শিষ্টাচার বিদিতা এবং অদাম্ভিকা। তিনি আসনে উপবেশন করিয়া উত্তম বাঙ্গলা কথায় বলিলেন, "কি বোন! তোমার বসবার ঘরে হঠাৎ আমায় ঢুকতে দেখে আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে?" তা দুদণ্ড আলাপ পরিচয় হ'লে অপরিচিতাও পরিচিতা, এমন কি সখীর মত প্রীতির পাত্রী হ'তে পারে নাকি?"

কুমুদিনী মেমকে বাঙ্গালীর মত সুন্দর ভাষায় বাঙ্গলা কথা বলিতে শুনিয়া যত না আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন, কুন্দনলাল ততোধিক পুলকিত হইয়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন,

"তুমি যে আমার দোভাষী-গিরীর বিষম দায় হ'তে বাঁচায়ে অবাক করলে।

মেম। বাঙ্গালা আমার ঠিক মাতৃভাষা না হ'লেও আমি যে বাঙ্গালিনী বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়ে (তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মিকা) শিক্ষয়িত্রীর নিকট বাঙ্গলা লেখা পড়া শিখেছিলুম। তারপর কলকাতায় থাকলে বাঙ্গলা শিখতেই হয়। বিশেষতঃ আমার মাও বেশ বাঙ্গলা জানেন।

কুমু। তা ভাই তোমার নামটী কি বলনা। আমরা কি ব'লে নূতন সইকে ডাকব?

মেম। আগে একটু আমার পরিচয় দি। আমার পিতা একজন ইটালিয়ান রোমান কাথলিক, মাতা এক ইহুদী ধনী সওদাগরের কন্যা। পিতা দেখতে খুব সুপুরুষ, তবে একটু অধিক বয়স হয়েছিল, সেই সময়ে আমার মাতা এক বিপদে পড়েন, এবং আমার পিতার সাহায্যে সে মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা হ'তে উদ্ধার হয়ে আমার পিতাকে তিনি শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। ক্রমে আমার মাতার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন

আমিই তাঁদের একমাত্র কন্যা। পিতা মাতা ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা বলেন। কারণ কেহই কাহারও মাতৃভাষা জানেন না। তাঁহারা ইংরেজীতে আমার নাম "লিলী" বলে ডাকেন। পিতার পদবী ব্যালো, সুতরাং আমি লিলী ব্যালো নামে পরিচিতা। আমার ধাত্রী-স্থানীয়া ব্রাহ্মিকা শিক্ষয়িত্রী আমাকে লিলীর অর্থ নলিনী বলে ডাকতেন, সুতরাং তোমরা এই লিলী, নলিনী যেটা ভালবাস সেই নামেই ডাকতে পার।

কুন্দন। আমাদের পক্ষে লিলীর চেয়ে নলিনীই মিষ্টি, কি বল কুনী?

নলিনা বলিলেন, ওঁর নাম কি কুনী?

কুমু। ছেলেবেলার আদরের, অথবা, কুমুদিনীর সংক্ষেপ।

নলি। বাঃ, কুমুদিনী বেশ নাম ত।

কুন্দন। নলিনী আর কুমুদিনী, দুটিরই একই সরোবরে বাস, বটে কি না?

কুমু। ইনি এলে যে কি রহস্যের কথা বলবে বলে ছিলে, তাই হোক না?

কুন্দন। হাঁ নলিনী, তোমাদের দুজনেরই কাছে, আমার কতকটা পূর্ব্ব রহস্য বলব। তোমরা তা শুনে আমায় ভয় আর ঘৃণা করবে না ত?

নলিনী। (কুমুদিনীর প্রতি) আচ্ছা সই! তোমাদের বাড়ী এলুম, অতিথ সেবার পানটি পর্য্যন্ত ত পেলুম না। তা আমায় মেম দেখে হয়ত দিতে সাহস করছ না। কিন্তু আমি শিক্ষয়িত্রী ঠাকরুণের পান একদিন খেয়ে, পান যে কি সুন্দর জিনিস, তা বিলক্ষণ জানতে পেরেছি। তবে মেম-বেশে পান খাওয়া ভাল দেখায় না বলেই দিনের বেলায় খাইনে। রাত্রিতে আমার না আর আমি পান খেয়ে থাকি।

কুমুদিনী হাস্যভরে রূপার ডিবা খুলিয়া নলিনীর সম্মুখে পান দিয়া বলিলেন,

"তোমার ভেতর যে সই এত রহস্য তা কে জানে।"

নলিনী। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কুন্দন। "অবশ্য," এই বলিয়া একখানি আর্দ্র রুমাল দ্বারা স্বীয় মুখের ও হাতের পাউডার বিমোচিত করিয়া বলিলেন,

"নলিনি, তুমি হয়ত আমায় সেই পরিচয়ের দিনে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা ট্যাস্ ফিরিঙ্গী মনে করেছিলে, এখনত দেখছ, আমি নেটিভ, তবে ব্ল্যাক নিগার নই। এখন বল দেখি, তুমি আমায় ঘৃণা বা প্রীতি এর কোন চক্ষে দেখবে?

নলি। সই যে আপনার স্ত্রী, তা দেখেই আপনি যে নেটিভ, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তবে আমিও নেটিভ,—বিলেতি মেম যে নই তা বলেছি। কিন্তু আপনি জানেন, লভ্ (প্রেম, ভালবাসা যাই বলুন) অন্ধ। অন্ধ একবার মনো-নয়নে যাকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে, সে ব্ল্যাক নিগার হ'লেও যথার্থ প্রেম তাকে ঘৃণা করে না।

কুন্দন। তবে শোন—আমার জন্ম কাশীতে, আমি জাতিতে ক্ষেত্রি, আমার নাম কুন্দনলাল বর্ম্মণ।

কুমু। বল কি নাথ?

কুন্দন। হাঁ, কুমুদিনি, আমি কাশীর গুণ্ডার দলের একজন প্রসিদ্ধ সর্দ্দার।

নলিনী ও কুমুদিনী বিস্ময়ে অভিভূতা ও অবাক হইয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

কুন্দন। আমি বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে অল্প লেখাপড়া শিখে কুসংসর্গে পড়ে ভাঙ্গ, গাঁজা, চরশ, মদ নানা নেশা করতে শিখি, কিন্তু

কখনও বেশ্যা বা অপর স্ত্রীলোকে আসক্ত ছিলাম না। কারণ গুণ্ডার গায় শক্তি থাকা চাই। ছেলেবেলা বদ্‌ফেয়ালী করলে শরীর নষ্ট হয়। আমি ডন, কুস্তি, লাঠী, তলওয়ার, অস্ত্র শস্ত্রে সিদ্ধ হস্ত, তা না হ'লে গুণ্ডাদের সর্দ্দার হওয়া সহজ কথা নয়। গুণ্ডারা এক এক জন এক এক যমদূতের মত, ভীষণ আকৃতি ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক। কেমন এ রহস্য শুনে তোমাদের ভয় হচ্ছে না ত ?"

নলিনী ও কুমুদিনী উভয়েই নিরব।

কুন্দন। মূল কথা, আমি পয়সার জন্যই গুণ্ডামী করতে প্রবৃত্ত হই। মানুষের মন কর্ষিত উর্ব্বরা ভূমির মত। জমী চাষ করে ফল, ফুল, শস্যের বীজ বপন কর, সময়ে ফল পাবে ; না কর, ঘাস, জঙ্গল, কাঁটা, আগাছা আপনি জন্মাবে। সেই রূপ, মানবের শিক্ষা-প্রবণ মনকে বিদ্যা, জ্ঞান, গুণ দ্বারা ভূষিত কর, ধর্ম্ম, পুণ্য, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্বৃত্তির সুফল ফলবে ; না কর, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ব্যাভিচার, অনাচার, চৌর্য্যাদি অসদ্‌গুণ স্বতই উৎপন্ন হয়ে পাপ, নিন্দা, কষ্ট ফল ভোগ করতে হবে। আমার বাল্যকালে অভিভাবক অভাবে লেখা পড়া ও সৎশিক্ষা না হওয়াতে ভাঙ্গ, গাঁজা খাওয়া অভ্যাস দোষে পয়সার দরকার হয়ে উঠে। বাড়ীতে এক মাত্র মা, আর এক বিধবা বালিকা ভগ্নী ভিন্ন আর কেউ না থাকলেও বাড়ী হ'তে পয়সা পাওয়ার পথ ছিল না। ষোল বৎসর বয়সে একবার কলকাতায় এক আত্মীয়ের দোকানে ব্যবসা শিখতে মা পাঠায়ে দেন। তখন কলকাতার বয়াটে ছেলেদের সঙ্গে যুটে থিয়েটার দেখা, মদ, মেঠাই খাওয়া শিখে আত্মীয়ের দোকানের কাপড় চোপড় মাল পত্র সরায়ে গোপনে বেচে দিয়ে বদমায়েশী করতুম। এক বৎসর পরে তিনি আমার গুণ চরিত্র টের পেয়ে কাশীতে ফেরত পাঠায়ে দেন। আঠার বৎসর বয়সে এক

"গুণ্ডাদিগের দলপতি হয়ে উঠি।"

[কুন্দনলাল—১৫৯ পৃষ্ঠা।

স্বজাতীয় বালিকার সহিত আমার বিবাহ হয়। বিবাহের ছয় মাস মধ্যেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এই সময়ে পয়সার অভাবে গুণ্ডার দলে মিশি, কারণ শরীরে খুব শক্তি, মনে খুব সাহস থাকাতে, বিশেষ আমি ভদ্র লোক, ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গলা লেখাপড়া একটু জানি। অল্প কাল মধ্যেই সেই নিরক্ষর, কাণ্ডজ্ঞানহীন, অকর্ম্মণ্য, তিন কুলে কেউ না থাকা গুণ্ডাদিগের দলপতি হয়ে উঠি।

আমার চাকর ও সঙ্গী মন্নুয়াও একজন শিক্ষানবীস গুণ্ডা। এক দিন লাহোর থেকে একটী আমারই বয়সী ছিপছিপে শ্যামবর্ণ বাঙ্গালী রাত্রি এগারটার সময় কাশীসহরের দিকে একাকী যাচ্ছিল। আমি আর মন্নুয়া তাকে পথে ধরে তার ব্যাগ, ঘড়ী, চেন, আংটী টাকাকড়ি সব কেড়ে নিয়েছিলাম, এখন জানতে পেরেছি তার নাম কুঞ্জলাল সান্যাল। কেমন কুমুদিনি, মনে মনে আমায় ঘৃণা হচ্ছেনাত, কারণ তিনি তোমার বিয়ে করা স্বামী।

কুমু। ঘৃণা বরং তাকেই হচ্ছে, আর এ যেন উপন্যাস বলে বোধ হচ্ছে।

কুন্দন। তার ব্যাগের ভিতর "রবার্ট ম্যাকেয়ার বা ইংল্যাণ্ডে ফরাসী দস্যু" নামক এক খানি ইংরেজী উপন্যাসের বই, এক তাড়া চিঠি পত্র, এক খানি নোটবুক পাই। বইখানি পড়ে আর ছবি দেখে মনে মনে আমিও ম্যাকেয়ারের মত কলকাতায় গুণ্ডামী করতে যাব, এই সংকল্প করে মন্নুয়াকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব সেজে রেলে যাত্রা করি। রেল গাড়ীতে একটী মেমের সহিত দৈবাৎ পরিচয় ও মিলন হয়। কাল জানতে পেরেছি, আর আজ নাম জানলুম, তাঁরই নাম মিস লিলী র্যালো, অথবা নলিনী বালা।

কুমুদিনী নলিনীর মুখ পানে চাহিলেন। নলিনী বলিলেন, "মেম

রূপিনী নলিনী সেই সা... ...ধারী আপনাকে দেখে ভুলে যান, আত্মসমর্পণ করেন, এবং সেই মিলনের ফলে তিনি এখন গর্ভবতী।"

কুন্দন। আর সেই সাহেবরূপী আমি নলিনী নিদ্রিতা হলে ক্লোরোফরম রুমালে ... তাঁর নাকের কাছে বাতাস করে তিনি সংজ্ঞাহীন হ'লে তাঁর ... আংটী, ইয়ারিং, ব্রেসলেট, টাকাকড়ি আর একখানি ... ছবি নিয়ে প্রথমে আরা ষ্টেশনে নেবে ইণ্টার মিডিয়েট ক্লাসের টিকেট করে পাটনা পর্য্যন্ত যাই। তার পর মেল ট্রেন ছেড়ে দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বর্দ্ধমান যাই। সেই গাড়ীতে এক নিদ্রিত বাঙ্গালী বাবুর বড় পোর্টম্যাণ্টো এক মুটে ঘোঁড়ার গাড়ীতে তুলে দেয়।

কুমুদিনী বুঝিলেন, তারই মধ্যে বানারসী শাড়ী, চেলি, শাল প্রভৃতি ছিল।

কুন্দন। বর্দ্ধমান হ'তে কলকাতায় পৌঁছে প্রথমেই কালীঘাটে কালী মায়ের পূজো দিতে যাই। কোন স্থানে সঙ্গের জিনিস পত্র রেখে পূজো দিতে যাব, এইরূপ নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করাতে, এক পুরোহিত কুমুদিনীর পিতার বাড়ীতে পৌঁছায়ে দেন। সেখানে ভাগ্য-ক্রমে আশ্রয় পেয়ে বিশ্রাম সময়ে কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ ও প্রীতির সঞ্চার হয়।

কুমু। হাঁ, আমি অমন মদনমোহন মনচোরের মূর্ত্তি দেখেই ভুলে যাই, গোপনে জানালা দিয়ে দেখতে গিয়েই ধরা পড়ি।

কুন্দন। কুমুদিনীর প্রীতির অনুরোধেই জাল জামাই সেজে কুমুদিনীর হাতের লেখা কবিতা-পত্র, বিয়ের আংটী দেখায়ে কুমুদিনীর সহিত রাত্রে শয়ন ও মিলন হয়। কুমুদিনী ঘুমায়ে পড়লে তাকেও ক্লোরোফরম করে, মৈত্রমহাশয়ের লোহার আলমারী খুলে কিছু নোট,

মোহর, অলঙ্কার আত্মসাৎ করি। পরদিন বিক্রমপুরে বাটীতে যাবার নাম করে বড় বাজারে গিয়ে রাত্রিতে ধর্ম্মশালায় থাকি। তার পর কলুটোলাতে গিয়ে ঘর ভাড়া করে ছদ্ম বৈদ্যরাজ মনোহর লাল নামে অবস্থান সময়ে কাবুলী সেজে এক সোণার বেনে কৃপণ বৃদ্ধার লক্ষটাকা অপহরণ, তার পর এই জুয়েলারী কারবার দোকানে গত কল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ। আমার আর কিছু বলবার নাই। আমি কিছুই গোপন করি নাই। এখন তোমরা দুজনেই এই গুণ্ডা, দস্যু, প্রবঞ্চক, লম্পট যাই বল, তাকে কি অকপটে গ্রহণ করবে? তোমরা ত দুজনেই গর্ভবতী, তোমার প্রায় পাঁচ মাস, কুমুদিনীরও তাই। তোমরা যদি আমাকে ক্ষমা কর, আমি শপথ কচ্চি, আর আমি কুপথে যাব না, কারণ পয়সার জন্য আমার গুণ্ডামী, ডাকাতী, স্ত্রীরূপের জন্যই লাম্পট্য, তা সবই আমার হয়েছে। তোমরা দুজনেই আমার হয়ে, আমায় সুখী কর, এই প্রার্থনা।

কুমুদিনী বলিলেন, সই কি ভাবছেন জানিনা, তুমি কাল স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ বিষয়ে যে যুক্তিপূর্ণ কথা বলে আমায় প্রস্তুত করেছিলে, আর আমি যখন ইচ্ছা করেই তোমায় প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন, সমর্পণ করেছি, তখন আর মতামতের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন। তুমি আমায় যে ভালবেসেছ, যদি সেই ভালবাসা, স্নেহমমতা থাকে, তা হ'লে ইহাই আমার পরম ভাগ্য মনে করে, মনের শান্তিতে জীবন ভরে তোমার অনুগামিনী, আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে তোমার সেবা করব।

কুন্দনলাল কুমুদিনীর গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে, তুমি আমার লক্ষ্মী, আমার ভালবাসায় কোন সন্দেহ কর না। জীবনে মরণে আমি তোমারই। এখন বল নলিনি! তুমিও মন খুলে বল, তুমি আমার হবে কিনা। আমি এই সত্য বলব—বলেই কাল তোমাকে

গ্রহণ করতে পারি নাই, কিন্তু তুমি আমার পরিচয়, অবগত জেনেও যদি আমার হ'তে পার, আমি তোমায় প্রাণের সহিত, প্রেমের সহিত গ্রহণ করতে প্রস্তুত; প্রেম জাত,কুল চায়না, চায় প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্রী।

নলি। এই এবং ভগিনী কুমুদিনী যদি দুঃখিতা না হ'লে আমি যখন ইচ্ছা করেই আপনার গায় পড়ে প্রাণ, মন, অর্পণ করেছি. তখন আপনি আমায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলে আমিও আপনারই চিরসঙ্গিনী হয়ে আহ্লাদের সহিত ছায়ার ন্যায়, সেবিকার মত হয়ে থাকব। আপনি যে আমায় ভালবাসেন, আপনার মনে যে কোন খল কপট নাই, তা আমি কালই পরিচয় পেয়েছি।

কুমুদিনী উঠিয়া নলিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "না দিদি! আমার মনে কিছুমাত্র আক্ষেপ নাই, বরং দুজনে বড় সুখে আমোদ আহ্লাদ করে থাকব। এস আমরা নলিনী কুমুদিনী একই প্রেমের সরোবরে সুখে বাস করি।"

নলি। কুমুদিনি, ভগিনি! তুমি আমায় তোমারই মত চুল বেঁধে শাড়ী পরায়ে, কপালে সিন্দূর দিয়ে দাও, আমি আজ হ'তে মেমের পোষাক, আর বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা ত্যাগ করলুম। কুলস্ত্রীর পক্ষে স্বামীর আচরণ, ধর্ম্ম ও পরিচ্ছদ গ্রহণই ধর্ম্ম। পতির সেবা ও আদেশ পালনই প্রধান কর্ম্ম।

কুমুদিনী ক্ষিপ্র হস্তে নিজের পোর্টম্যাণ্টো খুলে দুখানা বানারসী শাড়ী, দুটী কিংখাপের বডি, দুজনের প্রয়োজনীয় সর্ব্বালঙ্কার বাহির করিয়া দিলেন!

কুমুদিনী নলিনীকে পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে ড্রেসিং রুমে লইয়া গিয়া মাথায় উৎকৃষ্ট সুরভি তৈল মাখাইয়া চুলের বেণী গাঁথিয়া খোপা বাঁধিয়া দিলেন। নীলাভ শাড়ী ও বডি পরাইয়া মাথায় সোণার ফুল, কাণে

দুল, গলায় চিক হার, হাতে অনন্ত বালা, চুড়ী, আংটী, চন্দ্রহার, কপালে সিন্দুর, পায় আলতা পরাইয়া দিলেন এবং নিজেও লাল বানারসী শাড়ী ও বডি, সর্ব্বালঙ্কার, ভুষিতা হইয়া কপালে সিন্দুর দিয়া দুজনেই পান চিবাইতে চিবাইতে ড্রইংরুমে প্রবেশ করিলেন।

কুন্দনলাল ইত্যবসরে সাহেবী পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া লাল চেলী ও রেসমের সার্ট পরিয়া প্রস্তুত ছিলেন। উভয় বনিতাকে একযোগে উভয় হস্তে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কুমুদিনী আমার লক্ষ্মী, নলিনী আমার সরস্বতী, জীবনে মরণে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া একত্রে মিলিত হইলাম। আমার অগাধ নির্ম্মল স্নেহ, ভালবাসার প্রেম সরোবরে নলিনী কুমুদিনী বাস করে আমায় সুখী কর।"

নলিনী বলিলেন,

প্রিয়তম! মানুষ মাত্রই, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই, যতদিন দাম্পত্য প্রীতির বন্ধনে সম্মিলিত না হয়, ততদিন অপূর্ণ অবস্থায় থাকে; তার পর স্ত্রী পুরুষ ভাবে মিলিত হ'লেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়! এই পূর্ণতা প্রাপ্তির মূল যে কেবল তাদের পরস্পরের চেষ্টার ফলমাত্র, তাহাই নহে, এ সুখ সম্মিলনে পরমেশ্বরের অনুগ্রহও স্বীকার করতে হয়! পরম কারুণিক পরমাত্মার আশীর্ব্বাদেই মানুষ সুখ, সৌভাগ্য, শান্তি উপভোগ করে, আমরাও তারই কৃপায় মিলিত হয়েছি। এ মিলনের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ জগত-পিতাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

কুমু। হাঁ দিদি, যে মঙ্গলময়ের নাম নিলেও জীবের মঙ্গল হয়, সেই সর্ব্ব মঙ্গলময়ের কাছে অকপটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

কুন্দন। ঈশ্বরে প্রীতি আর তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁর

উপাসনা। এই উপাসনা বা পূজা পঞ্চ প্রকারে, অর্থাৎ নাম শ্রবণ মহিমা কীর্ত্তন, রূপের ধ্যান পাদপদ্মের পূজন, এবং তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা করা যায়। ইহার মধ্যে ধ্যান ও আত্ম নিবেদন মানসিক পূজা, অন্য উপচার অভাবে এখন আমরা এই মানসিক পূজাই করতে পারি, তা হ'লে কোন রূপের ধ্যান ক'রে পূজা করতে চাও।

কুমু। মহাদেব মূর্ত্তি, শিব দুর্গা রূপে—

কুন্দন। তোমার পিতা মাতা শাক্ত, তাই তুমি শিব দুর্গারূপে পরমেশ্বরকে বুঝেছ। নলিনী কোন্‌রূপে পরমেশ্বরকে জান?'

নলি। ঈশ্বর নিরাকার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, রূপ-কল্পনাত পৌত্তলিকতা।

কুন্দন। তুমি ব্রাহ্মিকা শিক্ষয়িত্রীর কাছে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছ। ঈশ্বরের যে পঞ্চ প্রকার উপাসনা বিধি আছে, তার মধ্যে ধ্যান একটী। নিরাকারের ধ্যান হয় না, অর্থাৎ ধ্যান মনের কার্য্য, মন আধার ভিন্ন কল্পনা করতে পারে না, এজন্য সাধকেরা নিজ নিজ হিতের জন্য রূপের কল্পনা ক'রে মূর্ত্তি গঠন করেন। হিন্দু সাকার উপাসক। পরমেশ্বর যখন ইচ্ছাময়, তখন তিনি কখনও নিরাকার, কখনও বা সাকার হ'তে কি পারেন না?

নলি। তা পারেন, কিন্তু তিনি ত সর্ব্বময়, পৃথক রূপের প্রয়োজন কি?

কুন্দন। খৃষ্টানেরাও পরমেশ্বরের রূপ স্বীকার করেন, তাঁরা বলেন, ঈশ্বর নিজের মূর্ত্তির অনুরূপ মানুষ সৃষ্টি করেছেন; ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিছুই থাকে না। যখন তিনি স্বপ্রকাশের ইচ্ছা করেন, তখন পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে ভোগ ও বিলাস বাসনায় আবির্ভুত হয়ে থাকেন,তখনই পঞ্চভূতময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

কুসুম। তা হ'লে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কি?

কুন্দন। পরম পুরুষের এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও নাশের যে তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তম তাহার বিকাশ। রজোগুণে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু পালন করেন, এবং তমোগুণে শিব রুদ্ররূপে সংহার করেন। সংহার না হ'লে ব্রহ্মাণ্ডে জীবগণের স্থান কুলাত না। পরম পুরুষ নির্ব্বিকার ও নিগুর্ণ অর্থাৎ স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না; তাঁহার ঐশী শক্তি কালকে আশ্রয় করে পরমা প্রকৃতি যে অণ্ড প্রসব করেন, তাহা হতে উক্ত তিন গুণময় পুরুষ উৎপন্ন হয়ে বিশ্ব লীলার কার্য্য করে থাকেন। প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টিরূপ লীলা করেন,আর পুরুষ ব্রহ্মার পরমায়ু দ্বিপরার্দ্ধ কাল প্রকৃতির বিলাস-সৌন্দর্য্য, সুখ, ও শান্তি উপভোগ করেন। পুরুষ বিরাট মূর্ত্তি, প্রকৃতি সৃষ্টিরূপিনী।

নলিনী। বিরাট মূর্ত্তি বিশ্বব্যাপী, এ মূর্ত্তিরও ধ্যান সহজ সাধ্য নয়।

কুন্দন। তার জন্যেই সত্ত্ব গুণের আধার শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী, বনমালা বিভূষিত, নবঘন বরণ সৌম্য বিষ্ণু মূর্ত্তির কল্পনা বৈষ্ণবেরা করেন। ভগবানের এই বিষ্ণু মূর্ত্তি পরিগ্রহণ ও বৈকুণ্ঠ নামক পুণ্য ধামে অবস্থান কালীন লক্ষ্মী সরস্বতী রূপে শ্রী ও ধী অর্থাৎ সম্পদ ও বিদ্যা-বিভূতি সহ স্মরণ ও ভজন পূজন করতে হয়। এস আমরা এই সুন্দর মূর্ত্তিরই ধ্যান ও বন্দনা করি।

অনন্তর তিন জনে নত জানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ক্ষণকাল ভগবানকে স্মরণ, বন্দনা, স্তুতি ও প্রণাম করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন।

কুন্দন বলিলেন,

"যে গৃহে নিত্য গীতা পাঠ ও ভগবানের ভজনা হয়, সে গৃহ সতত

শান্তিময় ও সুখ সৌভাগ্য সম্পন্ন থাকে। আজ হতে নিত্য প্রভাত ও সন্ধ্যার সময় অম্বরা পবিত্রভাবে পরমেশ্বরের ভজনা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

কুমু। হাঁ আমরা প্রত্যহ প্রভুর বন্দনা করব

কুন্দন। প্রাতে তোমাকে গীতা দুজনেই অবশ্য পাঠ করবে। যা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হ'তে নিসৃত, তেমন শ্লোক আর কি হ'তে পারে।

নলি। আমি রামায়ণ, মহাভারত এই দুখানি মাত্র পড়েছি, ধর্ম্ম গ্রন্থ আর কি কি পড়লে যথার্থ জ্ঞান লাভ হ'তে পারে?

কুন্দন। বহু শাস্ত্রের প্রয়োজন তেমন হয় না, এক মাত্র গীতাই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার। গীতা বুঝে পাঠ করলেই দিব্য জ্ঞান জন্মে। তবে ভগবানের লীলা ও অবতারের বিষয় জানতে হ'লে শ্রীমদ্ভাগবত, এবং ভক্তিমান হ'তে হলে, ভক্তমাল গ্রন্থ অর্থাৎ ভক্ত সাধুসত্তমের পবিত্র জীবন-চরিত পড়া উচিত, কারণ ভক্তিই মুক্তির একমাত্র সহজ পথ, মানুষ মুক্তিই চায়, কেহই বন্ধন ইচ্ছা করেনা।

এইরূপ কথোপকথনে [illegible] কুন্দনলালের স্মরণ হইল, নলিনীর টিফিনের সময় [illegible] হইয়াছে, তবে তাঁহার ও কুমুদিনীর [illegible] যোগের এই সময় বটে, [illegible] তাঁহার ইঙ্গিতে কুমুদিনী [illegible] জলযোগের ব্যবস্থা করাইলেন। নানা প্রকার অতি সুখাদ্য মিষ্টান্ন [illegible] দ্বারা তিন জনেই একই টেবিলে বসিয়া জলযোগ করিলেন। নলিনী ছুরী, কাঁটা, চামচযোগে ভক্ষণে অভ্যস্তা হইলেও রিক্ত হস্তেই ক্ষীরমোহন, রসগোল্লা, নিমকী দ্বারা টিফিন সময়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। কুন্দনলালের সম্মতি গ্রহণান্তে নলিনী কুমুদিনীর লেখাপড়ার টেবিলে বসিয়া স্বীয় মাতার নিকট এক-

খানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে একবার আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

কুন্দনলাল নলিনীর পত্রখানি স্বীয় বিশ্বস্ত চাপরাশীর দ্বারা পাঠাইয়া গৃহ কার্য্য সামান্য পর্য্যবেক্ষণান্তে পুনরায় নলিনী ও কুমুদিনীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। কুমুদিনী এই সময়ে মঞ্জুরীকে ডাকিয়া নলিনীর সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। নলিনী মঞ্জুরীকে সাদর সস্নেহ বাক্যে সম্বোধনাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া গৃহের এক পার্শ্বস্থিত একটী উৎকৃষ্ট পিয়ানো দৃষ্টে একবার অঙ্গুলী সঞ্চালনে তাহার সুর পরীক্ষা করিলেন। একখানি সোফার উপর গজদন্তের চারু কারুকার্য্য খচিত একটী অত্যুৎকৃষ্ট বৃহৎ সেতার দেখিতে পাইয়া কুন্দনলালকে বলিলেন, আপনি হয়ত সেতার বেশ বাজাতে পারেন।

কুন্দন। আজ্ঞে হাঁ বেশ নয়, তবে পারি। আর আপনি মশাই কেন, তুমি আমিই শুনতে ভাল নয়?

নলিনী মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন "তাই হবে, প্রথম প্রথম কেমন বাধ বাধ ঠেকে। আমার মা বলেন, সেতার অতি শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তিনিও আমার জন্মের পূর্ব্বে ওস্তাদ রেখে সেতার শিখেছিলেন। তাঁর বিবেচনায় পিয়ানো, হারমোনিয়ম অপেক্ষা সেতারই স্বর বিকাশের পক্ষে একমাত্র উপযোগী উৎকৃষ্ট যন্ত্র।"

কুন্দন। হাঁ, প্রত্যেক দুটী সুরের মধ্যে শ্রুতি মূর্চ্ছনা নামে স্বরের যে অতি সূক্ষ্মাংশ আছে, তাহা সেতার ও বীণা ভিন্ন অন্য কোনও বিলেতি তান যন্ত্রে প্রকাশিত হতে পারে না।

এই বলিয়া সেতারটী হাতে লইয়া অপরাহ্নের রাগিনী ভূপালীর আলাপচারী করিতে লাগিলেন এবং মীড়যোগে গমক প্রকাশ দ্বারা সুরের কম্পন এরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন,

যে পিয়ানো, হারমোনিয়মে তাহা কোন ক্রমেই বাজান যাইতে পারে না। কুন্দনলাল সেতারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, আলাপচারীর পরে এরূপ দ্রুত, মধুর নিক্বণিত গত বাজাইতে লাগিলেন, যে নলিনী বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে স্বরের অনুলোম ও বিলোম গতি জনিত সুমধুর অতি দ্রুত ঝুনু ঝুনু শব্দ শ্রবণে বুঝিলেন, এরূপ সাধনা অসাধারণ ক্ষমতার কার্য্য। ক্ষণ গম্ভীর, ক্ষণ ক্ষিপ্র, সুললিত স্বরে গৃহ উল্লসিত হইল। নলিনী যেন মাধুরী-মণ্ডিত সুন্দর তালে তালে নৃত্য করিতে প্রোৎসাহিতা হইয়া উঠিলেন। কুমুদিনী পূর্ব্বেও স্বামীর সুমধুর সেতার বাদন অনেক বার শুনিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য তাঁহার অপেক্ষা মর্ম্মোপলব্ধিকারিণী নলিনীর সাগ্রহ শ্রোতৃত্ব হেতু যেন বাদকের মানসিক স্ফূর্ত্তিবশতঃ আঙ্গুলিগুলি অলক্ষিত দ্রুত গতিতে তন্তুগাত্রে স্বতঃই সঞ্চলন করিতেছিল। কুমুদিনী পরম প্রীতি অনুভব করিয়া হর্ষবিস্ফারিত নেত্রে [illegible] কুন্দনলালের, একবার নলিনীর মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন, [illegible] ও শ্রোত্রীর চতুশ্চক্ষু অনিমিষ সন্মিলিত হইয়া উভয়ে উভয়ের [illegible] স্তস্তল যেন দর্শন করিতেছেন। কুমুদিনী উভয়ের এই [illegible] তা দৃষ্টে মৃদু হাসিলেন, তাঁহার প্রেমাধারে অন্যের অধিকার দর্শনে মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল না। তিনি নলিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

নলিনী প্রফুল্ল বদনে কুমুদিনীর গলা ধরিয়া বলিলেন,

ওঁর সেতার শুনে আমি হারায়ে গিয়েছিলুম, সুখ সরোবরে ডুবে পড়েছিনু।

কুমু। তারজন্যেই তো ধরে তুলে কুলে আনলুম। আমার সোণাদিদী ডুঁবে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব।

মুকুন্দনলাল হাসিয়া বলিলেন

প্রিয়তমে, কুমুদিনি! তোমাদের দুজনের কারো সঙ্গেই তো আমার সত্যি না হয় বে হয় নি, তা মনুয়া মজুরীর বেলায় যে বলেছিলে, ছোটলোকেরা যেমন অমনি থাকলে যা বলে, আর কেমন ধারা হ'লে যে যা ক যখন ইচ্ছে ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে, আমার বেলায় সেই রকমে কোন দিন ছেড়ে পালাবে না ত?

কুমু। ছেড়ে পালিয়ে যাব আর কোন্ চুলোয়, কুলের দফা যে খেয়ে ব... আর ওদিকে ও যে ভর্ত্তি, যাবার উপায় কি। তা তোমার মত ... জোর কপাল কার বল।

"কারো রাত যায় অম্নি,
কারো কার উপর তেম্নি।"

তা তোমার না হয় তেম্নির উপরই তেম্নি, আমার না হয় তেম্নি ভেবেও ভাত কাপড় দিও।

নলিনী বলিলেন,

তোমাদের ও কি ঠারে ঠোরে হেঁয়ালী হচ্ছে বুঝতে পাচ্ছিনে।

কুমুদিনি নলিনীর কাণে কাণে তেম্নির অর্থ, আর ... তেম্নি হয়, বুঝাইয়া বলিলে নলিনী বলিলেন,

তা না হয় আজ রাত্তিরে দুজনকেই এক সঙ্গে ... ন্যাও না চাঁদ, আমরা মেয়ের জাত পুরুষের মত নিত্যি নতুন চেখে বেড়াইনে। এক দিন পথে এক পাগলীর গান শুনে ছিলুম—

মিনষে কে আর বুঝতে নাই বাকী।
মেয়ের বেলায় কলঙ্ক হয়
মিনষের বেলায় সব ফাঁকী।

শীতে চায় তপ্ত ভাতে ঘী,
আর শাশুড়ীর ঝী
হি হি হি হি হী।
মাগ থাকতে হয় বার ফটকা
মলে ষাঁড়ের রাম ঢেকী।

কুন্দন। তোমাদের দুজনকার কাছে কথায় আমায় হারতেই হবে, তা এ ঢেকীরামকেই দয়া করে পায়ে রেখো।

কুমু। ও কথা বলতে নেই, তুমি মাথার মণি। তুমিই তো বলেছিলে, বিবাহটা লোকাচার মাত্র, প্রথমে তো বিবাহ পদ্ধতিই ছিল না। বিয়ে হোক না হোক, তোমায় যখন একবার স্বামী বলে মেনে নিয়েছি এর পরেও খোকার বাপ বলতে আর লজ্জা করব না।

নলি। আমি না হয়, খোকার পিসের সম্বন্ধী বলব।

কুন্দন। দেখ, যেন খোকার পিতার সম্বন্ধী না বলে বস। আজ কাল ভাইভাতারী অনেকেই। তা যাই বল, আমি রাজী। আর দেখেছ কেমন রোদের শেষ সোণালী আভা ঘরে ঢুকেছে, এই বেলা, তোমরা দুটীতে এই বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াও, আমি নয়ন ভরে, প্রাণভরে দেখেনি। আর এই সুখ সম্মিলন স্মরণ জন্য তোমাদের যুগল মূর্ত্তির ছবি তুলে নি।

নলিনী ও কুমুদিনী প্রকৃতই লক্ষ্মী সরস্বতী রূপে দণ্ডায়মান হইলে কুন্দন একটী বৃহৎ উৎকৃষ্ট ফোটোগ্রাফির ক্যামেরা খুলিয়া যুগলপত্নীর যে ছবি তুলিয়াছিলেন, আমরা তাহাই অবিকল পাঠকদিগকে উপহার দিয়া কুন্দন লালের প্রথম খণ্ডের ষোড়শ কাণ্ডের পরিসমাপ্তি করিল

"তোমাদের যুগল মূর্ত্তির ছবি তুলে নি।"

[কুন্দনলাল—১৬০ পৃষ্ঠা।

..gd & Printed by I. B. Press

কুন্দন লাল।

দ্বিতীয় খণ্ড।
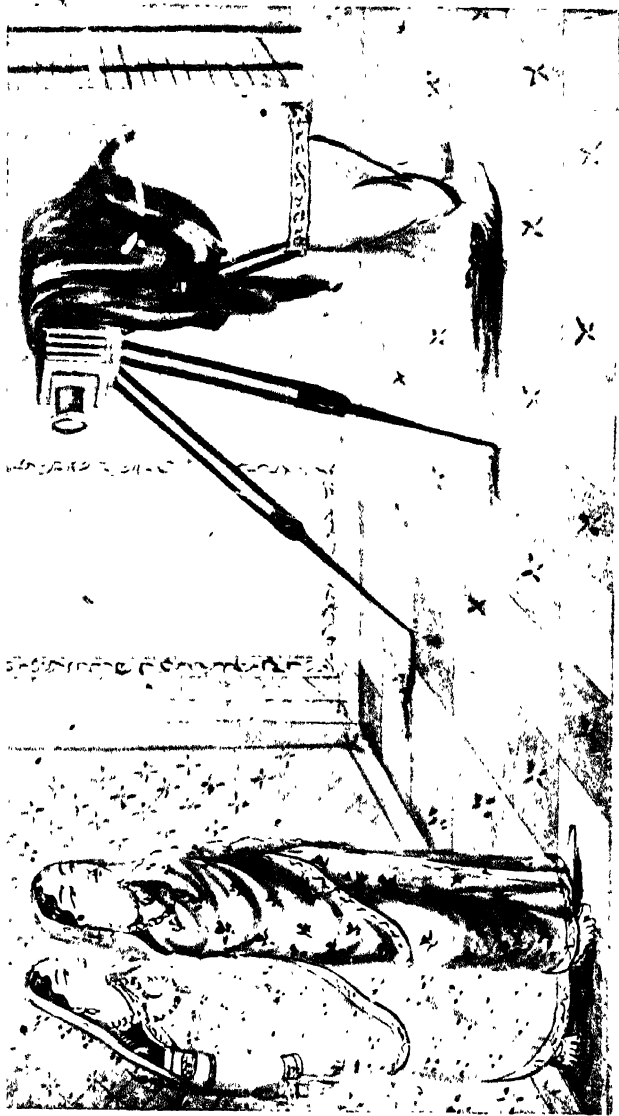
প্রথম কাণ্ড।

নলিনীর মাতা।

চৈত্র বা মধুমাস মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে ঋতুরাজ বসন্তের পূর্ণ বিকাশ কোকিল, বুলবুলী, পাপিয়া, বউ কথা কও, চোক গেল প্রভৃতি গায়ক বিহঙ্গকুল দিগ্দিগন্তরে রটনায় প্রবৃত্ত। মল্লিকা, মালতী, যূথিকা, গোলাপ প্রভৃতি বিকশিত পুষ্পের সৌরভ বহন করিয়া গন্ধবহ মলয়ানিল ভৃঙ্গ, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি মধুপায়িদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া পুষ্পোদ্যানে সমবেত করিল। কুসুম কুট্মলেরা নবোঢ়া কুলবতীর ন্যায় অলিদর্শনে লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইতেছিল। কিন্তু যৌবন-রসাঢ্যা, পরিমল-পীযুষ-হৃষ্টা, প্রস্ফুটিতা, ঢল ঢল অঙ্গ। প্রসূনেরা অলি সঙ্গমে হাস্যভরে উদ্বেলিতা হইতেছিল। তরু, লতা, বিটপে নবপল্লব উদ্গত হওয়াতে বনস্থল রক্তিমাভায় বাসন্তী রাগরঞ্জিত বলিয়া

বোধ হইতে লাগিল। কুত্রাপি মাধবীলতায় গোলাপী বর্ণ উদ্ভাসিত হইয়াছে। মহীরুহ গাত্রে লতিকা সুন্দরীরা বিকশিত কুসুমমাল্যে উপবাতবৎ দোদুল্যমানা। কুত্রাপি আলম্বিতা গুল্ম বল্লরী পবনভরে দোলায়মান। কোনস্থানে বা রাম্নাদি পরাঙ্গজ বিটপ কুসুম উদ্ভাসন হইতে উদ্যানবাসিনী কুসুমিতা শিখরিণী প্রভৃতিকে যেন উপহাস করিতেছে। চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত, বিহঙ্গ-সঙ্গীত-ধ্বনিত, ভৃঙ্গ-গুঞ্জনরণিত বসন্ত কালের অপরাহ্ণ অতীব রমণীয়। চৈত্রেয় মধ্যাহ্ন সময়ে মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিলেও সায়হ্ন সময়ে তিনি স্বর্ণ ছটায় অতি কমনীয় মুর্ত্তিমান হওয়াতে দিঙ্‌মণ্ডল স্বর্ণাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় নলিনীর মাতা মনুয়ার সহিত ড্রইং রুমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র তিনিই যে নলিনীর মাতা তাহা বুঝিতে পারিয়া কুন্দনলাল যুগল পত্নীর ছবিখানি টেবিলের উপর রাখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। নলিনী পুরোবর্ত্তিনী হইয়া মাতার হস্তধারণে বলিলেন, "মা, আমি তোমার সহিত বাঙলা কথাই বলব, (কুন্দনলালকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি আমার স্বামী, আর (কুমুদিনীর চিবুক ধরিয়া) ইনি কুমুদিনী, আমার ভগিনী।"

কুন্দনলাল অতি বিনীত ভাবে নলিনীর মাতাকে অভিবাদন ও সম্ভাষণান্তে স্বহস্তে বসিবার আসন যোগাইয়া দিলেন। কুমুদিনীও যুক্তকরে তাঁহাকে অভিবাদন করিলে নলিনীর মাতা প্রথমে কুন্দনের মুখপানে চাহিয়া তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি ও রক্তাভ কৌশিক বস্ত্র পরিধান দর্শনে প্রীতি ব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ ও মৃদু হাস্য প্রকটিত আস্যে নলিনীর স্বামী নির্ণয় অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর কুমুদিনীর মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন, কুমুদিনী পরমা সুন্দরী। স্ত্রী লোকের গর্ভসঞ্চার হইলে

পঞ্চম মাসে তাহাদিগকে স্বভাবতঃই বড় সুন্দর দেখায়। এই সময়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণ বিকাশ সম্পাদিত হওয়াতে, বর্ণের কথঞ্চিৎ পাণ্ডুর কান্তি জনিত লাবণ্য বর্দ্ধিত হওয়াতে অধিক সুশ্রী দেখায়। নলিনীর মাতা দেখিলেন, কুমুদিনী পরমা সুন্দরী। নলিনী অপেক্ষা মুখশ্রীতে, অঙ্গের গঠন সৌষ্ঠবে, অথবা চম্পক বিনিন্দিত সুগৌর বর্ণে কোন অংশেই ন্যূন নহেন। নলিনী কুমুদিনীকে ভগিনী বলাতে নলিনীর মাতা প্রকৃত রহস্য বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে কুন্দনলালের ভগিনী মনে করিলেন।

কুন্দনলাল ও কুমুদিনী নলিনীর মাতাকে দেখিয়া বুঝিলেন, তিনি যৌবন কালে বিলক্ষণ রূপবতী ছিলেন। তাঁহার বয়স অনুমান সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ, বা প্রায় চল্লিশ বলিয়া বোধ হইল। মাথার চুল একটীও পাকে নাই, শরীর, বিশেষতঃ গণ্ডদ্বয় নিটোল, উচ্চতায়ও মুখশ্রীতে ঠিক নলিনীর অনুরূপা। একই সুন্দরী রমণীর যুগান্তর ব্যবহিত বয়সের বিভিন্ন মূর্ত্তির প্রতিকৃতি গ্রহণ করিলে যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, নলিনী ও তাঁহার মাতার আকৃতি সেই বয়সের ব্যবধানতার পার্থক্য; হঠাৎ কেহ তাঁহাকে নলিনীর বয়োজ্যেষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন জননী বলিয়া মনে করিতে পারে না, তবে তিনি যে নলিনী অপেক্ষা ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী, তাহা সেই বয়স ব্যবধানেরই কারণ মাত্র।

নলিনীর মাতা কুমুদিনীকে নলিনীর সতীন বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! তোমার স্বামীও কি এইখানেই থাকেন।"

কুমুদিনী লজ্জিতার ন্যায় মস্তক অবনত করিলে নলিনী মাতার ভ্রম ভঞ্জনার্থ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মা, তুমি, কুমুদিনী যে আমার কিরূপ ভগিনী তা হয়ত বুঝতে পারনি। আমার স্বামীর সহিত

রেলে একই গাড়ীতে কলকাতা আগমন কালীন আমাদের পরিচয় ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় সাম্মিলন ঘটে। তার একদিন পরেই ঘটনা ক্রমে ইহাঁর সহিত সন্দর্শন ও মিলন হয়; এমত স্থলে প্রথমে আমার ও পরে কুমুদিনীর সহিত ইহাঁর সম্মিলন সম্বন্ধে প্রকৃত পক্ষে ইহাঁর ইচ্ছাকৃত কোনই অপরাধ নাই।”

নলিনীর মাতা বলিলেন, “তা হলে কুমুদিনী তোমার সতীন?”

নলিনী। হাঁ, আমি অনূঢ়া ছিলেম। রেলে একত্রে আসবার সময় ইহাঁর পরম সুন্দর মূর্ত্তি, নম্র স্বভাব, ও শিষ্টাচার দর্শনে যৌবন সুলভ ইন্দ্রিয় উত্তেজনায় অভিভূতা হই, তার পর বাসনার প্রাবল্য জনিত তৃষ্ণা নিবারণ জন্য কিঞ্চিৎ শেরী পানে মুগ্ধার ন্যায় ইচ্ছাকরেই বাধা বিঘ্ন বিহীন অন্য দর্শক শূন্য গাড়ীতে ইহাঁর অঙ্কশায়িনী হয়েছিলাম। আমাদিগের সেই সম্মিলন ফলে আমি এক্ষণে পাঁচ মাসের গর্ভবতী। আমার এই অবৈধ মিলন ও গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে যদি দোষ বল, তা আমারই, ইনি শঠতা বা বলপূর্ব্বক আমার সতীত্ব নষ্ট করেন নাই। তবে একথা এতদিন তোমায় লজ্জা বশতঃই বলিনাই।

প্রথমে ইহাঁর ব্যবহারে (অর্থ ও অলঙ্কার অপহরণের বিষয় গোপন করিয়া) অর্থাৎ মিলনের পরক্ষণেই আমাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে, আমি মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম। তাহার পর তিন মাস গত হলে যখন নিশ্চয় বুঝতে পারলাম, যে আমার গর্ভসঞ্চার হয়েছে, তখন লোক লজ্জার ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করে ইহাঁকে অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলাম। আমার মন যেন বলে দিলে, খোঁজ অবশ্যই দেখা পাবে। ক্রমাগত দুই মাস কাল অনেক তল্লাসের পর গত কল্য ইহাঁকে দেখতে পাই। যদিও ইনি দাড়ী রেখেছেন, অর্থাৎ রেলে সাক্ষাতের দিন ইহাঁর দাড়ী ছিল না, তথাপি দেখা মাত্রই আমি

চিনতে পেরেছিলাম, এবং ইনিও অপরিচিতের ন্যায় আচরণ না করে আমার নিকট লজ্জিত, ও দুঃখিত ভাবেই পূর্ব্ব পরিচয় স্বীকার করেন। আমি গোপানে আমার গর্ভ-সঞ্চারের কথা প্রকাশ করে আমাকে সহধর্ম্মিণী না হলেও লোক লজ্জার হস্ত হতে উদ্ধার জন্য বিলাস পত্নী রূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইনি আমার কথায় এক রূপ সম্মত হয়ে আমাকে আজ কোন বিশেষ কথা শুনে যাহা উচিত ও যুক্তিযুক্ত হয় তাহা স্থির করতে বলে কল্য সাদরে বিদায় করেন। তদনুসারে আমি আজ দুটার সময় এখানে এসে ইহাঁর সেই বিশেষ কথা শুনে কুমুদিনীকে আমার সতীন জানতে পেরেও আমি ইহাঁর সেবিকা ও সহচরী হতে সম্মত হয়েছি, এবং ইনিও আমাকে অকপটে সহধর্ম্মিণী রূপেই গ্রহণ করেছেন। আমি তোমার একমাত্র সন্তান, আমার এ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাহাই হউক, যখন ভাগ্য মেনেই নিয়েছি, তখন তোমাকে একবারও না বলে তোমার আশ্রয় ত্যাগ করা মাতৃভক্তিমতী কন্যার পক্ষে অকৃজ্ঞতা, এজন্যই তোমাকেই আসতে লিখেছিলাম, কারণ আমি এখন কুলস্ত্রী, ইনি ক্ষেত্রি, হিন্দু। হিন্দুরমণীর স্বামী গৃহ ত্যাগ বা অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া রীতিবিরুদ্ধ, এজন্য আমি পূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও স্বাধীনতা ত্যাগ করে স্বামীর রক্ষিতা অন্তঃপুরবাসিনী হয়েছি।

নলিনীর মাতা নলিনীর বঙ্গভাষায় এই সুদীর্ঘ ও মার্জ্জিত ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া তাহার এই ভাষায় যে এত দূর অধিকার জন্মিয়াছে তাহাতে সন্তুষ্টা হইয়া বলিলেন, তোমার স্বামীর নিকট কি বিশেষ কথা আজ শুনেছ, যাহাতে কুমুদিনীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণে তাঁহার কোন দোষ নাই, এবং তুমিও কুমুদিনী তোমার সতীন বর্ত্তমান দেখেও তুমি ইহাঁর অনুগামিনী হতে কুণ্ঠা বোধ করলে না?"

নলিনী। বলছি, ইনি রেলে আমাকে কেন ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, তাই প্রথমে বলব, তা হ'লে ত্যাগ করিবার কারণও তুমি সহজেই বুঝতে পারবে। রেলে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমার ইচ্ছা বা ইঙ্গিতে যাহাই বল, এবং শেরী সেবনের প্রভাবেই হউক, যদিও ইনি ইন্দ্রিয় চরিতার্থে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, তথাপি ইনি হিন্দু, জাতিতে ক্ষেত্রি, নিবাস কাশীতে, সুতরাং আমার পাণিগ্রহণ জন্য অনুগমন করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। যদিও কোন কারণে ছদ্ম সাহেব বেশে কলকাতা আসতেছিলেন (আজ কাল অনেক দেশীয় ভদ্র লোকেই সাহেব বেশে রেলে ভ্রমণ করেন) তথাপি ইহাঁর সঙ্গে দেশের হিন্দু চাকর ছিল, তাহার সাক্ষাতে একজন মেমের স্বামী হওয়াও লজ্জাস্কর মনে করেই ইনি পথে (অমি নিদ্রিতা হলে) নামিয়া অন্য গাড়ীতে তার পরদিন কলকাতায় আসেন।'

কুন্দনলাল নলিনীর এইরূপ যুক্তিযুক্ত কথা দ্বারা তাঁহার প্রকৃত অবস্থা গোপন করাতে মনে মনে তদীয় বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। এবং কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর নলিনী বলিতে লাগিলেন, "কলকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমেই কালীমাতার পূজা দিতে কালীঘাটে গিয়েছিলেন। সঙ্গে আসবাব পত্র ছিল, তাহা কোন নিরাপদ স্থানে রেখে কালীবাড়ী যাবেন, এই উদ্দেশ্যে ঘর অন্বেষণ কালীন কুমুদিনীর পিতার বৈঠকখানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কুমুদিনী ব্রাহ্মণ কন্যা, বাল্যকালেই বিবাহ হয়। বিবাহের পরই স্বামী সুদূর পঞ্জাবে, তথা হইতে কাবুলে চাকরী করতে যান, আজও ফিরেন নি। মা, তুমি বুঝতেই পার, যৌবন কি বিষম কাল। সতের বৎসর বয়স্কা বাঙ্গালীর সামর্থা মেয়ের বিরহিনী অবস্থায় মনের গতি কি রূপ হয়।' (কুন্দনলালকে লক্ষ্য করিয়া) এঁর সুন্দর রমণী

মোহিনী রূপ দেখে কুমুদিনী যে মোহিতা হবে তার আর আশ্চর্য্য কি। তারপর ঘটনা ক্রমে ঠিক সেই সময়েই কুমুদিনীর স্বামীরও ফিরে আসবার কথা ছিল, কাজেই তিনিই ইনি মনে করে, কারণ বালিকা যদিও বিবাহের দিন এক বার মাত্র স্বামীকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখেছিল, তার পর আর দেখে নাই, তাই ইহাঁকে দেখে যথার্থই পতি জ্ঞানে গ্রহণ করেন; ইনিও বাল্যকালে বিবাহ করে ছয় মাস মধ্যেই স্ত্রী বিয়োগ হওয়া অবধি কখনও স্ত্রী সহবাস কি তাহা জানতেন না, রেঙ্গে আমার সহিত পৃথক হয়ে আমাকে যে পুনরায় পাবেন সে আশাও করেন নি, কাজেই কুমুদিনীর ন্যায় রমণীরত্ন গায় পড়াতে যেন দায়পড়েই সঙ্গে লবে শ্বশুর বাড়ী হতে বেরোয়ে এসে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা কচ্ছেন। আমি যদি আমার ও কুমুদিনী সম্বন্ধে ইহাঁর কিছুমাত্র শঠতা বা দোষ মনে করতাম, তা হইলে কখনই, গর্ভস্থ সন্তানের অনুরোধেও নয়, আমি ইহাঁর চির আশ্রিতা হতেম না। আমার ও আমার স্বামী সম্বন্ধে সকল গুপ্ত রহস্যই বললুম, এখন বল মা, তুমি আমার বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ ভাবে স্বামী গ্রহণ অনুমোদন করলে কি না।”

নলিনার মাতা। বাছা নলি! মানুষের ভাগ্যে যা থাকে, আর ভগবানের যা ইচ্ছা তাই ঘটে, তার অন্যথা হয় না। যা হবার তা হয়েছে, তবে কথা এই, তোমরা দুটীতে সদ্ভাবে থাকতে পারবে কি না, কারণ সতীনের ঘর প্রায় সুখের হয় না।

কুমুদিনী। মা, আপনি যখন দিদার মা, তখন আমারও মাতৃ স্থানীয়া, আমি আপনার সাক্ষাতে শপথ করে বলছি, আমার দ্বারা কখনও কোন অপ্রীতির কারণ হবে না।

নলিনী। আমিও সরল মনে শপথ করে বলছি, আমার দ্বারাও

কখন কোন অপ্রীতির, কারণ ঘটবে না। তবে দোষ ছাড়া মানুষ নাই, দৈবাৎ কোন দোষ ঘটলে কুমুদিনী অবশ্যই ক্ষমা করবেন।

কুমু। তা উভয়েরই করতে হবে, কারণ ক্ষমাই সংসারের সুখ শান্তির মূল।

কুন্দন। হাঁ প্রিয়ে, শাস্ত্রে বলে 'ক্ষমা গুণঃ তপস্বিনাং,' এই যে পৃথিবীর উপর আমরা বাস করতেছি, ইনি ক্ষমায় প্রতিমূর্ত্তি, কতই অত্যাচার, অপরাধ করি, ধরণী সবই সহ্য করেন। আমিও অকপটে ভগবানের নাম করে বলছি, তোমাদিগের উভয়েরই প্রতি আমার প্রীতির, অনুরাগের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটবে না।

নলিনীর মাতা। তা বেশ, ভগবান তোমাদিগকে সুখে, স্বচ্ছন্দে, শান্তিতে রাখুন। (নলিনীর প্রতি) তোমার এরূপ পতি লাভই স্বাভাবিক। যোগ্যের সহিতই যোগ্যের যোজনা হয়।

নলিনী। হাঁ মা, তুমি যে আমার জন্ম সম্বন্ধে কি গূঢ় রহস্য আছে এক দিন বলেছিলে, তা কি শুনতে পাই?

নলিনীর মাতা। হাঁ, এখন তুমি যখন স্বামী সঙ্গতা হয়েছ, তখন সে কথা শুনতে পার। তুমি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজার কন্যা, যদিও তোমাকে আমরা সাহেবী প্রথানুসারে নেলী বলে ডাকি, কিন্তু তোমার নাম নলিনীবালা। এ নাম ও তোমার পিতারই প্রদত্ত, এবং তাঁরই দান পত্র, অর্থাৎ চরম পত্র বা উইলে লেখা—

নলিনী। আমার পিতার উইল কিং রকম? আমি এত বয়স পর্য্যন্ত কিছুই জানি না।

নলিনীর মাতা। সে অনেক কথা, আমি সব আনুপূর্ব্বিক লিখে রেখেছি, কল্য পাঠায়ে দিব, তা পড়লেই আমার ও তোমার পিতার

সম্বন্ধে সকল কথাই জানিতে পারবে, এখন সন্ধ্যা হয়েছে, আমি আজকার মত যাচ্চি।

(কুন্দনলালের প্রতি) তুমি বাবা কাল ২ টার সময় আমাদের বাড়ীতে যেয়ো, আমার বর্ত্তমান অভিভাবক, যদিও প্রকৃত পক্ষে আমার কর্ত্তা নহেন, তথাপি অভিভাবক ও বন্ধু মিষ্টার র‍্যালোর সহিত দেখা করবে, তিনি ভাল মানুষ, আমি সব বলে কয়ে রাখব, তুমি গেলে খুব খুশী হবেন।

আমার আর নলিনীর বিষয় সম্পত্তি টাকা কড়ি সব তাঁরই হাতে, তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রাখাই ভাল। তাঁরও আর কেউ নাই, আমাদের অভাবে সবই নলিনীর এবং নলিনীর হলেই তোমার।

অতপর নলিনী, কুমুদিনী ও কুন্দনলাল দ্বার পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। নলিনীর মাতা প্রসন্ন বদনে নিজের বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চড়িয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

নলিনীর জন্ম রহস্য।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে ৮টার সময় নলিনীর মাতা নলিনীর বস্ত্র, অলঙ্কার, পুস্তক, ও প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য ও বিলাস দ্রব্যাদি একটী প্রকাণ্ড ষ্টীলট্রঙ্কে, আর একটী চামড়ার বড় পোটম্যাণ্টোতে ভরিয়া বিশ্বস্ত দর-ওয়ান যোগে কুন্দনলালের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। এক খানি বড় লেফাফাতে নলিনীর জন্ম বৃত্তান্ত ও পত্র গালা মোহর করিয়া

দরওয়ানের হাতে পাঠাইয়াছিলেন। নলিনী তত্তাবত প্রাপ্তে সন্তুষ্ট হইয়া পত্র ও দ্রব্যাদির প্রাপ্তি স্বীকার পত্র লিখিয়া দরওয়ানকে একটী টাকা বকশীশ দিয়া বিদায় করিলেন। নলিনীর জন্ম বৃত্তান্ত তাঁহার মাতার স্বহস্ত লিখিত বঙ্গভাষায় ও অক্ষরে ছিল, তাহার কারণ এই. যদি নলিনীর বিবাহ কোন সাহেবের বা ইহুদীর সহিত হয়, তাহা হইলে নলিনী ভিন্ন সে রহস্য অন্যের হস্তে পড়িলেও সহসা বোধগম্য হইবে না। বিশেষতঃ নলিনীর জন্মদাতা পিতার স্বীয় অন্তিম সময়ে স্বহস্তে লিখিত যে দান পত্র তাহাও বাঙ্গলায়। নলিনীর বাঙ্গালী পিতার অনুরোধে তাহার মাতা বাঙ্গলা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই চরম পত্রের লিখনানুরূপ কন্যার নামাকরণ ও তদনুসারে তাহাকে বাঙ্গলা লেখা পড়া উত্তমরূপে শিখাইয়া ছিলেন।

নলিনী নিজের জন্ম বৃত্তান্ত, পিতার চরম বা দান পত্র এবং স্বীয় মাতার জীবনের পূর্ব্ব রহস্য কুন্দনলাল ও কুমুদিনীর সমক্ষে পড়িতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে উপবেসন করিলেন, কারণ তদীয় মাতার প্রমুখাৎ পূর্ব্ব দিন এই বৃত্তান্তের আভাস মাত্র শ্রবণে তাঁহারা সবিশেষ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিলেও জ্ঞাত করান নলিনী উচিত মনে করিলেন।

নলিনীর মাতা আত্মবৃত্তান্তই প্রথমে পরিভাষা স্বরূপ লিখিয়াছেন, কারণ তাহাতেই চরম পত্রাদি যাবতীয় কথা যথা ক্রমে উল্লেখ করিতে হইয়াছিল। তিনি নলিনীকে সম্বোধন করিয়া কথারম্ভ করিয়াছেন—

বৎসে নলিনি!

তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও আমার বর্ত্তমান অভিভাবক (প্রকৃত পক্ষে বন্ধু) মিষ্টার র‍্যালো তোমার জন্মদাতা পিতা নহেন। ইনি ইটালিয়ান। তোমার জ্ঞানোদয় অবধি তুমি মিষ্টার

ব্যালোকেই পিতা বলিয়া জান। যতদিন তোমার বিবাহ না হয়, এবং তুমি আমাদিগের আশ্রয় ত্যাগ না কর, তত দিন তোমার জন্ম-রহস্য জানিতে দেওয়া সঙ্গত মনে করি নাই, কেন না তুমি আত্ম বিবরণ জ্ঞাত হইলে কি জানি তোমার মনে আমাদিগের সম্বন্ধে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয়। কিন্তু এখন তুমি স্বামী সঙ্গতা হইয়াছ, এজন্য আমার আত্ম জীবনের পূর্ব্বাবস্থার বৃত্তান্ত যাহা লিখিলাম, তাহা সন্তানের নিকট মাতার নিজমুখে বলার কুণ্ঠাবোধ অপেক্ষা লিখিয়া জানানই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম।

আমি একজন ধনবান ব্যবসায়ী ইহুদীর কন্যা। আমার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীরা সকলেই অকালে মৃত্যু হওয়াতে আমিই মাতা পিতার এক মাত্র সন্তান জীবিত আছি। পিতা বোধ হয় মৃত পুত্র কন্যাদিগের শোকেই যখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর তখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মাতা অতিশয় দুঃখিতা হইলেও আমার লালন পালন করিতে লাগিলেন। পিতার সম্পত্তি আমাদিগের আবাস বাটী আর্ম্মানী গির্জ্জার নিকটে ছিল। আমিই এক মাত্র সন্তান, বাল্যকালেই পিতৃহীনা বলিয়া মাতা আমাকে কেবল স্নেহই করিতেন, আমার শিক্ষা ও সৎ স্বভাবের জন্য শাসন মাত্রই করিতেন না বলিয়া অনেক সময়েই আমার অনেক অন্যায় আবদারও সহ্য করিতেন। এইরূপ অতি বাৎসল্যে আমার লেখা পড়াও তেমন হইত না। স্কুলে যাইয়া অন্যান্য বালিকাদিগের সহিত মিশিতে আমার প্রবৃত্তির পরি-বর্ত্তে আপত্তি বুঝিতে পারিয়া ঘরেই মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া পড়া শুনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছানুরূপ লেখা পড়া, গান বাজনা করিতাম, আর সর্ব্বদাই উত্তম পোষাক পরিধান ও বেশ ভূষা লইয়াই থাকিতাম।

ক্রমে আমার বয়স যখন প্রায় ষোল, সতের বৎসর, তখন আমা-দিগের বাটীর পশ্চাতে এক ছোট বাটীতে একজন মুসলমান প্রাচীন বয়স্ক ওস্তাদের সেতার বাদ্য আমি আমাদিগের জানালায় দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে শুনিতাম। শুনিতে শুনিতে আমার সেতার শিখিতে ইচ্ছা হইল। মাতাকে আমার ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা জানাইলাম। তিনি জানিতেন আপত্তি করিলে কোন ফল হইবে না, কাজেই ওস্তাদজীকে ডাকাইয়া আমার অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা কাল আমাকে সেতার শিখাইতে সম্মত হইলেন, এবং আমাদিগের দরওয়ানকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া ১৫৲ টাকাতে একটী সেতার ক্রয় করিয়া আনিয়া দিলেন।

এ স্থলে ওস্তাদজীর একটু পরিচয় বলা উচিত। লক্ষ্ণৌএর নবাব ওয়াজাদ আলী শাহের নির্ব্বাসনান্তে মুচীখোলা বা মাটীয়াবুরুজে অবস্থান কালীন কতিপয় ওস্তাদ ও পারিষদ্ তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমার ওস্তাদজী তাঁহাদের মধ্যে একজন। কোন কারণে মনান্তর হওয়াতে ওস্তাদজী নবাব সাহেবের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমাদিগের বাটীর পশ্চাতে একটী ছোট দ্বিতল বাড়ী মাসিক ৩০৲ টাকাতে ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি তিন চারিজন বড় লোককে সেতার শিখাইতেন। অপরাহ্ণে যখন বড় লোকেরা হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন, সেই সময়ে ওস্তাদজীর অবকাশ, রাত্রিতেও ১০টা পর্য্যন্ত সেতার শিখাইতেন, ঘরেও দুই তিন জন মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে দিয়া সেতার শিখিত, এইরূপে সেতার শিক্ষা দ্বারা মাসিক প্রায় ২০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। লোকটী ভদ্র বংশীয়, বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, শিক্ষিত অর্থাৎ আরবী

পাসী ভাল জানিতেন, এবং শৌখিন ও সুচেহারার। বাবর্চী, খানসামা, চাকর ৪ জন ছিল। তিনি যখন আসিতেন, তাঁহার সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছদধারী দুই জন চাকর আসিত। একজনের হাতে লক্ষ্ণৌএর তৈয়ারি কিন্‌খাপের আবরাদার একটী উৎকৃষ্ট সেতার, অন্যজন চাঁদীর আলবোলায় গোলাপ জল ভরা, তাওয়াদার, অম্বুরী তামাক সাজিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া উভয়েই বাহিরে যাইয়া প্রতীক্ষা করিত, তাঁহার যাইবার সময় হইলে সেতার ও আলবোলা লইয়া যাইত। ওস্তাদজী আসিলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম ও সম্মান করিয়া একটী সোফাতে বসিতে দিতাম, তাঁহার সম্মুখে অপর সোফায় আমি বসিতাম, মধ্যে অনুচ্চ লম্বা টেবিলে সেতার রাখা হইত।

তিনি তামাক খাইতে খাইতে এক ঘণ্টা কাল সঙ্গীত কি, কিরূপে উৎপত্তি হইল, রাগ রাগিনী কি, তাল লয় কি এই সকল বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং স্মরণার্থ কিছু কিছু একখানি খাতায় লেখাইয়া দিতেন। তাহার পর এক ঘণ্টা—সেতার ধারণ, পর্দ্দা বন্ধন, মেজরাপ প্রস্তুত করণ, তার চড়ান, সুর বাঁধা ও ক্রমে সা, ঋ, গ, ম, সাধন শেষ হইলে গত শিখাইতেন। এইরূপে এক বৎসর মধ্যে আমি দশ বারটী গত বাজাইতে শিখিলাম।

ওস্তাদজী আমার বাজনা শুনিয়া প্রশংসা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার অন্যান্য শিষ্য সাগরেদ কয়জন, কে কেমন বাজায়, তাঁহাদিগের নাম, ধাম, বয়স, বিদ্যা, গুণ গ্রামের অনেক কথাবার্ত্তাও হইত। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি এক জন ব্রাহ্মণ জমিদার-পুত্র কুমার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন। কুমার মন্মথনাথ তাঁহার নিকট ২ বৎসর যাবত সেতার শিখিতেছেন। ওস্তাদজী বলিতেন, এমন সমঝদার, হাত মিটা, তেজ বা জলদ্ বাদক তিনি কম দেখিতে

পান। কুমার মন্মথনাথ খুব বড় জমিদার, বাৎসরিক আয় সাড়ে তিন লক্ষ, পিতার একমাত্র পুত্র, পিতা জীবিত নাই, জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডে; তিনি কালকাতায় পড়িতেছেন, বয়স বিংশতি বৎসর বি, এ, পাস, সংস্কৃত, পার্সী পড়েন, কুস্তী করেন, ঘোড়া চড়েন, খুব শিকারী, বন্দুকে অব্যর্থ নিশান, দেখিতেও অতি খুবসুরত, বলিষ্ঠ চেহারা। ফলতঃ এমন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন সুন্দর ধনী যুবক প্রায় দেখা যায় না। বিবাহ করেন নাই, সাবালক হইয়া জমিদারী পাইলে পড়া ক্ষান্ত দিয়া বিবাহ ও সংসার ধর্ম্ম করিবেন, এই তার প্রতিজ্ঞা। এইরূপ মধ্যে মধ্যে ওস্তাদজীর নিকট কুমার বাহাদুরের সুখ্যাতি শুনিয়া আমার তাঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল।

এক দিন কথা প্রসঙ্গে কুমার মন্মথনাথের কথা উঠিলে আমি ওস্তাদজীকে বলিলাম, "তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে না কি? তিনি সেতার কেমন ভাল বাজান শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।" ওস্তাদজী বলিলেন, "বড় লোক, আসিবেন কি না বলা যায় না, তবে আমি তাঁর ওস্তাদ, আমার অনুরোধ রাখিলেও রাখিতে পারেন। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করিব, যদি সম্মত হয়েন, তবে কবে, কখন আসিবেন, তাহা জানিয়া আসিয়া বলিব।"

আমি বলিলাম, "বিশেষ অনুরোধ করিবেন না, তাঁর ইচ্ছা হয়, আসিলে আমরা খুশী হব, অবশ্যই খুব খাতির যত্ন করিব।"

ওস্তাদজী বলিলেন। "খুব সম্ভব আসিবেন। এক দিন কথায় কথায় তোমার কথা উঠিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, একজন ইহুদী মিস সেতার শিখেন, বড় আশ্চর্য্যের কথা!"

তাহার পরদিন ওস্তাদজী বলিলেন, "কুমার বাহাদুর অতি অমায়িক

লোক, তিনি আসিতে সম্মত হইয়াছেন, যদি আসিতে বল, তবে কল্যই আসিতে পারেন।"

আমি মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার পর দিনই আসিতে বলিয়াদিলাম। আমাদিগের বাটীর ড্রইং রুমে অভ্যর্থনার স্থান করা হইবে। পর দিন ঘরটী সুসজ্জিত করা হইল। ফুলের তোড়া, আতর, গোলাপ, পান, মসলা মেজের উপর সাজান গেল। একটী ঝাড় ভাড়া করিয়া আনিয়া আলোর ব্যবস্থা করা গেল। অপরাহ্ণ ৫ টার সময় এক প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডো গাড়ীতে আরদালী, একজন যুবক মোসাহেব সহকারে ওস্তাদজীর সঙ্গে কুমার মন্মথনাথ আমাদিগের দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

অবশ্যই আমি সে দিন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পুষ্পাদি দ্বারা বেশ. ভুষা করিয়াছিলাম। আমার মাতাও ভাল পোশাকই পরিয়াছিলেন। আমরা মাতা দুহিতায় গাড়ী পৌঁছিবামাত্র সম্মুখে যাইয়া বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে উপরে ড্রইং রুমে লইয়া চলিলাম। কুমার বাহাদুর গাড়ী হইতে নামিয়াই চির পরিচিতের ন্যায় প্রফুল্ল বদনে প্রথমে আমার মাতার এবং পরে আমার সহিত হৃদ্যতার সহিত করমর্দ্দন করিয়া উপরে যাইয়া তাঁহার জন্য সজ্জিত বৃহৎ স্প্রীং আঁটা চেয়ারে বসিলেন।

দেখিলাম কুমার মন্মথনাথ যথার্থই অতি সুপুরুষ। গোঁপ ঈষৎ রেখা মাত্র দেখা দিয়াছে, বর্ণ খুব গৌর, উজ্জ্বল, চাঁপা ফুলের মত, তিনি হিন্দুস্থানী রাজাদিগের ন্যায় পায়জামা, নীলাভ রেসমী সরু বুটাদার চাপকান, মজলিনের পাগড়ী, হাতে ছড়ি এই বেশে আসিয়াছিলেন। অতি অমায়িক লোক, যেন কত কালের চেনা জানা, মুখখানি হাসি হাসি, সৌম্য মূর্ত্তি, যেন কার্ত্তিক ঠাকুরের মত,

চুলও একটু দীর্ঘল, তবে বাউড়ী নয়, উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ ফুট প্রায়, দেহ বলিষ্ঠ, বাহু যুগল মাংসল, এক কথায় তাঁর দিব্য সুন্দর চেহারা দেখে আমার মাতাও খুশী হইলেন।

আমি মেজের অপর প্রান্তে তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিলাম। একবার উভয়ের চারি চক্ষু সম্মিলিত হইলে উভয়েরই মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিল, তাহাতে বোধ হইল, তাঁহাকে দেখিয়া আমি যেমন সুখী ও আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, তিনিও যেন আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তখন আমি বাঙ্গলা কথা ভাল জানিতাম না, ওস্তাদজীর সমক্ষে ইংরেজী বলাও উচিত নয়, এ জন্য হিন্দীতে ভদ্র রীতি অনুসারে সম্মান সহকারে কথা বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলাম। আমি বলিলাম, "আপনি বড় লোক, অনুগ্রহ করে আমাদিগের গৃহে পদার্পণ করেছেন, কিরূপে আপনার অভ্যর্থনা করিব জানি না? তবে ভরসা এই, আপনি মহত ও মহাশয়, নিজের সৌজন্য গুণে আমাদিগের যে কোন ত্রুটী হউক মার্জ্জনা করবেন।"

তিনি পার্সী, উর্দ্দু, ভাল জানেন, উত্তম হিন্দী কথায় বিশেষ সৌজন্য ও প্রীতি প্রদর্শনে আমার বিনয়, শিষ্টাচারের অনেক প্রশংসা করিলেন। কিঞ্চিৎ গন্ধ দ্রব্য ও একটী পান গ্রহণ দ্বারা আমাদিগের আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

তাহার পর ওস্তাদজীর অনুরোধে শিষ্টাচার সহ তাঁহাকে সেলাম দ্বারা আদব এবং আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা প্রীতি জানাইয়া আমারই সেতারটী লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। কুমারের মোসাহেব একটী বাঁয়াতে সঙ্গত করিতে প্রস্তুত হইলেন। ওস্তাদের সমক্ষে রাগিনীর আলাপচারীর বিশেষ আড়ম্বর সঙ্গত নহে, এজন্য সংক্ষেপে রাগিনীর রূপ প্রদর্শনান্তে সময়ের উপযোগী ভূপালী রাগিণী

একই গত বাজাইতে লাগিলেন। প্রথমে ধীরে আরম্ভ করিয়া ক্রমে এতই দ্রুত, স্পষ্ট, ছেড়, দুন, চৌদুন, উপেজ, অন্তরা বাজাইলেন, যে আমি শুনিয়া অবাক ও মুগ্ধ হইলাম। ওস্তাদজীও "বাহবা, ক্যা তোফা," বলিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, আমার মাতাও প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না।

তাহার পরে আমাকে বাজাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি আমার সামান্য শিক্ষার ও অপটুতার আপত্তি সহকারে বিনীত বাক্যে বাজাইতে অসম্মত হইলাম বটে, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করাও ধৃষ্ঠতা, বিশেষতঃ ওস্তাদজীর উৎসাহে, সাহসে ভর করিয়া অগত্যা গৌরী রাগিণীতে যে গত শিখিয়াছিলাম, তাহাই যথাসাধ্য বাজাইতে লাগিলাম। এবার কুমার নিজে বায়া লইয়া আমার সহিত সঙ্গত করিতে লাগিলেন। আমার সৌভাগ্য ক্রমে তিনি এবং ওস্তাদজী শুনিয়া বিস্তর প্রশংসা করিলেন। আমি নিজের নৈপুণ্যে মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও লজ্জায় মাথা হেট করিলাম। কুমার বাহাদুর আমাকে লজ্জিতা দর্শনে বলিলেন, "হিন্দু সঙ্গীত আপনার জাতীয় বিষয় নহে, তথাপি ইহাতে এরূপ দক্ষতা নিতান্তই প্রশংসার কথা।"

আমি বিনীত বাক্যে বলিলাম, আমার যোগ্যতার মূল ওস্তাদজীর মেহেরবানী।

তাহার পর ওস্তাদজী নিজের সেতারে শ্রীরাগ আলাপ আরম্ভ করিলেন। অহো! যেন অতি সুকণ্ঠা কোন স্ত্রীলোক গান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাদন শেষ হইলে কুমার মন্মথনাথ বলিলেন, "গত বাজান হাত তৈয়ারি করিবার জন্য, কারণ কণ্ঠ সঙ্গীতের অনুকরণে রাগিণীর রূপ প্রদর্শন বা আলাপচারীই সেতার এবং বীণার মূল উদ্দেশ্য, এবং এ বিষয়ে ওস্তাদজী সিদ্ধ হস্ত।"

অতঃপর পান ও আতর এবং আমার প্রদত্ত একটী ক্ষুদ্র পুষ্পগুচ্ছ গ্রহণান্তে কুমার বাহাদুর ওস্তাদজী সহকারে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আমি দ্বার পর্য্যন্ত অনুগমন কালীন তাঁহাকে ইংরাজীতে ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিলাম। তিনি মৃদু স্বরে ইংরাজীতে আমার প্রশংসা বাক্যে বলিলেন, "আপনি রূপে ও গুণে (Angel) বিদ্যাধরী।"

আমিও ইংরাজীতে বিনীত বাক্যে বলিলাম, "এরূপ প্রশংসাবাদ আপনার মহত্ব ও অনুগ্রহ মাত্র. আমি সর্ব্বাংশেই অযোগ্যা। প্রকৃত পক্ষে আপনিই সৌজন্যের, সৌন্দর্য্যের ও সদ্‌গুণের অধীশ্বর। আপনার ন্যায় মহানুভবের সন্দর্শন লাভও আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়।"

কুমার। তাই যদি মনে করেন, তা হ'লে আপনাকে সৌভাগ্যবতী করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য বলেই জ্ঞান করিব কি?

এই সময়ে বিদায়ের করমর্দ্দন কালীন উভয়ের চারি চক্ষু পুনর্ব্বার মিলিত হইল। আমি আগ্রহ ও কাতর স্বরে বলিলাম, "কুমার! এ অযোগ্যার কি তেমন ভাগ্য হবে, যে আপনার সংসর্গে আবার স্বর্গ-সুখ অনুভব করিব? আপনার কি তেমন দয়া হবে?

কুমার সস্নেহ দৃষ্টিতে বলিলেন, "নিশ্চয়ই দেখা হবে, দেখিয়া সুখী হব, তবে এঁর ওস্তাদজীকে লক্ষ্য করিয়া) সমক্ষে নয়। আজ বুধবার, শনিবার রাত্রি ৮ টার সময় আসিব" এই বলিয়া ওস্তাদজীর নিকট বিদায় হইয়া আমার সহিত শেষ দৃষ্টি বিনিময়ান্তে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় কাণ্ড।

আমার পরিণয়।

কুমার মন্মথনাথ চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্মৃতির ফলকে আমি স্থান পাইলাম কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমার চিত্তপটে তিনি যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গেলেন, আমি নির্জ্জনে তাই দেখিতে লাগিলাম। কি সুন্দর ছবি, কি সুন্দর চরিত্র, কি মধুর বাক্য, কি মধুর সেতার বাদ্য। সুন্দরের কি সবই সুন্দর? বাঙ্গালী কি এত সুন্দর হয়? কল্পনা চুপি চুপি আমার আশার কাণে কাণে কত কথাই বলিতে লাগিল। আমি যা হবার নয় তার আশ্বাস দেওয়াতে কল্পনাকে তিরস্কার করে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। আহার্য্য প্রস্তুত ছিল, মাতার সহিত আহার করিতে বসিলাম। মন কুমার বাহাদুরের সহিত ভাবী সন্দর্শন দিনে যে কথাবার্ত্তা হবে তাই আমাকে বলে দিতেছিল। আমাকে নিরব ও চিন্তামগ্না দর্শনে মাতা বলিলেন, "কুমারটী বেশ লোক, যেমন দেখতে শুনতে, তেমনই স্বভাবে বিনয় নম্রতা।"

আমি বলিলাম, গুণেও অদ্বিতীয়, বি, এ পাস, সংস্কৃত, পার্সী, উর্দ্দ জানেন, সেতারে, সঙ্গীতে মূর্ত্তিমন্ত। মানুষের যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকা উচিত, সকলেরই তিনি অসাধারণ আধার। সম্পদ সৌভাগ্যেও রাজকুমার—

মা বলিলেন "হিন্দু না হলে তোমার মত সুন্দরী মেয়ের এরূপ বরের আশা অন্যায় হইত না"—

আমি আর কিছু বলিলাম না,—মাতার কথা শুনিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস

বহিবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা চাপিয়া গেলাম। ভাবিলাম কুমার সেতার ভাল বাজান ও ভালবাসেন, আমার বাজান শুনেও মন্দ বলেন নাই, আমি সেতার খুব অভ্যাস করিব, তাঁর মত না পারি, মত তৈয়ার করিবই করিব। এই সংকল্প করিয়া আহারান্তে ড্রইং রুমে বসিয়া সেতার অভ্যাস করিতে লাগিলাম। রাত্রি এগারটার পর শয়ন করিলাম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুমার বাহাদুরকে মানসপটে দর্শন ও মনে মনে কথোপকথন করিয়া নিদ্রিতা হইলাম।

পরদিন ওস্তাদজী আসিলে ভূপালীর গত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। একদিনে তিনি কোন রাগিণীরই আস্থায়ী, অন্তরা শিখাইতেন না। দুই চারি দিনে আস্থায়ী শেষ হইলে পরে অন্তরা বলিয়া দিতেন। এইরূপে রবি, সোম, মঙ্গল, তিন দিনে আস্থায়ী শেষ করিয়া বুধবার অন্তরা আরম্ভ করিলাম. ভাবিলাম আজ রাত্রি ৮টার সময় কুমার বাহাদুর আসিবেন, তাঁকে শুনাব, ভুল হয় শিখায়ে দিবেন।

আমি সন্ধ্যার পর গ্রেট ইষ্টারন্ হোটেল হইতে এক বোতল শ্যাম্পেন,এক বোতল শেরী ও ভরমাউথ,কতকগুলি উত্তম কেক, মেঠাই প্রভৃতি আনাইলাম; ভাবিলাম আজকাল অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্র-লোকই জাত বিচার করেন না। কুমারও বি এ পাস, তিনি কি গোঁড়া হিন্দুই আছেন। ৭টার সময় আমি উত্তম পোশাক ও অলঙ্কার পরে সাজসজ্জা করে ড্রইং রুমের পাশে আমার থাকবার ঘরে কুমারের অভ্যর্থনার স্থান করিলাম। ঠিক ৮টার সময় দ্বারে গাড়ী আসার শব্দ শুনে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম, কুমারবাহাদুর আজ উৎকৃষ্ট সাহেবী পোশাক পরে মাথায় বহু মূল্যবান জরির কাজ করা ইভনিং ক্যাপ পরে এসেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র করমর্দ্দন অন্তে উপরে চলিলেন। সঙ্গে আজ আর মোসাহেব নাই, আর্দ্দালী

দ্বারে দণ্ডায়মান রহিল। আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ড্রইং রুমের ভিতর দিয়া আমার নিজের ঘরে লইয়া গেলাম, এবং উভয়ে একই সোফাতে পাশাপাশিভাবে বসিলাম।

অদ্যকার সাহেবী বেশে তাঁহাকে কত সুন্দর দেখাইতেছিল। ইভনিং ক্যাপের সাচ্চাজরির কাজের মধ্যে মধ্যে হীরা, চুনী, পান্না বসান ছিল। আলোকে নানাবর্ণের উজ্জ্বল রশ্মি বাহির হইতে লাগিল। আমি অবাক হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যের সাগরে, লাবণ্যের তরঙ্গে ডুবিয়া অনিমিষ নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম. উভয়ের চারিচক্ষু মিলিত হইল, তিনি মৃদু হাসিয়া আমার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন. "আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব তা জানিনা, নামটী জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

তিনি ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আজ তাঁহার সহিত বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিব, মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। আমি বাঙ্গলা লেখাপড়া তখন জানিতাম না বটে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে আমার জন্ম, বাঙ্গলা দেশেই বাস, বাঙ্গলা কথাবার্ত্তা একরূপ বলিতে পারিতাম। আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া, সাহসে ভর করিয়া বাঙ্গলা কথায় উত্তর দিলাম ; বলিলাম, আমার নাম রোমিয়া।

কুমার আমার মুখে বাঙ্গলা কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বাঃ,! আপনি ত দিব্বি বাঙ্গলা বলতে পারেন ? বাঙ্গলা লিখতে পড়তেও পারেন কি ?"

আমি। আজ্ঞা না, কেবল কথাই সামান্য রকম বলতে পারি।

কুমার। মানুষ যতই অন্যভাষা শিখুক, বা তাহাতে পণ্ডিত হউক, মাতৃভাষা তাহার কাণে বড় মধুর বলে বোধ হয়। আপনি বাঙ্গলা শিখলে অর্থাৎ লেখা পড়া শিখলে বুঝতে পারবেন, বাঙ্গলা মন্দ নয়।

আমি। আমি নিশ্চয়ই শিখিব, কালই বই কিনব, তবে মাষ্টার চাই, আপনার চেনা জানা কোন পণ্ডিত আছেন কি?

কুমার। হাঁ, আছেন, কাল সকাল বেলা ৮টার সময় পাঠিয়ে দিব। আপনার অবসর কখন হয় বলে দেবেন, পণ্ডিত ঠিক সেই সময়ে প্রত্যহ আসবেন।

আমি। আপনি আমাকে আপনি বলাতে আমি বড় লজ্জিত হই, তুমি বলবেন, আর নাম ধরে ডাকবেন, তা হলেই আমাকে ভা— (ল আর বলিতে পারিলাম না) অনুগ্রহ করা হবে।

কুমার। প্রিয়তমে, রোমিয়া! তা হইলেই যদি ভালবাসা হয়, তবে তুমিও আপনি বলা ত্যাগ কর।

আমি। আপনাতে আমাতে অনেক তফাৎ, আপনাকে কি তুমি বলতে পারি?

কুমার। কেন রোমিয়া তফাৎ কি? আমি ত কিছুমাত্র প্রভেদ মনে করি না; আর ভালবাসা স্থলে তুমিই স্বাভাবিক। যেখানে সম্ভ্রম, সম্মান, সেখানে প্রীতি আর বন্ধুতা হয় না।

আমি। আপনি হয়ত আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ভালবাসিতেও পারেন, কিন্তু আপনি হিন্দু, ব্রাহ্মণ, আর আমি ইহুদী—

কুমার। তুমি ভুল বুঝেছ, ঈশ্বরের কাছে সবই এক জাত। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান দেশ প্রথা মাত্র। আত্মা সকলেরই একই। নদী একই, তবে ঘাট পৃথক পৃথক।

আমি। তা হ'লে আপনি জাত মানেন না?

কুমার। নিশ্চয়ই নয়, তবে লোকের সাক্ষাতে লোকাচার, দেশাচার মানতে হয়।

আমি। তা হ'লে এ অধীনীর ঘরে কিছু জলযোগ করুন।

এই বলিয়া আমি একটী স্প্রীং ঘণ্টা টিপিবামাত্র আমার দাসী মেরিয়ম্ উপস্থিত হইল এবং আমার ইঙ্গিতে চাঁদির প্লেটে কেক মেঠাই টেবিলে সাজাইয়া দিল, এবং শ্যাম্পেন, শেরী ও ভরমাউথের বোতল তিনটী খুলিয়া গ্লাসে ঢালিয়া দিল। আমি মেরিয়মকে ইঙ্গিত করিবামাত্র সে বাহিরে চলিয়া গেল। আমি যুক্তকরে বলিলাম, কুমার! অনুগ্রহ করুন—

কুমার। তুমি যদি অত খাতির কর, তা হলে দুঃখিত হব। যদি মনের কপাট না খোলা যায়, তা হলে প্রণয় হৃদয়ে প্রবেশ করতে বা স্থান পেতে পারে না। আচ্ছা এই আমি খাচ্ছি, এখন তুমিও খাও।

আমিও শ্যাম্পেন ও ভরমাউথ অল্প অল্প খাইলাম। কেক ও অন্যান্য বিলাতি মেঠাই উভয়েই খাইলাম। পুনরায় অল্প অল্প মদিরা সেবনের পরে কুমার আমার সেতারটী লইয়া কেদারা রাগিণীতে এমন সুন্দর আলাপ বাজাইলেন, যে আমি শুনিয়া আত্মহারা হইলাম। তাহার পর উহার গত বাজাইলেন। কি যে চমৎকার বাদ্য, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহার পর আমার হাতে সেতার দিলেন। আমি ভূপালীর অন্তরা বাজাইয়া বলিলাম, আজই মাত্র শিখেছি, ঠিক হয় নি, আরও কিছু আছে কিনা জানিনা।

কুমার আমার হাত হইতে সেতার লইয়া ভূপালীর অন্তরা, উপেজ, ছেড়, দুন বাজাইয়া আমার হাতে দিলেন। আমি একবার মাত্র শুনিয়াই প্রায় অনুকরণ করিতে পারিলাম, দেখিয়া প্রশংসা করিয়া আদর করিয়া আমার অধরে চুম্বন করিলেন। আমিও আনন্দে গলিয়া আত্মসমর্পণ করিলাম। তিনি হৃদয়ে ধরিয়া প্রীতি গদগদ স্বরে বলিলেন, রোমিয়া! তুমি যথার্থই প্রণয়ের পাত্রী, তোমার মত স্ত্রী যার, সে যথার্থই ভাগ্যবান।

আমি তাঁহার পদযুগল ধারণে প্রেমমুগ্ধা ভাবে বলিলাম, এত অল্প সময়েই যে আপনি এ দাসীকে ভালবাসার পাত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাহা তাহার পরম সৌভাগ্য! কুমার, প্রাণেশ্বর! এ সেবিকাকে চরণ সেবায় নিযুক্ত করুন, জীবনান্ত পর্য্যন্ত যেন আপনার স্নেহ আদরে সুখী হইতে পারি।

কুমার। এবার আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! মাত্র দুদিনের পরিচয়ে যদিও আমরা প্রেমাবদ্ধ হইলাম, ঈশ্বরের শপথ, আমি তোমাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিলাম, জীবনে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিব না।"

আমিও পরমেশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিলাম, কায়মনোপ্রাণে আপনার সেবিকা হইলাম, জীবনে অন্য পুরুষকে স্বামী বলিয়া স্পর্শও করিব না।

তাহার পর কুমার স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলী হইতে হীরকাঙ্গুরী খুলিয়া আমার অনামিকাতে পরাইয়া দিলেন, এবং আমিও বহুমূল্য নীলম বা নীলকান্ত মণিযুক্ত অঙ্গুরী অনামিকা হইতে খুলিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা-ঙ্গুলে পরাইয়া দিলাম। পুনরায় একই গ্লাসে মদিরা উভয়েই বারংবার অল্পমাত্রায় পান করিলাম। লজ্জা, মান, সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে একাত্মা, একাঙ্গ, একত্র হইলাম! পর দিবস সন্ধ্যার পরেই খাদ্য সামগ্রী, পাণিগ্রহণের যৌতুকাদি সহ আসিবেন বলিয়া রাত্রি ১২টার সময় কুমার বিদায় হইলেন।

আমি অবশ্যই সবিশেষ বৃত্তান্ত এবং আমাদিগের ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া পরিণয়ের কথা আমার মাতাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পরদিন কুমার বাহাদুরকে কিরূপ যৌতুক দেওয়া উচিত তদ্বিষয়ে কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির করিয়া শয়ন করিলেন। এত শীঘ্র

কুমার আমাকে গ্রহণ করিবেন, ইহা আমার মনেই উদয় হইয়াছিল না। তবে ভবিতব্য, ভগবানের ইচ্ছা, ইহাই ভাবিয়া ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রসন্ন মনে শয়ন করিলাম।

চতুর্থ কাণ্ড।

তোমার জন্ম।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে কুমার বাহাদুর তাঁহার এক আর্দ্দালীর সহিত একজন প্রাচীন বয়স্ক পণ্ডিতকে আমার নিকট ক্ষুদ্র ইংরাজী পত্র যোগে পাঠাইয়া ছিলেন। আমি পণ্ডিত মহাশয়কে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশনান্তে পাঁচখানি প্রথম শিক্ষার বাঙ্গলা পুস্তক আমার হস্তে দিলেন। আমি তন্মধ্যে প্রথম শিক্ষণীয় শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ তাঁহার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলাম। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির নীচে ইংরাজীতে নাম লিখিয়া লইলাম। তাহার পর ক্ষুদ্র ইংরাজী পত্র কুমার বাহাদুরের নামে লিখিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত আসিতে বলিয়া দিয়া বিদায় করিলাম।

পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া গেলে আমি বিশেষ যত্নের সহিত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির নাম মুখস্থ করিলাম। নাম মুখস্থ হইবামাত্র উহাদিগের অবয়ব চিনিতে লাগিলাম। অক্ষর পরিচয় পরীক্ষা দ্বারা যখন কর, কর, খর, খর, পড়িতে আরম্ভ করিলাম, তখন বড়ই আনন্দ

অনুভব হইতে লাগিল। সে আনন্দ কুমার বাহাদুর এক দিনেই এত অধিক শিক্ষা দর্শনে আনন্দিত হইবেন বলিয়া উৎসাহের আনন্দ। অপরাহ্নের মধ্যে প্রথম ভাগের "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল" প্রভাত বর্ণন পর্য্যন্ত বারংবার পড়িলাম; কেবল অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্র বিন্দু যোজনার ভেদ ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মনে করিলাম. রাত্রিতে কুমার বাহাদুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় ওস্তাদজী আসিলে তাঁহাকে ভুপালীর অন্তরা পূর্ব্ব দিন যত দূর শিখিয়াছিলাম তাহাই বাজাইয়া শুনাইলাম। কুমার বাহাদুরের নিকট যতদূর শিখিয়াছিলাম তাহা শুনাইলাম না। অদ্য তাঁহাকে যথা সম্ভব সত্বর বিদায় করিয়া উত্তম পরিচ্ছদ পরিধানে বেশভূষা করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার কৃষ্ণ আবরণে ধরণী আবৃতা হইবামাত্র কুমার বাহাদুর অদ্য বাঙ্গালী বেশে ধুতি, সার্ট পরিয়া আসিলেন। বসন্ত কাল আরম্ভ মাত্র হইয়াছিল, তথাপি রাত্রিতে ঈষৎ শীতানুভব হয় বলিয়া জরির কাজকরা এক খানি বহুমূল্যবান কাশ্মীরী শাল উত্তরীয় স্বরূপ সঙ্গে ছিল। অল্পক্ষণ পরে দশ বার জন বাহকের মস্তকে খাদ্য সামগ্রী, ব্যবহার্য্য ও বিলাস দ্রব্য, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি উপস্থিত হইল। তিনি সে সমস্ত ড্রইংরুমে তোলাইয়া দুই জন আর্দ্দালী ভিন্ন অপর সকলকেই বিদায় করিলেন। আর্দ্দালীরা নীচে যাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কুমারবাহাদুর আমাকে একে একে সমস্ত দ্রব্য দেখাইতে লাগিলেন। বিলাতি ও দেশী মেঠাই, ফল, ফুল, নানা প্রকার সর্ব্বোত্তম মদিরা, নানা প্রকার বাঙ্গালী ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য্য শাড়ী, বডিস, সাবান, রুমাল, এসেন্স, সুরভি তৈল, দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। একটী জুয়েল রাখার উৎকৃষ্ট বাক্সের মধ্যে চুড়ী, বালা,

অনন্ত, চন্দ্র হার, চিক, হার, কাণ, সোণার ফুল, কতিপয়, রত্নময় অঙ্গুরী ছিল। একে একে বাহির করিয়া বলিলেন, আজ তোমাকে বাঙ্গালিনী সাজাইব, এবং সেই জন্যই আমিও দেশী পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছি।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার সহ আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম, এবং মেমের পোশাক ত্যাগ করিয়া বেনারসী শাড়ী ও কিঙখাপের হাত কাটা বুকের উপর পর্য্যন্ত খোলা কাঁচলীর মত আঙ্গিয়া পরিলাম। পরিধানে যে ভুল চুক ছিল, তাহা তিনি স্বহস্তে সংশোধন করিয়া দিলেন, তাহার পর সমস্ত অলঙ্কারগুলি নিজেই আদর করিয়া পরাইয়া আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া ক্রোড়ে বসাইয়া বাঙ্গলা পাঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি পুস্তক আনিতে যাই বলিয়া আমার মাতার কাছে গমন করিলাম। তিনি আমাকে বাঙ্গালী বেশে সজ্জিতা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন এবং কুমারকে দিবার জন্য যে সকল যৌতুক-দ্রব্য দিনে আনাইয়া ছিলেন, তাহা আমার হাতে দিলেন।

আমি পাঠ্য পুস্তক পাঁচ খানি ও যৌতুক-দ্রব্য সহ কুমার বাহাদুরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আমার মাতার প্রদত্ত বলিয়া চেলীর জোড়, ঢাকাই, ফরাসডাঙ্গার ধুতি চাদর, সোণার ঘড়ীচেন, একটী মুক্তার মালা, অঙ্গুরী প্রভৃতি দুই হাজার টাকা মূল্যের সামগ্রী তাঁহাকে দিলাম ও পরিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আহ্লাদ সহকারে চেলী পরিলেন, মুক্তার মালা গলায় দিলেন, অঙ্গুরী ধারণ করিলেন, ঘড়ী চেন জামার পকেটে ঝুলাইয়া আমার হাত ধরিয়া আমার মাতার নিকট যাইয়া পাঁচ হাজার টাকার পাঁচ খানি নোট তাঁহাকে প্রণামী ও এক লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ আমার স্ত্রীধন স্বরূপ তাঁহার হস্তে

দিয়া আমার সহিত নতজানু হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। মাতা পরমেশ্বরের নাম করিয়া হৃদয়ের সহিত আমাদিগের শুভ কামনা করিলেন।

তাহার পর কুমারবাহাদুরেরই আনীত নানা প্রকার মিষ্টান্ন মদিরা মাতাকে দেখান হইলে তিনি ড্রইংরুমের টেবিলে আমাদিগের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমরা পরমানন্দে সেই সকল উপাদেয় মিষ্টান্ন ও ফলাদি ভক্ষণ ও নানারূপ উৎকৃষ্ট মদিরা অল্প অল্প পান করিয়া আমি পাঠের পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি এক দিনেই এত অধিক পড়া দেখিয়া আনন্দে আমার গণ্ডে চুম্বন করিলেন এবং অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু যোগের ভেদ বলিয়া দিলেন। আমি অবাধে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া শুনাইলে পরদিন দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভের কথা হইল।

তদনন্তর সেতার বাজাইয়া ক্ষণকাল আনন্দ অনুভবের পরে একটী চমৎকার বাঙ্গলা গান একটু চাপা গলায় সেতারের সঙ্গতসহ গাহিলেন। যেমন উত্তম সুর, তেমনই রচনার পারিপাট্য। আমাকে গাইতে বলিলেন, আমি বাঙ্গলা গান জানিনা, সুতরাং পিয়ানোতে সঙ্গত করিয়া একটী ইংরেজী গান গাইয়া শুনাইলাম।

কুমার আমার স্বরের লালিত্যের বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বিলাতি গীতে রাগিণী ও তাল না থাকা হেতু প্রকৃত পক্ষে উহা সঙ্গীত বলিয়া অভিহিত হইতেই পারেনা।"

গতে ও গীতে যে রাগিণী ও তাল থাকা আবশ্যক তাহা আমি সেতার বাজান শিখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কুমার আমার মাতাকে বলিয়া সে রাত্রিতে আমাকে লইয়া তাঁহার আবাস বাটীতে গমন করিলেন, কারণ আমাদিগের আহারের

আয়োজন তথাতেই হইয়াছিল। রাত্রি ৮টার সময়েই আমরা তাঁহার বৃহৎ বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি একে একে তাঁহার পাঠাগার, শয়নাগার, বৈঠকখানা, স্নানাগার প্রভৃতি দেখাইলেন। আহারের আয়োজন হইলে আমরা একত্রে এক মেজেই বসিয়া কতক দেশী, কতক বিলাতি খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে লাগিলাম। কট্‌লেট প্রভৃতির সহিত পোলাও, কোর্ম্মা কি উপাদেয় খাদ্য তাহা সাহেবেরা অনেকেই জানেনা। আহারান্তে আমরা দ্বিতলস্থ বৈঠকখানায় একটী সোফাতে স্বামী স্ত্রীতে বসিয়া পান খাইতে লাগিলাম। আমার গায় কুমার বাহাদুরের জরির শাল দিয়া তিনি একটী উৎকৃষ্ট অলষ্টার পরিয়া অলবোলায় তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময় একজন ঈষৎ শ্যামাঙ্গী প্রায় ২৪।২৫ বর্ষীয়া হিন্দুস্থানী বাইজী সঙ্গীয় তবলচী, সারঙ্গীদার ও জুড়িদার, হোকা বরদার সহ উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সেলাম করিয়া উপবেশনান্তে মুজরা করিতে আরম্ভ করিল। বাইজীর পরিধানে পেশোয়াজ ছিল, পরিহিত শাল রাখিয়া দিয়া ক্রেপের উৎকৃষ্ট ওড়না গায় দিয়া দাঁড়াইল। তবলচী ও সারঙ্গীদার কোমরে যন্ত্র বাঁধিয়া দাঁড়াইল। শ্রোতা আমরা দুই জন, আর কুমার বাহাদুরের সেই যুবক বয়স্য।

প্রথমে সারঙ্গী, তবলা ও জুড়িদার গত বাজাইতে আরম্ভ করিল। বাইজী ক্ষণকাল হস্তে লয় প্রদর্শনান্তে নাচিতে আরম্ভ করিল। ইহার পূর্ব্বে আমি জীবনে আর কখনও এরূপ নাচ দেখি নাই। নাচের পর বাইজী হিন্দী ভাষায় গান এরূপ মধুর উচ্চ স্বরে বিশুদ্ধ লয় তাল রাগিণীতে গাহিতে লাগিল, যে আমি শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে মনে মনে বহু প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কুমার বাহাদুরও মধ্যে মধ্যে বাহবা দ্বারা বাইজীর উৎসাহ-বর্দ্ধন করিতে

লাগিলেন। দুই ঘণ্টা কাল কখন নাচিয়া, কখনও দাঁড়াইয়া, কখনও বা বসিয়া বাইজী ,শ্রবণ, মন ও প্রাণ মুগ্ধকর নৃত্যগীত দ্বারা আমাদিগের চিত্ত বিনোদন করাতে কুমার বাহাদুর স্বীয় বয়স্যকে ইংরেজী কথাতে বলিবামাত্র তিনি নগদ ১০০৲ শত টাকা আনিয়া বাইজীর হস্তে পুরস্কার দিলেন। বাইজী সন্তুষ্ট চিত্তে শিষ্টাচার সহ সেলাম করিয়া বিদায় হইল, এবং আমরাও শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করিলাম।

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময় চা ও বিস্কুট দ্বারা জলযোগের পর উৎকৃষ্ট গাড়ীতে কুমার বাহাদুরের দমদমাস্থিত বাগান বাড়ীতে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব রাত্রির বাইজীর গান উপলক্ষে কুমার বাহাদুর আমার মতামত এবং বিলাতী সঙ্গীত অপেক্ষা হিন্দুস্থানী অর্থাৎ ভারতীয় সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বাইজীর গানের, বিশষতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলে তিনি বলিলেন, "তোমার যে চমৎকার গলা, তুমি হিন্দী গান শিখিলে সুগায়িকা হইতে পার।"

আমি গান শিখিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, আপনি শেখান, আমি খুব মন দিয়ে যত্ন করে শিখব।

আমার আগ্রহ দর্শনে কুমার একটী বাঙ্গলা গান গাইবার পূর্ব্বে বলিলেন, "এই জাতীয় গীত বাঙ্গলায় নুতন, ইহা গজলের অনুকরণে রচিত। ইহার রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ, এবং তাল যৎ।" গানটী বোধ হয় তাঁহারই রচিত। তিনি গাইতে গাইতে তুড়ী দিয়া তালের লয় প্রদর্শন করিলেন।

তোমারি সুন্দর ছবি, হৃদয়ে রেখেছি আঁকি।
মানস নয়নে হেরি, বিরলে মুদিয়ে আখি।

গা

ভুলতে নারি অদর্শনে, বদন খানি পড়ে মনে,
কত সুখী হই নিরখি, যখনি নিকটে থাকি।
এই আশা প্রাণ মনে, মিলে রব তব সনে,
যত দিন দেহ পিঞ্জরে, প্রাণ পাখী না দেয় ফাকী॥

গানটী আমারই মনের ভাবের অবিকল অনুরূপ বলিয়া বড় ভাল লাগিল, তবে মর্ম্ম তত ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না, কারণ বাঙ্গলা তখন ভাল রূপ জানিতাম না। কুমার কথার অর্থ বলিয়া দিলেন। পথে যাইতে যাইতে আমি গানটী শিখিয়া ফেলিলাম, তবে রাগিণীর রূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইল না। গানটী আমার মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়া অদ্যাপিও তাঁহার স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। তখন কে জানিত, তাঁহার প্রাণপাখী অকালে দেহ-পিঞ্জর হইতে ফাকী দিয়া চলিয়া যাইবে, এবং আমি তাহার সেই সুন্দর ছবি মানস পটে বিরলে মুদিত নয়নে দেখিয়া তঁহার গুণ গান করিয়া দুঃখের দিন কাটাইব।

আমারা এক ঘণ্টার মধ্যেই বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ৮০ বিঘা জমীতে সেই সুবৃহৎ বাগন। তিনটী ছোট বড় পুষ্করিণী, একটী বৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদ, আর একটী ছোট হইলেও অতি বিচিত্র দ্বিতল সৌধ, মর্ম্মর ফলক মণ্ডিত, বহুল বিলাস দ্রব্যে সজ্জিত। বাগানে কতই ফলবান বৃক্ষ, পুষ্প-কানন, লতা-কুঞ্জবন, বেদী, শ্যামল দুর্ব্বাময় ক্ষুদ্র ক্ষেত্র। আমি দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইলাম, এবং আপনাকে এরূপ ভাগ্যবানের সহধর্ম্মিণী মনে করিয়া সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিলাম।

কুমার বাহাদুর ছিপ লইয়া এক বড় পুকুরে মাছ ধরিতে বসিলেন। আমি তাঁহার পাশে বসিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলাম। ভৃত্যেরা চার ফেলিয়া মৎস্যদিগকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। প্রথমে একটী ছোট পোনামাছ ধরা হইল, কিন্তু সেটী ছোট বলিয়া জলে

ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষণকাল পরেই এক বৃহৎ রুই বঁড়শীতে আবদ্ধ হইল। এক একবার দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল, পুনরায় হুইলের আবর্ত্তনে আকর্ষিত হইয়া নিকটে আসিতে লাগিল। এই রূপে বহুক্ষণ টানাটানির পর অবসন্ন হইয়া ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইলে একজন ভৃত্য এক লম্বা দণ্ডের অগ্রভাগে আবদ্ধ ক্ষুদ্র জাল যোগে মাছটী ধরিয়া উপরে তুলিল। কুমার বলিলেন, মাছটী ওজনে প্রায় দশসের হইবে। তাহার পর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আরও একটী অপেক্ষাকৃত ছোট রুই ধরিয়া আমাকে আমার মাতার নিকট ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়া মাছ পাঠানর কথা বলিতে বলিলেন। আমি ক্ষিপ্র হস্তে কতিপয় ছত্র লিখিয়া দিলাম, সেই পত্র সহ মাছ লইয়া একজন মালী তখনই আমার মাতার নিকট চলিয়া গেল।

বলাবাহুল্য মধ্যাহ্নে আমরা রুই মাছের পোলাও, ভাজা, কালিয়া নানারূপ সৎকার করিলাম। অপরাহ্নে রৌদ্র পড়িলে কুমার আমাকে সঙ্গে লইয়া বাগান পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইলেন। যে স্থানে যেরূপ কার্য্যের প্রয়োজন, অনুগামী মালীকে সবিশেষ বলিয়া দিয়া আমরা এক লতাকুঞ্জের বিচিত্র মঞ্চাসনে বসিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলাম। টাট্‌কা খেজুররস মালী ভাঁড় সহ আনিয়া দিল। আর্দ্দালীর হস্তে গ্ল্যাস ছিল, আমরা সেই মিষ্ট রস পান করিলাম।

মালী ও আর্দ্দালীরা বহুদূরে যাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কুমার আমার সেই পথে আগমন সময়ে শেখা গানটী অনুচ্চ-স্বরে আমাকে শিখাইতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার অনুকরণে অনুচ্চ-স্বরে গাইতে লাগিলাম। এই বার গানটী উত্তমরূপে কণ্ঠস্থ হইল। তাহার পর সন্ধ্যাসমাগত দেখিয়া আমরা ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলাম। রাত্রিতে আমরা বাগানেই থাকিলাম। পরদিন

প্রাতে ৮টার পর যাত্রা করিয়া কুমার আমাকে আমার মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া বাটীতে চলিয়া গেলেন।

এইরূপ কখনও কুমারের কলিকাতাস্থ বাটীতে, কখনও বাগান বাটীতে যাতায়াত অবস্থান দ্বারা আট মাস সময় কর্ত্তন হইল। তখন আমি প্রায় ছয় মাসের গর্ভবতী। কুমার এই সময় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোর্ট-অব ওয়ার্ড হইতে নিজের জমিদারীর ভারপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি ইতোমধ্যে রাজসাহী জিলাতে বাৎসরিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের এক জমিদারী ১৫০০০০৲ দেড়লক্ষ টাকাতে নিলামে ক্রয় করিলেন, এবং পোনের দিনের জন্য আমাকে বলিয়া নূতন জমিদারী দখল লইতে নিজেই যাত্রা করিলেন। প্রত্যহই ডাকে আমাকে পত্র লিখিতেন এবং আমিও তাঁহার পত্র পাইবামাত্রই উত্তর দিতাম। আমি গত আট মাসে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলাম, এজন্য কুমার আমাকে বাঙ্গলাতে পত্র লিখিতেন এবং আমিও বাঙ্গলাতেই উত্তর দিতাম।

প্রায় ২৫ দিন পরে কুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার মাতার নিতান্ত অনুরোধ পত্র আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমার জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ড হ'তে প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রজারা আমায় লইয়া উৎসব ধূম ধাম করিবে, কিন্তু আমি তোমাকে লইয়াই দেশে যাইতে চাই। তুমি এখন গর্ভবতী, তোমার প্রসব হতে প্রায় তিন মাস, প্রসবান্তে আর এক মাস, এই চার মাস আমি হিন্দুস্থান, পঞ্জাব, অযোধ্যা, রাজপুতনা প্রভৃতি বেড়াইতে যাইব। এরূপ দেশ ভ্রমণেও তুমি সঙ্গে থাকিলে বড় সুখের ভ্রমণ হইত। যাহা হউক আমি মাতাকে পত্র লিখিয়া শীঘ্রই যাত্রা করিব।"

সপ্তাহ মধ্যেই কুমার পশ্চিমে চলিয়া গেলেন এবং নানস্থানের

নানা বিবরণ আমাকে প্রায় প্রত্যহই লিখিতেন ও কোথায় পত্র লিখিব জানাইতেন। তিনি মাঘ মাসের শেষে বাহির হইয়াছিলেন, চৈত্র মাসের মধ্যেই সে দেশে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। নানা স্থানের নানা বিচিত্র দ্রব্য আনিয়াছিলেন, এবং তাহার অনেক গুলিই আমারই জন্য।

ইতোমধ্যে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম আসিল, তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর ভয়ানক অসুখ। কুমার আর না যাওয়া উচিৎ নহে, এই বলিয়া আমার জন্য চাকর, চাকরাণী,আর্দ্দালী, একজন বিশ্বস্থ প্রাচীন কর্ম্মচারী রাখিয়া তিনি দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইলেন। হায়! সেই আমাদিগের ইহজীবনে শেষ দেখা। কুমার চলিয়া গেলেন, আমার মন যেন কেন বিষণ্ন হইল। যত শীঘ্র সম্ভবে আসিবেন বলিয়া গেলেন, কিন্তু সেই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা হইল, তিনি আর ফিরিতে পারিলেন না।

কুমারবাহাদুর বাটীতে পৌঁছিয়া এক পত্রে লিখিলেন "আমার মা ঠাকুরাণীর অসুখ তেমন কিছুনয়। গভর্ণমেণ্ট আমাকে রাজা উপাধি দিবেন. কমিশনার সাহেব স্বয়ং সেই উপাধি দিতে আসিবেন। আমাদিগের জিলার কলেকটার সাহেব শীঘ্রই আমার সহিত দেখা করিতে আসিবেন, তখন সেই উপাধি উৎসবের দিন ধার্য্য হবে, সেই দিন আমার রমা রাণী হবেন।" আমার রোমিয়া নামের স্থলে তিনি আমাকে রমা বলিয়া ডাকিবেন।

ইহার কিছু দিন পরেই আমার স্বামী রাজা উপাধি ভুষিত হইলেন। এ দিকে আমিও তোমাকে প্রসব করিলাম। তোমার জন্ম মাত্রই তাঁহার নিকট টেলিগ্রাম করা হইল,তিনি শীঘ্রই আসিবেন বলিয়া তারে উত্তর দিলেন:

পঞ্চম কাণ্ড।

আমার বৈধব্য।

আমার স্বামীর তারে পাইবার দুইদিন পরে তাঁহার এক পত্র পাইয়া সবিশেষ জানিতে পারিলাম, যে শীঘ্রই সাহেবদিগের ভোজ উপলক্ষে নাচ গান ধূম হইবে, তাহার পরেই তিনি কালকাতায় আসিবেন। মধ্যে তিন চারি দিন কোন পত্র পাইলাম না, তাহার পর একখানি পত্র পাইয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। রাজা লিখিয়াছেন, ভোজের পরদিন বেলা ১০ টার সময় তিনি কতিপয় বন্ধু সহ তাঁহাদিগের বাটীর সম্মুখবর্ত্তী এক অতি বৃহৎ পুষ্করিণীতে স্নানাবগাহন করিতে গিয়াছিলেন। সন্তরণ ও জলকেলী শেষ করিয়া অনেকেই ঘাটলার উপর উঠিয়া ছিলেন। রাজা তখনও প্রায় কোমর জলে দাঁড়াইয়া গায় সাবান ঘষিতে ছিলেন, এমন সময় একটা কুমীর তাঁহার বাম হাঁটুতে কামড়াইয়া ধরে। তিনি "কুমীর, কুমীর" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতেই কুমীর কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া নিজের শক্তি অনুসারে উপরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, তখন দুইজন সাহেব তাঁহার দুই বাহু ধরিয়া সবলে কুমীর সহকারে তাঁহাকে টানিয়া ঘাটলার উপরে তুলিয়া ফেলিলেন। কুমীরটী খুব বড় ছিল না, কিন্তু হা করিয়া তাঁহার হাঁটু নিজের মুখের ভিতর তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা এরূপ দৃঢ় ভাবে ধরিয়া ছিল, যে কিছুতেই সহজে ছাড়াইতে পারা গেল না। আর্দ্দালীরা দৌড়িয়া গিয়া রাজবাড়ী হইতে দুইটী বন্দুক আনিয়া উপর্য্যুপরি গুলি করিয়া কুমীরকে মারিয়া ফেলিল, তাহার পর কুমীরের দুই পাটী

দন্তযুক্ত লম্বা মুখ ধরিয়া টানিয়া হা করাইয়া রাজার হাঁটু মুক্ত করিল। কুমীরের তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে পাঁচটী ক্ষত হইয়াছিল, তাহা হইতে স্রোতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তখনই ডাক্তার সাহেব রক্ত নিবারক ঔষধ দ্বারা পটী বাঁধিয়া দিলেন,, তাঁহার উঠিবার বা চলিবার শক্তি ছিলনা। চারিজন লোক এক সতরঞ্চীর উপর তাঁহাকে বসাইয়া চারি কোণ ধরিয়া বহন করিয়া বাটীতে লইয়া গেল। তিনি ভিজা কাপড় ছাড়িয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

রক্তস্রাব বন্ধ হইলেও দারুণ বেদনায় তিনি কাতর হইলেন। সন্ধ্যার সময় হাঁটু ফুলিয়া উঠিল এবং যাতনায় রাত্রিতে তাঁহার জ্বর হইল। পরদিন প্রাতে জ্বর গায় অতিকষ্টে আমার নিকট এই আকস্মিক দুর্ঘটনার বিষয় লিখিয়াছিলেন।

আমি এই পত্র পাইয়া অতিমাত্র ব্যস্ত ও দুঃখিত হইয়া উত্তর দিলাম। দুই দিন পর্য্যন্ত আর কোন পত্র না পাইয়া টেলিগ্রাম করিলাম, অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যেই দেওয়ানের উত্তর আসিল "রাজা ভয়ানক অসুস্থ, চিন্তা করিবেন না।" অপরাহ্ণে পুনরায় দেওয়ানের নিকট টেলিগ্রাম করিলাম, এবং রাত্রি ৮ টার সময় উত্তর আসিল "রাজার বিকার অবস্থা, জ্বর প্রবল।" পরদিন প্রাতে পুনরায় টেলিগ্রাম করিলাম, কিন্তু সমস্ত দিন উদ্বিগ্নতার পর অপরাহ্ণ চারিটার পর উত্তর আসিল, "রাজা যে উইল করিয়া গিয়াছেন তাহা ডাকে পাঠান হইল। বেলা ১টার সময় তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" আমি রাজার মৃত্যু সংবাদে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার মাতার বহু যত্নে আমার সংজ্ঞালাভ হইলে সেদিন অনাহারে শয্যায় পড়িয়া কেবল রোদন করিয়া নিজের মন্দ ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। তোমার মুখ দেখিয়া রাত্রিতে মাত্র একটু দুধ খাইয়া

আক্ষেপ করিতে লাগিলাম। নিদ্রা ভাল হইল না, তন্দ্রাযোগে দেখিলাম, আমার স্বামী শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "রমা! কাঁদ কেন, এইত আমি এসেছি।" আমি জাগরিত হইয়া পাগলিনীর ন্যায় "প্রাণেশ্বর নাথ! আপনি এসেছেন" এই বলিয়া উঠিয়া বসিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া স্বপ্ন দর্শন জানিতে পারিয়া আবেগে কাঁদিতে লাগিলাম।

পরদিন দেওয়ানকে একখানি বাঙ্গলা পত্র লিখিলাম, তাহাতে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে শত শত প্রণামসহ আমার দুর্ভাগ্যের, বৈধব্যের ও তোমার জন্মের ও শারীরিক কুশলের কথা লিখিলাম। তাহার পরদিন দেওয়ানের পত্র সহ রাজার উইল প্রাপ্ত হইলাম।

রাজার চরম পত্রের সহিত তাঁহার এক স্বহস্ত লিখিত শেষ পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—প্রাণাধিকে, প্রিয়তমে, রমে! আমি যাতনায় ও জ্বরে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। অজ্ঞান অবস্থায় আমার ভাবী জীবনের ফল জ্ঞাত হইলাম। আমি সংসার ও তোমাকে কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছি, নলিনীর বিবাহ হইলে তুমি আমার অনুগামিনী হইবে, এবং যথা সময়ে আমরা পুনরায় মিলিত হইব। তোমার প্রদত্ত বিবাহের অঙ্গুরী, আমার ঘড়ী ও রাজ বেশের ফটো পাঠাইলাম। চরম পত্র লিখিবার জন্যই দৈব বলে আমি অন্তিম সময়েও জ্ঞান লাভ করিয়া তোমার নিকট এই শেষ পত্র লিখিলাম। ভরসা করি ধর্ম্ম পথে থাকিবে, নলিনীর লেখাপড়া ও সৎজ্ঞান, ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

২৫।৪।৪৭ তোমার অভিন্ন হৃদয় স্বামী

শ্রীমন্মথ নাথ রায়।

চরম পত্র

আমার অন্তিমকাল উপস্থিত, এজন্য আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতি রমা ওরফে রমীয়া দেবীকে মাসিক এক হাজার টাকা তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত ভরণ পোষণের বৃত্তি দিলাম। আমার উক্ত ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে আমার ঔরসজাত কন্যা শ্রীমতী নলিনী বালা দেবীকে আমার নূতন খরিদা জিলা রাজসাহীর অন্তর্গত ডিহি রায়গড় নামক বাৎসরিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী তাহার ভরণ পোষণ ও বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দান করিলাম। আমার বাল্যসখা শ্রীমান চারু চন্দ্র ভৌমিককে তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিলাম। আমাদিগের গুরুদেব শ্রীল শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ গোস্বামী প্রভুকে এক কালীন দান এক হাজার টাকা, কুল পুরোহিত শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এক কালীন পাঁচ শত টাকা, আমার সেতার শিক্ষক শ্রীযুত মীর মনসুর আলী সাহেবকে এক কালীন আড়াইশত টাকা দান করিলাম। আমার ওয়ারিশ এই চরম পত্রের সর্ত্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া গ্রাহ্য হইবেন না। আমার মাতাঠাকুরাণী আমার উত্তরাধিকারী, পিণ্ডদাতা, বংশ-রক্ষক *একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ পুত্রকে দত্তক বা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন।* রাজত্ব ও জমিদারী আমার পোষ্যপুত্রের নাবালক কাল পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে থাকিবে, আমার দত্তক পুত্রের যদি অকাল মৃত্যু হয় এবং কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহা হইলে আমার কন্যা বর্ণিতা শ্রীমতী নলিনী বালা দেবীর প্রথম পুত্র এই সমস্ত রাজত্ব, জমিদারী টাকা কড়ি, ঘর বাড়ীর উত্তরাধিকারী হইবে। এই চরম

পত্রের অনুলিপি (আমার স্বাক্ষরিত নকল) আমার মাতার হস্তে এবং আসলখানি আমার স্ত্রী রাণী শ্রীমতী রমা দেবীর হস্তে এবং তদভাবে আমার কন্যা কুমারী শ্রীমতী নলিনী বালা দেবীর হস্তে থাকিবে। ইতি

সন ১২৫৪ সাল, তারিখ ১৭ই বৈশাখ।

আমি সজ্ঞানে এই চরম পত্র লিখিলাম।

শ্রীমন্মথ নাথ রায় চৌধুরী।

রাজা ও জমিদার শ্রীপুর—

জিলা রঙ্গপুর।

সাক্ষী—

শ্রীরামতনু লাহিড়ী।

দেওয়ান, শ্রীপুরষ্টেট।

শ্রীবরদা কান্ত রায়। ম্যানেজার। শ্রীপুর ষ্টেট।

তোমার পিতার ফটো, চরম পত্র আমার নিকটে রহিল, যথা সময়ে তোমাকে দিব।

তোমার ৩ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে আমার মাতার মৃত্যু হয়। আমার পিতা পাটের দালালী করিতেন এবং মিঃ র‍্যালোকে তিনি অংশী ও ম্যানেজার রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মিঃ র‍্যালো একাকীই সমস্ত কার্য্য চালাইতে ছিলেন, এবং তদুপলক্ষে মধ্যে মধ্যে আমার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও লাভের টাকা কড়ি দিতেন। মাতার মৃত্যুর পর তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আমার পরিণয়, বৈধব্য, স্বামীর চরম পত্র সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া আমার অভিভাবক ও আশ্রয় স্বরূপ হইতে সম্মত হইলেন।

এই স্থলে মিঃ র‍্যালোর কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত জীবনী বলিয়া রাখি। ইনি ইটালীয়ান, রোমান কাথলিক খৃষ্টান। স্বদেশে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা

বিয়োগে উদাসীন হইয়া ভারতে আগমন করিয়া কিছুদিন বোম্বাইয়ে ছিলেন, পরে কলিকাতায় আসিয়া আমার পিতার অংশীরূপে পাটের দালালী করেন। আমার মাতার মৃত্যুর সময়ে তাহার বয়স ৪৫ কি ৪৬ বৎসর ছিল। তিনি আমাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং আমার অভিভাবকরূপে একত্রেই বাস করিতেছেন। ঘটনাক্রমে আমি আর্ম্মাণী গির্জ্জার নিকটবর্ত্তী বাটী বিক্রয় করিয়া লাল বাজারের বর্ত্তমান বাটী ক্রয় করিয়া ছিলাম। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও বন্দোবস্তে তোমার ডিহি রায়গড়ের জমিদারীর আয় বাৎসরিক পঁচিশ হইতে এক্ষণে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হইয়াছে। একজন পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মাসিক ৩৫০৲ টাকাতে ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন। বাৎসরিক ব্যয় বাদে গত ১৯ বৎসরে তোমার নামে ৫,৬০,০০০৲ টাকা তিনটী প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কে মজুদ আছে। আমার নিজেরও প্রায় ২০০০০০৲ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে, তাহাও তোমারই হইবে। এখানে ও সিমলায় যে কারবার তাহা মিঃ র‍্যালোর নিজের, তবে আমি তাঁহাকে পুঁজি স্বরূপ যে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা প্রথমে দিয়াছিলাম তাহা আর ফেরত লইব না। তিনিও এখন ৬২ কি ৬৩ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ, তাঁহার অভাবেও তাঁহার সম্পত্তি প্রায় লক্ষ টাকা তাহাও তোমারই হইবে। তোমার স্বামীকে ২টার সময় পাঠাইও, মিঃ র‍্যালোর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তোমার জমিদারীর কাগজ পত্র, ব্যাঙ্কের রসিদ চেকবহি ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন।

আশীর্ব্বাদিকা।

শ্রীরমা দেবী।—

পুনশ্চঃ—তোমার পিতার মৃত্যুর পর ৬ মাস অন্তে আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী গয়ায় পিণ্ড দিতে ও কাশী তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন। ফিরি-

বার সময় আমার সহিত দেখা করিতে ও তোমাকে দেখিতে কলি-কাতায় ৩ দিন ছিলেন। আমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া সাক্ষাতের ইচ্ছা করাতে আমি বিধবা বেশে সাদা থান কাপড় পরিয়া তোমাকে লইয়া নিজের পালকী গাড়ীতে ঝী, দরওয়ান ও কর্ম্মচারা সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন, আমিও স্বামী-শোকে বিহ্বলা হইয়াছিলাম। তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ও ১০০ এক শত মোহর, দুধ খাইবার সোণার বাটী, গেলাস, রেকাবী দিয়াছিলেন, সে গুলি তোমার পোর্টম্যাণ্টোর মধ্যে দিলাম, যদি পারি ৫ টার পর যাব।

শ্রীরমা।

নলিনী মাতার জীবন বৃত্তান্ত, পিতার পরিচয় ও জমিদারীর বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, এ সব কথা মা আমাকে এতদিন বলেন নাই? ভাগ্যে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ সঙ্ঘটন হয়েছে, নচেৎ কোন্ ম্লেচ্ছের হাতে পড়তুম।

কুমু। ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।

নলিনী। হাঁ বোন! নইলে কি এঁর মত স্বামী, তোমার মত ভগিনী, আর আমার মায়ের মত মা আমার ভাগ্যে হ'ত? (কুন্দনের প্রতি) তা হ'লে ২টার সময় গিয়ে মিঃ র‍্যালোর সহিত দেখা করে কাগজ পত্রগুলি আনতে হবে।

কুন্দন। হাঁ, চল এখন স্নানাহার করা যাক, বেলা প্রায় ১০ টা; তা ঠিক দুটোর সময় যাব, তুমিও একবার যাবে না?

নলি। আমি যে এখন পরের ঘরের কোণের বউ, আর প্রকাশ্য ভাবে বেরব না।

কুন্দন। না হয় ঘোমটা দিয়ে গাড়ীর দোর বন্ধ করেই যাবে এখন।

নলি। তাহলে কুমুদিনীকেও সঙ্গে নেবো।

কুন্দন। তায় ক্ষতি কি, কেমন কুমু যাবে না?

কুমু। তা যাব বইকি, যেখানে সাপ, সেই খানেই ন্যাজ, সঙ্গের সাথী—তা কি শুধু হাতে যাবে?

কুন্দন। হাঁ, ঠিক বলেছ, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়। আচ্ছা, তোমরা নাও, আমি ব্যবস্থা করে আসছি।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

কুন্দনলাল জমিদার।

সেই দিন কুন্দনলাল নলিনী ও কুমুদিনীকে সঙ্গে লইয়া নিজের বৃহৎ গাড়ীতে আর্দ্দালী সহ ঠিক বেলা ২টার সময় নলিনীর মাতার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। নলিনী ও কুমুদিনী অবশ্যই বানারসী শাড়ী, সেমিজ, বডিস সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, গায় জরীর কাজ করা রেশমী রঙ্গীন ওড়না, পায় রেসমী মোজা ও মখমলের উপর জরীর কাজকরা জুতা পরিয়াছিলেন। কুন্দনলাল প্রায় সাহেবী পরিচ্ছদে,

তবে মাথায় হ্যাটের পরিবর্ত্তে জুব্বাদার সাচ্চা কাজ করা টুপী পরিয়াছিলেন! গাড়ীর ছাতে দুইটী আবৃত ঝুড়ীতে নানা প্রকার মিষ্টান্ন, কেক, মদিরা, ফল ইত্যাদি ছিল। গাড়ী নলিনীর মাতার বৃহৎ বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলে নলিনী কুন্দনলাল, কুমুদিনীকে সঙ্গে লইয়া ত্রিতলস্থ মাতার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সহিসদ্বয় আর্দ্দালীর সহিত উপঢৌকনের দ্রব্য সমন্বিত ঝুড়ী দুইটী সঙ্গে লইয়া চলিল। মিষ্টার র্যালো অবিলম্বেই তথায় উপস্থিত হইলেন। কুন্দনলাল তাহাকেই মিঃ র্যালো বলিয়া জানিতে পারিয়া বিনীত ভাবে টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিলেন, তিনিও প্রসন্ন বদনে কুন্দনলালের কর মর্দ্দন করিলেন!

নলিনী কুমুদিনীকে ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিলে কুমুদিনী যুক্তকরে মিঃ র্যালোকে অভিবাদন করিলেন, তিনিও প্রসন্ন বদনে প্রতিনমস্কার জানাইলেন। তাহার পর নলিনী ও কুমুদিনী এক সোফাতে বসিলেন, কুন্দনলাল ও মিঃ র্যালো টেবিলের পার্শ্বে চৌকিতে বসিলেন, এবং নলিনীর মাতা স্বীয় বৃহৎ গদী যুক্ত অনুচ্চ চৌকিতে বসিলেন। নলিনী স্বীয় মাতাকে দুটী ঝুড়ীস্থিত খাদ্য সামগ্রী দেখাইলে তিনি বলিলেন "সবাইকে দাও, জল খাওয়ার সময়ওত হয়েছে।" নলিনী একটী স্প্রীং ঘণ্টা টিপিবা মাত্র একজন পরিচারিকা উপস্থিত হইলে তাহাকে বটলারকে ডাকিতে বলিলেন এবং রূপার প্লেটে মিষ্টান্ন, কেক স্বয়ং পরিবেষণ করিলেন। পরিচারিকা সহ বট্‌লার আসিলে দুই প্রকারের দুইটী মদিরার বোতল খুলিয়া গ্লাস সহ টেবিলে সাজাইতে বলিলেন। তাহার পর সকলেই জলযোগ ও অল্প পরিমাণে মদিরা পান করিলে নলিনী পরিচারিকাকে পান আনিতে পাঠাইলেন।

জলযোগের পর মিষ্টার র‍্যালো একটী ডিড বক্‌স অর্থাৎ দলিলের বাক্‌স আনাইয়া তন্মধ্য হইতে ব্যাঙ্কের চেকবহি, আমানতী টাকার রসিদ ইত্যাদি একে একে সমস্তই কুন্দনলালকে বুঝাইয়া দিয়া বাক্‌স সহ চাবী দিলেন। তাহার পর জমিদারীর স্থূল হিসাবের খাতাপত্র, কর্ম্মচারিদিগের নাম, পদ, বেতন ইত্যাদির লিষ্ট, জমিদারী সম্বন্ধে নিয়মাবলী, সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন।

নলিনীর মাতা একটী লোহার বাক্‌স খুলিয়া স্বীয় স্বামীর চরম পত্র ও ফটোগ্রাফ বাহির করিলেন। নলিনী আগ্রহ সহকারে স্বীয় পিতার রাজ-বেশের চিত্র দর্শনে ললাটে স্পৃশ্য করাইয়া প্রণাম করিলেন। কুন্দন লালও তদ্রূপ প্রণাম পূর্ব্বক ছবি-খানি দেখিলেন বয়স অনুমান বাইশ বৎসর। কি সুন্দর মূর্ত্তি, মস্তকে রত্ন জড়িত রেসমী পাগড়ী, তদুপরি অষ্ট্রীচ্ পুচ্ছ। গায় সাচ্চা জরীর কামদার চাপকান, গলায় পাঁচ নহরী মতীর মালা, ও গার্ড চেন, অঙ্গুলীতে রত্নাঙ্গুরী, বাম হস্তে কোষবদ্ধ অসি, পরিধানে চুড়িদার পায়জামা ও পদে জরীর পাদুকা, কটিতটে রেসমী কমর বন্দ। মখমল মণ্ডিত কারুকার্য্য খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, দক্ষিণ পার্শ্বে দুই জন সাহেব, বাম পার্শ্বে দেওয়ান ও বয়স্য চৌকিতে বসিয়াছেন, পশ্চাদ্ভাগে আশা সোটাধারী দুই জন চাপকান পরা আর্দ্দালী। ফটোগ্রাফ খানি বেশ বড়. অতি উত্তম ভাবে তোলা। সকলের পশ্চাতে যাহাকে ব্যাক্ গ্রাউণ্ড বলে, তাহাও বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত। নলিনী ও কুমু-দিনী ক্রমে বিশেষ আগ্রহের সহিত চিত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কুন্দনলাল ফটো হইতে একটী বৃহৎ অয়েল পেইণ্ট ছবি করাইবেন বলিয়া উহা গ্রহণ করিলেন, এবং দান পত্র সহ দলিলের বাক্‌সে, রাখিলেন।

মিষ্টার র‍্যালো জমিদারী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কথা কুন্দনলালকে বাঙ্গলা কথায় বলিলেন। তিনি বাঙ্গলা কথাবার্ত্তা ও লেখা পড়া উত্তম অভ্যাস করিয়াছিলেন। কুন্দনলাল দেখিলেন, মিঃ র‍্যালো অতি সজ্জন, শিষ্টাচার জ্ঞাত। এখন বার্দ্ধক্য বশতঃ কেশ প্রায় পক্কাবস্থায় পরিণত হইয়াছে,কপালে সামান্য ত্রিবলী রেখা প্রকটিত, তথাপি নাক, মুখ, চোক সুশ্রী, যৌবনে তিনি সুপুরুষ ছিলেন। উচ্চতায় মধ্যমাকৃতি, কুন্দনলালের তুল্য, তবে একটু স্থূলকায়। কুন্দনলাল যথেষ্ট শিষ্টাচার সহ তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন বলিলেন। মিঃ র‍্যালো ম্যানেজার বাবু বিনোদ বিহারী মৈত্রের নামে এক পত্র লিখিয়া, পত্রবাহক শ্রীযুক্ত বাবু কুন্দনলাল রায়, কুমারী শ্রীমতী নলিনী বালা দেবী চৌধুরাণীর স্বামী এবং ইনিই অতঃপর জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত ভার গ্রহণে কার্য্য সম্পাদন করাইবেন, সবিশেষ জানাইলেন। কুন্দনলাল শীঘ্রই জমিদারী দেখিতে যাইবেন,এবং আগামী নূতন বৎসরে পুণ্যাহ উপলক্ষে যাইবেন, এইরূপ স্থির হইলে নলিনী ও কুমুদিনীর সহিত প্রায় চারিটার সময় বিদায় হইলেন, এবং রাত্রিতে নলিনীর মাতা ও মিঃ র‍্যালোকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য রাত্রি ৮টার সময় নলিনীর মাতা ও মিঃ র‍্যালো নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কুন্দনলালের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বহু সমারোহ পূর্ব্বক আহারাদি সম্পন্ন হইলে নলিনীর অনুরোধে কুন্দন-লাল সেতার বাজাইলেন এবং নলিনীর মাতা শুনিয়া বহু প্রশংসা করিয়া বিদায় হইলেন।

পরদিন কুন্দনলাল নিজের কারখানায় কারিগর দ্বারা ৪ খানি চাপরাস প্রস্তুত করাইলেন, তাহাতে উচ্চাক্ষর কুমারী শ্রীমতী নলিনী বালা দেবী চৌধুরাণী জমিদার রায়গড়, জিলা রাজসাহী

ইংরাজীতে লেখা হইল। নলিনী ও তাঁহার মাতা এবং মিঃ র‍্যালো চাপরাস দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পক্ষ অন্তেই পুণ্যাহের সময় সমাগত হইলে কোন ভাল জোতির্ব্বিদ দ্বারা শুভদিন দেখিয়া কুন্দনলাল দুই-জন আর্দ্দালী,দুইজন ভৃত্য, ব্রাহ্মণ,এবং একজন কেরানী বাবু সহকারে রেলে কুষ্টিয়া এবং তথা হইতে রামপুর বোয়ালীয়া পর্য্যন্ত ষ্টিমারে গমন করিলেন। রামপুরে তাঁহদিগের জন্য দুইটী হাতী উপস্থিত ছিল, এবং ম্যানেজার বাবু মিঃ র‍্যালোর পত্রানুসারে ভূম্যাধিকারিণীর স্বামীকে সমাদরে গ্রহণ জন্য স্বয়ং এক চাপরাসী ও একজন জমাদার সহ আসিয়াছিলেন।

কুন্দনলাল, ম্যানেজার বাবু ও কেরানী বাবু বড় হাতীতে, এবং ছোট হাতীতে অনুচরেরা আরোহণ করিয়া অপরাহ্ণ ৫ ঘটার সময় রায়গড়ের কাছারীতে পৌঁছিলেন। মিঃ র‍্যালোর অবস্থান জন্য যে দ্বিতল বাটী নির্দ্দিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে কুন্দনলালের থাকিবার ব্যবস্থা এবং ম্যানেজার বাবুর বাটীতে রাত্রিতে ইহাঁদিগের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দুই দিবস পরে পুণ্যাহ, ইত্যবসরে কুন্দনলাল কাছারী ও কাজ-কর্ম্মের সামান্য পর্য্যবেক্ষণান্তে হস্তী দুইটী লইয়া শিকার করিতে বাহির হইলেন। রায়গড়ে পূর্ব্বে যে রাজাদিগের রাজধানী ছিল তাঁহাদিগের বংশ লোপ হওয়াতে অনেকবার হস্তান্তর হইবার পর রাজা মন্মথ নাথ উহা নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। ম্যানেজার বাবুর প্রমুখাৎ রায়গড়ের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় বৃহৎ অরণ্য ও বাঘের আবাস স্থান হইয়াছে শুনিয়া কুন্দনলাল নিজের বন্দুক, ও কাছারীর দুইটী বন্দুক এবং শিকারদক্ষ ছত্রি জমাদারকে ছোট হাতীতে সঙ্গে লইলেন। তদ্ভিন্ন সাহসী বরকন্দাজ, প্রজা প্রভৃতি ২০।২৫ জন লোক

বল্লম, তরবারী, রামদা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চলিল। বেলা ৯টার সময় কুন্দনলাল তিন মাইল ব্যবহিত রায় গড়ে যাত্রা করিলেন।

রায়গড়ের অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুন্দনলাল বিস্তৃত গড়খাই, ভগ্ন গৃহ, মন্দির স্তূপ, প্রাচীরখণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন, বহু পূর্ব্বে তথায় কোন বড় রাজার রাজধানী ছিল। কুন্দনলালের অনুগামী লোক দিগের মধ্যে দুইজন ঢাকী ছিল, তাহারা ঢাক বাজাইয়া অরণ্য ধ্বনিত করিয়া তুলিল। হাতী দুইটী পাশা পাশীভাবে অগ্রগামা হইল, অনুগামী লোকেরা হৈ হল্লা চিৎকার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। অরণ্যটী প্রায় ৩ মাইল ব্যাপৃত। মধ্যে মধ্যে প্রাচীন আম্র, পনস প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ, অশ্বত্থ, বনস্পতি, বিল্ব বৃক্ষ, কুত্রাপি পুষ্করিণী, কোন স্থানে ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হইতে লাগিল।

বৃক্ষ শাখায় বানর স্থানে স্থানে দেখা গেল। তাহারা বিকট চিৎকার ও মুখভঙ্গী দ্বারা আগন্তুকগণের সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিল। লোক জনের হল্লা শুনিয়া ভীত জম্বুকী দুই চারিটা দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। প্রায় ১ মাইল গমনের পর এক জলাভূমির নিকটে ঘন জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী হইলে হস্তীদ্বয় গন্ধ পাইয়া এক প্রকার গর্জ্জনবৎ ধ্বনি করিল। মাহুত বলিল, এই জঙ্গলে বাঘ আছে।

কুন্দনলাল অনুগামী লোকদিগকে শুষ্কতৃণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া জঙ্গলের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে বলিলেন। বৈশাখ মাস, তৃণ পত্র শুষ্ক হইয়া অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রতীক্ষা করিতে ছিল। ক্ষণকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ভীষণ অনল গর্জ্জন করিয়া শুষ্ক অশুষ্ক বনজঙ্গল দগ্ধ করিতে লাগিল। কুন্দনলাল যে দিকে জলাশয় সেই দিকে স্বয়ং এবং বিপরীত দিকে জমাদারকে থাকিতে বলিলেন, এবং ঢাকী

ঘোর ঢক্কাধ্বনি, অনুগামী লোকেরা ভয়ানক চিৎকার করিয়া ব্যাঘ্রা-চার্য্যকে সন্ত্রাশিত করিয়া তুলিল। অগ্নি নিকটবর্ত্তী দেখিয়া এক প্রকাণ্ড বাঘ জলাশয়ের দিকে যেমন বাহির হইল, অমনি কুন্দনলাল অব্যর্থ সন্ধানে তাহার ঠিক মস্তকে গুলি মারিলেন। ক্ষণ-কাল ভীষণ চিৎকার করিয়া ছটফট করিতে করিতে বাঘটী নির্জ্জীব হইয়া পড়িল, তখন মাহুত হস্তী চালাইয়া বাঘকে পদদলিত করাইয়া টানিয়া দূরে অগ্নির বন্ধনীর বাহিরে লইয়া গেল। জলাশয়ের দিকে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া অন্য দিকে বাঘিনী, লম্ফ দিয়া যেমন অগ্নির বন্ধনী পার হইবার উপক্রম করিল, অমনি জমাদার তাহার উপর গুলি চালাইল। গুলি বক্ষ ভেদ করাতে বাঘিনী হাতীকে আক্রমণের জন্য লাফ দিল, জমাদার পুনরায় এক গুলি তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মারিল। এবার বাঘিনী ধরাশায়িনী হইয়া ছটফট করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। অগ্নি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণে লেলিহান জিহ্বায় অরণ্য দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন দুইটী শাবক ভূ-বীবর হইতে বাহির হইয়া দৌড়িতে লাগিল। কুন্দনলাল মাহুতকে হস্তী দ্বারা বৃহৎ শাখা ভগ্ন করাইয়া অগ্নির বন্ধনী এক স্থানে নিবাইয়া পথ করিতে বলিলেন। উভয় হস্তী এক যোগে দুই বৃহৎ শাখা দ্বারা এক স্থানের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল এবং শুণ্ড দ্বারা জলাশয় হইতে বারংবার জল তুলিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল। ব্যাঘ্র শাবকদ্বয় অগ্নি অতি নিকটে দেখিয়া উত্তাপ সহিতে না পারিয়া অগত্যা সেই মুক্ত পথে যেমন বাহির হইতে ছিল, অমনি হস্তিদ্বয় শুঁড় দিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। বাঘের বাচ্চা, আঁচড়াইয়া হস্তীর শুঁড় ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল, এমন সময় সাহসী লোকেরা রজ্জুদ্বারা উহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। ক্রমে ফাঁদ রচনা করিয়া উহাদিগের চতুস্পদ আবদ্ধ করিল। লোকেরা

বৃক্ষের সরল ডাল কাটিয়া বাঘ, বাঘিনী ও বাচ্চা দুটীকে রসী দ্বারা বাঁধিয়া কাষ্ঠ দণ্ডে ঝুলাইয়া লইয়া চলিল। বেলা একটার সময় শিকারীর দল কাছারীতে ফিরিল। কর্ত্তাবাবু বাঘ মেরেছেন, চতুর্দ্দিকে খবর হইল। বহু লোক মৃত বাঘ, বাঘিনী ও বাঘের দুই বাচ্চা দেখিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কুন্দনলাল মুচী আনাইয়া বাঘ ও বাঘিনীর চামড়া ছাড়াইয়া শুষ্ক করিতে দিলেন, এবং বাচ্চা দুইটীর জন্য দুইটী বাঁশের মজবুত খাঁচা প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে উহাদিগকে ভরিয়া পাঁঠার মাংস খাইতে দিলেন। কুন্দনলাল রায়গড়ের বন কাটাইয়া এবং জঙ্গল পোড়াইয়া পরিষ্কার করিবার আদেশ দিলেন। পরদিন চতুষ্পার্শ্বের গ্রামিক প্রজারা কাঠের লোভে গাছ কাটিতে লাগিল, এবং তিন চারি দিনের মধ্যেই সমস্ত অরণ্য আগাছা শূন্য ও তৃণ জঙ্গল নির্ম্মুক্ত হইল, কেবল ফলবান বৃক্ষগুলি তাহাদিগের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতে লাগিল। গ্রামিকেরা কেবল ডাল পালা ও শুষ্ক ঝড়া পড়া কাঠ মাত্র জ্বালানী কাঠের জন্য বোঝা বাঁধিয়া লইয়া যাইতে আদেশ পাইল, কর্ত্তিত বৃক্ষের স্থূলাংশ সকল রাখা হইল, এবং রক্ষক বরকন্দাজ নিযুক্ত হইল।

রায়গড়ের বনে দুই বড় বাঘ মারিবার ও দুইটী বাঘের বাচ্চা ধরিবার সংবাদ বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। রামপুর হইতে এই সংবাদ পাইয়া পরদিন প্রাতে দুইটী সাহেব অশ্বারোহণে দেখিতে আসিলেন। ম্যানেজার বাবুর প্রমুখাৎ কুন্দন লাল রামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে শীঘ্র উত্তম সাহেবী পোশাক পরিয়া সাহেবদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কুন্দনলালের সুচেহারা ও পরিচ্ছদ দৃষ্টে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন, এবং বাঘ মারা সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগি-

লেন। কুন্দনলাল আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিয়া বাঘের বাচ্চা দুইটী দেখাইলেন, এবং বিস্তৃত চর্ম্মদ্বয় দেখাইলে বাঘ যে অতি প্রকাণ্ড নর-খাদক তদ্বিষয় তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। কুন্দনলালের সহিত আলাপ করিয়া সাহেবেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পরদিন পুণ্যাহ উৎসব হইবে, তদুপলক্ষে তাঁহার কলিকাতা হইতে আগমনের কথা জানিতে পারিলেন। পুণ্যাহের রজনীতে নাচ গান ধুম ধাম হয়, কুন্দনলাল সাহেবদ্বয়কে যোগদানের অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সম্মত হইলেন, তদ্ভিন্ন রামপুরস্থ ডাক্তার সাহেব, জজসাহেব প্রভৃতি যে কতিপয় সাহেব আছেন, সকলকেই নিমন্ত্রণ, রাত্রিতে ভোজন ও নাচ দেখিবার অনুরোধ পত্র পাঠান হইবে, এইরূপ পরামর্শের পর সাহেবেরা বিদায় হইলেন।

কুন্দনলাল ম্যানেজার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র লিখিলেন, এবং রামপুরস্থ বড় বড় আমলা, উকিল প্রভৃতি ভদ্র লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে ম্যানেজার বাবু স্বয়ং পালকী করিয়া যাইবেন। মুনশী হাতী দুইটী লইয়া খাদ্য সামগ্রী, সাহেবদিগের খানশামা, বাবুরচী, এক ডজন নূতন চৌকী, দুই তয়ফা খেমটা-ওয়ালী ও যাত্রাওয়ালা আনিবার জন্য টাকাকড়ি লইয়া যাত্রা করিলেন। কুন্দনলাল জমাদার ও বরকন্দাজ দিগের দ্বারা কাছারীর সম্মুখস্থ মাঠের তৃণ ময়লা পরিষ্কার, বাঁশ সংগ্রহ ও রায়গড় অরণ্যের কাটা গাছের পাতা লতা তৃণ দ্বারা এক প্রকাণ্ড মণ্ডপ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গ্রামিক ও চতুস্পার্শ্বর্ত্তী প্রজাদিগকে পুণ্যাহের দিন মধ্যাহ্নে দধি, চিড়া, মুড়ী, মুড়কী মিষ্টান্ন দ্বারা খাওয়ান হইবে এই সংবাদ শ্রবণে জমিদারীর বহু প্রজা পুণ্যাহের প্রণামী সহকারে উপস্থিত হইতে লাগিল। পরদিন কুন্দনলালের মধুর বাক্যে ও

উৎসাহে প্রজারা মাঠ তৃণমুক্ত, পরিষ্কার করতঃ বাঁশ, পাতা লতা দ্বারা মণ্ডপ রচনায় প্রবৃত্ত হইল। নানা গ্রাম হইতে রাশি রাশি পুষ্প, লতা, কদলীপত্র আনীত হইতে লাগিল। কুন্দনলাল তত্ত্বাবত যোগে অতি উচ্চ, প্রকাণ্ড, বিচিত্র মণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন।

পুণ্যাহের দিন অপরাহ্নেই নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসিতে লাগিলেন, এবং সন্ধ্যার সময় সাহেবেরা কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে, কেহ অশ্বে উপস্থিত হইয়া মণ্ডপ দর্শনে ও কুন্দনলালের আপ্যায়িতে আনন্দিত হইলেন। মণ্ডপের মধ্যস্থলে নাচের স্থান, সাহেবদিগের বসিবার স্থান, ভদ্রলোকদিগের বসিবার স্থান, এবং কুন্দনলালের পুণ্যাহের মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপের মধ্যে নানারূপ আলোকাধার, বাতি, তৈলের প্রদীপমালা, ও মশালের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরেই শুভ মুহূর্ত্তে পুণ্যাহ আরম্ভ হইবে। কুন্দনলাল পট্টবস্ত্র পরিধানে রেসমী পাঞ্জাবী, উত্তরীয়, গলায় মোতিরমালা, মোটা গার্ড-চেন, কপালে চন্দনের টিপ পরিয়া পুণ্যাহ-মঞ্চে বসিলেন। বামপার্শ্বে সুপরিচ্ছদ পরিহিত ম্যানেজার, তাঁহার পার্শ্বে মুনশী ও খাজাঞ্চী বসিলেন। পার্শ্বে ও পশ্চাতে জমাদার বরকন্দাজ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইলে পুণ্যাহ আরম্ভ হইল। সম্মুখে এক পার্শ্বে সাহেবেরা, অপর পার্শ্বে ভদ্রলোকেরা উপবেশন করিলেন। প্রজারা একে একে মঞ্চের সমীপস্থ হইয়া প্রণামান্তে প্রণামী দিতে লাগিল, মুনশী ও খাজাঞ্চী প্রত্যেকের নামে টাকা জমা করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে পুণ্যাহ শেষ হইল। প্রজারা শত হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত যে প্রণামী দিল, তাহাতে নগদ ১২০০০৲ টাকা জমা হইল। কুন্দনলাল জমিদারীর চারি কিস্তীর খাজনার প্রথম কিস্তী প্রজাদিগকে মাপ দিয়া পুণ্যাহ ভঙ্গ করিলেন।

অনন্তর সাহেবদিগের খানা আরম্ভ হইল। কুন্দনলাল স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, এবং সাহেবদিগের অনুরোধে কিঞ্চিৎ মদিরা মাত্র পান করিলেন। অন্যস্থানে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের আহারের স্থান নির্ণয় হইয়াছিল। ম্যানেজার বাবু স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কুন্দনলালও একবার শিষ্টাচার সহ সকলের ভোজন দর্শনান্তে স্বয়ং এক ঘরে বসিয়া আহার করিলেন। সকলের আহার শেষ হইলে খেমটা নাচ আরম্ভ হইল, এবং রাত্রি বারটার সময় সাহেবেরা বিদায় হইলেন। রাত্রি ১ টার সময় যাত্রা আরম্ভ হইল, প্রাতে ৮ টার সময় ভঙ্গ হইলে সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় হইলেন। বাঘের চামড়া শুকাইতে যে কতিপয় দিবস বিলম্ব হইল, সেই সময়ে ম্যানেজার বাবুকে সঙ্গে লইয়া কুন্দনলাল রায়গড়ের কাটা গাছগুলি স্তূপীকৃত করিতে, রাজমিস্ত্রী ও মজুর দ্বারা সমস্ত ভগ্ন গৃহ মন্দিরাদির ইষ্টক সংগ্রহ করাইয়া হাজার হিসাবে থাক লাগাইতে, জলাশয় ও গড়খাই পরিষ্কার করাইতে দেখাইয়া ও বলিয়া দিলেন, তবে কোন ভিত্তি বা ভূমি খননে নিষেধ করিলেন, কারণ প্রাচীন বাটীর মধ্যে কোন গুপ্তধন থাকা সম্ভব।

কাছারী হইতে বিদায় হইয়া রামপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটী ব্যাঘ্র শাবক তাঁহাকে দিয়া কুন্দনলাল ষ্টীমারে কুষ্টিয়া হইয়া কলিকাতায় সপ্তাহ অন্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রায়গড় হইতে বাঘ মারা ও বাঘের বাচ্চার সংবাদ মিঃ র‍্যালো ও নলিনী কুমুদিনীর নিকট লিখিয়াছিলেন, এবং কাছারী ত্যাগের পূর্ব্বদিন তাঁহাদিগের পত্র পাইয়াছিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়া বাঘের বাচ্চাটী নলিনীকে উপহার দিলেন এবং চর্ম্মদ্বয় কথ বার্টন সাহেব চর্ম্মকারের দোকানে ট্যান করিতে দিলেন। ট্যান করা হইলে পার্সেল করিয়া

বাঘিনীর চামড়াখানি ডাকে রামপুর বোয়ালীয়ার পুলিস সাহেবের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। সাহেব প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে বিস্তর ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

সপ্তম কাণ্ড।

অগ্নিকাণ্ড।

নলিনীর অন্তঃপুর বাসিনী হইবার পরদিন কুমুদিনীর মাতা কুমুদিনীকে দেখিতে আসিলে নলিনী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি কুমুদিনীর প্রমুখাৎ নলিনীকে তাঁহার সতীন জানিতে পারিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। নলিনী বলিলেন, "মা! কপালের লিখন খণ্ডন হয় না। আমার আর কুমুদিনীর কপালে সতীন হওয়া বিধাতার লিপি, তা আপনি ভয় করবেন না, আমরা দুজনে সতীনের মত ব্যবহার করব না।"

কুমু। না মা, ভয়ের কারণ নাই। দিদী খুব ভালমানুষ।

কুমুদিনীর মাতা। হাঁ, কপালের লিখনই ঠিক, তা দুটীতে আপন বোনের মত মিলে মিশে থাকবে, তা হলেই আমরা সুখী হব।

কুমু। বাবা আজ কেমন আছেন?

কুমু-মাতা। বড় ভাল নন, কিছুই খেতে পাচ্ছেন না।

নলি। তাঁর কি অসুখ হয়েছে?

কুমু-মাতা। হাঁ বাছা, তাঁর শরীর ভাল নয়। আজ মাসাবধি ভুগ্‌ছেন। প্রথমে আমাশয় হয়, তার পুর জ্বর, তার পর বদ হজম, এখন অরুচি, কিছুই খেতে পারেন না, বড় শীর্ণ হয়ে পড়েছেন। তাই

কুনোকে ডাকতে এসেছি, কি করলে ভাল হয়, জামায়ের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

কুমুদিনী কুন্দনলালকে পড়ার ঘর হইতে ডাকিয়া আনিলেন এবং কুমুদিনী, নলিনী ও কুন্দনলাল কুমুদিনীর মাতার সহিত মৈত্রমহাশয়কে দেখিতে চলিলেন।

মৈত্র মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলে নলিনী বৃদ্ধকে পদানত হইয়া প্রণাম করিলেন। কুমুদিনী সবিশেষ বলিয়া নলিনীর পরিচয় দিলেন।

মৈত্রমহাশয় বলিলেন, আজ ডাক্তার বাবু এসেছিলেন, তিনি বলেন, পশ্চিমে না গেলে আমার শরীর সোধরাবে না, আমারও ইচ্ছা, একবার কাশী গিয়ে কিছু দিন বাস করি।

কুন্দন। তা যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে চলুন, কাশীতে আমার বাড়ী আছে, লোক জন রেখে দিব, আমি সঙ্গে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।

এই পরামর্শই স্থির হইল। অতি শীঘ্রই যাত্রা করা হইবে। নলিনী ও কুমুদিনীর বিশেষ অনুরোধে কুন্দনের মাতা ও ভগিনী সারদাকেও এই সময়ে কাশী হইতে কলিকাতায় আনিবার পরামর্শ হইল, কারণ, নলিনী ও কুমুদিনী উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা, প্রসবান্তে তাঁহাদিগের সাহায্য কুন্দনের মাতা ও ভগিনীর দ্বারা যেমন হইবে, তেমন বেতনগ্রাহী ধাই দ্বারা হইবে না।

অনন্তর শুভ দিন দেখিয়া কুন্দনলাল কুমুদিনীর পিতা মাতাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। এবার আর প্রচ্ছন্ন বেশে কাশীতে প্রবেশ করিলেন না। চুঙ্গীওয়ালাদিগকে কিঞ্চিৎ বকশীশ দিয়া গাড়ী সহ নিজের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় মাতা ও ভগিনীকে

নবাগত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্ন করিতে বলিলেন।

কুন্দন লালের বাড়ীটী বহুকালের পুরাতন এবং সংস্কার অভাবে জীর্ণদশা হইলেও একরূপ বিশ্রী হইয়াছিল। কুন্দনলাল একজন প্রবীণ বয়স্ক বাঙ্গালী কর্ম্মচারী, হিন্দুস্থানী চাকর, দরওয়ান, আর একটী সদ্‌ব্রাহ্মণ বিধবা পাচিকা নিযুক্ত করিয়া বাড়ী মেরামত, পতিত জমীতে ফল, ফুল, শাক সবজীর বাগান করিতে দিলেন। কুমুদিনীর পিতার হস্তে নগদ ১০০০৲ টাকার খুচরা নোট বাড়ী মেরামত ও খরচ পত্রের জন্য দিলেন। রামেশ্বর উপাধ্যায় সহ সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে ২৫৲ টাকা প্রণামী দিলেন। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার পূজা দিলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী, মাতা ও ভগিনী সকলকে কাশীর দ্রষ্টব্য সর্ব্বত্র দর্শন করাইলেন. এবং উপাধ্যায়ের দ্বারা এবার প্রায় পৃষ্ঠে যোগিনী, সপ্তমীতে শুভদিন দেখিয়া মাতা ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

নলিনী ও কুমুদিনী সারদাকে পাইয়া অতি মাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। সারদার বয়স প্রায় সপ্তদশ বৎসর, দশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। বালিকা সংসার ধর্ম্মের কিছুই জানে না। সারদা দেখিতে পরমাসুন্দরী। কুন্দনলালের অপেক্ষাও তাহার বর্ণ উজ্জ্বল। উচ্চতায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। মাথার চুল অতি কুটিল ও খুব ঘন, তবে আনিতম্ব লম্বিত সুদীর্ঘ নহে। কুটিল অলকাগুচ্ছ গণ্ডচুম্বিত, ভ্রূযুগ আকর্ণ অঙ্কিত, ললাট ঈষদুন্নত ও বিস্তৃত, অক্ষিযুগল আয়ত ও ভঙ্গিময়, নাসিকাটী কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইলেও সূক্ষ্মাগ্র, ও আননের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক। মুখখানি বিকশিত পঙ্কজের ন্যায়। ওষ্ঠাধর ঈষৎ পুরু ও নব পত্রাভ ঈষদারক্তিম। স্থূলতঃ নাক, মুখ, চোখ, কুন্দনের ন্যায় সুশ্রী, শরীর বেশ

গোলাল, বক্ষঃ উন্নত ও কটি অতিশয় ক্ষীণ। নলিনী তাহাকে বিধবাকৃতি অলঙ্কার হীনা দেখিয়া আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া, নিজের ইচ্ছানুরূপ তাহাকে সাবান দ্বারা স্নান করাইয়া, মাথায় সুরভী তৈল দ্বারা খোপা বাঁধিয়া উৎকৃষ্ট শাড়ী ও অলঙ্কার পরাইয়া কুন্দনকে দেখাইলেন, এবং বলিলেন, ভাল বর দেখিয়া সারদার বিবাহ দিবেন। কুন্দনলাল অধিক কিছু বলিলেন না, কেবল এইমাত্র বলিলেন, "যদি সারদার ইচ্ছা হয়, তা হ'লে আমার আপত্তি নাই।" কুমুদিনী ও নলিনী সারদাকে বাঙ্গলা কথা, লেখা পড়া, সেলাই, চিত্রকার্য্য, গান বাজনা, তাসখেলা প্রভৃতি ভদ্র মহিলার উপযোগী সদ্‌গুণ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

সার্কুলার রোডের ধারে ১০ বিঘা জমী বিক্রয়ের সন্ধান পাইয়া কুন্দনলাল তাহা ক্রয় করিবার মানসে একদা অপরাহ্ণ তিনটার সময় গাড়ী করিয়া গিয়াছিলেন। জমী দেখিয়া ফিরিবার সময় লোয়ার সার্কুলার রোডের ধারে দেখিলেন, একটী প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটীতে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে। বিস্তর লোক জমা হইয়া হৈ হল্লা করিতেছে, ত্রিতল গৃহের জানালায় একটী যুবতী স্ত্রীলোক একাকিনী দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। কুন্দন গাড়ী হইতে নামিয়া দ্রুতপদে জনতা ঠেলিয়া দহ্যমান প্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া গবাক্ষে দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোকটীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ভয় নাই, আমি আপনাকে নামাইয়া নীচে আনিবার ব্যবস্থা করিতেছি।" সমবেত লোকদিগকে দড়ী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে এক জন সেই বাটীর ভৃত্য আস্তাবলে ঘোড়ার দড়ী আছে বলাতে কুন্দনলাল দৌড়িয়া আস্তাবলে ঢুকিয়া চারি পাঁচ গাছ মোটা ঘোড়া বাঁধা দড়ী আনিয়া পরস্পর গাঁট দিতে লাগিলেন এবং গবাক্ষস্থিতা স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, "ঘরে শাড়ী, ধুতি

চাদর যা থাকে পরস্পর গাঁট দিয়া বাঁধিয়া ক্রমে নীচে ঝুলাইয়া দিতে থাকুন।" স্ত্রীলোকটী ৩ খানি শাড়ী আঁচলে-আঁচলে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলে কুন্দন সেই বস্ত্র প্রান্তে দড়ীর একপ্রান্ত বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "টানিয়া তুলিয়া দড়ী খাটের পায়াতে কসে বাঁধিয়া দিন।" স্ত্রীলোকটী তাহাই করিলেন। কুন্দনলাল দড়ী খুব জোরে টানিয়া পরীক্ষা করিয়া গায়ের কোট, পায়ের জুতা, মোজা খুলিয়া নিজের আর্দ্দালীর হস্তে দিয়া দড়ী ধরিয়া জাহাজী নাবিকের মত অতি সত্বর উপরে উঠিলেন, এবং লোহার রেলিং ধরিয়া গৃহের অভ্যন্তরে স্ত্রীলোকটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অসীম সাহস ও অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে ভীতিবিহ্বলা স্ত্রীলোকটীর সাহস ও বাঁচিবার আশা হইল।

কুন্দনলাল তাঁহাকে কোন গহনা কাপড়ের বাক্স বাঁচাইতে চাহেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দুইটী ষ্টিলট্রাঙ্ক দেখাইয়া বলিলেন, "যদি পারা যায়, তবে এই দুইটী রক্ষা করুন।" কুন্দন দড়ীতে বাঁধিয়া দুইটী একেবারেই নীচে নামাইয়া দিয়া তাঁহার আর্দ্দালীকে খুলিয়া লইতে বলিলেন। এমন সময় এক উৎকৃষ্ট ল্যাণ্ডো গাড়ীতে দুইটী আরব অশ্বযোজিত আর্দ্দালী পরিবৃত দুই জন বড় লোক তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রুতপদে নামিয়া সমস্ত অবস্থা ও কুন্দনলালের কার্য্য দেখিয়া তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ যুবকটী কুন্দনলালকে বলিলেন, "মহাশয়! পাশের ঘরে একটী ক্ষুদ্র লোহার সিন্দুকে আমার বিশেষ দরকারী দলিল পত্র আছে, রক্ষার উপায় হ'তে পারে কি?" কুন্দনলাল দ্রুত-পদে সেই পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া লোহার সিন্দুকটী আঁকড়াইয়া ধরিয়া তুলিয়া আনিয়া নীচের সকলকে সরিয়া যাইতে বলিয়া জানালার পথে সিন্দুকটী নীচে এমন ভাবে ফেলিয়া দিলেন, যে উহার একটী কোণ মাটীতে পড়িয়া বসিয়া গেল, সিন্দুকের

কোন ক্ষতি হইল না। তাহার পর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে আরও দুইটী ষ্টিলট্রঙ্ক, পোর্টম্যাণ্টো দড়ীতে বাঁধিয়া নীচে নামাইয়া দিলেন, নিম্নস্থ লোকেরা তাহা খুলিয়া দূরে লইয়া গেল।

তাহার পর কুন্দনলাল স্ত্রীলোকটীকে পরিধেয় বস্ত্র কসিয়া কোমরে জড়াইয়া পরিতে বলিলেন, এবং অপর একখানি শাড়ী দ্বারা তাঁহাকে নিজের পিঠে করিয়া বাঁধিলেন, এবং আর একখানি শাড়ী দিয়া উভয়ের বক্ষঃ দৃঢ়াবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে গলা জড়াইয়া ধরিতে বলিলেন. তাহার পর, "জয় মা কালী" বলিয়া দড়ী ধরিয়া জানালার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া দ্রুত গতিতে নীচে নামিয়া পড়িলেন। সমবেত লোকেরা সাবাস, সাবাস, ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নীচে নামিয়া দূরে যাইয়া স্ত্রীলোকটীর বন্ধন খুলিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটী জীবন উদ্ধারকারীকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া ল্যাণ্ডো গাঁড়ীতে সমাগত এক-জন ভদ্র লোককে আলিঙ্গন করিলেন এবং অপরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, ও গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন "দাদা! আর যে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে সে আশা ছিল না, এই মহাত্মা ভদ্র-লোক দয়া করে না উদ্ধার করলে আমি এতক্ষণ পুড়ে মরতুম্।"

কুন্দনলাল ইত্যবসরে মোজা, জুতা, ও কোট পরিলেন। ভদ্র লোক দুইটী তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সাহসের, শক্তির, অমানুষিক কার্য্যের ও উপকারের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কুন্দনলাল বিনয় নম্রবাক্যে বলিলেন, "মহাশয়! আমি কর্ত্তব্য মাত্র পালন করেছি, সাধ্য থাকিলে এরূপ কার্য্য প্রত্যেকেরই করা কর্ত্তব্য, আমি যে এই মহিলাকে আসন্ন মৃত্যু-মুখ হ'তে রক্ষা করতে পেরেছি, তাহা পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা।"

ভদ্রলোক দুইটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার কলিকা-

তার ঠিকানা কি? আপনার নাম পরিচয় কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

কুন্দনলাল নিজের বাটীর ঠিকানা, নাম, ও রাজসাহীর অন্তর্গত রায়গড়ের জমিদার বলিয়া পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোকদ্বয়ের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক তরুণ যুবক অনুচ্চস্বরে "রায়গড়" এই কথাটী বলিয়া কি যেন স্মরণ ও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সেই দহ্যমান প্রাসাদ হুড়মুড় করিয়া ভগ্ন হইয়া পড়িল, কেবল কতিপয় দেয়াল স্থানে স্থানে রহিয়া গেল। ভদ্রলোকদ্বয় তাঁহাদিগের ভৃত্যবর্গকে কি রূপে আগুন লাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করাতে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "তোমরা ২টার সময় বাহির হইয়া গেলে আমি শুইয়া ঘুমায়ে পড়েছিলুম, আগুনের ধূমায়, গর্জ্জনে, আর চাকরদের চিৎকারে জেগে উঠে যেমন নীচে নামিবার জন্য তেতলা হ'তে দোতলায় গেলুম্, তখন দেখলুম্ সিঁড়ি পুড়তেছে, নামিবার উপায় নাই, তখন নিরুপায় হয়ে তেতলায় উঠে জানালায় দাঁড়াইয়ে চেঁচাতে লাগলুম্, এমন সময় আমার জীবনরক্ষাকর্ত্তা এই দয়াময় বীর উপস্থিত হয়ে আমাকে অভয় দিলেন।"

কুন্দনলাল বলিলেন, "বেলা প্রায় পাঁচটা, আপনারা আজ থাকবেন কোথা? জিনিস পত্রও সবই পুড়ে ধ্বংস হয়েছে।" তরুণ যুবক বলিলেন, এটী আমারই বাড়ী, আর (ভদ্র লোকটীকে দেখাইয়া) ইনি আমার ভগ্নিপতি এবং (স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ্য করিয়া) ইনিই আমার ভগ্নী, আজ আপনার কৃপায় পুনর্জ্জন্ম পেলেন।"

কুন্দনলাল। তাহ'লে আপনারা আজ আমার বাড়ীতে চলুন, দু চার দিন আতিথ্য স্বীকার করুন, তারপর ঘর দেখা যাবে।

তরুণ যুবক। দমদমাতে আমাদের এক বড় বাগান বাড়ী আছে, সেখানেও থাকা যায়। তবে আপনি আমাদিগের পরমোপকারী বন্ধু, আপনার অনুরোধ রক্ষা করা বিশেষ কর্ত্তব্য, তা চলুন আপনার বাড়ীতেই আজ অতিথ হব। স্ত্রীলোকটীর স্বামী বলিলেন, "ইনি রঙ্গপুরের এলেকা শ্রীপুরের রাজকুমার, নাবালক, পাটনায় পড়েন, সংপ্রতি এখানে গ্রীষ্মের ছুটীতে এসেছেন।"

কুন্দনলাল 'শ্রীপুর' নাম শুনিয়া চিন্তিত ভাবে কি যেন স্মরণ করিতে লাগিলেন. তাহার পর বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য, রাজকুমার এ গরীবের গৃহে পদার্পন করবেন। তবে চলুন, ট্রঙ্ক পোর্টম্যাণ্টো প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে চলুন, আমারও গাড়ী সঙ্গে আছে। লোহার সিন্দুক খুলে যদি কিছু নিতে হয় লউন, নচেৎ আস্তাবলে ভৃত্যদিগের জিম্মায় রেখে যেতে পারেন।"

এই পরামর্শই স্থির হইল। রাজকুমার লোহার সিন্দুক খুলিয়া কতিপয় দলিলপত্র ও নোট নগদ টাকা বাহির করিয়া সঙ্গে লইলেন। লোহার সিন্দুকটী আস্তাবলে তুলিয়া রাখিতে বলিয়া কুন্দনলাল সহ চারি জনে তাঁহার ল্যাণ্ডো গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, কোচবাক্সে জমাদার, পশ্চাতে দুইজন আর্দ্দালী ও সইস উঠিল। কুন্দনলালের গাড়ীতে পোর্টম্যাণ্টো, ট্রঙ্ক তুলিয়া দিয়া দুইজন চাকর ও একটী ঝী সঙ্গে চলিল। গাড়ী দুই খানি কুন্দনলালের বাটীর দিকে চৌরঙ্গীতে চলিল।

গাড়িদ্বয় বাটীর সম্মুখে পৌঁছিলে কুন্দনলাল মনুয়াকে পোর্টম্যাণ্টো তোরঙ্গ প্রভৃতি উপরে দোতালায় তুলিতে বলিলেন। রাজকুমার ও তাঁহার ভগ্নিপতিকে নীচের সুসজ্জিত ড্রইং রুমে বসাইয়া মহিলাটীকে ঝী সহকারে উপরে লইয়া গিয়া কুমুদিনী ও নলিনীর নিকট সংক্ষেপে উঁহার পরিচয় ও উদ্ধারের কথা বলিয়া নীচে আসিয়া সকলের জল-

যোগের ব্যবস্থা করিতে পূজারী ও মঞ্জরীকে বাজারে পাঠাইলেন। রাজকুমার গাড়ী আস্তাবলে ফেরত লইয়া যাইতে আদেশ দিয়া জমাদার ও এক জন আর্দ্দালীকে তথায় সাবধানে থাকিতে বলিলেন।

নলিনী ও কুমুদিনী নবাগতা স্ত্রীলোকটীকে সুন্দরী, তরুণী দর্শনে এবং রাজকুমারের ভগিনী জানিতে পারিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া সোফাতে বসাইয়া নিজেরাও কাছে বসিয়া বলিলেন. "কিছু লজ্জা করবেন না, নিজের ঘর বাড়ী মনে করবেন, আমরাও আপনার নিজের, এই ভাববেন।"

তরুণী বিশেষ শিষ্টাচার সহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে কুমুদিনী বলিলেন, "ভাই তোমার নাম কি?"

মহিলা হাস্যমুখে বলিলেন. "আমার নাম সৌদামিনী। তা আপনারা যখন আমার চেয়ে বয়সে বড়, তখন সদু বলে ডাকবেন, আপনি আজ্ঞের দরকার কি?"

নলিনী। তা বেশ, তুমিও আপনি ছেড়ে তুমি ধর; দু এক বৎসর বয়সের তফাৎ বইত নয়, আমরা তোমার সমবয়েসী বললেই হয়। (সারদাকে আসিতে দেখিয়া) এই ন্যাও, তোমারই বয়েসী আর একজন।

সারদা নবাগতার কাছে একটু লজ্জিতা ভাবে অদূরে আর এক খানি চৌকিতে বসিলেন। এমন সময় জলখাবার আয়োজন হইল। উপরে কুন্দনলালের পাঠাগারে রাজকুমার সহ তিন জনের এবং নলিনীর বসিবার ঘরে চারি জনের রূপার প্লেটে মিষ্টান্ন, সুবাসিত শরবৎ, আম প্রভৃতি দেওয়া হইলে সৌদামিনীকে বাথ্ রুমে হাত মুখ ধুইতে মঞ্জরী সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল। কুন্দনলাল অতিথিদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া নিজের বাথ্ রুম (যদি হাত মুখ ধুইতে হয়) দেখাইয়া পাঠাগারে জলযোগের জন্য ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন।

জলযোগের সময় নলিনী সৌদামিনীর সবিশেষ পরিচয় এবং তাঁহার দাদা রাজকুমারের নাম কি, বয়স কত জিজ্ঞাসা করিলেন।

সৌদামিনী বলিলেন, "আমার দাদার নাম প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী; ইনি রঙ্গপুরের এলাকা শ্রীপুরের স্বর্গীয় রাজা মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র।"

নলিনী। বল কি! শ্রীপুরের রাজা মন্মথ নাথ রায় মহাশয়ের পুত্র ইনি? তবে কি ইঁনি তাঁর পোষ্য পুত্র?

সৌদা। হাঁ।

নলিনী। আর তুমি এঁর কেমন ভগ্নী তবে?

সৌদ। আমাদিগের পিতার নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ মজুমদার, বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ, নিবাস নাটোরের নিকটে গোবিন্দপুর। পিতা রঙ্গপুরে জজের আপিসে চাকরী করতেন, দাদার জন্ম হবার ৬ মাস মধ্যে তাঁর মাএর মৃত্যু হয়। বাবা চাকরী করেন, দাদাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। এই সময়ে শ্রীপুরের বৃদ্ধা রাণী মা অর্থাৎ রাজা মন্মথ নাথ রায় মহাশয়ের মাতা, কার্য্যগতিকে রঙ্গপুরে এসেছিলেন। তাঁহার পিত্রালয় গোবিন্দপুরে, বাবার সহিত তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি দাদাকে মাতৃহীন দর্শনে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের উইল অনুসারে পোষ্যপুত্র গ্রহণের কথা প্রসঙ্গে বাবাকে বলে তাঁকে রাজত্বের দেওয়ানের পদ দিতে অঙ্গীকার করে দাদাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বাবা জজের আপিসের চাকরী ছেড়ে দিয়ে শ্রীপুরে যান। রাণী মা এর অনুরোধে পুনরায় বিবাহ করেন। সেই মাএর গর্ভে আমার জন্ম হয়। আমার বয়স ২ বৎসর সময়ে মার মৃত্যু হয়। বাবা আর বিবাহ করেন নাই। আমার বয়স এখন ষোল বৎসর, তিন বৎসর যাবৎ আমার বিবাহ হয়েছে, আমার স্বামী বগুড়ার সেরপুরের জমিদার।

নলিনী। তোমার দাদাকে ডাক, তিনি আমাদের সম্মুখে আসুন, বিশেষ কথা আছে।

সৌদামিনী জলযোগ শেষ করিয়া নিজের দাসীকে তাঁর দাদাকে ডাকিতে বলিলে, কুমার প্রমথ নাথ ড্রইং রুমে আসিলেন।

নলিনী। তোমাকে তুমিই বল্‌লুম, তুমি হয়ত জাননা, যে তুমি আমার ভাই। আমি রাজা মন্মথ নাথ রায় মহাশয়ের কন্যা নলিনী।

প্রমথ। হাঁ দিদি, আমি ঠাকুমার মুখে সব শুনেছি—এই বলিয়া তিনি নলিনীকে প্রণাম করিলেন, এবং সৌদামিনীও ভূমিষ্ট হইয়া নলিনীকে প্রণাম করিলে নলিনী তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া গলা জড়াইয়া গণ্ডে চুম্বন করিলেন। তাহার পর প্রমথ নাথকে বলিলেন, "ভাই! তোমার বুঝি আজও বে হয়নি ?"

প্রম। না দিদি, আমি আজও পাটনায় পড়ছি, গ্রীষ্মের ছুটীতে এখানে এসেছি।

অতঃপর নলিনী, কুমুদিনী যে তাঁহার সতীন ও ভগ্নী তাহা বলিলেন, সারদা তাহার ননদ, এবং কুন্দনলাল যে তাহার স্বামী সবিশেষ বলিলে কুমার প্রমথ নাথ কুমুদিনীকে প্রণাম করিলেন, এবং দ্রুতপদে পাঠাগারে যাইয়া সৌদামিনীর স্বামী ও কুন্দনলালকে সঙ্গে করিয়া নলিনীর সম্মুখে ডাকিয়া আমিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিলেন। কুন্দন লালের মুখে রায়গড়ের নাম শুনিয়া স্বগত যে কি স্মরণ করিতে ছিলেন তাহাও বলিলেন। কুন্দনলাল বলিলেন, তিনিও রঙ্গপুরের এলাকা শ্রীপুরের নাম শুনিয়া স্বগত চিন্তা করিয়া ছিলেন। এক্ষণে পরস্পর পরিচয় প্রাপ্তে এক অপার আনন্দ স্রোত বহিল। সকলেই গৃহ-দাহের কথা ভুলিয়া গেলেন। কুমুদিনী বলিলেন, "ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্য, কোথায় বাড়ী পুড়লো, কোথায় এই আনন্দ মিলন।"

জলযোগের সময় নলিনী সৌদামিনীর সবিশেষ পরিচয় এবং তাঁহার দাদা রাজকুঁয়ারের নাম কি, বয়স কত জিজ্ঞাসা করিলেন।

সৌদামিনী বলিলেন, "আমার দাদার নাম প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী; ইনি রঙ্গপুরের এলাকা শ্রীপুরের স্বর্গীয় রাজা মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র।"

নলিনী। বল কি! শ্রীপুরের রাজা মন্মথ নাথ রায় মহাশয়ের পুত্র ইনি? তবে কি ইঁনি তাঁর পোষ্য পুত্র?

সৌদা। হাঁ।

নলিনী। আর তুমি এঁর কেমন ভগ্নী তবে?

সৌদ। আমাদিগের পিতার নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ মজুমদার, বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ, নিবাস নাটোরের নিকটে গোবিন্দপুর। পিতা রঙ্গপুরে জজের আপিসে চাকরী করতেন, দাদার জন্ম হবার ৬ মাস মধ্যে তাঁর মাএর মৃত্যু হয়। বাবা চাকরী করেন, দাদাকে লয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। এই সময়ে শ্রীপুরের বৃদ্ধা রাণী মা অর্থাৎ রাজা মন্মথ নাথ রায় মহাশয়ের মাতা, কার্য্যগতিকে রঙ্গপুরে এসেছিলেন। তাঁহার পিত্রালয় গোবিন্দপুরে,বাবার সহিত তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি দাদাকে মাতৃহীন দর্শনে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের উইল অনুসারে পোষ্যপুত্র গ্রহণের কথা প্রসঙ্গে বাবাকে বলে তাঁকে রাজত্বের দেওয়ানেয় পদ দিতে অঙ্গীকার করে দাদাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বাবা জজের আপিসের চাকরী ছেড়ে দিয়ে শ্রীপুরে যান। রাণী মা এর অনুরোধে পুনরায় বিবাহ করেন। সেই মাএর গর্ভে আমার জন্ম হয়। আমার বয়স ২ বৎসর সময়ে মার মৃত্যু হয়। বাবা আর বিবাহ করেন নাই। আমার বয়স এখন ষোল বৎসর, তিন বৎসর যাবৎ আমার বিবাহ হয়েছে, আমার স্বামী বগুড়ার সেরপুরের জমিদার।

নলিনী। তোমার দাদাকে ডাক, তিনি আমাদের সম্মুখে আসুন, বিশেষ কথা আছে।

সৌদামিনী জলযোগ শেষ করিয়া নিজের দাসীকে তাঁর দাদাকে ডাকিতে বলিলে, কুমার প্রমথ নাথ ড্রইং রুমে আসিলেন।

নলিনী। তোমাকে তুমিই বল্‌লুম, তুমি হয়ত জাননা, যে তুমি আমার ভাই। আমি রাজা মন্মথ নাথ রায় মহাশয়ের কন্যা নলিনী।

প্রমথ। হাঁ দিদি, আমি ঠাকুমার মুখে সব শুনেছি—এই বলিয়া তিনি নলিনীকে প্রণাম করিলেন, এবং সৌদামিনীও ভূমিষ্ঠ হইয়া নলিনীকে প্রণাম করিলে নলিনী তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া গলা জড়াইয়া গণ্ডে চুম্বন করিলেন। তাহার পর প্রমথ নাথকে বলিলেন, "ভাই! তোমার বুঝি আজও বে হয়নি?"

প্রম। না দিদি, আমি আজও পাটনায় পড়ছি, গ্রীষ্মের ছুটীতে এখানে এসেছি।

অতঃপর নলিনী, কুমুদিনী যে তাঁহার সতীন ও ভগ্নী তাহা বলিলেন, সারদা তাহার ননদ, এবং কুন্দনলাল যে তাহার স্বামী সবিশেষ বলিলে কুমার প্রমথ নাথ কুমুদিনীকে প্রণাম করিলেন, এবং দ্রুতপদে পাঠাগারে যাইয়া সৌদামিনীর স্বামী ও কুন্দনলালকে সঙ্গে করিয়া নলিনীর সম্মুখে ডাকিয়া আমিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিলেন। কুন্দন লালের মুখে রায়গড়ের নাম শুনিয়া স্বগত যে কি স্মরণ করিতে ছিলেন তাহাও বলিলেন। কুন্দনলাল বলিলেন, তিনিও রঙ্গপুরের এলাকা শ্রীপুরের নাম শুনিয়া স্বগত চিন্তা করিয়া ছিলেন। এক্ষণে পরস্পর পরিচয় প্রাপ্তে এক অপার আনন্দ স্রোত বহিল। সকলেই গৃহ-দাহের কথা ভুলিয়া গেলেন। কুমুদিনী বলিলেন, "ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্য, কোথায় বাড়ী পুড়লো, কোথায় এই আনন্দ মিলন।"

নলিনী বলিলেন, "হাঁ বোন! সুধু তাই নয়, সারদার বর জুটিল। সারদা শুনিয়া লজ্জায় নতমুখী হইয়া পলায়ন করিলেন। কুমুদিনী নলিনী, এবং সৌদামিনীও বুঝিতে পারিয়া হাসিতে লাগিলেন। কুন্দনলাল হাস্যমুখে সৌদামিনীর স্বামীর সহিত বাহিরে চলিলেন। কুমার প্রমথ নাথ কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া একবার নলিনীর, একবার সৌদামিনীর মুখপানে চাহিলেন।

সৌদামিনী বলিলেন, "দাদা! তোমায় বে কর্‌তে হবে। তোমার ও আমার দিদীর ননদ আমাদের বউ হবে।"

কুমার হাস্য মুখে, "সে পরের কথা" বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অষ্টম কাণ্ড।

সারদার বিবাহ।

দিবা প্রায় অবসান দর্শনে কুমুদিনী ও নলিনী চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। সৌদামিনীও নিজের তোরঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া চুল বাঁধিয়া সজ্জিতা হইলেন। কুমুদিনী সারদার চুল বাঁধিয়া দিয়া বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "এখন যা, বরের পছন্দ হবে।"

সারদা। আবার সেই কথা, তোমার স্মরণ হয় না?

কুমু। তা'হ'লে যে তোকে ভাইভাতারী হ'তে হবে, জানিস তো, তাঁর যে দুটো না হ'লে চলে না।

নলিনী ও সৌদামিনী হাসিতে লাগিলেন।

সারদা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া কুমুদিনীর পিঠে একটী ক্ষুদ্র কিল মারিয়া বলিলেন, "এই তোমার ঘটকীপণার দক্ষিণা।"

নলিনী বলিলেন, "কেমন সদু সারদা সত্যি দেখতে দিব্বি সুন্দরী নয়?"

সৌদা। সুন্দরী বলে সুন্দরী? পরমাসুন্দরী, তা আমি দাদাকে জেদ করে ধরেছি, একে বে করতেই হবে। আমার কথা তিনি নিশ্চয় শুনবেন।

সারদা। তোমরা যদি সবাই মিলে আমায় অমন ধারা কর, তা হ'লে আমি পালায়ে মার কাছে গিয়ে থাকব।

কুমু। হুড়কো মেয়ে, ভাতারের কথায় এত ন্যাকাম কেন, শেষে যে ভাতার বই আর কিছুই ভাল লাগবে না।

এমন সময় মঞ্জুরী ঘরে ঘরে বাতি জ্বালিয়া ধূনো প্রদীপ দ্বারা সন্ধ্যা দিতে আসিল। সন্ধ্যা সমাগত দর্শনে নলিনী ও কুমুদিনী নিজ নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্বামীর নিয়মিত নিত্য অভ্যস্ত ক্ষণকাল ঈশ্বরের ধ্যান ও নাম জপ করিতে গেলেন। সৌদামিনী সারদাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, তুমি, ভাই এই সন্ধ্যাবেলা সত্যি বল দেখিনি, আমার দাদাকে তুমি বে করতে রাজী আছ কি না?

সারদা সৌদামিনীর মুখপানে চাহিয়া একটী অননুভূত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, আমার কি তেমন কপাল প্রসন্ন হবে ভাই? আমার মত নিগুর্ণ স্ত্রী কি তাঁর পছন্দ হবে? সুধু আমার ইচ্ছা হ'লেই কি হয়?"

সৌদা। আমি বলছি, তাঁরও নিশ্চয় পছন্দ হবে। তবে গুণ, তা শিখতে কতক্ষণ, আর গুণ নাই হোক্, স্ত্রীলোকের সার বস্তু চরিত্র যদি ভাল হয়, তা হ'লেই সকল গুণের শ্রেষ্ঠ গুণ, তিনি তাই চান।

সারদা। সে আমার বরাত, স্বামীকে দেবতা বলে ভক্তি করব, ভাল বাসব, স্বামী ভিন্ন কখনও অন্যের মুখ পাপচক্ষে দেখব না, এটী আমার সাধ্যের ভেতর, আর তিনি যা বলবেন তাই বিনা ওজরে শোনবো, আর কি করা উচিত তোমরাও শিখিয়ে দেবে।

সৌদা। তবে স্থির হ'ল, আমি দাদার মত করে দিচ্ছি। তুমি খুব সাদা সিদে ব্যবহার করো, তিনি স্ত্রী লোকের অতি রসিকতা, চালাকী, বেশী কথা ভাল বাসেন না, বুঝলে ত?

সারদা। আমি ভাই সত্যি বলতে কি এক রকম হাবা গোচের, বউদের কথায় বেশী উত্তর দিতেও পারি না।

ইত্যবসরে কুন্দনলাল, কুমার প্রমথ নাথ ও তাঁহার ভগ্নিপতি কেশব লাল লাহিড়ী বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী পুষ্পোদ্যান বেড়াইয়া দুই চারিটি ফুল হাতে করিয়া সন্ধ্যা সমাগত দর্শনে উপরে আসিলেন। তাঁহারা হাত মুখ ধৌত করিয়া পোষাক ছাড়িয়া ধুতি ও মজলিনের পাঞ্জাবী পরিয়া ড্রইং রুমে প্রবেশ করিলেন। নলিনী কুমুদিনীও সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনান্তে তথায় ফিরিয়া আসিলেন।

কুমুদিনী বলিলেন, "বেশ চার জন হয়েছি, এস তাস খেলা যাক্।

সারদা কুমার প্রমথ নাথকে দেখিয়া লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নলিনী বলিলেন "তা হ'লে আমি আর সদু, তুমি আর সারদা কাত হও।

সারদা মৃদুস্বরে বলিলেন, আমি যে খেলতে ভাল জানি না, বউ কেবল বকবে"।

কুমু। তা একটু বুকনা কি প্রাণে সবে না? (সারদার চিবুক ধরিয়া) 'ছুটো কথা কি তোর প্রাণে সয় না লো', না হয় (কুমারকে দেখাইয়া) ইনি দেখিয়ে দেবেন—

সারদা। আমি খেলব না।

নলিনী। তা লজ্জা কি, না হয় আমার সঙ্গেই বস। আমি কিছু বলব না। হার জিত, তা না হয় আমরাই হারবো। অনেক পেড়াপীড়ির পর সারদা নলিনীর সঙ্গেই বসিল।

অন্য টেবিলে কুন্দন লাল ও লাহিড়ী মহাশয় দাবা খেলিতে বসিলেন। নলিনী ও সৌদামিনী কুমার প্রমথ নাথকে সারদাকে সাহায্য করিতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি একখানি চৌকী টানিয়া সারদার পশ্চাতে বসিলেন।

কুমু। "গাধা সেই জল খায় তবু আগে ঘ্যাটায় পায়"। এখন হ'লত ?

সারদা তাস ফেলিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলে কুমার প্রমথ নাথ বলিলেন, "পালাচ্চেন কেন, বসুন, ওঁদের হারায়ে দিচ্চি।

সারদা অগত্যা বসিল, খেলা আরম্ভ হইল। দুই তিন হাতের পর সারদার ইস্তক পঞ্চাশ হইল। নলিনী কাগজ ধরিলেন।

কুমুদিনী বলিলেন, সারদার গোভাগ্যি আছে, তায় দুজন, শ না হলে বাঁচি। সত্য সত্যই দুই তিন হাত পরেই সারদার শ হইল। সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সারদা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া বলিলেন, "কাগজ ত ধরেছি।

তাহার পর নলিনী একখানি ছক্কা ধরিলেন। তার পর সারদার ইস্তক বিস্তি হওয়াতে ৪ খানি কাগজ হইল। এইবার বড় শক্ত বাজী, হয় বোম, নয় পঞ্জা, নয় সব উঠে যাবে।

কুমুদিনী কাগজ পাইয়াই বলিলেন, বড় বদ পড়তা, "তাস পাচ্ছি না।" সৌদামিনীও তাহাই বলিলেন। সারদা সাহস করিয়া কুমারের প্রদর্শনানুরূপ খেলিতে লাগিলেন, দৈবক্রমে বোম হইল!

নলিনী হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন ; সারদা প্রসন্ন বদনে কুমুদিনীর মুখপানে চাহিলেন, কিছু বলিলেন না। কুমার প্রমথ নাথ সারদার আচরণে সন্তুষ্ট হইলেন ; খেলা ভঙ্গ হইল।

অনন্তর নলিনী পিয়ানোতে বসিয়া হিন্দুস্থানী রাগিণী বাজাইতে লাগিলেন। কুমুদিনী বলিলেন, "বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়েছে, তা বেশ, এখন সারদা একটী গাও"

সারদা। আমি কি গাইতে জানি ? বরং তুমি গাও।

কুমু। কেউতো বক্‌শিশ দেবে না, যা পার গাওনা।

সৌদামিনীও আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "যদি গাইতে পার, তবে লজ্জা কি গাওনা"। সারদা (নলিনীকে দেখাইয়া) আমি সত্যি গাইতে জানিনা, তবু বউ আমায় শেখাতে চেষ্টা করে।

নলিনী। আচ্ছা আমার সঙ্গে গাও, সেই হিন্দী গানটী যা শিখেছিলে।

সারদা কুমারের মুখ পানে চাহিলে, তিনি "তা দিদীর সঙ্গে গাও, লজ্জা কি," বলিলেন।

এবার সারদা সাহস করিয়া নলিনীর পাশে যাইয়া বসিলেন। নলিনী গাইতে আরম্ভ করিলেন :—

ঝিঁঝীট খাম্বাজ—যৎ।

মোহন শ্যাম তুম্‌সে চিত মেরো বশ গয়ো।
মুরলী কি ধুনী শুনি প্রাণ মন ফাঁস গয়ো।
শ্যামল সুরতি তেরো মোহন মুরতিয়া,
বঁকে নয়না পিয়া জিয়া মেরী ডঁস গয়ো।

কস কত হায় জিয়া নিকসত চাহে,
স্বপনা মেঁ ছবি তেরো মুঝ্‌সে মুসুকাত গয়ো।
লাজ বিজরি হম ধাম সোঁ নিকসি,
তেরো শরণ দিন রয়ন বিলাস ভয়ো॥

নলিনী পিয়ানোতে সিদ্ধ হস্তা, কণ্ঠও অতি মধুর, তথাপি মধ্যে মধ্যে সারদাকে একাকিনী গাইতে দিলেন। সারদা নত মুখে অতি নিপুণতার সহিত উত্তম গাইলেন, গলাও খুব সরু, উচ্চ ও মিষ্ট। কুমার পশ্চিমে থাকেন, হিন্দী ভাষা ভাল জানেন, তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "একটা বাঙ্গলা হোক, "আমি হিন্দী ভাল বুঝতে পারি না।"

সারদা বাঙ্গলা গান জানেন না, এবার নলিনী ও কুমুদিনী একত্রে একটী বাঙ্গলা গান গাইতে লাগিলেন।

ঝিঁঝীট—আড়া।

এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত।
অকৃতী সন্তানে মাগো যাতনা আর দিবি কত।
ভুলায়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় জ্বলি যত, দুর্গা বলে ডাকি তত॥
পাপী বলে কি অভয়া, আমায় মা তোর নাইকো দয়া,
মহাপাপী আমার মত, উদ্ধারিলি কত শত॥

গায়িকারা উভয়েই সমস্বরে মন খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া গাইলেন, শ্রোতৃদল সকলেই অতি সুন্দর, বাঃ, বেশ গানটী বলিয়া প্রশংসা করিলেন।

কুন্দন লাল বলিলেন "প্রেম-প্রবণ বিশ্রী বাঙ্গলা গান অপেক্ষা এইরূপ মায়ের নামই উত্তম।" লাহিড়ী মহাশয়ও তাহাই সঙ্গত বলিয়া সায় দিলেন।

তাহার পর কুন্দন লাল সেতার লইয়া ঝিঁঝীট রাগিণীতে এমন চমৎকার আলাপ করিলেন, যেন কোন সুকণ্ঠী রমণী মধুর স্বরে গান গাইতেছেন। আলাপের পর গত বাজাইলেন। কুমার শুনিয়া প্রসন্ন বদনে বারংবার বাহবা দিলেন, লাহিড়ী মহাশয় ও সৌদামিনী স্তম্ভিত, ও অবাক হইয়া বাদকের মুখ পানে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। সারদার সহিত এই সময়ে কুমারের দৃষ্টি বিনিময় হইল, সে দৃষ্টিতে প্রীতি, সহানুভূতি, সরলতাময়। কুমার সারদাকে যথার্থ সুন্দরী, অপ্রগল্‌ভা, সুশীলা বোধ করিয়া তাঁহাকে ভার্য্যা রূপে গ্রহণ করিতে মনে মনে কৃতসংকল্প হইলেন। সারদার ক্ষণিক দৃষ্টি কৃপা ভিক্ষার, আনুগত্যের, ও স্বচ্ছতার বলিয়া তিনি বুঝিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "এমন সেতার বাদ্য আমি পূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই। আপনার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে; অনুগ্রহ করে আর একটী গত বাজান।"

কুন্দন। অনুগ্রহ কেন, যত শুনতে ইচ্ছা করেন বাজাচ্ছি।

এই বলিয়া এবার সিন্ধু রাগিণীতে আলাপ আরম্ভ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল আলাপ ও গত এখন উত্তম ছেড় ভুনসহ বাজাই-লেন, যে বাদ্য বিরামের পরেও যেন সুর গৃহমধ্যে রণিত হইতে লাগিল। অনন্তর বিশ্রাম উপলক্ষে এক আলবোলায় তামাক লাহিড়ী মহাশয় এবং গড়গড়ায় কুন্দনলাল স্বয়ং তামাক খাইতে খাইতে নানারূপ কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল, এবং তাঁহারা শ্যামপেন, শেরী, পোর্ট ইত্যাদি কোনরূপ ওয়াইন খাইতে সম্মত কি না, জিজ্ঞাসা করিলে কুমার প্রমথ নাথ বলিলেন, "লাহিড়ী মহাশয় বেশ খান, তবে আমি অল্প মাত্রায় শেরী খেতে পারি।"

মনুয়া গ্লাস ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট মদিরা টেবিলে সাজাইয়া দিল।

কুন্দনলাল বলিলেন, মানুষের পক্ষে সুরা নহে, মদিরা অল্প মাত্রায় খাওয়া অন্যায় নহে, বরং উপকারী। পূর্ব্বে আর্য্যেরাও সোম পান করিতেন। সুরা অসুরের জন্য, কিন্তু মদ্য—সুর ও শূরের পক্ষে সুধা।

লাহিড়ী। সুরা আর মদ্যে প্রভেদ কি? আমরা ত একই দ্রব্য বলিয়া জানি।

কুন্দন। সুরা স্পিরিট, মদ ওয়াইন। ওয়াইন দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফলের বিকৃত ও ঈষৎ মাদকতা জনক রস, ইহাই চুলাই করিলে ব্রাণ্ডী প্রভৃতি সুরা হয়।

অনন্তর সকলেই অল্প মাত্রায় শেরী, শ্যামপেন, কিউরসো, ভর-মাউথ যাহার যেমন রুচি সেবন করিলেন। সৌদামিনীকেও নলিনী অল্প কিউরসো আস্বাদ করিতে বলিলেন। সৌদামিনী "আমায় এই প্রথম, হাতে খড়ি" বলিয়া অত্যল্প খাইয়া বলিলেন, "এত বেশ মিষ্টি!"

সারদা কিছুই খাইলেন না দেখিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "কেন ভাই সারদা, তুমি যে খেলেনা?

সারদা। আমি খাইনা, তবে বউ জোর করে এক দিন খাওয়ায়েছিল। কুমার প্রমথ নাথ "তা আজও না হয় জোর করেই যদি খেতে বলেন?"

নলিনী। আচ্ছা এই একটু ভর মাউথ খাও।

কুমুদিনী সারদার কাণে কাণে বলিলেন, "ঘোড়ার মুত খাও।"

সারদা। (হাসিয়া) তা খাও তুমি, এই বলিয়া সেবন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই চারি খানি বিস্কুট, প্লান, পুরুষদের তামাক চলিতে লাগিল। কুমার চুরট ধরাইয়া ধূম পান করিতে লাগিলেন। পুনরায়

সেতার বাদ্য চলিল। মদিরাও কিঞ্চিৎ উদরস্থ হইতে লাগিল। অনভ্যস্তা সৌদামিনী ঈষৎ স্ফূর্ত্তি বিশিষ্টা হইয়া কুমারকে মৃদু স্বরে সারদার পাণিগ্রহণ পক্ষে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুমার প্রকাশ্য ভাবেই বলিলেন, "সারদা যদি সম্মত হন, তবে আমি আহ্লাদ সহকারে তাহাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করতে রাজী আছি।

সৌদামিনী বলিলেন, "সারদার মত জেনেছি।" (সারদার প্রতি) "কেমন বউ! তুমি তোমার সম্মতি আমার বল নি?"

সারদা মৌনাবলম্বন করিলেন, দেখিয়া কুন্দন লাল বলিলেন, "মৌনং সম্মতি লক্ষণং, তা কুমার বাহাদুর যদি আমার ভগ্নীকে ধর্ম্ম পত্নী রূপে গ্রহণ করেন, তা হ'লে আজ সৌদামিনীর জন্য শ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করব।"

আমার জীবন রক্ষকের জন্য আমার স্বামী, আমি, এবং আমার দাদা ইহা অপেক্ষা অসাধ্য হইলেও তা স্বীকার করতুম। এই বলিয়া স্বীয় স্বামীর ও ভ্রাতার মুখ পানে চাহিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, সুধু যে "এই কারণেই আমি মত দিচ্ছি তা নয়, রায় জী (কুন্দনলালকে লক্ষ্য করিয়া) প্রকৃতই মহাশয় ব্যক্তি, এবং ইঁহার ভগ্নীও যেমন সুন্দরী তেমনই সুশীলা।"

কুমার প্রমথ নাথ। সারদা চপলা, প্রগল্‌ভা নয়, সরলা, ও সুশীলা, এই গুণেই আমি সন্তুষ্ট হয়ে ইহাকে ধর্ম্ম পত্নী রূপে গ্রহণ করলাম।

সারদা নলিনীর ইঙ্গিতে কুমার প্রমথ নাথকে প্রণাম করিলেন। তিনি তাঁহার উভয় হস্ত ধারণে তুলিয়া আলিঙ্গন ও গণ্ডে চুম্বন করিলেন।

তদনন্তর সারদা নিজের অগ্রজকে, লাহিড়ী মহাশয়কে, নলিনী ও

কুমুদিনীকে প্রণাম করিলেন, এবং সৌদামিনীকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তিনি সারদাকে বলিলেন "তুমি যে আমার দাদার স্ত্রী ভাজ ; এস আমরা জন্মের মত চির সৌহৃদ্যে আবদ্ধ হই" এই বলিয়া উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর সারদা স্বীয় মাতাকে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। কুন্দনলাল দ্রুত পদে নিম্নে অবতরণ করিয়া নিজের জুয়েলারী দোকান হইতে বহু মূল্য মুক্তার মালা, কতকগুলি উৎকৃষ্ট হীরকাঙ্গুরী আনিয়া এক ছড়া মালা কুমার প্রমথ নাথের গলায় পরাইয়া ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরী পরাইয়া, সারদাকেও ডাকিয়া তদ্রূপ মুক্তার মালা ও তাহার অনামিকা অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরী পরাইয়া উভয়কেই বলিলেন, "আমি এই সামান্য যৌতুক দিলাম। তোমরা ভগবানকে সাক্ষী করিয়া এক্ষণে মাল্য বদল কর, যথা সময়ে সমারোহ উৎসাহ সহকারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হবে।"

কুমার প্রমথ নাথ পরমেশ্বরের নাম করিয়া সারদাকে ধর্ম্ম পত্নী রূপে গ্রহণ করতঃ নিজেরকণ্ঠ হইতে মাল্য সারদার গলায় দিলেন, এবং অঙ্গুরী তাঁহার অঙ্গুলীতে পরাইলেন। সারদাও পরমেশ্বরের নাম লইয়া শপথ পূর্ব্বক কুমার প্রমথ নাথকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার গলায় মাল্য ও অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী পরাইয়া দিলেন।

কুমুদিনী ও সৌদামিনী হুলু ধ্বনি করিলেন।

নবম কাণ্ড।

কুন্দন লালের রাজোপাধি।

পর দিন কুন্দনলাল, কুমার প্রমথ নাথ ও লাহিড়ী মহাশয় দগ্ধবাটী দেখিতে গেলেন। দেখিলেন তখনও অগ্নি ইষ্টক স্তূপের মধ্যে মধ্যে জ্বলিতেছে। ভৃত্য দিগের দ্বারা জল সেঁচিয়া আগুন নিবাইতে দিয়া, তথা হইতে কুন্দন লালের পূর্ব্ব দিনের দেখা জমী আর একবার দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে একটী বৃহৎ বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে লেখা দেখিয়া তাঁহারা বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দ্বিতল বাটী; চতুর্দ্দিকে বিস্তর স্থান. ফল ফুলের ক্ষুদ্র উদ্যান। উপরে নীচে দশটী ছোট বড় ঘর। বাড়ীটী সকলেরই পছন্দ হইল, মাত্র এক মাসের জন্য ১৫০৲ টাকা ভাড়াতে স্থির করা হইল। তাহার পর কুন্দন লাল নিজ বাটীতে ফিরিয়া জমি-বিক্রয়কারীকে ডাকাইয়া বিস্তর দর কসা কসির পর ২০০০০৲ টাকাতে ১০ বিঘা জমী ক্রয় করিলেন, এবং একজন এটোর্নী দ্বারা লেখা পড়া করাইয়া, দলিল রেজেষ্টরী করাইয়া কালেক্টরীতে নাম খারিজ দাখিল করাইয়া লইলেন।

অনন্তর এক জন সাহেব কনট্রাক্টার দ্বারা দুইটী ত্রিতল বাটীর নক্সা করাইয়া নিজের বাটী ১৫০০০০৲ দেড় লক্ষ টাকাতে, এবং কুমার প্রমথ নাথের বাটী ১২৫০০০৲ টাকাতে ঠিকা দিলেন। শুভ দিন দেখিয়া উভয় গৃহের কার্য্যারম্ভ হইল।

জ্যৈষ্ঠ মাসেই প্রকাশ্য রূপে ধুমধামের সহিত সারদার বিবাহ হইল। কুমার সস্ত্রীক ভাড়াটীয়া বাড়ীতে গ্রীষ্মের ছুটী অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর কুমার সারদাকে স্বীয় ভ্রাতার নিকট রাখিয়া পাটনায় চলিয়া গেলেন। সৌদামিনী ও তাঁহার স্বামী দেশে গেলেন।

কুন্দন লাল প্রায় প্রত্যহই উভয় বাটীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য যাইতেন। এক দিন অপরাহ্নে তিনি নূতন বাটীর কার্য্য দেখিতে যাইতেছিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন দূর হইতে একখানি ফিটেন গাড়ী লইয়া একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ আরবী ঘোড়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে এমন তীব্র বেগে ছুটিয়াছে যে, অচিরেই গাড়ী খানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আরোহী একজন সাহেব ও মেমের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। কোচমান খুব জোরে রাস টানিয়া ধরিয়াছে বটে, কিন্তু সেই উত্তেজিত ঘোড়া কিছুতেই বাগ মানিতেছে না। আরোহী সাহেব প্রাণপণে চিৎকার করিতেছেন, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ঘোড়ার সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না। কুন্দন লাল মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের গাড়ী থামাইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নীচে নামিলেন, এবং সহিসের হস্ত হইতে বাগডোর লইয়া পথের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। নিমেষ মধ্যে সেই উদ্ধত ঘোড়া যেমন সম্মুখবর্ত্তী হইল, অমনি কুন্দন লাল এক পার্শ্বে সরিয়া বাগডোর দুই হস্তে ধরিয়া একটি ফাঁদের মত করিয়া ঘোড়ার সম্মুখের পায়ের মধ্যে কৌশলে প্রবিষ্ট করাইয়া হঠাৎ এমন এক ঝট্‌কা টান মারিলেন, যে অশ্বটী আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না সহিস পশ্চাৎ হইতে নামিয়া দ্রুত আসিয়া মুখের লাগাম ধরিয়া ফেলিল। কুন্দন লাল সেই ক্রুদ্ধ অশ্বের স্কন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চপেটাঘাতে ঘোড়াটীকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, এবং তাহার কাণের কাছে "বাহাদুর! গাজী মর্দ্দ!" কেঁউ গোস্‌সা কিয়া" বলিয়া মধুর সম্ভাষণে মুখে হাত বুলাইলেন, এবং নিজের সহিসকে ডাকিয়া সাজ খুলিয়া দুইজনে দুইটী বাগডোর ধরিয়া ঘোড়াকে টহলাইতে বলিলেন।

মেমটী ভয়ে প্রায় মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, সাহেবের অভয় বাক্যে

এবং সাহায্যে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন, এবং উভয়ে কুন্দন লালের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মুখাবলোকনে সাহেব পরিচ্ছদধারী বড় লোক, শিক্ষিত ভদ্র লোক, অথচ তাঁহার অসীম সাহস, অমানুষিক শক্তি ও অদ্ভুত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদিগের প্রাণ আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার করাতে, তাঁহারা কৃতজ্ঞতায় বিগলিত চিত্তে দুই জনে তাঁহার দুইটী হস্ত ধরিয়া অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

কুন্দন লাল শিষ্টাচার সহ নিজের কর্ত্তব্য মাত্র সাধন করিয়াছেন, ক্ষমতা থাকিলে এরূপ সাহায্য, উপকার করাই উচিত বলিয়া তাঁহাদিগের কর মর্দ্দন করিলেন।

সাহেব কুন্দন লালের নাম পরিচয়, পদবী, কার্য্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্বীয় নাম কুন্দন লাল রায় চৌধুরী, জমিদার রায়গড়, জিলা রাজসাহী বলিবা মাত্র সাহেব বলিলেন "বটে! আপনিই রায় গড়ে দুটী প্রকাণ্ড বাঘ মেরেছিলেন, আর দুটী বাঘের বাচ্চা ধরে ছিলেন, তার একটী রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিয়ে এসেছেন। তিনি আমার সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর পত্রে আমি আপনার বীরত্বের কথা শুনেছি এবং কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলিশ ম্যানে এক দহ্যমান ত্রিতল গৃহ হইতে রজ্জু যোগে এক জন মহিলাকে উদ্ধার করেছিলেন যে রায়, কুন্দন লাল, তিনিও তবে কি আপনিই?"

কুন্দন লাল বিনয় নম্রভাবে "হাঁ" বলিলে সাহেব পুনরায় তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, আমার নাম R. B. Cliford, ক্লিফোর্ড, আমি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার চিফ সেক্রেটারী, এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট হাউসেই যাইতেছিলাম, পথে হঠাৎ ঘোড়াটী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, এবং এই আকস্মিক ঘটনা দুর্ভাগ্যের না হইয়া আপনার সহিত পরিচয় হওয়াতে এখন সৌভাগ্যের বলিয়াই মনে হইতেছে।

কুন্দন লাল পুনরায় বলিলেন, "আপনার ঘোড়াটী আরবী, চড়িবার ঘোড়া, গাড়ীতে যুড়িবার ঘোড়া নহে, তার পর চড়িবার ঘোড়া হই-লেও যে সে সোয়ারের কর্ম্ম নয়, অতি দক্ষ সোয়ার ভিন্ন উহাকে আয়ত্বে রাখিতে এবং উহার বেগ সহিতে পারিবে না, এজন্য আমার বিবেচনায় ঘোড়াটী গাড়ীতে না যোতাই ভাল, তবে গাড়ী মাত্র টানাইয়া সহিস বাগডোর ধরিয়া হাঁটাইয়া আনিতে পারে। যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনারা আমার গাড়ীতে বসিয়া গভর্ণমেণ্ট হাউসে গমন করুন, আমার বাড়ী চৌরঙ্গীতে, বেশী দূর নয় আমি হাঁটিয়া বাড়ী যাইতেছি।

মেম বলিলেন, "আপনার অমন চমৎকার গাড়ীতে যেতে আপত্তি! বরং আহ্লাদ সহকারে আমরা যাচ্ছি, বিশেষ কার্য্য ক্ষতি না হয় ত আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন, তাহার পর গন্তব্য স্থানে যাবেন।

তাহাই স্থির হইল। সাহেব ও মেম পশ্চাতের আসনে এবং কুন্দন লাল সম্মুখের আসনে বসিয়া চলিলেন। সাহেবের গাড়ী ধীরে ধীরে ঘোড়াটীকে হাঁটাইয়া বাগডোর ধরিয়া আনিতে বলিয়া দেওয়া হইল।

অনন্তর গাড়ী গভর্ণমেণ্ট হাউসে পৌঁছিলে সাহেব ও মেম কুন্দন লালকে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে গেলেন। কুন্দন লালের দক্ষিণ পদের উপরিভাগ, দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইল। তিনি মনে মনে কোন শুভ ঘটনার লক্ষণ বলিয়া তাহা জানিতে পারি-লেন। প্রায় দশ মিনিটের পরে সাহেব ফিরিয়া আসিয়া কুন্দন লালকে সঙ্গে লইয়া এক প্রকাণ্ড সজ্জিত গৃহে উপস্থিত হইলে পার্শ্ববর্ত্তী অপর প্রকোষ্ঠ হইতে এক অতি সৌম্য মূর্ত্তি সাহেব দর্শন দিলেন। চিফ সেক্রেটরী সাহেব কুন্দন লালের কাণে কাণে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ইনি ভারতের রাজ প্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনেরাল।" তাঁহাকে দর্শন

মাত্র কুন্দন লালের হস্ত ধারণে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া বলিলেন "ইনিই আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা রায় কুন্দন লাল।"

কুন্দন লাল পূর্ব্বাহ্নেই যুক্ত করে গভর্ণর জেনেরাল লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের অভিবাদন করিলেন,এবং তিনিও প্রসন্ন বদনে হস্ত প্রসারণে কুন্দন লালের কর মর্দ্দনে বলিলেন, "রায় কুন্দন লাল বাহাদুর,আপনার সাহস, সামর্থ্য, অদ্ভূত বীরত্ব ও বাহাদুরীর কথা শুনিয়া, এবং আপনাকে দেখিয়া বুঝিলাম, আপনি যথার্থই কৃতী পুরুষ ; সামান্য রায় বাহাদুর অপেক্ষা উচ্চাসনের যোগ্য, আমরা আপনাকে রাজা কুন্দন লাল বাহাদুর বলিয়া সম্বোধন করিব। গভর্ণমেণ্ট গেজেটে ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষরূপে আপনার গুণ গরিমার প্রশংসা ও আমাদিগের গুণ গ্রাহিতার পরিচয় এবং অদ্যকার মিষ্টার ও মিষ্ট্রেস ক্লিফোর্ডের প্রাণ রক্ষার পুরস্কার রাজোপাধি প্রকাশিত হইবে।"

কুন্দন লাল বিনীতভাবে পুনরায় সেলাম করিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ক্লিফোর্ড সাহেব বলিলেন, "আপনি আমার ঘোড়াটী সোয়ারির ঘোড়া বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, বোধ হয় আপনি এক জন উত্তম ঘোড়-সোয়ার। যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঘোড়াটী একবার চড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। কুন্দন লাল সম্মত হইলেন, এবং বাহিরে আসিয়া ঘোড়াটীকে স্বহস্তে সামান্য মর্দ্দন করিয়া ক্লিফোর্ড সাহেবের প্রদত্ত উত্তম বিলাতী জীন লাগাম নামদা প্রাপ্তে লাগাম দিয়া, জীন কসিয়া, রেকাবের দৈর্ঘ মাপিয়া কাহারও সাহায্য ব্যতীতই অবলীলাক্রমে চড়িয়া বসিলেন। স্বয়ং গভর্ণর জেনেরাল সাহেব বাহাদুর একটী স্বর্ণ মণ্ডিত চাবুক তাঁহার হস্তে দিলেন। কুন্দন লাল ঘোড়াটীকে গভর্ণমেণ্ট হাউসের চতুর্দ্দিকে এক চক্র দিয়া নাচাইতে

নাচাইতে পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া দুইজন সহিসকে এক খানি কাপড় প্রাচীরবৎ পাঁচ হাত উচ্চ করিয়া টানিয়া ধরিতে বলিয়া আর এক চক্র দিয়া আসিয়া এখন এড়ির গুঁতা দিয়া সঙ্কেত করতঃ জঙ্ঘা দ্বারা অশ্বের পেট চাপিয়া ধরিলেন, যে ঘোড়াটী হরিণের ন্যায় লম্ফ দিয়া চতুষ্পদ গুটাইয়া সেই বস্ত্রের প্রাচীর পার হইয়া গেল। কুন্দন লাল বস্ত্র খানি লম্বাভাবে চারি কোণে চারিজনকে ভূমি হইতে এক হাত উচ্চ করিয়া ধরিতে বলিলেন, তাহা একটী বৃহৎ নালার অনুকরণ বলিয়া দিয়া, আর এক চক্র ঘুরিয়া আসিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া অনায়াসে প্রায় আট হাত দীর্ঘ বস্ত্র পার হইলেন। তাহার পর সাহেব ও মেম দর্শক দিগকে প্রাসাদের ছাদে উঠিতে বলিয়া ঘোড়াটী লইয়া গড়ের মাঠে গমন করিলেন। তথায় দুলকী, কদম ও ছারতক নানা চাল দেখাইয়া পুনরায় গভর্ণমেণ্ট হাউসের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অবরোহণ করিতে ছিলেন, ইত্যবসরে সাহেব ও মেমেরাও নীচে নামিয়াছিলেন। ক্লিফোর্ড সাহেব অগ্রণী হইয়া কুন্দন লালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজা সাহেব! ঘোড়াটী আপনারই যোগ্য, আপনি এটী গ্রহণ করুন, আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়েই কৃতার্থমন্য ও পরম সন্তুষ্ট হইব।"

কুন্দন লাল ধন্যবাদ সহ সকলকে অভিবাদনান্তে নিজের গাড়ী বাড়ী লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণে অশ্বারোহণেই বাটী পৌছিলেন।

নলিনী ও কুমুদিনীকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ঘোড়া জীন, লাগাম, ও লাট সাহেবের প্রদত্ত স্বর্ণ মণ্ডিত ও নামাঙ্কিত চাবুকটী দেখাইলেন। সেই সপ্তাহের ইণ্ডিয়া গেজেটে কুন্দন লালের গুণগ্রামের, বল, বীর্য্য, সাহস, বীরত্বের, চিফ সেক্রেটারী সস্ত্রীক ক্লিফোর্ড সাহেবের প্রাণ

রক্ষার বিস্তৃত বিবরণ সহ রাজোপাধি প্রদানের আদেশ প্রকাশিত হইল। রাজসাহীর ম্যাজেষ্ট্রেট H. J. ক্লিফোর্ড কুন্দন লালকে নিতান্ত বন্ধুভাবে রাজা বাহাদুর বলিয়া আন্তরিক প্রীতি ও ধন্যবাদ সহ পত্র লিখিলেন। কুমার প্রমথ নাথ রাজা কুন্দন লালকে প্রীতিপূর্ণ পত্র পাঠাইলেন।

আশ্বিন মাসের ৫ই তারিখে বৃহস্পতি বার পূর্ব্বাহ্নে নলিনী এবং ৯ই তারিখ সোমবার রজনীতে কুমুদিনী উভয়েই এক একটী পুত্র প্রসব করিলেন। কুন্দন লাল অতীব প্রীত মনে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ দান করিলেন। কুন্দন লালের ও কুমার প্রমথ নাথের নূতন বাটী প্রস্তুত শেষ হইয়াছিল। কুন্দন লাল শুভ দিনে গৃহ প্রতিষ্ঠা করাইয়া নূতন বাটীতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ক্লিফোর্ড সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বহু গণ্য মান্য সাহেব ও মেম দিগকে নিমন্ত্রণ করতঃ বল নাচ ও ভোজনোৎসব সুসম্পন্ন করিলেন।

শারদীয় পূজার পর কুন্দন লাল রায়গড়ে গমন করিলেন। তথায় তাঁবু খাটাইয়া রায় গড়ের যাবতীয় ভগ্ন গৃহ ও মন্দিরাদির ভিত্তি খনন করাইয়া সমস্ত ইষ্টক ও প্রস্তর তুলিয়া স্তূপীকৃত করাইলেন। প্রায় দশ লক্ষ উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি সুদগ্ধ প্রাচীন কালের ইষ্টক ও প্রভূত প্রস্তর খণ্ড ও ফলক প্রাপ্তে কলিকাতার বাটী নির্ম্মাণকারী কনট্রাক-টার কোম্পানীকে লক্ষ টাকা ফুরন করিয়া একটী ত্রিতল প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত করিলেন। চৈত্রমাস মধ্যে প্রাসাদের কার্য্য শেষ হইতে হইবে। ম্যানেজার বাবুকে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার দিয়া আগামী বৈশাখ মাসে নব প্রাসাদে পুণ্যাহ উৎসব সম্পন্নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বয়ং কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যাতায়াতের অসুবিধা নিবারণ জন্য কুন্দন লাল দেড়লক্ষ টাকাতে একখানি নূতন ছোট রকম ষ্টীমার ক্রয় করিলেন, এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ

পুত্রের নামানুসারে "সুন্দর লাল" ষ্টীমারের নামাকরণ করিলেন। রায় গড়ের বাটী নির্ম্মাণ শেষ হইলে এবার পুত্র, কলত্র, মাতা, ভগ্নী, দাস দাসী সহ ষ্টীমারে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া রামপুরের ঘাটে উপস্থিত হইয়া হস্তী, গাড়ী, পালকী নানা যান বাহনে নূতন প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। এবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বহু ধুম ধামে, কাশীর বাই, কলিকাতার খেমটা, কবী, যাত্রা, আতসবাজী, ভোজন নানা উৎসাহে পুণ্যাহ উৎসব সম্পন্ন করা হইল।

তিন মাইল ব্যাপৃত রায়গড়ে বহুল দেশী ও বিলাতি ফল পুষ্পের উদ্যান, বর্ত্ম, দুর্ব্বাবৃত ক্ষেত্র, লতা কুঞ্জ, কৃত্রিম উৎস, আলোকাধার ব্যবস্থা করিয়া স্থানটী পরম রমণীয় করিয়া তুলিলেন। কোন স্থানে পশুশালা, কুত্রাপি. বিহগালয় (চিড়িয়া খানা) আস্তাবল, পীলখানা প্রস্তুত করাইলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়, অবৈতনিক ইংরাজী ও বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সর্ব্ববিধ পণ্য ও প্রয়োজনীয় আহার্য্য, ও বিলাস দ্রব্যের পণ্যশালা স্থাপিত হইল। সপ্তাহে প্রতি শনি মঙ্গল বার দুই দিন হাট বসাইলেন।

পানীয় জলের ব্যবস্থা জন্য একটী অতি প্রাচীন, প্রায় জঙ্গলপূর্ণ প্রস্তরের বৃহৎ ইন্দারা দেখিতে পাইয়া তাহার বন জঙ্গল মাটি তুলিয়া সংস্কারের ব্যবস্থা করাইলেন। প্রস্তরগুলির উপরে শৈবাল সদৃশ স্তর ও মাটি জমিয়া ছিল, তত্তাবত পরিষ্কৃত হইলে দেখা গেল, কূপটীর চতুর্দ্দিকে নানারূপ রঞ্জিত প্রস্তরেরদ্বারা গালিচার ন্যায় কারুকার্য্য খচিত। প্রস্তরের দুই দুই অর্দ্ধ গোলাকার খণ্ড দ্বারা উপরের মুখটি এবং অভ্যন্তর সমস্তই শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত। সমস্ত মৃত্তিকা কর্দ্দম উত্তোলিত হইলে তল দেশে শূল, শেল, অসি, তীরের ফলা ক্রমে উঠিতে লাগিল। তাহার অধিকাংশই কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কলঙ্কিত হইয়াছিল,

কেবল দুই খানি স্বর্ণ-মুষ্টিযুক্ত তরবারী নিষ্কলঙ্ক ও অব্যাহত দৃষ্ট হইল। উহাদের বর্ণ সীসের স্থায় ক্ষুদ্র খণ্ডবৎ নানাকৃতির চিহ্ন বা দাগবিশিষ্ট, অতীব তীক্ষ্ণ। কুন্দন লাল উহা পোলাদ বা লৌহসার নির্ম্মিত বলিয়া জানিলেন।

অস্ত্রাদির পরে প্রভূত পরিমাণে প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা দেবনাগর অক্ষরে নামাঙ্কিত বাহির হইল। তাহার পর কৃষ্ণ মর্ম্মর নির্ম্মিত সুকৌশলে মুখাবৃত একটী ভাণ্ড উত্থিত হইল। অনেক যত্নেও তাহার আবরণ খোলা গেল না। অনন্তর তাহার উপরস্থ চূড়ার স্থায় মুষ্টি ধরিয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে কতিপয় পেঁচ খুলিয়া ঢাকনাটী পৃথক হইলে কুন্দন লাল তন্মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণাবৃত হীরক, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত মতি নানা রত্নে পূর্ণ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর বালুকা ও প্রস্তর খণ্ড উত্থিত হইলে জল স্রোতে উঠিতে লাগিল। কূপটীর সর্ব্বাঙ্গ বিশেষ পরিষ্কৃত ও ধৌত করাইয়া ক্রমাগত কিছু দিন জল তুলিয়া ফেলা হইল। পরিশেষে পুনরায় প্রস্তর খণ্ড ও পদ্মার বালুকা নিক্ষেপ করিয়া কিঞ্চিৎ চূণ, ফটকিরী, কর্পূর জলে দেওয়া হইল। কূপটী ৪৫ হাত গভীর ছিল, এবং তাহর জল অতি নির্ম্মল, স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

কূপ হইতে যে স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন তাহা সংখ্যায় তিন সহস্র, মূল্য অতি কম ২০৲ টাকা হিসাবেও ৬০,০০০ টাকা। হীরক পাঁচ খানি, মতি ১২৫টী, একটী বৃহৎ মতি গজমতি বলিয়া অনুমিত হইল। অন্যান্য রত্ন মণি ৫৫ খানি, সমস্তের অনুমান মূল্য অনেক কোটী টাকা। মতিগুলি দ্বারা নলিনী ও কুমুদিনীর জন্য মালা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইল। রত্নগুলি কতিপয় দ্বারা দুই পুত্রের দুইটী হার এবং হীরক ও

গজমতি ও অবশিষ্ট রত্নাবলী দ্বারা নিজের হার প্রস্তুতের ব্যবস্থা করাইলেন। রামপুরের ভাল স্বর্ণকারদ্বারা বাল্য ও হার রচনা করাইয়া লইলেন।

শারদীয় পূজার পর কুন্দন লাল বাটীর জন্য হিন্দুস্থানী জমাদার, বরকন্দাজ, রক্ষক নিযুক্ত করিয়া এবং উদ্যানের জন্য মালী নিযুক্ত করিয়া জমিদারী কাছারী রায়গড়ের নূতন বাটীতে তুলিয়া আনিয়া পরিজন সহ নিজের ষ্টীমারে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কুমার প্রমথ নাথ আর এক বৎসর পরে বয়োপ্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু কুন্দন লাল মিঃ ক্রফোর্ডের যোগে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে সারদার সহিত নিজের ষ্টীমারে করিয়া কলিকাতা হইতে রামপুরে এবং তথা হইতে রায়গড়ে নিজের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। কতিপয় দিবস অবস্থানের পর পুনরায় ষ্টীমারে পদ্মা বহিয়া গোয়ালন্দের সমীপবর্ত্তী যমুনার মুখে প্রবেশ করিলেন। কালী-গঞ্জের নিকটে ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদী উজাইয়া রঙ্গপুরের অন্তর্গত শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন।

বিশেষ সমারোহসহ প্রমথ নাথ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া কোর্ট অব্ ওয়ার্ড হইতে রাজত্ব-ভার গ্রহণ করিলেন। সারদা আশার অতীত "রাণী সারদা সুন্দরী দেবী" হইলেন। সৌদামিনী ও লাহিড়ী মহাশয় স্বদলবলে অভিষেক উপলক্ষে শ্রীপুরে আসিয়াছেন। দশ দিবস অবস্থানের পর কুন্দন লাল রাজা প্রমথ নাথ, সারদা, সৌদামিনী, ও লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে বিদায় লইয়া ষ্টীমারে যাত্রা করিয়া পথে যমুনার চরে কুমীর শিকার করিতে করিতে এবার বাদা অর্থাৎ সুন্দরবন ঘুরিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

দশম কাণ্ড।

দীক্ষা গ্রহণ।

কুন্দনলাল ইংরাজী সংবাদ পত্রে পৌষমাসের সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গা-সাগরগামী যাত্রিদিগের গমনাগমনের জন্য ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর বৃহৎ বিজ্ঞাপন দৃষ্টে নলিনী ও কুমুদিনীর নিকট গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে মহা মেলার কথা বলিলে, কুমুদিনী বলিলেন,

"সবতীর্থ বারবার।
গঙ্গাসাগর একবার॥"

অর্থাৎ সবতীর্থ বার বার দর্শন করলেও জীবনে একবারও গঙ্গা-সাগর দর্শন করতে হয়। আমাদের ভাগ্যে কি তা হবে?

কুন্দন। হবার আর বিচিত্র কি? তোমরা যদি ইচ্ছাকর, তা হ'লেই হয়। আমাদের নিজেরই ষ্টীমার রয়েছে, যখন ইচ্ছা যেতে পার।

কুন্দন লালের মাতাও শুনিয়া গঙ্গা-সাগরে মকর স্নানে যাইতে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলেন। কুন্দন লাল একটী বৃহৎ ও একটী ছোট তাঁবু ক্রয় করিলেন। দান পুণ্যের জন্য একশত দেশী কম্বল, ১০ থান মারকিন, দশ মণ চাউল, দাইল, ঘৃতাদি উপকরণ, পাঁচ সের গাঁজা, সংগ্রহ করাইয়া মেলার দুই দিন পূর্ব্বে সপরিবারে ভৃত্যাদি সহ ষ্টীমারে যাত্রা করিলেন।

পরদিন সাগর-সঙ্গমে উপনীত হইয়া গঙ্গার সাগর সঙ্গম সন্নিহিত সৈকত-তটে তাঁবু দুইটী খাটাইয়া তন্মধ্যে পুত্র, কলত্র, পরিজন সহ অবস্থান করিলেন। গঙ্গা-সাগরে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়।

পরদিন যথা সময়ে সাগর-সঙ্গমে সপরিবারে স্নান করিয়া দানার্থ যে সকল কম্বল ও কাপড় আনিয়া ছিলেন, তাহা প্রার্থী সাধুদিগকে প্রদান করিলেন। মারকিনের থান ৮ হাত দীর্ঘ ধুতির খণ্ড করিয়া বিতরণ করিলেন, গাঁজা চারি ছিলিম করিয়া বিলাইয়া দিলেন। কুন্দনের মাতা ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, ভিখারী কাহাকেও দু আনি, চারি পয়সা, কাহাকেও বা এক পয়সা হিসাবে এক সহস্র টাকা দান করিলেন। নলিনী ও কুমুদিনী দশ মণ চাউল, পাচ মণ দাইল, ঘৃত, মসলাদি দ্বারা খিচড়ী মহোৎসবের ব্যবস্থা করাইলেন। বালুকার মধ্যে দীর্ঘ উনান খনন করাইয়া সারি সারি মৃৎভাণ্ড মধ্যে খিচড়ী, বৃহৎ কটাহে শাক, তরকারী রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। সমাগত সাধুদিগের মধ্যে যাহারা সদ্‌ব্রাহ্মণ, অথচ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা রন্ধন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। অন্য জাতীয় সাধুরা সমীপবর্ত্তী বন হইতে ভারে ভারে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিলেন। স্থানে স্থানে ধুনী জ্বালিয়া দলে দলে খঞ্জরী বাজাইয়া হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাঁজাও চলিতে লাগিল। কোন কোন মোহান্ত মহারাজের সঙ্গীয় শালগ্রাম, গোপালজী, রামসীতা নানা বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থানে স্থানে শোভা পাইতে লাগিল। স্থূলতঃ কুন্দন লালের তাঁবুর সন্নিহিত বেলা-ভূমি আনন্দ বাজারে পরিণত হইয়া উঠিল।

দিবা একটার মধ্যেই রন্ধন শেষ হইল। মোহান্তেরা স্ব স্ব বিগ্রহের সমক্ষে বস্ত্র বেষ্টন দ্বারা ভোগ নিবেদন করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁজ, কাঁসর বাজাইয়া হরি নাম কীর্ত্তন করিলেন। তাহার পর পত্র নির্ম্মিত পাত্রে শত শত সাধু ভিন্ন ভিন্ন পঙ্গতে ভোজন করিতে বসিলেন। বালুকাসনে উপবিষ্ট সাধুরা বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি ক্রমে ভোজন কালীন পাঠ্যস্তুতি ও নিবেদন বাণী পাঠান্তে "জয় গঙ্গামাইকি জয়, জয় কপিলজী মহারাজকি

জয়, কুন্দনজী কি জয়” বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধুদিগের জয় জয়কারে ও মঙ্গল ধ্বনিতে সাগর-সঙ্গম উল্লসিত হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র দর্শক মণ্ডলী দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ভোজনানন্দ উৎসব দেখিতে লাগিল। কুন্দন লাল রিক্ত পদে গললগ্নিকৃতবাসে বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক সাধুদিগের কাহার কি চাই তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। নলিনী ও কুমুদিনী স্ব স্ব পুত্র ক্রোড়ে লইয়া তাঁবু দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অনাথ অতিথিগণের ভোজনাদি দর্শনে হর্ষে, আত্ম প্রসাদে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। কুন্দন লালের মাতাও পুত্রের ঈদৃশ সুকৃতী দর্শনে পুলকে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে পুত্র পৌত্রগণের কল্যান কামনা করিতে লাগিলেন।

সাধুগণের ভোজন শেষ হইলে পুনরায় জয় জয় ধ্বনি উঠিল। সকলেই তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া হস্ত তুলিয়া কুন্দন লালকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কুন্দন লাল প্রীতি পুলকিত চিত্তে সপরিবারে ভগবানে নিবেদিত প্রসাদান্ন ভক্তিপূর্ব্বক ভোজনে পরম তৃপ্ত হইলেন। নলিনী বুঝিলেন, বহু মেওয়া মসলা যোগে রঞ্জিত পলান্নও এই প্রসাদী খেচরান্নের তুল্য উপাদেয় নহে। কুমুদিনী সাধুদিগের পাত্রস্থ ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ শিশু পুত্রদ্বয়ের মুখে দিয়া নিজেও কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিলেন। তিনি ভক্তমাল গ্রন্থে বৈষ্ণবের প্রসাদ ভক্ষণের মাহাত্ম্য পড়িয়াছিলেন। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবের প্রসাদান্ন প্রাপ্তে ভক্ষণে চরিতার্থ হইলেন।

যথা সময়ে মেলা ভঙ্গ হইলে সমাগত যাত্রিবর্গ অনেকে ষ্টীমারে, বহু সংখ্যক নৌকায়, কতিপয় স্থলপথে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল।

কুন্দন লাল জন-পরম্পরা শুনিয়া ছিলেন, মহাত্মা কপিল দেব

সশরীরে এই সাগর-সঙ্গম স্থলে একাকী চির অবস্থান করেন। মেলা অবসানে বেলা-ভূমি জল প্লাবনে বিলুপ্ত হয়। তখন এ স্থানে জন প্রাণীও তিষ্ঠিতে পারে না, কারণ এই প্রসিদ্ধ সুন্দর বনে জলে ভীষণ দশনু কুম্ভীর, স্থলে ভয়ালী ব্যাঘ্রের ভয়ে কেহই এই বিজনে থাকিতে সাহসী হয় না।

মেলা ভাঙ্গিলে কুন্দন লাল তাঁবু তুলিয়া স্বীয় ষ্টীমারে দুই চারি দিন প্রতীক্ষা করিয়া জন শ্রুতি অনুসারে সৈকত প্রান্তর যথার্থই জল প্লাবিত হয় কি না, কৌতুক দর্শনে সমুৎসুক হইলেন।

কুন্দন লাল ক্রমাগত সেই জনশূন্য সাগর-সঙ্গমে লঙ্গড় করিয়া তিন দিবস অবস্থান করিলেন, কিন্তু বেলা-ভূমি যথা পূর্ব্ব তথা পর সমভাবেই রহিল। চতুর্থ দিবস পূর্ব্বাহ্নে তিনি ষ্টীমার হইতে বন্দুক হস্তে কূলে অবতরণ করতঃ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে বহু-দূর পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইলে দেখিলেন, একজন সৌম্য মূর্ত্তি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স্ক সাধু গঙ্গাস্নান করিয়া কূলে বস্ত্র পরিধান করিতে-ছেন। কুন্দন লাল সমীপবর্ত্তী হইয়া সাধুজীকে দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,

মহারাজ! আপনি কিপ্রকারে এখানে রহিয়া গিয়াছেন?

সাধু। আমি এই খানেই থাকি।

কুন্দন। (অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) এই জঙ্গলে থাকেন?

সাধু। সাধুর জঙ্গলেই মঙ্গল।

কুন্দন। বড় আশ্চর্য্যের কথা, এখানে বনে বাঘ, জলে কুমীর, কোন লোকালয়ও নিকটে নাই, আপনি কিপ্রকারে এখানে একেলা থাকেন? ভোজনের সামগ্রীই বা কোথা পান?

সাধু। ভগবান মিলাইয়া দেন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে দিতে-

ছেন, যার যেমন দরকার, হাতীকে মণ, চিউঁটী (পিপীলিকা) কে কণ, সর্ব্বদা বিধান করিতেছেন।

কুন্দন। আপনি বনের কোন স্থানে থাকেন, আখড়া আশ্রম আছে?

সাধু। হাঁ, আছে, বৃক্ষ মূলই উদাসীনের আশ্রম। ইচ্ছা হয়ত চলুন, দেখিতে পাইবেন।

কুন্দন লাল অবশ্যই সাধুর সহিত এই কথা গুলি হিন্দী ভাষায় বলিয়াছিলেন। তিনি সাধুর বাক্যে কৌতুকান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত ক্রমে ঘন বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রায় এক মাইল ব্যবধানে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ মূলে অজীনাসনে সমাসীন এক অতি বৃদ্ধ, বোধ হয় শতপর সাধুকে ধ্যান মগ্ন দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সম্মুখে ধুনী জ্বলিতেছে, এবং পশ্চাদ্ভাগে ঈষৎ দূরে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র নিমী-লিত নেত্রে বসিয়া রহিয়াছে। কুন্দন লাল ধ্যানস্থ প্রবাণ সাধুর সমীপ-বর্ত্তী হইয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেও, দূরে পাদুকা ও বন্দুক ত্যাগ করিয়া আসিয়া তপস্বীর চরণ প্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ধ্যানস্থ প্রাচীন তপস্বী ক্রমশঃ চক্ষুরুন্মিলন করতঃ কুন্দনলালকে প্রণত দর্শনে প্রশান্ত ভাবে বঙ্গ ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কুন্দন লাল! তুমি কাশী নিবাসী, অদ্ভুতকর্ম্মা বীর, তোমার মঙ্গল হউক"।

কুন্দন লাল এই অতি প্রবীণ বয়স্ক তপস্বী মহাত্মার প্রমুখাৎ স্বীয় নাম, ধাম, কর্ম্ম কাহিনী শ্রবণে নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কর যোড়ে বলিলেন, মহাত্মার দর্শনই পরম মঙ্গল, আজ আমার সুপ্রভাত ও সৌভাগ্য বশতঃই আপনার দর্শন লাভ করিলাম।

তাপস। ভগবৎ 'কৃপায়' নর-চরিত্র ও চিত্ত-পরিজ্ঞান দ্বারা

"কুন্দনলাল। তুমি কাশির অদ্ভুত কর্ম্মকার।"

[কুন্দনলাল—২৪৮ পৃষ্ঠা

মানবের ভূত ও বর্ত্তমান অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। ভবিষ্যদ্ জ্ঞানও দুর্ব্বোধ্য বিষয় নহে, তবে নরের ভাগ্য-ফলাফল যাহা ভাবী-গর্ভে প্রচ্ছন্ন, তাহা অপ্রকাশিত থাকাই ভাল।

কুন্দন। প্রভো! মানবের ভাগ্য ফলাফল কি ভগবান দত্ত, না কর্ম্মায়ত্ত?

তাপস। ভগবানের প্রসন্নতার নামই ভাগ্য, যাহা নরের কর-সাধিত কর্ম্ম দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা অজ্ঞাত থাকিলেই মনুষ্য সৎ-পথের অনুসরণ করে, তদন্যথায় পরিজ্ঞাত হইলে কর্ম্মফলের প্রতি-কুলাচরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং তখন কর্ম্মফলের নিরোধ জন্য ভাগ্য সহ বিরোধ আরম্ভ করে, কিন্তু ধীমান পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,

"ললাট লেখো ন পুনঃ প্রয়াতি"

এবং মহাজনেরাও বলেন,

"করম্ রেখ নাহিঁ মিটে
করে কোই লাখোঁ চতুরাই"।

অর্থাৎ লক্ষ চতুরতা অবলম্বন করিলেও কর্ম্ম-রেখা বিলুপ্ত হয় না। তুমি সদসৎ উভয় প্রকার কর্ম্ম বা পুরুষকার দ্বারা গুণ্ডামী হইতে রাজোপাধি পর্য্যন্ত লাভে সমর্থ হইয়াছ, এক্ষণে তোমার মন যে উত্তরোত্তর উত্তমের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা তোমার পূর্ব্ব জন্মেরই সুকৃতির ফল।

কুন্দন। তাহা হইলে কি আমাদিগের পূর্ব্ব জন্ম ছিল, এবং পর জন্ম হইবে?

তাপস। নিশ্চয়। সৃষ্টি কালাবধি আমাদের কত শত সহস্র বার জন্ম হইয়াছে, এবং পরেও কত শত শত বার জন্ম হইবে তাহার ইয়ত্তা কি। তবে যিনি চতুর, অর্থাৎ—

"যা গোবিন্দ পদারবিন্দ নিরতা সা চাতুরী চাতুরী"।

তিনি এই মায়াময় সংসারে কামনা ও কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ভগবদ্‌পদারবিন্দ-নিরতা দ্বারা ভবার্ণব পার হইয়া মোক্ষ মার্গে গমন করেন, তাঁহারই জন্ম মৃত্যুরূপ যাতায়াতের নিবৃত্তি হয়।

কুন্দন। তাহা হইলে পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফলাফল মাত্রই কি পর জন্মে ভোগ করিতে হয়?

তাপস। কর্ম্ম বিশেষের ফল সদ্য ফলে, এবং কোন কোন কর্ম্মের ফল জন্ম জন্মান্তরেও ফলিতে দেখা যায়। বৃক্ষ যেমন রোপণ মাত্রই ফলেনা, সময় প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কর্ম্ম বিশেষের ফল কাল বিলম্বে ফলিতে দেখা যায়।

কুন্দন। প্রভো! কর্ম্মফল কি সবই সমান ভোগ করিতে হয়?

তাপস। জ্ঞান-কৃত কর্ম্মের ফলই ভোগ করিতে হয়, তবে কর্ম্মের লঘুত্ব ও গুরুত্বানুরূপ ফলেরও তারতম্য ঘটে। গালি দেওয়া অপেক্ষা প্রাণ সংহার মহাপাপ।

কুন্দন। অপর কোন্ কর্ম্ম হইতে পারে, যাহার ফল ভোগ করিতে হয় না।

তাপস। ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্মের এবং অজ্ঞান-কৃত কর্ম্মের।

কুন্দন। রাজা যেমন বিচার দ্বারা দোষানুরূপ দণ্ডের বিধান করেন, কর্ম্মফলও কি সেইরূপ ঈশ্বর প্রদত্ত?

তাপস। ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, কোনও কর্ম্মের সহিত লিপ্ত নহেন। মানব নিজেরই কৃত শুভাশুভ কর্ম্মফল ভাগী হয়, এবং কর্ম্মানুরূপ জন্ম লাভে কর্ম্মফল ভুঞ্জে

কুন্দন। তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত মানবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অর্থাৎ তাঁহার সেবার্চ্চনার প্রয়োজন কি ?

তাপস। ঈশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সদাচরণ, ও ভগবানের পঞ্চপ্রকার আরাধনা দ্বারা মন পবিত্র ও আত্মা প্রসন্ন হয়, তাহার পর অভ্যাস যোগ দ্বারা মানব ভক্তিমান হয়, এবং ভক্তি হইতেই মুক্তি পথে গমন করে।

কুন্দন। নিরাকার ব্রহ্মের জন্যও এ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের কি প্রয়োজন হয় ?

তাপস। ভগবান নিরাকার ও সাকার উভয়ই। তিনি সাকার রূপে স্বপ্রকাশ হইলেই বিশ্বের বিকাশ হয়। এই বিশ্ব-লীলা (মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান) কালীন তিনি মায়ার আশ্রয়ে ঈশ্বর, বিরাট পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ, এবং তুরীয় অর্থাৎ জ্ঞান মনের অতীত নিরাকার পরব্রহ্ম।

কুন্দন। উক্ত চতুর্থ অবস্থার পরেও ঈশ্বরের লীলাবতারের প্রয়োজন কি ?

তাপস। তুমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পড়েছ—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়াচ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অল্প মতি অজ্ঞজনগণের ভগবদ্ভক্তি লাভ রূপ হিতের জন্যই ঈশ্বরের রূপের কল্পনা। তাহার পর মানবের চিত্ত বৃত্তি আনুপমিত্য, অর্থাৎ একের উপমিতি দ্বারা অন্যের উপলব্ধি; সুতরাং এক বস্তুর অনুভূতি অভাবে অপরের অনুমান যেমন অসম্ভব, অর্থাৎ ক্ষুদ্রের জ্ঞান অভাবে বৃহতের উপলব্ধি, অন্ধকারের জ্ঞান অভাবে আলোকের অনুভূতির ন্যায় সাকার অভাবে নিরাকারের জ্ঞান ও ধ্যান অসম্ভব

ব্যাপার। ভগবান আত্মারাম, সর্ব্ব ঘটেই আত্মা রূপে বিদ্যমান। আত্মা নিরাকার, কিন্তু সাকার শরীর-সম্বন্ধে আত্মার যেরূপ উপলব্ধি, নিরাকার পরব্রহ্মেরও তাহাই তুরীয় অবস্থা; সুতরাং সাকার উপাসনায় সিদ্ধ হইলে, ক্রমে হিরণ্যগর্ভ জ্যোতির্ম্ময় রূপের কল্পনা, ও সেইরূপেই ভগবদ্দর্শন ঘটে, তাহার পর নিরাকারে নিরাকার আত্মার লয়ের নাম মুক্তি বা নির্ব্বাণ: এই মুক্তিমার্গ পরম জ্ঞান লাভই জীবের চরম গতি।

কুন্দন। চরম গতির জন্য পরম জ্ঞান লাভের উপায় কি বলিতে আজ্ঞা হউক।

তাপস। জিজ্ঞাসু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জন্মিলেই দৈব বা ভগবান প্রসাদাৎ পথ ও প্রদর্শক সংঘটিত হয়।

কুন্দন। আমার ন্যায় অধমের ভাগ্যে কি তাহা হবে। কুন্দনলালের অক্ষিযুগল অশ্রু পূর্ণ হইল, হৃদয় বিগলিত হইয়া উঠিত।

তাপস। মানব চরিত্র তৌল দণ্ডের ন্যায়, একবার সৎ বা অসৎ যে দিকেই দণ্ডাগ্র অবনত হয়, মানব সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে, কিন্তু তুমি ভাগ্য ক্রমে অসৎপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছ। জীবনের পরিণাম মৃত্যু অন্তে যাহাতে আত্মার সদ্‌গতি বা মুক্তি লাভ হইতে পারে, সেই পরম পথের অনুসরণে যত্নবান হইবে, নচেৎ সংসার বত্মে গতায়াতের অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

কুন্দন। (যুক্ত করে) প্রভো সেই পরম পথ আমি কি প্রকারে পাইতে পারি, কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হইক।

তাপস। সে পথ সদ্‌গুরু। গুরু মন্ত্র প্রদান রূপ জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা যে দিব্য চক্ষুর বিকাশ করিয়া দেন, তাহার দ্বারাই শিষ্য মুক্তি মার্গ দেখিয়া তৎপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। তোমার

এ পর্য্যন্ত দীক্ষা হয় নাই, অদীক্ষিত শরীর অপবিত্র থাকে। তথাপি তুমি মকর সংক্রান্তির দিন সস্ত্রীক যে সাধু সেবা করিয়াছ, সেই পূণ্যে আমার দর্শন পাইলে, নচেৎ সাক্ষাতেরও সম্ভবনা ছিল না।

কুন্দন। (প্রণত হইয়া) প্রভো! এ অধমের প্রতি কৃপা করুন, আমায় দীক্ষিত করিতে আজ্ঞা হউক।

তাপস। আমি এরূপ কার্য্য প্রায় করি না, তথাপি তোমার ভবিতব্য দর্শনে আমি তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিব। তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র বস্ত্রে আসিলেই দীক্ষিত হইতে পারিবে।

অনন্তর কুন্দনলাল পূর্ব্ব কথিত সাধুর প্রদর্শিত পথে বন হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার প্রতীক্ষিত ক্ষুদ্র নৌকা যোগে স্বীয় ষ্টীমারে উপস্থিত হইয়া নলিনী ও কুমুদিনীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী, ১০০ স্বর্ণ মুদ্রা, কতিপয় নূতন বস্ত্র, এবং প্রায় এক পোয়া গাঁজা লইয়া মনুয়ার সহিত নৌকা যোগে কূলে অবতরণ করতঃ গঙ্গাস্নানান্তে পট্ট বস্ত্র পরিধানে বালুকা মধ্যে পদাঙ্ক দর্শনে, সেই অরণ্য পথে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই তাপস প্রবরের সমীপবর্ত্তী হইয়া আনীত দ্রব্য সম্ভার ধুনীর সম্মুখে রাখাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তাপস মহাত্মা পট্ট বহির্ব্বাস পরিধানে, তিলক করিয়া শালগ্রাম পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শিষ্য সেই সাধু শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন, মনুয়া কাঁসর বাজাইতে লাগিল, কুন্দন লাল যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি-পূত চিত্তে পূজা দর্শন করিতে লাগিলেন। দিব্য গন্ধে বনস্থল আমোদিত হইয়া উঠিল।

আরতি শেষ হইলে তাপস প্রবর কুন্দন লালকে উপবেশন করিতে বলিলেন। কুন্দন লাল পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলে গুরুদেব চন্দন দ্বারা

তাঁহার কপালে তিলক দিয়া, একটী নূতন তুলসী মালা গলায় পরাইয়া তাঁহার কর্ণে বিষ্ণু-মন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং শালগ্রাম অগ্রে প্রণাম করিতে বলিলেন। কুন্দন লাল শালগ্রাম সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ১০০ স্বর্ণ মুদ্রা গুরুদেবের চরণ প্রান্তে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, এবং পরিশেষে সেই পথ-প্রদর্শক গুরুভ্রাতা সাধুর চরণে প্রণাম করিয়া প্রথমে বিষ্ণু পাদোক পান করতঃ পরে গুরুদেবের পাদোদক পান করিলেন।

কুন্দন লালের আনীত খাদ্য সামগ্রী দ্বারা সাধুটী ভোগ রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুদেব স্বর্ণ মুদ্রাগুলি প্রত্যর্পণ করতঃ বলিলেন, গৃহ ত্যাগী উদাসীনের অর্থ গ্রহণ করিতে নাই, বিশেষতঃ স্বর্ণ স্পর্শ করাও নিষেধ, কারণ মহারাজ পরীক্ষিতের নিদেশানুসারে কলি যে পঞ্চ স্থান আশ্রয়ে অবস্থান করে, তন্মধ্যে স্বর্ণ একটী। অনিকেত উদাসীনের রক্ষক ও প্রতিপালক প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপী শালগ্রাম সুতরাং ভগবৎ কৃপায় আমাদিগের কোন অসুবিধা অভাবই অনুভব করিতে হয় না। মানব নিজের পুরুষকারের প্রতি সর্ব্বথা নির্ভর করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। তাহার পূর্ব্ব বা ইহজন্মে কৃত পুণ্য দ্বারা প্রসন্ন দৈবরূপী ভগবানের সাহায্য ভিন্ন তাঁহার সুমনোরথ পূর্ণ হইতে পারে না। তুমি অনন্যমনে কেবল তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে কোন কর্ম্ম করিবে তাহা সৎভিন্ন অন্য রূপ হইতে পারিবে না। সংসারে বিচরণ ভানুমতীর কলসী শিরে রজ্জুপরি নৃত্যের ন্যায়। ভানুমতী উপর্য্যুপরি সাতটী কুম্ভ মস্তকোপরি ধারণ করিয়া যখন রজ্জুর সেতু পার হইতে থাকে, তখন তাহার দৃষ্টি অর্থাৎ মন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তি মস্তকস্থিত কুম্ভের প্রতি নিবিষ্ট থাকে, পদ অভ্যাস বশতঃ সঞ্চরণ দ্বারা রজ্জু-সেতু পার হয়, সেই রূপ সংসারী মানব মাত্রেরই ভগবানের প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া সংসার-সেতু পার হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে রাজর্ষি জনক ও তত্ব-জিজ্ঞাসু কোন রাজার একটি রূপকথা আছে। একদা রাজর্ষি জনকের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য এক রাজা উপস্থিত হইয়া ছিলেন। জনকরাজা সমাগত রাজাকে অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রথমেই অতিথি সৎকারার্থ তাঁহার ভোজনের ব্যবস্থা করাইলেন। যথা সময়ে আহার্য্য দ্রব পরিবেশন করা হইলে আগন্তুক রাজা ভোজনার্থ উপবেশন করিয়া দেখিলেন, ঠিক তাঁহার মস্তকোপরি এক খানি তীক্ষ্ণ খড়্গ অতি সূক্ষ্ম তন্তু যোগে আলম্বিত রহিয়াছে। তিনি ঐ খড়্গ দেখিয়াই ভীত ও চমকিত হইয়া নিজের প্রাণের আশঙ্কায় ক্ষিপ্রতার সহিত ভোজন শেষ করিয়া উত্থানান্তে যেন আপনাকে নিরাপদ মনে করিলেন। অনন্তর তাম্বুলাদি চর্ব্বণান্তে জনক রাজর্ষির সমীপবর্ত্তী হইলে বিদেহ নাথ অতি শিষ্টাচার সহ করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! ভোজ্য বস্তু কিরূপ হইয়াছিল, এত শীঘ্র কিরূপে ভোজন শেষ করিলেন, রন্ধনের কোন ত্রুটী অথবা আহারের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই ত?" অতিথি বলিলেন, "মহারাজ আমার আসনের ঠিক উপরে যে তীক্ষ্ণ খড়্গ ঝুলিতেছিল, তাহা দেখিয়াই ভয়ে আমার আত্মা উড়িয়া গিয়াছিল, কি জানি সেই সূক্ষ্ম তার-ছিড়িয়া খড়্গ আমার উপরে পড়িবে, এবং আমার অপমৃত্যু ঘটিবে, এই জন্য যত শীঘ্র সম্ভবে ভোজন শেষ করিয়াছি। কি যে খাইয়াছি তাহা আমার কিছুই স্মরণ নাই। কারণ ভোজন কালীন আমার লক্ষ্য কেবল খড়্গের প্রতিই ছিল!"

জনক রাজর্ষি তখন বলিলেম, "মহারাজ! তত্ত্বজ্ঞান লাভও ঠিক ঐরূপ। খড়্গের স্থলে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই সকল তত্ত্বের সার।"

অনন্তর রন্ধন পরিসমাপ্ত হইলে বস্ত্র দ্বারা শালগ্রামরূপী নারায়ণ

বিগ্রহের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন দিয়া ভোগ অন্নাদি নিবেদন করা হইল। তাহার পর গুরুদেব প্রসাদ গ্রহণ করিলে কুন্দন লাল তাঁহারই পত্রে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। তিনি প্রসাদ আস্বাদনে বুঝিলেন, ভগবানে নিবেদিত এরূপ অমৃতময় মহাপ্রসাদ তিনি জীবনে এই প্রথম গ্রহণে পবিত্র ও তৃপ্ত হইলেন। মন্নুয়াও প্রসাদ ভক্ষণে উদর পূর্ণ করতঃ উচ্ছিষ্ট পত্রাদি বিদূরিত করিয়া স্থান মুক্ত করিল। রন্ধন পাত্রে তখনও প্রচুর প্রসাদান্ন রহিয়াছে, দেখিয়া গুরুদেব উহা কুন্দন লালকে লইয়া যাইয়া পরিজনগণকে দিতে বলিলেন। পত্র পাত্র মধ্যে প্রসাদ লইয়া গমনোদ্যত হইলে গুরুদেব তাঁহাকে অপরাহ্নে পুনরায় আসিতে বলিলেন, কারণ মন্ত্র শোধনের এবং দীক্ষিত জীবনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি শুনিবার প্রয়োজন আছে।

কুন্দন লাল মন্নুয়ার সহিত বিদায় হইয়া বনের বহির্ভাগে গমন করিয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। নলিনী ও কুমুদিনী প্রসাদ প্রাপ্তে ভক্তি পূর্ব্বক পুত্রদ্বয়কে খাওয়াই নিজেরাও পরিতোষ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলেন, এবং তিনি পুনরায় মন্ত্র শোধনার্থ গুরুদেবের নিকট অপরাহ্নে যাইবেন শুনিয়া উভয়েই অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত কুন্দন লালকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন গুরুদেবের নিকট অবশ্য অবশ্য জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যেও দীক্ষা গ্রহণ ঘটিতে পারে কি না।

অপরাহ্নে কুন্দন লাল গুরুদেবের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি দীক্ষিতের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, মানব মাত্রের পক্ষে, বিশেষতঃ দীক্ষিতের পক্ষে ভগবানকে এবং গুরুদেবকে অভিন্ন জ্ঞান করিবে। ভক্তমাল রচয়িতা শ্রীমন্নাভাজী বলিয়াছেন,

"ভক্তি ভক্ত, ভগবন্ত, গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদরজ বন্দন করকে নাশে বিঘ্ন অনেক ॥"

এজন্য ভগবান ও গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্যই ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। স্নানান্তে পবিত্র হইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ, বিষ্ণুরূপ ও গুরুরূপ ধ্যান, ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন, স্তব পাঠ, ও নাম উচ্চারণ রূপ "অভ্যাস জায়তে সিদ্ধি," অভ্যাস যোগে সিদ্ধি লাভ হইলে অন্তিম সময়েও ইষ্ট দেবের মূর্ত্তি ধ্যানযোগে দর্শন এবং তাঁহার তারকব্রহ্ম নারায়ণ নাম-স্মরণ ও মুখে অভ্যাস বশতঃ উচ্চারিত হইবে। অন্তিম সময়ে পুত্রকে ডাকিয়া তাঁহার নাম মাহাত্ম্যে অজামীল যে বৈকুণ্ঠগামী হইয়াছিলেন, এ কথা ধ্রুব সত্য। কারণ স্বয়ং নারায়ণ অপেক্ষা তাঁহার নামের মাহাত্ম্য অধিক।

কুন্দনলাল অজামীলের উপাখ্যান জানিতেন না। তাঁহার গুরুদেব বলিলেন, "অজামীল ব্রাহ্মণের পুত্র, যৌবনে ইন্দ্রিয় উত্তেজনায় এক বেশ্যাতে আসক্ত হইয়াছিলেন। কালক্রমে যখন বেশ্যার গর্ভ-সঞ্চার হইল, তখন লোক গঞ্জনায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া লোকালয়ের দুরবর্ত্তী এক অরণ্যময় প্রদেশে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় উভয়ে স্বামী স্ত্রী ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেশ্যার গর্ভে তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মিল। পুত্র কলত্রের ভরণ পোষণ জন্য অজামীল চৌর্য্য, দস্যুতা ও ব্যাধবৃত্তি অবলম্বী হইলেন। সুরাপানেও তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, স্থূলতঃ ব্রাহ্মণত্ব তাঁহার শরীরে কিছুই ছিল না, তিনি চণ্ডাল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী বেশ্যা পুনরায় গর্ভবতী ও আসন্ন প্রসূতা হইল। ইতোমধ্যে সেই বন-পথগামী এক বৈষ্ণব সাধু মধ্যাহ্ন সময়ে পথশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অজামীলের কুটীর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া আতিথেয়তা প্রার্থনা করি-লেন। ক্রূরকর্ম্মা অজামীল কর্কশ স্বরে পরুষ বচনে অভ্যাগতকে দূর হইতে বলিলেন, কিন্তু বেশ্যার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। সে স্বীয়

স্বামীকে বলিল, "দেখ আমরা অতি মন্দ ভাগ্য, বনবাসী। অতিথি সেবা ইহজন্মে আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। এমন মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধার্ত্ত সাধুকে এক মুষ্টি চাউল দিলে কি আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। পাপের তো অন্ত নাই, অতিথিকে এক পেট খেতে দিয়েও যদি কিছু পুণ্য হয়, তা করিলে ক্ষতি কি?"

যাহা হউক অজামীলের মতামতের প্রতীক্ষা না করিয়া বেশ্যাটি সাধুকে ছায়াতে বসিতে এক খানি মৃগ চর্ম্ম পাতিয়া দিল। এক প্রকাণ্ড অশ্বথ মূলে স্থান মুক্ত করিয়া সাধুর রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিল। সাধু অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র নদীতে হস্তপদ প্রক্ষালনান্তে স্বীয় জলপাত্রে ভরিয়া জল আনিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন। রন্ধন শেষ হইলে বেশ্যা একবার দেখিতে আসিলে সাধু তাহার ও তাহার স্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বেশ্যা অকপটে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিল। ব্রাহ্মণ নন্দনের এ হেন দুর্গতির কথা শুনিয়া সাধুর হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি বেশ্যাকে বলিলেন, "বৎসে! তুমি দুইটি সন্তানের মাতা, সংপ্রতিও গর্ভবতী আছ, যদি আমার একটি অনুরোধ বাক্য পালন কর, তাহা হইলে আমি ভোজন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে প্রস্থান করিব।"

বেশ্যা বলিল, আপনার কি অনুরোধ বলুন, যদি পালন যোগ্য হয়, অবশ্যই রক্ষা করিব। সাধু বলিলেন, "বৎসে! এবার ভাগ্য ক্রমে যদি তোমার আর একটি পুত্র জন্মে, তবে তার নাম নারায়ণ রাখিবে, আমার এই অনুরোধ।"

বেশ্যা এই কথা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিল, "ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যদি এবারও আমার পুত্রই হয়, তাহা, হইলে, ভাল আপনার অনুরোধ মত তার নাম নারায়ণই রাখিব।"

অনন্তর সাধু আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া বহু আশীর্ব্বাদ করিতে

করিতে স্বীয় গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন। যথা সময়ে বেশ্যা এবারও পুত্রই প্রসব করিল, এবং সাধুর অনুরোধ বাক্য স্মরণ করিয়া তাহার নাম নারায়ণ রাখা হইল। ক্রমে পুত্রটি পঞ্চম বৎসরের এবং পিতার অতিশয় বাধ্য, ও প্রীতিভাজন হইয়া উঠিল। অজামীল এক মুহূর্ত্তও পুত্র নারায়ণকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। তাহাকে দেখিতে না পাইলেই "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া ডাকিতেন। এইরূপে নারায়ণ নাম উচ্চারণ প্রভাবে ক্রমে তাঁহার কৃত পাপ কিঞ্চিৎ ক্ষয় পাইতে লাগিল, কারণ, স্বয়ং নারায়ণ অপেক্ষাও তাঁহার নামের মাহাত্ম্য অধিক।

এই সময়ে অজামীলের কাল পূর্ণ হইল। অন্তিম সময়ে বিকট মূর্ত্তি, ভীষণাকার যমদূতদিগকে আগত দর্শনে অজামীল অতিশয় ভীত হইয়া স্বীয় পুত্র নারায়ণকে যেমন ডাকিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণ ত্যাগ ঘটিল। যম দূতেরা তাঁহার আত্মা পুরুষকে নিগড়াবদ্ধ করিতেছিল, এমন সময় দুই জন বিষ্ণু-দূত তথায় উপস্থিত হইয়া যমদূতদিগকে ভৎসনা ও লাঞ্ছনা ক্রমে আত্মা পুরুষের বন্ধন মোচন করিলেন। যম দূতেরা অজামীলকে মহাপাপী বলিয়া যমরাজের দণ্ড ভোগের জন্য লইয়া যাইতে চাহিলে, বিষ্ণু দূতেরা বলিলেন, "এই মহাপুরুষ, নারায়ণ বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এ জন্য ইনি সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে বৈকুণ্ঠে গমনের যোগ্য হইয়াছেন, অতএব আমরা ইঁহাকে মোক্ষধামে লইয়া চলিলাম, তোরা তোদের মূর্খ যম রাজাকে এই কথা বলিবি।"

যাহা হউক, অজামীল বিষ্ণু দূত কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠেই নীত হইলেন, এবং অতিথি সাধুর সদেচ্ছা পূর্ণ হইল। অতএব অভ্যাস্ যোগ সিদ্ধির জন্য নিরন্তর ভগবানের নাম, ও মহিমা শ্রবণ, কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

কুন্দনলাল সন্ধ্যারতির পর গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তে বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি মন্ত্র শোধনান্তে স্বীয় ভক্ত হরিদাস ব্যাঘ্রকে পথ প্রদর্শন ও অন্য হিংস্র শ্বাপদ জন্তু হইতে রক্ষণ জন্য কুন্দন লালের অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন। ব্যাঘ্রের নাম হরিদাস। হরিদাস অগ্রগামী হইল। কুন্দন অনুমাত্রও ভীত না হইয়া গুরুবাক্যে ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া হরিদাসের সহিত বনের বাহিরে ষ্টীমারের সমীপে আসিয়া ব্যাঘ্রের গায় হাত বুলাইয়া স্নেহ মধুর বাক্যে, "ভাই! এখন তুমি ফিরে যাও," এই বলিয়া ধন্যবাদসহ বিদায় করিয়া নৌকাযোগে ষ্টীমারে উপস্থিত হইলেন। নলিনী ও কুমুদিনীর অনুরোধ বাক্য গুরুদেবের নিকট বলিতে তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া দুঃখিত হইলেন।

পর দিন প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে পবিত্র হইয়া গুরুদেবের দর্শন জন্য বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পথভ্রম হওয়াতেই হউক, অথবা সিদ্ধ পুরুষের মায়া প্রভাবেই হউক, বহু অন্বেষণেও কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাইলেন না। হতাশ হইয়া ষ্টীমারে ফিরিয়া গিয়া মনুয়া ও দুই জন খালাসী সহ বন্দুক লইয়া পুনরায় সেই পদচিহ্ন দৃষ্টে বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কুত্রাপি সেই বিশাল বটবৃক্ষ বা গুরুদেবকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ন মনে ষ্টীমারে ফিরিয়া গেলেন। সে দিনও তথাতেই রহিলেন। রাত্রিতে মনের উৎকণ্ঠা বশতঃ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তাঁহার গুরুদেব শয্যাসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "বৎস! বিষণ্ন হইও না, শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভু দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দেবের দর্শন করিতে যাও, তথায় আমার দর্শন পাবে।"

পর দিন প্রাতে কুন্দনলাল কুমুদিনী ও নলিনীকে স্বপ্ন দর্শনে গুরুদেবের আদেশ বাক্য শুনাইয়া তথা হইতে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রার মনস্থ করিলেন। কুন্দনের মাতাও জগন্নাথজীর দর্শনের ইচ্ছা

প্রকাশ করিলেন, সুতরাং বেলা ৮টার সময় তাঁহারা ষ্টীমারে যাত্রা করিলেন।

একাদশ কাণ্ড।

উপসংহার।

সাগর-সঙ্গম হইতে যাত্রা করিয়া অচিরেই বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হইলে কুন্দনলালের ছোট ষ্টীমার উত্তাল তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। কুন্দনলাল উদ্দাম তরঙ্গায়িত অসীম নীলাম্বু-হৃদয়অম্বুধি নীলাকাশেলীন দর্শনে বিশ্বপতির অমিত শক্তির, অপার মহিমার, অনন্ত কীর্ত্তির অনুভুতির দ্বারা ভক্তি-বিগলিত হর্ষাপ্লুত হৃদয়ে ভগবানের বিশ্ব বিভুতির মধ্যে "সরসামস্মি সাগরঃ" স্মরণ করিয়া যুক্তকরে সমুদ্র দেবকে প্রণাম করিলেন। তিনি যেন মানস নয়নে সেই বিশাল জলধি মধ্যে অনন্ত শয্যা-শায়িত মহাবিষ্ণুর নাভিকুণ্ডলোত্থিত সপ্তদ্বীপ সপ্তকর্ণিকা-ময় সুমেরু-পদ্মে সমাসীন প্রজাপতি, এবং তজ্জাত লোকপাল, স্বেদজ. অণ্ডজ, জড়ায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ সমন্বিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অনন্যমনে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন :—

টৌরিকা—যতি।

অহো মহিমা তব, বিশাল বিশ্বভব,
নভ জলধি প্রভো অনন্ত অপার।
তব ভব-লীলা বিচিত্র প্রকটিত,
চরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝার।
ভাতে প্রভাতে ভানু নভাঙ্গনে,

নিশিতে চন্দ্রমা তারকা হার ;
মেঘ বরষি জল তিতে মহীতল.
আজ্ঞায় অনিল বহে অনিবার।
রটে তব গৌরব কুসুম সৌরভে.
গুণ গুঞ্জন রত ভ্রমর ঝঙ্কার,
বিহঙ্গ রঙ্গ-বশ গায় মঙ্গল যশ
সুর নর ভক্ত সকল সংসার ॥

গানটি প্রথমে মৃদু স্বরে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ হৃদয়ের আবেগে উচ্চ কণ্ঠে প্রাণ খুলিয়া গাইতে লাগিলেন। উচ্ছসিত তরঙ্গ তরী-প্রতিঘাতে যেন লয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। নলিনী ও কুমুদিনী স্বামীর মুখে সর্ব্ব প্রথমে এই ভগবদ্ভক্তি প্রেমাবেগপূর্ণ গীত শ্রবণে প্রীতি লাভ করিলেন। তাঁহাদিগেরও মন প্রাণ পরমাত্মা পরব্রহ্মের অপার মহিমায় আপ্লুত হইল। তাঁহারা নিরবে ক্ষণ কাল বিশ্বপতির চরণে আত্মনিবেদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

শীতকালে প্রায়ই উত্তর দিগ্বাহী শীতল সমীর প্রবাহ লক্ষিত হয়, এজন্য অনবরোধ সাগর-প্রবাহী উত্তরীয় পবনহিল্লোল কুন্দনলালের গন্তব্য পথে অনকুল দৃষ্টে খালাসীরা পাইল তুলিয়া দিল। একে ষ্টীমের পূর্ণ বেগ, তাহাতে পবন-বলে তরণী প্রবল বেগে পক্ষিণীর ন্যায় উড়িয়া চলিল। সাগর-তীরবর্ত্তী জনপদ যেন আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বেগের দ্রুততা হেতু তরঙ্গের তুঙ্গতা ও যোজনব্যাপী বিলোলন তাদৃশ অনুভূত হইল না। সমুদ্র যাত্রার পূর্ব্বে সকলেই গঙ্গা-সঙ্গম জলে স্নান করিয়া আসিয়া ছিলেন, এক্ষণে গুরুদেবকে নিবেদিত নৈবেদ্য মিষ্টান্নাদি দ্বারা জলযোগ করিয়া কেহ কূলের, কেহ বা সমুদ্রের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলেন। প্রথম দিন সন্ধ্যার সময় চাঁদ-

বালীর নিকট লঙ্গর করিয়া অবস্থান করতঃ পরদিন অপরাহ্ণ সময়ে পুরীতে উপস্থিত হইয়া ষ্টীমারেই থাকিলেন।

পরদিন প্রাতে নৌকা যোগে তীরে অবতরণ করিবামাত্র পাণ্ডার দল উপস্থিত হইলেন। কুন্দনলাল চৌদভাই দামোদর গোয়ালিয়ারের মহারাজের পাণ্ডা ঠাকুরকে পাণ্ডা রূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চ রাত্রি অবস্থানের জন্য শ্রীমন্দিরের অদূরে এক দ্বিতল বাটীতে পরিজন সহ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কতিপয় পালকীর ব্যবস্থা করা হইল। প্রথমে পাণ্ডার প্রমুখাৎ মাহাত্ম্য শ্রবণে পঞ্চতীর্থ দর্শন ও স্নানের সংকল্প করিয়া স্বর্গদ্বারে সমুদ্র-স্নান করিলেন। পুরীতে পুরুষোত্তম জগন্নাথ দেব ব্যতীত অন্য কি কি দর্শনীয় আছে, তাহা পাণ্ডার কাছে জানিয়া লইলেন। পাণ্ডা বলিলেন,

"মার্কণ্ডেয়াবটাকৃষ্ণ রৌহিণ্যং চ মহোদধৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন কৃতে স্নান পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে॥"

অনেকে অজ্ঞতা প্রযুক্ত মার্কণ্ডেয় সরোবর, বট কৃষ্ণ, রৌহিণ কুণ্ড তীর্থরাজ সমুদ্র, এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এই রূপ ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু মার্কণ্ডেয় অবট, অকৃষ্ণ (শ্বেত গঙ্গা) রৌহিণ কুণ্ড, সমুদ্র, ও ইন্দ্রদ্যুম্ন এই পঞ্চ তীর্থ স্নান করিতে হয়। বটকৃষ্ণ পঞ্চ তীর্থের অন্তর্গত নহেন। তদ্ভিন্ন অষ্ট শিব, অষ্ট শক্তি, টোটা গোপীনাথ, জগন্নাথ বল্লভ উদ্যান, আঠার নালা সেতু, চক্রতীর্থ এবং পুরী হইতে পঞ্চ ক্রোশ ব্যবহিত সত্যবাদীস্থিত সাক্ষী গোপাল দর্শন করিতে হয়, অবগত হইলেন। সমুদ্র-স্নানের পর শ্বেতগঙ্গা, তদনন্তর মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান তর্পণাদি করিয়া পরিশেষে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক রৌহিণ কুণ্ডের কারণ জল মস্তকে ধারণান্তে শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গড় র-স্তম্ভ আলিঙ্গনের পর দারু ব্রহ্ম জগন্নাথ,

বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র এই চতুর্ধা মূর্ত্তি দর্শন, প্রণাম, স্পর্শন অর্চ্চনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ কালীন বটকৃষ্ণ, বিমলা দেবী, সত্যভামা, ও লক্ষ্মী দেবীর দর্শনান্তে সত্র ভোগের পর আনন্দ বাজার হইতে সর্ব্ব প্রকার মহাপ্রসাদ ক্রয় করিয়া স্নান-বেদীর সমীপবর্ত্তী এক অশ্বত্থ বৃক্ষ-তলে প্রসাদ ভক্ষণের মানসে কুন্দন লাল সপরিবারে যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি অতীব বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, তাঁহার গুরুদেব সেই সাধু শিষ্যসহ তথায় বসিয়া রহিয়াছেন।

কুন্দন লাল অতীব আনন্দিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ও তৎ শিষ্যের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার পদধুলি লইয়া মস্তকে, ললাটে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন। ইনিই গুরুদেব জানিয়া নলিনী ও কুমুদিনী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদরজ গ্রহণে পুত্র দ্বয়ের অঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। কুন্দনের মাতাও ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।

গুরুদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "বৎস! তুমি মহাপ্রসাদ কিনিয়া আনিবে, তাই ভক্ষণ করিব বলিয়াই এই অশ্বত্থ-মূলে বিশ্রাম করিতেছি। তোমার যুগলপত্নী অতি আগ্রহ সহকারে দীক্ষিতা হইতে পারিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতে তোমায় অনুরোধ করেন, কিন্তু তখন তাঁহারা দীক্ষিতা হইবার যোগ্যা ছিলেন না, এজন্যই তুমি তাদের অনুরোধ অনুসারে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেও বিস্মৃত হও, তাঁহারা তাহাতে মনে মনে অতীব দুঃখিতা হয়, তজ্জন্যই স্বপ্নে তোমাদিগকে পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্রে আসিতে আদেশ করি। তোমরা এক্ষণে পঞ্চতীর্থ স্নান ও মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের চতুর্ধা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তে জন্ম মৃত্যু রহিত মুক্তাত্মা হইয়াছ। এখন নলিনী ও কুমুদিনীকে মহামন্ত্র প্রদান করিব"।

গুরুদেব কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ হস্তে লইয়া স্বয়ং মস্তকে স্পর্শ করিয়া নিজ বদনে দিলেন, অনন্তর স্বহস্তে কুন্দন লাল, নলিনী, কুমুদিনী, পুত্র দ্বয়, এবং কুন্দনের মাতার মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া মাথায় হস্ত মর্দ্দনান্তে নলিনী ও কুমুদিনীকে একে একে মন্ত্র প্রদান করিলেন। তাঁহারাও গুরুদেবের পদে বিলুণ্ঠিতা হইয়া ধন্য ও কৃত কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার পর সকলেই মহাপ্রসাদ পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন, এবং পাঁণ্ডার ছড়িদারের দ্বারায় জল আনাইয়া পান ও আচমণ করিলেন।

অনন্তর গুরুদেব বলিলেন, "তোমরা পঞ্চ রাত্রি এই পুণ্য ক্ষেত্রে অবস্থানের পর কলিকাতায় ফিরিয়া যাও। ক্রমে ক্রমে তীর্থ দর্শন করিবে, এবং যে কোন মহাতীর্থেই আমার দর্শন পাইবে। এক্ষণে আবাস গৃহে যাইয়া বিশ্রাম কর, কারণ তোমরা এক দিনেই পঞ্চ তীর্থ স্নান করাতে ক্লান্ত হইয়াছ"।

কুন্দনলাল সপরিবারে গুরু-পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া সাশ্রু নয়নে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণে আবাস গৃহে চলিলেন। পঞ্চ রাত্রি অবস্থান কালীন ক্রমে লোকনাথ মহাদেব, যমেশ্বর, কপালমোচন, সাক্ষী গোপাল, চক্র তীর্থাদি দর্শনান্তে পাণ্ডাকে পাঁচ এবং শ্রীমন্দিরে অবশিষ্ট ৯৫টি মোহর যাহা গুরুদেব প্রত্যর্পণ করিয়া ছিলেন, তাহা শ্রীক্ষেত্রে দান করিয়া ষ্টীমার যোগে চতুর্থ দিবসে গঙ্গা-সাগরের পথে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রতি বৎসর দোল যাত্রার পর রায়গড়ে সপরিবারে গমন করিয়া কুন্দলনাল শারদীয় পূজা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিতেন। এই সময়ে জমিদারীর প্রজাবর্গের অভাব, অভিযোগ সুখ, দুঃখ নানা অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিতেন। পূজার

পর কলিকাতার বাটীতে অবস্থান কালীন ভারতের নানা প্রদেশের প্রজা সাধারণের দুঃখ দারিদ্র, মড়ক, দুর্ভিক্ষের সময় অকাতরে অর্থদান করিতেন। স্কুল, কলেজের অনাথ অসমর্থ অধীতিবর্গের অধ্যয়নে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন। অবীরা, নিরন্ন, বর্ষীয়সী, ভদ্রাভদ্র স্ত্রীলোক দিগের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতেন। তিনি ঢকা বাজাইয়া দান পুণ্য করিতেন না। যাহাকে বলে, "দক্ষিণ হস্তে দান করিলে বামহস্ত তাহা জানিতে পারে না," কুন্দনলাল সেইরূপ গোপনে অফলাকাঙ্ক্ষী ভাবে নাম যশ অপ্রাথারূপে, যাহাকে যে প্রকার অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, ঔষধ, পুস্তকাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই তাহা জানিতে পারিত না। কলিতে দয়াই ধর্ম্মের মূল, তিনি একথা ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া নিজের প্রয়োজনের মত অর্থ মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই বিতরণ করিতেন। তিনি জানিতেন, যে দিবে, সে পাবে; যে দিবেনা সে পাবে না। তাঁহার স্মরণ হইল, মহানুভব আকবর বাদশাহ স্বীয় মতিমান মন্ত্রী বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাঁভি, উহাঁভি; ইঁহা হ্যায় তো উহাঁ নহিঁ; ইঁহাভি নহিঁ, উহাঁভি নহিঁ; ইহার অর্থ কি? বিরবল বলিলেন, "জাহাঁপনাহ্! যাহার ইহলোকে আছে, সে যদি দান পুণ্য করে, তাহা হইলে তাহার পরলোকেও আছে, আবার যে ইহলোকে অর্থ সম্পদ সত্বেও দান পুণ্য করে না, তাহার ইহলোকে সুখসমৃদ্ধি থাকিলেও পরলোকে পরাঙ্মুখ হইতে হয়, কিন্তু যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তির ইহলোকে নাই, সে দানে অক্ষম হেতু তাহার পরলোকেও কোন প্রত্যাশা নাই, এবং সে পর জন্মেও দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করে।"

কুন্দনলাল প্রতিবৎসর প্রয়াগ. বৃন্দাবন, অযোধ্যা, দ্বারকা, কামাখ্যা কোন না কোন তীর্থ সস্ত্রীক দর্শন করিতেন, এবং কোন কোন স্থলে

স্বীয় গুরুদেবের দর্শনলাভে মনের ভ্রমাপনোদন জন্য উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তিনি আর্য্যদিগের প্রথম অভ্যুদয় সময়ে প্রতিষ্ঠিত আর্য্যাবর্ত্ত অথবা ব্রহ্মবর্ত্ত (বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র) নামক প্রদেশে পুণ্যতোয়া সরস্বতী তীরবর্ত্তী স্থানেশ্বর দর্শন করিয়া, পূর্ব্বকীর্ত্তি চারিধাম অর্থাৎ ভগবানের লীলাবতার ভূমি, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, দ্বারকা ও পুরী; মহাদেবের নবনাথ অর্থাৎ বিশ্বনাথ, পশুপতিনাথ, রামনাথ, অমরনাথ, কেদারনাথ বৈদ্যনাথ, (বৈজুনাথ), চন্দ্রনাথ, তারকনাথ, সোমনাথ দর্শন করিলেন। প্রাচীন সপ্ত মোক্ষধাম—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা ॥"

ক্রমে ক্রমে দর্শন করিলেন। তীর্থ দর্শন দ্বারা বহুদর্শিতা এবং সাধুসজ্জনগণের দর্শন দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জনই উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলেন। দীক্ষিত হইবার পরে কখনও আচার ভ্রষ্ট,অখাদ্যভোজী এবং সুরাসেবী হয়েন নাই।

ক্রমে নলিনী ও কুমুদিনীর গর্ভে কতিপয় পুত্রকন্যা জন্মিল। মঞ্জুরীর সহিত সঙ্গত হইবার দুই বৎসর পরে মনুয়ার একটি পুত্র ও তাহার পর যথাসময়ে একটি কন্যা জন্মিল। বিবাহের দুই বৎসর পরে সারদাও পুত্রবতী হইলেন। কিছুদিন পরে মিঃ র‍্যালো পরলোকগামী হইলে তাঁহার ত্যাজ্য সম্পত্তি নলিনীর মাতা কুন্দনলালকে দিলেন, এবং তিনি অতঃপর লালবাজারের বাটী মাসিক ৩০০৲ টাকায় ভাড়া দিয়া কুন্দন লালের কলিকাতাস্থ বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কাশীতে কুমুদিনীর পিতা শ্যাম লাল মৈত্র মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে কুন্দন লালের মাতা জীবনের অবশিষ্ট কাল কুমুদিনীর মাতার সহিত স্বীয় কাশীস্থ বাটীতে একত্র বাসকরিয়া অতিবাহিত করিতেলাগিলেন।

কুন্দনলাল একদা স্বীয় গুরুদেবের নিদেশিত গুরু ভ্রাতার লিখিত

পত্রপ্রাপ্তে তাঁহার গুরুদেব তীর্থরাজ প্রয়াগে দেহত্যাগ করিবে
এই সমাচার জানিতে পারিয়া, পুত্র কলত্র সহ তাঁহার সহিত
জন্য এলাহাবাদে গমন করিলেন। উত্তরায়ণে পুণ্য তিথি সংব
দিন গুরুদেব ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া অজীনাসনে
বেশন করিলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে সমাগত তাঁহার বহু
দিগের সহিত কথোপকথনে প্রসন্ন বদনে সকলের নিকট বিদায়
সেই সিদ্ধ পুরুষ দিবা ১০টার সময় সমাধিস্থ হইলেন, এবং
নিমেষেই তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

কুন্দনলাল গুরুদেবের স্বর্গারোহণ দর্শন করাতে তাঁহার
নির্ব্বেদ, সংসারে বৈরাগ্য ও বিতৃষ্ণা উপস্থিত হওয়াতে পুত্র
দিগকে এলাহাবাদ হইতে দেশে লইয়া আসিয়া সকলকে
কহিয়া, কুমুদিনী ও নলিনীকে বিস্তর বুঝাইয়া সংসার ত্যাগের সং
করিয়া বলিলেন, "আমরা সকলেই একই অনন্ত পথের পা
তোমাদিগের সহিত পথের পরিচয়। দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ যাইতে
হইবে, তবে দিন থাকিতে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য।" তাঁহার
বিশেষ অনুরোধ করাতে তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা
পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষিত, কর্ম্মক্ষম ও পরিণিত করিয়া "পঞ্চাশো
বনং ব্রজেৎ" বুধ বাক্যানুরূপ হিমালয়ের পাদদেশে হৃষীকেশ
ভাগীরথী তটবর্ত্তী পুণ্য স্থানে মৃত্যু-কামী প্রবীণ বয়স্ক সাধু সন্তস
সাহচর্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কা
প্রসিদ্ধ গুণ্ডা কুন্দনলাল রাজা কুন্দনলাল হইয়া বহু দান
সৎ কার্য্যের পর গুরুদত্ত নাম মাহাত্মা ভগবান দাস আখ্যায় জীব
পর্য্যন্ত হৃষীকেশেই অবস্থান করিলেন, ইতলং।

সম্পূর্ণ।